রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

১২৭৭-৭. সপ্তমঃ পর্ব্ব। ৬

কলিকাতা।

সুচারু যন্ত্রে মুদ্রিত।

সম্বৎ ১৯২১।

সূচীপত্র।

রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র।

৭ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। সন ১২৭৯ [৬৯ খণ্ড।

মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাস।

র্ব্ব পত্রে কথিত হইয়াছে যে যৎকালে মোগল সম্রাটের পুত্র গণ সাম্রাজ্য লোভে তাতার ও তুরস্ক রুধীরে দেশ আপ্লাবিত করে, তৎকালে বিশাল-কীর্ত্তি-শৈলাগ্রগণ্য মহাত্মা শিবজীর উত্তরাধিকারীরা দক্ষিণ দেশের অবশিষ্ট যবন আধিপত্য বিলুপ্ত করিয়া প্রায় দক্ষিণ দেশ সমস্তই স্বাধীন করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। সেই হেতু হিন্দুজাতির পরম বৈরী ঔরঙ্গজেবের এক প্রধান কর্ম্মচারী জুলফিকার খাঁ কুচক্র করিয়া ঐ প্রোজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যশালী মহারাষ্ট্রীয় নৃপতি বংশের আত্ম বিচ্ছেদের সূচনা করিয়া দেয়। সেই যুদ্ধ বিগ্রহ উপলক্ষেই মহাতেজঃপুঞ্জ ভুবন বিখ্যাত বীরবর শিবজীর স্বীয় বাহুবলোপার্জ্জিত দক্ষিণ দেশ দুই পৃথক অংশে বিশ্লিষ্ট হয়, তদ্বৃত্তান্ত কোলাপুরের ইতিহাস মধ্যে প্রাপ্তব্য এই হেতু আমরা কোলাপুরের ইতিহাসের উপযুক্ত করিয়া ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত ক্রমান্বয়ে সহৃদয় পাঠক বর্গের গোচরার্থ উৎসুক রহিলাম।

কোলাপুর রাজ্য বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ও তত্রত্য রাজসংক্রান্ত-প্রতিনিধির ব্যবস্থান্তর্গত জনপদ, উহার উত্তর সীমা সেতারা, দক্ষিণে বৃটীশ কালেক্টরীভুক্ত বেলগেয়ন পরগণা, পশ্চিমাংশে সবন্ত বাড়ি এবং রত্নগিরী। ইহার পরিমান ৩৪৪৫ চতুরস্র ক্রোশ। কৃষ্ণা এবং বর্ণা এই নদীদ্বয়ই কোলাপুরের প্রসিদ্ধ নদী। তদ্ভিন্ন কয়েকটা পার্ব্বতীয় স্রোতাকার জলাশয় আছে। তথায় প্রসিদ্ধ ঘাট নামক যে প্রধান পর্ব্বত শ্রেণী আছে উহা উচ্চে ৪০০০ ফিট এবং ভূতত্ত্ব নিয়মানুসারে উহা অগ্নিগর্ভ বলা যাইতে পারে। তত্রত্য অধিবাসী অধিকাংশ মহারাষ্ট্রীয় এবং রামুসী। শেষোক্ত জাতির ভীল দিগের সহিত সমতা আছে। পরন্তু তাহারা বুদ্ধিমত্তা ও সমরোৎসাহিতায় ভীল জাতিকে পরাস্ত করে। কোলাপুর রাজ্যের মধ্যে অম্যুন ৫,৪৬,১৫৬ লোকের বাস আছে এবং বিশালগড়, কগল, ইঞ্চলকরনজী এবং ভোদা এই চারিটী রাজ্য উহার অধীন। উক্ত রাজ্যে শ্রীবুদ্ধিমতী নগরী এক মাত্র রাজধানী। কোলপুর রাজধানী বহুলোকে পরিকীর্ণ, এই হেতু তাহা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। পূর্ব্বে অপরিশুদ্ধ বস্তুর নিমিত্ত বায়ু যে রূপ দুষিত হইত এখন আর তাহা হয় না। ১৮৪৮ খ্রীষ্টীয় শক অবধি কয়েক বার উক্ত রাজপাটের স্থান সংস্করণ হইয়াছে। কোলাপুর বোম্বাই হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে প্রায় ১৮৫ জ্যোতিষী ক্রোশ দূরে অবস্থিত। পুনা হইতে ১৩০ জ্যোতিষী ক্রোশ, সেতারা হইতে ৭০ জ্যোতিষী ক্রোশ।

মহারাষ্ট্রীয় আধিপত্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী শাহুরাজা; তাঁহার যথার্থ নাম শিবজী, কিন্তু ঔরঙ্গজেব তাঁহার ঐ নাম রহিত করিয়া পিতামহের নামেই তাঁহাকে সম্বোধন করাতে তিনি শাহু নামে খ্যাত ছিলেন। শাহু দিল্লিতে কারারুদ্ধ হওয়াতে শিবজীর মধ্যম পুত্র মহারাষ্ট্রীয় দেশের সিংহাসনাধিরোহণ করেন কিন্তু শাহুর কারাবিমুক্তির পূর্ব্বে তাঁহার কাল হওয়াতে তদীয় পুত্র শিবজী রাজা হন। যে সময়ে শাহু দিল্লি হইতে কারাবিমুক্তি লাভ করত স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন তৎকালে মহারাষ্ট্র দেশের বিপুল স্বাধীনতা শিবজী ও তাঁহার মাতা সম্ভোগ করিতেন। শাহু স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে খান্দেশস্থ প্রধান মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যাধ্যক্ষ পরশুজী ভোঁশলা এবং চিম্নাজী দামোদরকে তদীয় প্রত্যাগমন সংবাদ বিজ্ঞাপন ও রাজ্যাধিরোহণে তাঁহার স্বপক্ষতা করণ ইত্যাদি অভিসন্ধি করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। পরশুজী ভোঁশলা এবং চিম্নাজী শাহুর সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তৎসন্নিধানে উপনীত হইয়া রাজোচিত সম্মান করিলেন। তৎপশ্চাৎ হৈবৎরাও, নিমাজী, নিম্বলকর, সিন্ধিয়া এবং অন্যান্য প্রধান রাজ পারিষদ্বর্গ তাঁহারদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলেন। শাহু পিতৃব্য পত্নীকে এক পত্র লেখেন; পরন্তু পুত্রকে পদচ্যুত করিয়া শাহুকে রাজা করা তারা বাঈয়ের অভিপ্রায় ছিল না। তন্নিমিত্ত শাহু যাহাতে রাজা না হইতে পারেন তাহার বিহিত চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। যাহাতে শাহু দেশ হইতে দূরীকৃত হন তদভিপ্রায়ে তাঁহাকে প্রতারক বলিয়া লোকের অবিশ্বাস উৎপাদন করণার্থ আন্তরিক চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পরামর্শানুসারে মহারাষ্ট্রীয় কোন কোন প্রধান ব্যক্তি শাহুর বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র পান্থ ও নীলু পান্থকে রাজমন্ত্রীর পদে, ধন্নাজী যাদো এবং পরশুরাম ত্র্যম্বককে সেনাপতির কর্ম্মে, শঙ্করজী নারায়ণ পার্ব্বত্য দুর্গ রক্ষায় ও কাঙ্ক্ষজী অঙ্গ্রীয়া শিদোজীকে উপকুল রক্ষায় তারাবাঈ নিযুক্ত করিলেন।

প্রতিকূলা পিতৃব্য পত্নীর অসঙ্গত মানস এবং অনুচিত দুর্ব্যবহার দর্শনে শাহু একেবারে গোদাবরী নদীতটে উত্তীর্ণ হইলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে তিনি ছদ্মবেশী নহেন, তাঁহার খুল্লতাতপত্নী তাঁহাকে রাজ্যে বঞ্চিত করণোদ্দেশেই তাঁহাকে প্রতারক বলিয়া তাঁহার অপবাদ ঘোষণা করিতেছেন। শাহু অবিলম্বে পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করত রাজ পাট আক্রমণ জন্য অগ্রসর হইলেন, পরন্তু তাঁহার গমনাবরোধ জন্য তারা বাঈয়ের সেনাপতি ধন্নাজী যাদো এবং প্রতিনিধি বহু সৈন্য পরিবৃত হইয়া সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন! প্রজা সমস্ত তারা বাঈয়ের অনুরক্ত ছিল সেই হেতু শাহুর সৈন্যগণকে গ্রামে গ্রামে বহু পীড়ন সহ্য করিতে হইল। শাহু ঐ সমস্ত গ্রাম অধিকৃত করত বিদ্রোহী প্রজাদিগকে বিশেষ শাসিত করিলেন। ঐ সময়ে সংগ্রাম ক্ষেত্রে এক অপূর্ব্ব ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, এক বয়ঃস্বিনী বাহু যুগলে একটী তরুণ শিশুকে ধারণ করত শাহু রাজার সন্নিহিত হইয়া "আমার এই সন্তানকে রাজার ইষ্ট সাধনে সমর্পণ করিলাম" কেবল উচ্চৈঃস্বরে এই কথাটী বলিয়া শাহুর পদতলে সন্তানটীকে স্থাপন করিয়া প্রস্থান করিল। শাহু শিশুর প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ প্রযুক্ত উহার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিলেন। উহার পিতার নাম লাখ হণ্ডে এবং ঐ সন্তানের জাতিকুল বিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া পুত্রবৎ স্নেহের সহিত তাহার প্রতিপালন করেন, এবং তাহাকে স্বগোত্রীয় ভোঁশলা উপাধি প্রদান করেন উপস্থিত যুদ্ধে

শাহু জয়লাভ করাতে ঐ শিশুর ফতে সিংহ নাম রাখিয়াছিলেন। অনন্তর তাহা হইতেই প্রসিদ্ধ অকাল কুট রাজ্য স্থাপিত হয়।

উপরোক্ত যুদ্ধে শাহু অস্ত্র দ্বারা যতকৃত কার্য্য না হউন সদ্ভাব দ্বারা অধিক ইষ্ট সাধন করিয়াছিলেন। ধন্নাজী তারা বাঈয়েরপক্ষ ত্যাগ করিয়া শাহুর বশীভূত হন এবং প্রতিনিধিও তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন ইহা পরে প্রকাশ হইবে। ঐ সময়ে চন্দন বন্দন প্রভৃতি কতকগুলি প্রধান স্থান শাহু অধিকৃত করেন। তাঁহার প্রতি যাহারা বৈরিতা করিয়াছিল ঐ সকল স্থান অধিকারে তাহাদিগের অসৎ কর্ম্মের বিহিত ফল প্রদান করা হইল। শঙ্করজী নারায়ণ পান্ত সুচেষ্ট সেতারা ও পুরন্দর দুর্গ পরিত্যাগ করণ জন্য পরশুরাম ত্র্যম্বককে এক পত্র লিখিয়াছিলেন; পরন্তু তারা বাঈয়ের উক্ত পরম বিশ্বস্ত সেনাপতি তাহাতে অসম্মত হন কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ মীর নামা এক মুসলমান সৈনিক স্বীয় প্রভুকে কারাবরুদ্ধ করত উক্ত দুর্গ বৈরী পক্ষের হস্তে ন্যস্ত করে। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুণ মাসে শাহু সেতারার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন।

তারা বাঈয়ের পক্ষে গদাধর প্রহ্লাদ প্রতিনিধি এবং ভৈরব পান্থ পিঙ্গলে পেশবার পদে আরূঢ় হইয়া অতি সুসৃঙ্খল রূপে রাজকার্য্য আরব্ধ করিলেন। তাহাতে সমস্ত মহারাষ্ট্রীয় প্রজারা তারা বাঈয়ের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হইয়া তাঁহারই অনুরক্ত হইল। কিয়দ্দিবস পরে রাজ্ঞীর প্রধানমন্ত্রী নীলু পান্থ ময়ূরেশ্বরের রাঙ্গা নামক স্থানে পরলোক প্রাপ্তি হয়, সেই হেতু রাজ্যের অশেষ বিশৃঙ্খলতা ঘটিবার উপক্রম হয়, কিন্তু ধন্নাজীকে আশু ঐ পদে নিয়োজিত করা হইল। তিনি রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্য কলাপ বিশেষ সুনিয়ম বদ্ধ করণার্থ কয়েক জন কার্কুনকে নিযুক্ত করেন, তন্মধ্যে শ্রীবর্দ্ধন নামা অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞ প্রভূত বুদ্ধিশালী জনৈক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। ভবিষ্যতে ইহাঁরই তেজস্বিনী বুদ্ধি হইতে মহারাষ্ট্রীয় জাতির তেজ যশঃ পুনরুদ্দীপ্তমান হইয়াছিল এবং ইনিই "বালাজী বিশ্বনাথ" এই অক্ষয় নাম ভূলোকে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রাখিয়া গিয়াছেন। কুলকর্ণী মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় রাজস্বমন্ত্রী বলিয়া বাচ্য হয়। বালাজী আদৌ ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্ব্বাংশেই রাজ্যের কুশল স্থাপন করিয়াছিলেন। বালাজী বিশ্বনাথ ভট্ট কুলকর্ণী দ্বারা পেশবা প্রভুত্ব স্থাপিত হয়।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের গৃহ বিবাদ উদ্দীপন করাই জুলফিকার খাঁর উদ্দেশ্য ছিল সেই হেতু শাহু সেতারায় সিংহাসনাধিরূঢ় হওনাবধি দক্ষিণ দেশের সুর-দেশ-মুখী নামক চৌথ গ্রহণ জন্য দিল্লীশ্বরের সভায় আবেদন করেন। জুলফিকার খাঁর পরামর্শানুসারে শূলতান মৌজুন শাহুকেই সুরদেশী মুখী চৌথ প্রদান করা বিহিত বিবেচনা করেন। তারা বাঈয়ের কর্ম্মচারীরা সম্রাট মন্ত্রী মোনাইম খাঁর নিকট উক্ত বিষয়ের প্রতিবাদ করাতে জুলফিকার খাঁ মন্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া পরক্ষে তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল পরন্তু শূলতান জুলফিকার খাঁর কথা অগ্রাহ্য করিয়া মন্ত্রীরই মতের পোষকতা করিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীর গৃহ বিবাদ যাবত্ নিষ্পত্তি না হইবে তাবৎ ঐ কর প্রদানের নিষেধ করেন।

যৎকালে শাহুচন্দন বন্দন নামক স্থানে শিবির স্থাপন করত অবস্থিতি করেন তৎকালে বোম্বাইয়ের শাসন কর্ত্তা সরনিকলস সাহেবের সমীপে যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রাদি প্রার্থনা করা হয় কিন্তু কোন পক্ষে ইংরাজেরা তৎকালে সাহায্য

প্রদান না করাতে শ্রীশ্রী৺শারদীয়া পূজাবসানে শাহ বিপক্ষ প্রতি আক্রমণ করতঃ ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে পান্না নামক দুর্গ অধিকৃত করিবার পর শাহ ত্র্যম্বকপরশু রামকে হস্তগত করত বিশাল গড়ও অধিকৃত করিলেন। ঐ সময়ে রাঙ্গা নামক স্থানে তারা বাঈ উপস্থিত থাকাতে শাহ সে স্থানও আক্রমণ করিবামাত্র তারাবাঈ মালবন নামক স্থানে প্রস্থান করণে বাধিত হয়েন এবং তত্রত্য দুর্গ রক্ষক তাঁহার সহিত সংগ্রাম করণে উদ্যত হইয়াছিল।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বুদালস্তম্ভের খোদিত লিপি।

মরা ভারতবর্ষীয় ও অন্যান্য দেশীয় ইতিহাসাদি প্রকাশে বিশেষ যত্ন করিব এবং যে সমস্ত বিষয় ইতিহাস লেখকগণের প্রয়োজনীয় তৎপ্রকাশেও বিমুখ থাকিব না। আমাদিগের বাঙ্গলা ভাষায় নানামত নানা বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে কিন্তু তদ্দর্শনে আমরা বলিতে পারি না যে, বাঙ্গলা ভাষা একটি উত্তম ভাষা হইয়াছে। এস্থলে আমরা বঙ্গভাষাপ্রিয়বন্ধুগণকে বলিতেছি যে তাঁহারা এরূপ মনে করিবেন না যে বঙ্গভাষার নিন্দা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য বরং তদ্বিপরীতে বঙ্গভাষানুরাগী সহৃদয়গণকে যাহাতে মাতৃভাষা যথার্থ উন্নত হইতে পারে এরূপ পথ প্রদর্শন করাই আমাদিগের অভিপ্রায়। এই বঙ্গভাষার লালিত্য ও সাহিত্যাদি সম্বন্ধে আন্তরিক ভাব প্রকাশের ক্ষমতা এত অধিক হইয়াছে যে তদ্বিষয়ে ইহাকে সংস্কৃত ভিন্ন কোন ভাষা হইতেই ন্যূন বলা যায় না। আর ইহাতে কাব্য, নাটক, উপন্যাস, নবন্যাসাদি গ্রন্থের সদ্ভাব যে পরিমাণে দেখা যায় তাহাতে অন্যান্য ভাষা হইতে কোন প্রকারে হীন বলা যায় না। কিন্তু কেবল কাব্যাদিদ্বারা ভাষা উন্নত হইতে পারে না, কারণ যে ভাষাদ্বারা লোক সকল প্রকার আন্তরিক ও ব্যবহারোপযোগী ভাব প্রকাশ করিতে পারে সেই ভাষাই প্রকৃত উন্নত এবং যে ভাষায় তাহা দুঃসাধ্য সেই ভাষাই অপরিপুষ্ট বলিতে হয়। এই বঙ্গভাষায় বর্ত্তমানে আলঙ্কারিকদিগের শৃঙ্গারাদি রসের ব্যঞ্জনা যেরূপ পারিপাট্যের সহিত হইতে পারে, যন্ত্র বিজ্ঞান, রাসায়ন অপ্‌তত্ত্বাদিবিষয়ক ভাবাদি প্রকাশ বিষয়ে তাহার দশাংশের একাংশও দেখা যায় না। ইতিহাস ও বিজ্ঞানাদির গ্রন্থ বাঙ্গালায় এখন হইতেছে কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল নাই, কারণ কেবল অনুবাদের উপর নির্ভর করিলে প্রকৃত উন্নতির অসম্ভাবনা। যে পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষায় স্বাধীনচিত্তে বিতর্কিত-মত-সম্বলিত, সুদীর্ঘ ও *সর্ব্বাবস্থা প্রকাশক ইতিহাস ও †স্বপরীক্ষামূলক বিজ্ঞানাদি গ্রন্থের উদয় না হইতেছে তদবধি এই ভাষা বাস্তবিক উন্নত হইবে না। আমাদিগের মতে স্বাধীন চিত্তে বিতর্কিত-মতসম্বলিত ইতি বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে "অমুক সাহেব এই প্রকার কহেন অতএব তাহাই হইবে" স্থির না করিয়া দশজন

---

* দেশের রাজনীতি, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বাণিজ্যাদি সম্বন্ধীয় অবস্থা।

† আপন আপন পরীক্ষা ও দর্শনাদিদ্বারা নির্দ্ধারিত স্বাভাবিক নিয়ম ও স্বাভাবিক রহস্যাদিকে মূল করিয়া যে গ্রন্থ রচিত হয় তাহা সপরীক্ষা মূলক বাচ্য।

লেখকের গ্রন্থ পাঠ ও অন্যান্য উপায়দ্বারা ঐতিহাসিক ঘটনাদি সংগ্রহ করত তাহা নিজ নিজ বিবেচনামত সঙ্কলিত ও তৎসমস্তের কার্য্য কারণাদি বিষয়ক আপন আপন মতমূলক স্বাধীন চিত্তে বিতর্কিত-মতসম্বলিত দীর্ঘ ইতিহাস সহস্র দোষ সত্ত্বেও বিশুদ্ধরূপে অনুবাদিত সহস্র গ্রন্থাপেক্ষা উত্তম ও হিতকর। অনুবাদ করিলে লেখকের চিত্তবৃত্তি সকল আবদ্ধ হইয়া থাকে সুতরাং তাহার চালনা হয় না, আর স্বাধীন রচনা দ্বারা ঐ সমস্ত প্রশস্ত ভাবাপন্ন ও স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। আমরা এতৎ পত্রে অনেক অনুবাদিত ও ইংরাজি হইতে সংগৃহীত প্রবন্ধ প্রচার করিব তাহাতে পাঠকগণ অসন্তুষ্ট হইবেন না, কারণ মাসিক, সপ্তাহিক বা অন্য কোন প্রকারে নিয়মিত রূপে প্রচারিত পত্রের সম্পাদকগণ নিয়মের বশীভূত থাকাতে সকল প্রবন্ধ স্বাধীনতার সহিত লিখিবার সময় ও সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন না। সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা বরং আশু আন্দোলিত বিষয় সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন; "রহস্য-সন্দর্ভাদির" ন্যায় পত্রে তাহা চলে না। অতএব এই পত্রে যে সকল অনুবাদিত বা সংগৃহীকৃত প্রবন্ধ প্রচার হয় তদ্দ্বারা পাঠকগণ বুঝিবেন যে আমরা অবকাশ বিশিষ্ট সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার রূপ গৃহ নির্ম্মাতাগণের নিমিত্ত কেবল ইষ্টক ও কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া দিতেছি তাঁহারা এসমস্তকে আবশ্যক মত যথা যোগ্য স্থানে নিবেশ করিয়া নিজ নিজ স্বাধীন বুদ্ধি কৌশলে নির্ম্মাণ কার্য্য সাধন করুন।

চারলস উইলকিন্স সাহেব বুদলের সন্নিকটস্থ কীর্ত্তিস্তম্ভে খোদিত লিপি বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা লিখিতেছি এবং ঐ লিপির তৎকৃত অনুবাদের সারাংশ প্রকাশ করিতেছি। ঐ লিপির আদর্শ সন্নিধানে থাকিলে তাহারই অর্থ বিকাশে যত্নবান্ হইতাম কিন্তু তদভাবে অগত্যা বিদেশীয় অনুবাদকের উপর নির্ভর করিতে হইল তজ্জন্য পাঠকগণ ক্ষুণ্ণ হইবেন না। আমাদিগের ও অন্যান্য ব্যক্তির তদ্বিষয়ক অভিপ্রায়াদি ব্যক্ত ও সন্নিবেশ করিতে বিরত হইব না।

বুদলে যে ইংরাজদিগের কুটি ছিল উইলকিনস সাহেবের তাহার কর্ত্তৃত্ব থাকায় ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তিনি তন্নগর সন্নিকটস্থ পতিত বাদা ভূমির উপর একটী এক-খণ্ড-প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভ দেখেন। ঐ স্তম্ভের আকার একটী মধ্যে ভগ্ন নারীকেল বৃক্ষের স্তম্ভের ন্যায় ও অনেকাংশ ভগ্ন। উহার দেহে, মৃত্তিকা হইতে অল্প পদ উচ্চে, একটী লিপি খোদিত আছে। উইলকিন্স সাহেব লেখেন যে ঐ লিপি যে অক্ষরে লিখিত তাহা চলিত দেবনাগরাক্ষর হইতে অনেকাংশে ভিন্ন এবং করনেল ওয়াটসন সাহেব মুঙ্গের হইতে যে প্রশস্তিপট্ট প্রাপ্ত হয়েন তাহার অক্ষরের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। এই অক্ষরের ঐক্যতা জন্যই প্রাগুক্ত সাহেব বলেন যে মুঙ্গেরের প্রশস্তিপট্ট ও বুদলস্তম্ভের খোদিত লিপি এক সময়ের কার্য্য। ঐ স্তম্ভস্থ লিপির ভাষা সংস্কৃত এবং বিবিধচ্ছন্দে অষ্টবিংশতি শ্লোকে উহা লিখিত হইয়াছে. উহার সার মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

---

*খোদিত লিপির মর্ম্মানুবাদ।

সাণ্ডিল্য বংশীয় বীরদেব হইতে পঞ্চালের উৎপত্তি এবং পঞ্চাল হইতে গর্গ জন্ম গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় ইন্দ্র তুল্য গর্গ দৈত্যদিগের

* বুদাল স্তম্ভে যে লিপি খোদিত আছে তাহার অর্থ বিকাশনে উইলকিন্স সাহেব যে অনেক প্রমাদ পাত করি-

দ্বারা পরাভুত হয়েন, কিন্তু ধর্ম্ম পরায়ণতা হেতুক তিনি সসাগরা পৃথিবী অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার সাধ্বী, সুরূপা এবং প্রেমময়ী ভার্য্যা ইচ্ছার গর্ভে কমলযোনি সদৃশ শ্রীদর্ভ পাণী নামক এক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন। †যাঁহার রাজ্য (মত্ত করিকুল-গণ্ডনিঃশ্রুত-মদবিলগ্ন শৃঙ্গ বিশিষ্ট রেবাজনক হইতে সৌরকরসমুজ্জ্বল তুষারাবৃত গৌরী পিতা হিমালয় পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত এবং যাহা পূর্ব্ব সাগর ও পশ্চিম সাগর দ্বারা দুই পার্শ্বে ধৌত) শ্রীদেবপাল ভুপতি তাঁহার কৌশলদ্বারা করপ্রদ করিয়াছিলেন। যাঁহার তোরণে দিগ্‌দিগন্তর হইতে সমাগত মহাজন মণ্ডলী মধ্যে শ্রীদেবপাল তাঁহার অবকাশজন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন। ‡যাঁহার রাজসিংহাসনারোহণ করিয়া ঐ রাজা স্বয়ং শোভা পাইয়াছিলেন, যদিয়ো তিনি পূর্ব্বে তাঁহাকে বহু সঙ্খ্য চন্দ্রকর তুল্যাভ পিটাখ্য 'মুদ্রা কর স্বরূপে প্রদান করিতেন। তাঁহার সর্করাখ্যা পত্নীর গর্ভে ঈশ্বর-প্রিয় বিদ্যাগুণে ভুতল পূজিত সোমেশ্বর ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংসার করণাভিলাষে সানুরূপা রণার পাণিগ্রহণ করেন। এই উভয়ের যোগেই সুবর্ণ বর্ণ ষড়ানন সদৃশ কেদার মিশ্রের জন্ম হয়। তাঁহার অসীম প্রতাপের সীমাবদ্ধ করা দুষ্কর এবং তিনি আন্তরিক বলে অসীম জ্ঞান লাভ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। *তাঁহার বুদ্ধিমত্ত্বার উপর নির্ভর করিয়া গৌরের অধীশ্বর উৎকল, হুন, দ্রাবিড় এবং গুজ্জর রাজ্য ও পৃথিবীর সাগর বেষ্টিত সিংহাসন ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি অতি দানশীল, মিত্রামিত্র বিচার শূন্য, পাপাচারভীত এবং সংসারানুরাগ হীন ছিলেন। তাঁহার যজ্ঞে শ্রীশূরপাল রাজা বারম্বার গমন করিয়া নত মস্তকে পবিত্র বারিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বব্বা মাম্মী পত্নীর গর্ভে জ্যোতির্ব্বিৎ শ্রীগুরব মিশ্র জন্ম গ্রহণ করেন। যাঁহার বস্তুসারবিষ্করণ চেষ্টা দেখিয়া রাজা শ্রীনারায়ণ পাল বিশেষ মান্য করিতেন। শ্রীনারায়ণ পালের

য়াছেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তৎপ্রণীত ইংরাজী অনুবাদের যে সারসংগ্রহ আমরা প্রকাশ করিতেছি তাহাতে গর্গকে স্পষ্টাক্ষরে রাজা বলা হইতেছে, এবং তৎপুত্র শ্রীদর্ভ পাণীর রাজ্য অধীশ্বর শ্রীদেব পালের কৌশলে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে, ইহাও লিখিত হইয়াছে। পুনশ্চ শ্রীদর্ভ পাণীর পৌত্র কেদার মিশ্রের সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে তদ্দ্বারা তাঁহার গৌরেশ্বরের মন্ত্রীত্বপদ স্পষ্টপ্রকাশ পাইতেছে। অধীশ্বর শ্রীনারায়ণ পালের গুরব মিশ্রকে বস্তুসারানুসন্ধানে যত্ন জন্য মান্য করাকে মান্যের পরাকাষ্ঠা বলাতেই শ্রীনারায়ণ পালের আধিপত্য প্রকাশ হইতেছে।

† এই স্থানে সরউইলিয়ম জোনস রাধাকান্ত নাম পণ্ডিতের মতানুসরণ করত মুলে ইন্দ্র শব্দের পরিবর্ত্তে ইন্দু শব্দ ব্যবহার করিয়া নিম্নমতে অনুবাদ করেন, "যাঁহার কৌশল গুণে অধিপতি দেবপাল মত্তকরিকুল-গণ্ডনিঃশ্রুত-মদবিলগ্ন শৃঙ্গ বিশিষ্ট রেবাজনক (মহেন্দ্র পর্ব্বত) হইতে সৌরকর সমুজ্জ্বল তুষারাবৃত গৌরী পিতা হিমালয় এবং নবোদিত ও অস্তগামী সূর্য্যাংশু দ্বারা অরুণিত হয় যে সমুদ্রদ্বয় তৎপর্য্যন্ত ব্যাপী ধরা খণ্ডকে অধীন করিয়াছিলেন।

‡ এস্থলের ভাবে বোধ হয় যে শ্রীদেব পাল পূর্ব্বে শ্রীদর্ভ পাণীকে কর প্রদান করিতেন এবং পরে স্বয়ং তদ্রাজ্য গ্রহণ করেন। ইহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে উল্লেখিত সাণ্ডিল্য বংশীয়েরা রাজা ছিলেন কিন্তু সর উইলিয়ম জোনস তাহার বিপরীত কহেন পরের টীপ্পনীতে প্রকাশ পাইবে।

* সরউইলিয়ম জোনস সাণ্ডিল্য বংশীয়দিগকে ক্রমান্বয়ে নিম্ন লিখিত গৌররাজগণের মন্ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং প্রত্যেক রাজার রাজ্য কাল আনুমানিক ৩০ বৎসর

আদরাপেক্ষা জগতে আর কি মানের সম্ভব? সন্তান কামনায় তনি এত অধিক কাল অপেক্ষা করিয়াছিলেন যে তিনি স্বয়ং পুনর্ব্বার বালকত্ব পাইয়াছিলেন। এই অসীম উচ্চ ও শিরোভাগে গরুড়াকৃতি বিশিষ্ট সুন্দর স্তম্ভে যে লিপি খোদিত হইল ইহা তাঁহারই কীর্ত্তি। এই কার্য্য শিল্পী বিন্দুভদ্রের কৃত।

বসন্ত বর্ণন।

কোন কবির নুতন প্রণালীতে রচিত ঋতুসংহারের প্রথম বসন্ত বর্ণন হইতে কয়েকটী স্থান এস্থলে প্রকাশিত হইল। সমস্ত বসন্ত বর্ণন একত্রে পুস্তকাকারে অবিলম্বে প্রচারিত হইবে এবং তাহা পাঠক বৃন্দের গ্রহণীয় হইবে কি না জানিবার জন্যই রচয়িতা এই পত্রে কিয়দংশ প্রকাশ করিলেন। যে অংশ গুলিন আমরা এস্থলে দিলাম তাহা পরস্পরে অসংলগ্ন বোধ হইতেছে তাহার কারণ এই যে মূল গ্রন্থে এই সকল অংশ একত্রে না থাকিয়া ভিন্ন২ স্থানে নিবিষ্ট আছে।

বসন্ত ঋতুর অভ্যর্থনা।

এস এস ঋতুরাজ বসন্ত সুন্দর!
আইস লইয়া তব যত সহচর!
শীতের হইল শেষ তব আগমনে;
আনন্দ উদয় হল জীবগণ মনে।
ডাকহ তোমার যত কোকিল কলাপে;
তুষিতে নরের মন মধুর আলাপে।
সত্বরে ডাকিয়া আন যতেক ভ্রমরে,
করুক মধুর গান গুণ গুণ স্বরে;
মনোহর চারি পক্ষ নাড়িয়া নাড়িয়া,
ফুল হতে ফুলান্তরে বসুক উড়িয়া।
লইয়া আইস তব খঞ্জনী খঞ্জন,
নাচিয়া করুক নর জড়তা ভঞ্জন।
আনহ তোমার যত মন্দ গন্ধবহ,
আনন্দিত করুক জীবেরে অহরহ।
স্নিগ্ধতর মনোহর সরোবর কুলে,
প্রস্ফুটিত কর তব পাটলী মুকুলে।
প্রফুল্লিত কর তব কুসুম কাননে,
সুগন্ধ করুক দান কিকব বদনে।
ফল ফুলে পরিপূর্ণ করি সর্ব্ব দেশ;
ধরাও ধরণী তলে বিবাহের বেশ।
সবারে ডাকিয়া তুমি কর এক স্থান,
একত্র করিয়া কর বিভু গুণ গান।

ভারতবর্ষের প্রতি সম্বোধন।

হে বর্ষ! ভূতলে যাহা হিন্দুর আলয়,
ভরত হইতে নাম ভারত উদয়!
বল কি সাহসে এই সামান্য অধম।
বৎসর বর্ণিতে তব হইবে সক্ষম,
সুপ্রশস্ত স্থল! বল সৌন্দর্য্য তোমার,
বিস্তারি বর্ণিতে বর্ণে কি সাধ্য আমার?

করিয়া ধরিয়া বুদলস্তম্ভস্থ গুরব মিশ্রের লিপির সময় ৬৭ খ্রীষ্টাব্দ বলেন।

গৌরের রাজা ও মন্ত্রীর তালিকা।

রাজা		মন্ত্রী
গোপাল		পঞ্চাল
ধর্ম্মপাল		গর্গ
দেবপাল	২৩ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্ব	দর্ভপাণী
রাজ্যপাল		সোমেশ্বর
শূরপাল		কেদারমিশ্র
নারায়ণপাল	৬৭ খ্রীষ্টাব্দ	গুরব মিশ্র

আছে কি তোমার পৃষ্ঠে জীবিত এখন,
তব পূর্ব্ব কবি দল তুল্য কবিগণ ?
পারে কি অধম আজি ভুলিতে এস্থলে,
তব পূর্ব্ব গত সে পূজিত কবিদলে ?
হায়রে ! এক্ষন পূর্ণ প্রশস্ত ভারত
হইয়াছে জন শূন্য মরু স্থান মত,
যে কবি যে বীর আর বুধ গণাভাবে,
আর কি মানব লীলা তাহারা দেখাবে ?
কোথায় ভারত বল বাল্মিকী তোমার,
কবিকুল আদিগুরু শ্রষ্টা কবিতার ?
সুধীকুল সুর ব্যাস সর্ব্বজ্ঞ সুধীর,
দর্শনে বিবিধ দর্শী বিচারেতে স্থির ;
মধুময় কবিতা পঙ্কজে দিন কর,
ভারত যাহার কীর্ত্তি খ্যাত চরাচর ?
ভবভূতি শ্রীরাম চরিতা বলি যার,
রস পূর্ণ হেতু প্রিয় রসজ্ঞসবার?
শ্রীহর্ষ জগত হর্ষ রত্নাবলী যার,
নটী কর্ণে শোভে যেন রত্নাবলী হার ?
কবিকুল চুড়ামনি কোথা কালিদাস,
হৃদি যার সদা ছিল নব রসাবাস ;
ভাবের মাধুর্য্য আর সুপদ বিন্ন্যাস,
অধিক এস্থলে তার কি করি প্রকাশ,
অতুল যাহার সাকুন্তলা মধুময়,
স্বভাব সৌন্দর্য্য কোষে দ্বার সম হয় ?
মুরারী শ্রীবাণ ভট্ট মাঘ কবিবর,
ভারব্যাদি কোথা যত কবি কুলেশ্বর ?
মধুর কোমল কান্ত পদা বলি যার,
কোথায় সে জয়দেব ভারত তোমার?
হে ভারত তব ঋতু সমাগম বেশ,
পূত কবিদল মিলি গাইল অশেষ ।
অধম একক আমি কিরূপ করিয়া,
বর্ণিব বৎসর তব সাহসী হইয়া ?
অসমর্থ আপনার বুঝিয়া বিশেষ,
বর্ণিবারে ইচ্ছামাত্র করি এক দেশ ।
জগতের শস্যকোষ রূপেতে বিদিত
যে স্থান, বর্ণিতে তাহা ইচ্ছা করে চিত,
বঙ্গের বসন্ত শোভা বর্ণিব প্রথমে ।
উত্তর পশ্চিম মুখে পরে যাব ক্রমে ;
সুভগা জাহ্নবী জল স্রোত অনুসারী
উত্তরিতে হৈমবতে শীতে মনে করি ॥

বঙ্গভূমির প্রতি ।

সুখদ স্বভাব প্রিয়তর স্থল ভুমি !
পরম ঈশ্বর তব, ওহে বঙ্গ ভুমি !
নানাবর্ণ শস্য পূর্ণ প্রান্তর নিচয়ে,
বিতরেন কৃপা তাঁর প্রসন্ন হৃদয়ে !
তাঁহারি প্রসাদে পার দিতে সর্ব্ব ফল,
কামধুক্ সম, যাহা জগতে বিরল !
স্বর্গ পুর সমাগম সোপান সমান,
শৈল শ্রেণী যদিয়ো না আছে বিদ্যমান ;
অভ্রভেদী হৈমবত তুঙ্গ শৃঙ্গগণ ;
কন্দর তমসাবাস ভীষণ দর্শন;
প্রতপ্ত বালুকা পূর্ণ প্রশস্ত প্রান্তর ;
মহা শব্দে নিপতিত নির্ঝর নিকর ;
শৈলময় সাগরের ভীম তট চয়,
আঘাতিত ঊর্ম্মি দলে নিদাঘ সময় :
পর্ব্বতকে ভগ্ন স্রোত বক্রগা তটিনী,
প্রবাহিত বেগ বলে সদা কল্লোলিনী ;
যদিয়ো ইত্যাদি নানা ভয়ঙ্কর বেশে
স্বভাব সজ্জিত নহে তব পৃষ্ঠ দেশে ;
শস্যময়ী বঙ্গভূমি তথাপি তোমার,
বর্ণিতে স্বভাব শোভা সাধ্য আছে কার ?

চিকাগো নগর।
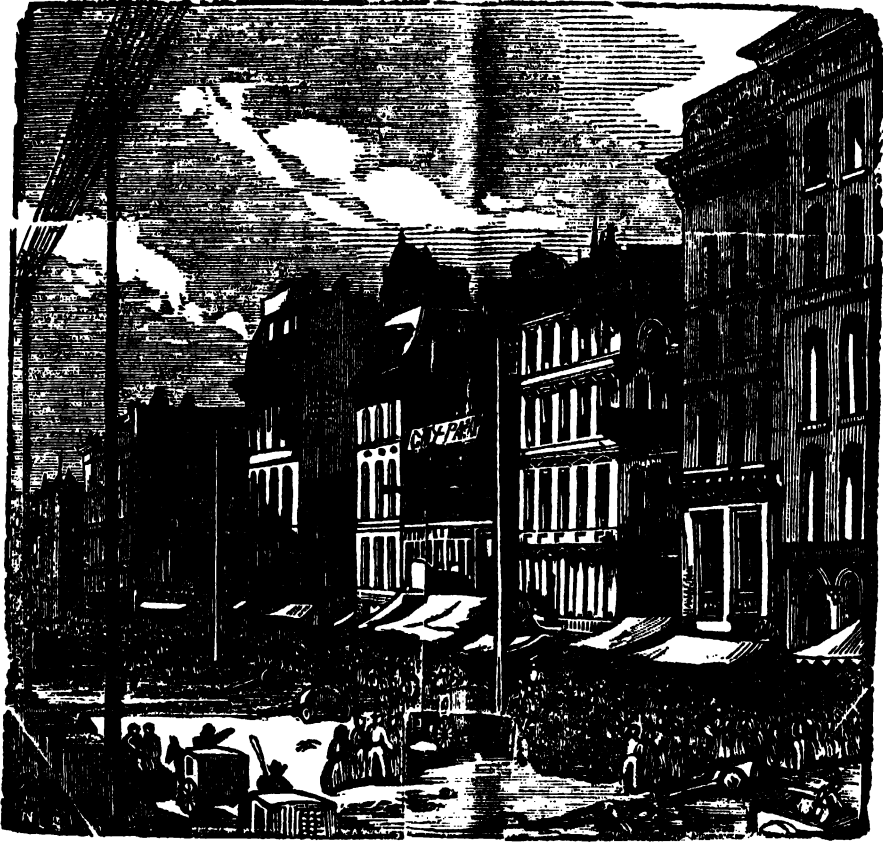
চিকাগো নগর।

আমরিকার উত্তর খণ্ডের পূর্ব্বাংশস্থ সম্মিলিত রাজ্য তত্রান্তর্গত মেচিগান হ্রদের দক্ষিণ পশ্চিমকূলে চিকাগো নামক যে নগর আছে ইং ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তাহাতে অগ্নি দাহে বহু সংখ্যক হর্ম্মাদি ভস্মসাৎ হইয়াছে, বোধ করি পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই জ্ঞাত আছেন। দূরদেশস্থ চিকাগো নগর তাঁহারা দেখেন নাই এবং অনেকে তাহার বিশেষ বিবরণও জ্ঞাত না থাকাতে পূর্ব্বোক্ত দুর্য্যোগে যে কি পর্য্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে তাহাও জানিতে পারেন নাই। আমরা সম্প্রতি ঐ নগরের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত এস্থলে লিখিতেছি অনুমান করি পাঠক বৃন্দ ইহা নিতান্ত নিরস বোধ করিবেন না।

যদিয়ো চিকাগোনগর সাগর তীর হইতে প্রায় পঞ্চশতক্রোশ দূর তথাপি ইহা পৃথিবীর মধ্যে একটি প্রধান বানিজ্য স্থান। ইলিনোইস মাচিগান, ইণ্ডিয়ানা, ওহিয়ো, উইসকন্‌সিন, ইওয়া মিনেসোটা প্রভৃতি খণ্ড সকল নদ, নদী, খাল ও লৌহ বর্ত্মাদি দ্বারা এ প্রকারে মাচিগান হ্রদের সহিত সংযোজিত আছে যে দ্রব্যাদির যাতায়াত সহযেই সম্পন্ন হয়। পূর্ব্বোক্ত স্থান সমস্তে জনার,

গম, নানাবিধ ফলমূল, নানা প্রকার পণ্য পশু জন্মে এবং ঐসকল দ্রব্য চিকাগোনগরে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। নিকটস্থ অন্যান্য নগর সত্তেও এই নগর এবম্প্রকার প্রাধান্য লাভ করিবার কারণ এই যে ইহার স্থান স্বভাবতঃ অতি বাণিজ্য সৌকর্য্য সাধনোপযোগী। উত্তর চিকাগো ও দক্ষিণ চিকাগো নাম্নী অন্যূন ১২।১৫ ফূট গভির সলিল বিশিষ্টা ক্ষুদ্র নদীদ্বয়ের সংযোগ স্থানে চিকাগো নগর স্থাপিত এবং উক্ত সংযোগ স্থান জলজানসমূহের এরূপ আশ্রয় প্রদান করে যে তাহা এক প্রকার স্বাভাবিক কীলক স্থান বলা যায়। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই চিকাগো নগর একটি অতি সামান্য বন্য স্থানমাত্র ছিল ও ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পরও আদিম আমরিকানেরা ইহাকে "স্কলক্‌স্‌-হোল" নামে কহিত। ইহা "ফার" আখ্যকোমল লোমানুসন্ধায়ী অরণ্য পরিভ্রমণকারীগণ ব্যতীত অত্যল্প লোকের জানিত ছিল। পরে ফার ব্যবসায়ীদিগের রক্ষার্থে সম্মিলিত রাজ্যতন্ত্র দ্বারা এই স্থানের ইংরাজি ৬ বর্গ ক্রোশ পরিমাণ ভুমি আদিম প্রতিবাসীগণের নিকট হইতে ক্রীত হয় এবং তথায় ডিয়ারবরণ নামক এক সামান্য দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে এস্থানে জন কিনজি নামক এক ব্যক্তি প্রথম বাস করেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইংরাজদের সম্মিলিত রাজ্যের সহিত সংগ্রাম হয় তৎকালে এই স্থানের দুর্গ পরিত্যক্ত ও বিনষ্ট হয়। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐ সমরানল নির্ব্বাপিত হইলে এস্থানের দুর্গ পুনর্ব্বার দৃঢ়রূপে নির্ম্মিত হয় এবং বসতিরও পুনরারম্ভ হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো গ্রামে সমুদায়ে ১৭০ জন লোকের বসতি ছিল এবং ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইহাতে প্রথম রাজপথ বিনির্ম্মিত ও ত্রয়োদশটি ছাত্র লইয়া একটি যৎসামান্য বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। পর বৎসরেই ডিমোক্রাটশ সংবাদ পত্রের প্রচারারম্ভ ও এই গ্রাম নগর রূপে পরিগ্রহীত হয়। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো সম্মিলিত রাজ্যের মহা সভা হইতে নগরত্বের প্রকাশ্য প্রশস্তি পত্র প্রাপ্ত হয় এবং ডব্‌লু বি অগডেন সাহেব প্রজাগণের ঐক্যমত্যে প্রথম মেয়রের (আমাদিগের পূর্ব্বের মোড়ল) পদে অভিষিক্ত হয়েন। অতএব নগর রূপে চিকাগোর বয়স চতুস্ত্রিংশৎবর্ষের উর্দ্ধ নহে এবং এই অল্পকাল মধ্যে ইহা যেরূপ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল এপ্রকার অস্ট্রেলিয়া দ্বীপস্থ মেলবোরোণ নগর ভিন্ন আর কুত্রাপি দেখাযায় না। এই নগরের ক্রমশ প্রতিবাসী সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহার বিশেষ বিবরণ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি পাঠকগণ দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইহাতে ৪৮৫৩ জন লোকের বসতি ছিল, পঞ্চ বৎসরের মধ্যে বসতির সংখ্যা ১২০০০ হয়। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো নগরে ত্রিংশৎ সহস্র লোকের বসতি নির্ণীত হয়, ও পঞ্চবৎসরের মধ্যে উহা অশীতি সহস্রে পরিনত হয়। তৎপর পঞ্চবৎসরের মধ্যে ইহার লোকের সংখ্যা ১১০০০০ হয় ও পরে পঞ্চবৎসর মধ্যে তত্রত্য লোক সংখ্যা ১৭৮৫৩৯ অবধারিত হয় এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে এই নগর ২৯৯২২৭ জন লোকের বসতি স্থান ছিল।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো নগরে বাণিজ্যার্থে যে সকল দ্রব্য আনীত হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ এস্থলে উল্লেখিত হইয়াছে দেখিলেই সকলে ইহার বাণিজ্যাধিক্যতা জ্ঞাত হইবেন। উক্ত বৎসরের মধ্যে গম ১৭৩৯৪৫০৯ বুসেল, জনার ২০১৪৯৭৭৫ বুসেল, জৈ ১০৪৭২০০০ বুসেল, যব ৩৩৬৫৬৫৩ বুসেল, রাইসরিষা ১০৯৩৫০০, জীবিত ও রক্ষনকৃত স্কুকর ১৯৫৩৩৭২ টা, গরু

৫৩২৯৬৪ টা, এতদ্ভিন্ন কাষ্ঠ, চর্ম্ম, ঊর্ণা মদিরাদি বহু প্রকার বন্য উৎপত্তি চিকাগো নগরে আসিয়াছিল। এই নগরের ব্যবহারার্থ মাচিগানহ্রদ হইতে যন্ত্রযোগে প্রতি দিন দুই কোটি গালন জল আনিত হইত এবং ঐ জল তত্রত্য পঞ্চবিংশতি সহস্র বাটিতে ব্যবহৃত হইত। চিকাগো নগরে প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত সমুদায়ে ৫০০ সাধারণ মার্গ ছিল এবং ঐ সকল মার্গে কাষ্ট বিছান থাকাতে অগ্নি নির্ব্বানের বিশেষ ব্যাঘাত হয়। এই নগরে বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্ম্ম মন্দির, সমাজাগার প্রভৃতি বহু ব্যয় নির্ম্মিত ও সুদৃশ্য বহু সংখ্যক ভবন ছিল। আমরা পত্রে যে একটি চিত্র দিয়াছি তাহাতে ক্লার্ক নামক একটি প্রধান বর্ত্মের উত্তর খণ্ডের কিয়দংশ মাত্র লিখিত আছে পাঠকগণ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে চিকাগোনগর কি প্রকার সুন্দর সুন্দর হর্ম্মে পরিপূরিত ছিল! এই নগর অগ্নিদাহে যে প্রকার ছিন্নভিন্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা বর্ণে বর্ণনা করা দুষ্কর এজন্য আমরা তদ্বিষয়ে দুই একটি কথা মাত্র লিখিতেছি যদ্দারা ক্ষতি ও অনিষ্টের পরিমাণ অনুভূত হইতে পারিবে। চিকাগো অনলদাহে ৭০০০০ লোক গৃহ শূন্য হইয়াছিল এবং অন্যূন সার্দ্ধ দুইশত মনুষ্যের প্রাণ বিয়োগ ঘটে। আমরা "ব্যাড়া আগুণ" যে শ্রুত আছি তাহা এই অগ্নিকেই বলা যায়। ইহা নগরের পশ্চিম খণ্ড ভিন্ন সকল খণ্ডকেই ভস্মীভূত করিয়াছিল; অধিক কি বন্দরের পোতাদির অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়াছিল।

স্থবির যাত্রামল্লি ধর্ম্মরাম বনবাসী।

ভারতবর্ষের দক্ষিণে ভারতবর্ষীয় মহাসাগরবর্ত্তী সিংহল দ্বীপ নিবাসীরা এক মহল্লোকের মৃত্যু জন্য অপরিসীম বিষাদার্ণবে মগ্ন হইয়াছেন। পাঠকবর্গের অবিদিত নাই যে, তত্রত্য অধিবাসীগণ দ্রাবিড়ী এবং বৌদ্ধ। ভারতবর্ষের উপবর্ত্তী যে সমস্ত বৌদ্ধভূমি আছে তন্মধ্যে সিংহলদ্বীপ এবং ব্রহ্ম দেশীয় বৌদ্ধদিগের সহিত ভারতবর্ষীয় ব্যক্তিদিগের আচার ব্যবহার এবং জীবনযাত্রা স্বভাবাদির অনেক অংশেই ঐক্য হয়, পরন্তু বহুকাল ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধগণ মাতৃ ভূমি ত্যাগ করত দুরান্তরে বাস করাতে আমাদিগের সহিত কতক অংশেই উহাদের বিভিন্ন ভাব বর্দ্ধিয়াছে। পরন্তু সে অসদৃশ ভাব ভারতবর্ষীয় অন্যান্য হিন্দুর মধ্যেও পরস্পর লক্ষিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধেরা আমাদের হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হইলেও মাতৃ ভূমির চির সেবিত আচার ব্যবহার বিস্মৃত হইতে পারে নাই, বিশেষতঃ কোন কোন বৌদ্ধজাতি বিশেষে মনুর ব্যবস্থাকে মূল ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া অদ্যাপি মান্য করিয়া থাকে। তাহাদিগের ভাষাও এতদ্দেশীয় ভাষা হইতে অধিক বিভিন্ন নহে। প্রসিদ্ধ নৃপ নন্দন সিংহ বাহু যখন লঙ্কা দ্বীপে গিয়া বাস করেন, সেই সময়ে তিনি ভারত বর্ষের প্রাচীন সম্পত্তি পালীভাষা তথায় লইয়া যান। ঐ পালী ভাষা বিভিন্ন নামে বিখ্যাত আছে; যথা,—মাগধী, অপভ্রংশ, প্রাকৃত, পৈশাচী, রাক্ষসি ইত্যাদি, যদিও সংস্কৃত নাটকে উল্লেখিত নামানুযায়ী কিঞ্চিৎ রূপান্তর দৃষ্ট হয়, ফলতঃ তাহা প্রায়ই এক, এবং সকলি সংস্কৃতের প্রাকৃত। কানাড়াদি জনপদে প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হয়; কিন্তু বর্ম্মা ও সিংহল দ্বীপে এই ভাষা অদ্যাপি পূজনীয় আছে। এবং তাহা তত্রত্য শাস্ত্রীয় ভাষা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ৺যাত্রা মল্লি ধর্ম্মরাম উক্ত পালী ভাষাভিজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। লঙ্কাবাসী বৌ-

দ্ধেরা তাঁহাকে ঋষি বলিয়া মান্য করিত; তিনি অতিশয় ধর্ম্মাত্মা এবং পুণ্যাত্মা বলিয়া সর্ব্ব সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। পালী শাস্ত্র ও ভাষাভিজ্ঞ লোক মাত্রেই তাঁহার মৃত্যু জন্য পালী সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি বিবেচনা করিবেন সংশয় নাই। তিনি বৌদ্ধ পুরোহিতের কর্ম্মে চির জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। লঙ্কাস্থিত বেণ্টোটা নামক বনমধ্যে তাঁহার আবাস ছিল। লঙ্কার অন্যান্য পালী শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে যদিও তিনি সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিলেন না, তথাপি তাঁহারদূরভিজ্ঞতা ও পারদর্শীতা অত্যন্ত প্রসংশনীয় ছিল। ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতগণের পালী সম্বন্ধে কোন বিষয়ের জ্ঞাতব্য হইলে তাঁহার সাহায্য বিশেষ উপকার দায়ক ও সন্দেহ ভঞ্জক হইত এবং সকলেই তাঁহার ব্যবস্থাকে অত্যন্ত মান্য করিত। তাঁহারি এক অন্তেবাসিন্ বিশুদ্ধ বৌদ্ধ মত সমুদ্ধার জন্য সর্ব্ব গ্রাহ্য "সমাগম" নাম ধেয় মতের প্রচারণ দ্বারা অধিকাংশ বৌদ্ধ উদাসীনদিগের জীবন উন্নত্ত ভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। ঐ মত এক্ষণে লঙ্কায় অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ত্রিপিঠক নামক বৌদ্ধ শাস্ত্রার্থ শুদ্ধির নিমিত্ত সিংহল দ্বীপে যে বৃহতী সভা আছে যাত্রা মল্লী ধর্ম্মরাম প্রচুর শাস্ত্র দর্শীতা এবং নিগূঢ় সমালোচনায় উক্ত সভার মহামুকুল্য করিতেন। বৌদ্ধ গ্রন্থ সকলের মুদ্রাঙ্কণ জন্য ত্রিপিঠক নামক সমাজের তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। এক অতি নিভৃত স্থানে তাঁহার আবাস ছিল ঐ স্থান হইতে তিনি প্রায় গমন করিতেন না। অথচ চিরকাল সমান পবিত্র ভাবে চির জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি এরূপ সহৃদয় লোক ছিলেন যে তাঁহার পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই তদীয় গুণের ভুরী প্রশংসা করিয়া থাকে। তাঁহাকে চারি বৎসরাবধি স্বাস্থ্য ভঙ্গ নিবন্ধন অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। পরিশেষে বিগত জানোয়ারি মাসের অষ্টাবিংশতি দিবসে রজনীর শেষ ভাগে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। পঞ্চাশৎ বৎসরের অধিক তাঁহার বয়ঃক্রম হয় নাই, কাল তাঁহাকে অকালে গ্রাস করাতে আমরা দুঃখিত হইলাম।

তুলসী ও দূর্ব্বা।

আমাদিগের পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ যে সকল কার্য্যাদি করিতে নিষেধ ও যে সকল কার্য্যাদি করিতে নিয়ম করিয়াছেন তৎসমস্তকে এক্ষণের নব্য বাবুগণ "ননসেন্স ওলড্ সুপর্ষ্টিসন" বলিয়া অবজ্ঞা করেন। তাঁহাদিগের এপ্রকার আচরণের কারণ, বিদ্যাভিমান কি সাহেবি চাল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যখন ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীয়গণ ঐ সকল পূর্ব্ব পণ্ডিতগণের বাক্যের অনেক২ অংশ বিশেষ অনুসন্ধান ও পরীক্ষা পূর্ব্বক মাননীয় বলিয়া স্বীকার করিতেছেন তখন আমরা তাঁহাদিগের কথা একেবারে অবজ্ঞা করিলে বিলক্ষণ বিপৎপাতের সম্ভাবনা আছে। যৎকালে ইউরোপে লৌহবর্ত্মে গাড়ি চালাইবার প্রথম প্রস্তাব হয় তৎকালে প্রস্তাবক গণকে সকলেই উন্মাদ বলিয়া হাস্য করিয়াছিল এবং অনেকেই উহা অসম্ভব বোধ করিয়াছিল। তাড়িত যন্ত্রে বার্ত্তা প্রেরণ প্রস্তাবও ঐ রূপে আদৃত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে ঐ লৌহবর্ত্ম ও তাড়িত বার্ত্তা বহুতর চলিতেছে ও কেহই অসম্ভব বোধ করে না। এই প্রকার অনেক বিষয় যাহা পূর্ব্বে অসম্ভব বোধ হইত এক্ষণে সম্ভব হইবাতে জ্ঞানী লোক সহসা কোন বিষয় অসম্ভব বলিয়া অবজ্ঞা করেন

না। হিন্দুধর্ম্মে দূর্ব্বা ও তুলসীর প্রচুর ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট থাকাতেও এক্ষণের নব্যবাবুগণ তাহাকে অগ্রাহ্য করেন ও তাহার হিতকারীত্বের কিছুই জানেন না। সম্প্রতি ভারতবর্ষের কৃষিবিদ্যাবিকাশিনী সভার সভ্য জে ফ্রেডারিক পগসন সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন যে দূর্ব্বা ঘাস ও তুলসী স্থান ও অবস্থা বিশেষে সাস্থ্য রক্ষার পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক এবং তিনি কহেন যে ডেঙ্গুজ্বর ও সাধারণ সঞ্চারী (এপিডেমিক) জ্বর যে স্থানে প্রবল সেই স্থানে গৃহস্থগণের বাটীর সম্মুখস্থ ও অন্যান্য পতিত স্থানে দূর্ব্বা ঘাস বসাইলে এবং দিবাভাগে গৃহ মধ্যে টবে করিয়া তুলসী রাখিয়া ও রাত্রে তাহা গৃহের বাহির করিলে ডেঙ্গ ও বায়ু দোষজনিত জ্বর সমস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। ওজন নামক বায়ু যদিয়ো বিষ তথাপি তাহা মনুষ্য জীবনের বিশেষ প্রয়োজনীয়। ওজন বায়ুর অল্পতা জন্য পূর্ব্বোক্ত রোগাদি জন্মে এবং তুলসী বৃক্ষ ঐ বায়ু উৎপাদক বলিয়া উহা গৃহে রাখিতে পগসন সাহেব বলিয়াছেন। তুলসীর গন্ধও মন্দ নহে এবং সাস্থ্য সম্পাদক বলিয়া গণ্য। আমাদিগের পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ যদি সকল বিষয়ে কারণ দর্শাইয়া উপদেশাদি দিতেন তাহা হইলে এত প্রমাদ ঘটিত না ও অনেক বিদ্যা লোপ পাইত না। নব্যবাবুদিগের সাহেবি মেজাজ ও পূর্ব্ব পণ্ডিতগণের কারণ গোপন করা প্রথা ভারতবর্ষের হীনতার সামান্য কারণ নহে।

নূতন গ্রন্থের সমালোচনা।

উত্তর চরিত—বাঙ্গালা অনুবাদ। শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা প্রাকৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। মহাকবি ভবভূতি নাটক রচনা বিষয়ে কালিদাসের সমকক্ষ ছিলেন। কালিদাসের "শকুন্তলা" অমূল্যরত্ন স্বরূপ একবার পাঠ করিলে মন স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করে। নবীন প্রেম, বিরহ, বাসন্তীয় নবকুসুমিত লতাকুঞ্জ, মলয় সমীরণে দোদুল্যমান বনস্পতি, বিহঙ্গকুলকূজিত নির্জন তপোবন, এবং সুবর্ণ মুকুট সুশোভিতা বনদেবী গণের বিবরণ কালিদাস শকুন্তলা ও বিক্রমোর্ব্বশী ত্রোটকে অতি উত্তম রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ভবভূতির বর্ণনা ভিন্ন প্রকার। তাঁহার রচনা গম্ভীরভাব সমন্বিত। শব পরিপূর্ণ শ্মশানভূমি চিরনীহারাবৃত পর্ব্বতমালা, যুদ্ধক্ষেত্র, প্রভৃতি তিনি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কিন্তু ইহাঁর রচনা কালিদাসের রচনার ন্যায় সুললিত ও প্রাঞ্জল নহে। দীর্ঘ২ সমাস দ্বারা ইনি মালতীমাধবের রচনা, শ্রুতি কটু ও স্থানে২ দুর্ব্বোধ করিয়া তুলিয়াছেন।

এই উত্তর চরিতখানি তাঁহার উৎকৃষ্ট নাটক স্থানে২ পাঠ করিয়া মোহিত হইতে হয় এবং বৈদেহির বিলাপ বাক্য পাঠে অবিরল অশ্রুধারা পতিত হইতে থাকে।

আমাদিগের বঙ্গদেশীয় অধ্যাপকেরা এমন সুরসিক যে এতাদৃশ উৎকৃষ্ট কবিত্বসম্পন্ননাটকের আলোচনায় তাঁহারা এত কাল বিরত ছিলেন এক্ষণে রাজপুরুষদিগের অনুকম্পায় ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে এবং সংস্কৃত বিদ্যালয়ের এক জন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় উহার অবিকল অনুবাদ ফার্ষ্ট আর্টশ পরীক্ষার্থীদিগের জন্য সংক্ষিপ্ত টীকার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা উহার একখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া

সাদরে পাঠ করিয়া দেখিলাম অনুবাদ অবিকল হইয়াছে, কিন্তু ভাষাটি প্রাঞ্জল বা সর্ব্বজন হৃদয়গ্রাহিণী হয় নাই। তন্নিবন্ধন অনুবাদ পাঠ করিয়া বোধ হয় যে অনুবাদক উত্তমরূপ সংস্কৃতের অর্থগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু কবিত্বের রস সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই।

বিভাবতী—কলিকাতা প্রাকৃতযন্ত্রে মুদ্রিত। এই ইতিহাস মূলক আখ্যায়িকা গ্রন্থকারের নাম গোপন করিয়া পূর্ব্বোক্ত উত্তর চরিত অনুবাদক বাবু নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রচার করিয়াছেন। ইংরাজী "নবেলের" অনুকরণে ইহা রচিত হইয়াছে। রচনা মধ্যে২ সুমিষ্ট বোধ হইল। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের আখ্যায়িকা একাদশ পরিচ্ছেদ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, বোধহয় দ্বিতীয় খণ্ডে সমাপ্ত হইবেক। আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ হইলে আমরা এই গ্রন্থের সবিস্তারে সমালোচন করিতে পারিব।

বাঙ্গালার-ভাবি-মঙ্গল নাটক—জনৈক বিক্রমপুর তেঁওটা নিবাসি প্রণীত। কলিকাতা গিরীশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। গ্রন্থকার বঙ্গদেশের শোচনীয় অবস্থা সন্দর্শনে সুরাপাণ নিবারণ, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, বিদ্যালয় সংস্থাপন প্রভৃতি সৎকার্য্যে মনোনিবেশ করিবারজন্য উপদেশচ্ছলে এই নবনাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা নাটকের রীতিতে রচিত হয় নাই এবং কিয়দংশ পাঠ করিলেই বিরক্তি সহকারে দূরে নিক্ষেপ করিতে হয়। রচয়িতা আপনার নাম গোপন করিয়া এক প্রকার বুদ্ধি মানের কার্য্য করিয়াছেন, কেন না নিতান্ত লঘুচেতা না হইলে স্বনামে এরূপ কদর্য্য গ্রন্থ জনসমাজে প্রচার করিতে কাহার সাহস হয় না।

প্রহ্লাদ নাটক—শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রণীত ঢাকা গিরীশযন্ত্রে মুদ্রিত। প্রহ্লাদ চরিত্র নাটকাকারে রচিত হইয়াছে। এখানি নাটক না করিয়া সরল সাধুভাষায় উপদেশচ্ছলে সঙ্কলিত হইলে বালক বালিকার পাঠোপযোগী হইত। এই নাটকে প্রশংসার যোগ্য কোন গুণ লক্ষিত হইল না।

আলালেরঘরের দুলাল—এই বিখ্যাত নবন্যাসটী ছয়খানি উত্তম ভাবব্যঞ্জক লিথোগ্রাফ চিত্রের সহিত পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। পূর্ব্বের মুদ্রাঙ্কনে বর্ণাশুদ্ধি বহুতর ছিল, এবার তাহা দেখা যায় না। মুদ্রা যন্ত্রের বর্ণবিন্যাস প্রমাদ বসতঃ যে কএকটি দেখা যায় তাহা মার্জ্জনীয়। "আলালের ঘরের দুলাল" কিরূপ গ্রন্থ তাহার পরিচয় দিবার জন্য অধিক লিখিবার আবশ্যক নাই। মান্যবর "টেকচাঁদ ঠাকুরের" আদেশে আমরা যে ভূমিকা লিখিয়াছি তাহার কিয়দংশ মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। "বর্ত্তমান গ্রন্থে যদিও কাদম্বরীর উৎকটপদ-প্রয়োগ-পটুতা, শকুন্তলার ললিত-পদ-বিন্যাস-মাধুর্য্য, বাসবদত্তার অনুপ্রাস-ছটা ও তিলোত্তমার ভাব ঘটা নাই; যদিও ইহার আখ্যায়িকাভাগ দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় বিস্ময় ও কৌতুহলোদ্দীপক নহে; যদিও ইহাতে সঞ্জুক্তা স্বয়ম্বরের ন্যায় কোন পুরাণ ঐতিহাসিক ব্যাপার বর্ণিত হয় নাই; যদিও ইহাতে কপাল কুণ্ডলার ন্যায় জড় স্বভাব সৌন্দর্য্য বিশিষ্টরূপে বর্ণিত হয় নাই এবং যদিও ইহা সীতার বনবাসের ন্যায় বিশুদ্ধ সাধুভাষায় গ্রথিত নহে; তথাপি ইহাকে উল্লেখিত গ্রন্থ সমস্তের অধিকাংশাপেক্ষা উত্তম বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। ইহা অস্মদ্দিগের কথোপকথনে ব্যবহৃত ভাষায় রচিত এবং ইহার প্রাঞ্জলতা এত অধিক যে বাঙ্গালিমাত্রেই অনায়াসে বুঝিতে পারে। ইহাতে সজীব ও সান্তঃকরণ স্বভাব অর্থাৎ মনুষ্য স্বভাব যে প্রকার

কৌশলে ও পারিপাট্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে সেরূপ বাঙ্গালা ভাষায় আর দেখা যায় না।"

অভেদী—এই গ্রন্থখানির রচয়িতা পাঠকগণের নিকট অপরিচিত নহেন। "আলালের ঘরের দুলাল" "মদখাওয়া বড়দায় জাত থাকার কি উপায়" "রামারঞ্জিকা" "কৃষিপাঠ" "গীতাঙ্কুর" ও "যৎকিঞ্চিৎ" যাঁহার রচনা ইহাও সেই সুবিখ্যাত টেকচাঁদ ঠাকুরের কৃত। প্রাগুক্ত লেখক মহোদয়ের রচনার নানা গুণ দেখা যায়। বিশেষত স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে ইহাঁর বিরচিত গ্রন্থগুলিন পরিপূর্ণ। সময়ানুযায়ীক আচার ব্যবহার ও লোকের আন্তরিক গতি প্রকাশে ইনি বিলক্ষণ পটু এবং ইহাঁর গল্পচ্ছলে হিতোপদেশ প্রদানের অসাধারণ ক্ষমতা দেখা যায়। "যৎকিঞ্চিৎ" ও "অভেদী" পাঠকালে পাঠকগণ নবন্যাস পাঠের আনন্দ সম্ভোগ করেন কিন্তু বাস্তবিক এই দুই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ধর্ম্মোপদেশ এবং ঐ ধর্ম্মোপদেশ নিষ্ফল ও অপরিস্ফুট রূপে লিখিত নহে। আমাদিগের সমালোচনার বিষয়ীভুত গ্রন্থখানিতে অভেদ ধর্ম্মজ্ঞানোদ্দীপনাত্মক এরূপ একটী গল্প লিখিত হইয়াছে যে তৎপাঠে পাঠকগণের অন্তর উদারতা ও ঈশ্বর প্রেমে পরিপূর্ণ হয়। এই অভেদীর উদয়ে কৈশব ব্রাহ্মগণ নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং 'মিরার" সম্পাদক গ্রন্থকারের উপর যে কটূক্তি করকাভিঘাত করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা কেবল আত্মমনের অপ্রশস্ততা ও সাম্প্রদায়িক ভ্রমান্ধতা প্রকাশ হইয়াছিল। পক্ষপাত শূন্য পাঠকমাত্রে "অভেদী" গ্রন্থে দূষ্য কিছুই দেখিতে পাইবেন না বরং ইহার রচনা চাতুর্য্য দর্শনে সম্যক্ তুষ্টি লাভ করিবেন।

বিক্টোরিয়া পঞ্জিকা—ইত্যভিধেয় যে এক খানি নূতন পঞ্জিকা শ্রীযুক্ত বাবু হিরালাল নন্দি কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে তদ্দর্শনে আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম। এই পঞ্জিকার মূল্য স্বাক্ষরকারীর প্রতি এক টাকা নিরূপণ করায় অধিক হয় নাই। যে সকল এই প্রকার ও অন্যান্য পূর্ব্ব প্রচলিত পঞ্জিকা হইয়াছে তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও নানা বিষয়ক উপকার কর। মফঃসলের ও কলিকাতার দেশীয় ব্যবসায়ীগণের নাম ও ঠিকানা, রেলগাড়ির মালের যাতায়াতের মাসুলাদি লিখিত হইলেই ইহা ১৮ টাকা দরের ইংরাজী ডাইরেক্টরীর তুল্য উপকারী হইবে। আমরা পঞ্জিকা গ্রাহকগণকে বিক্টোরিয়া পঞ্জিকা লইতে অনুরোধ করিতেছি এবং আশা করি যে গ্রাহক বৃদ্ধি হইলে শ্রীযুক্ত বিহারিলাল বাবু আগতবর্ষে ইহার মধ্যে উপরোক্ত বিষয়গুলিন দিবেন। আমাদিগের মধ্যে এবম্প্রকার পঞ্জিকার অভাব ছিল এক্ষণে সেই অভাব দুর হইবার ফল লোকে ক্রমশঃ বুঝিবেন।

মধ্যস্থ—এই পত্রের আমরা অন্যান্য সংখ্যা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক পংক্তি পাঠেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে সম্পাদক পত্রের "মধ্যস্থ" নামটীকে যথা নিয়মে অর্থ যুক্ত করিয়াছেন। এপ্রকার পক্ষপাত-হীন বাক্যে সকলেই পরিতৃপ্ত হয়েন।

"কৈশব" শব্দ ব্যবহার করাতে ঘৃণা প্রকাশ কদাপি হইতে পারে না। ইহা পূর্ব্বেই বুঝাইয়া দিয়াছি। অধিকন্তু, যে কেশব বাবু আমাদের গৌরবের স্থল, যাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্র,সর্ব্বানুকরণীয় ধর্ম্মানুরাগ, অপরিমেয় কার্য্য ও বাঙ্-নৈপুণ্য, অসাধারণ যোগ্যতা ও স্বদেশহিতৈষী দ্বারা দেশ বিদেশে হিন্দুনাম উজ্জ্বল হইয়াছে; নানা গুণে যাঁহাকে ক্ষণ-জন্মা পুরুষ বলিয়া বোধ হয়; তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা, ইহাও কি সম্ভাব্য? কিন্তু অগ্রে যেরূপ বলিয়াছি, যদি বিষয় বিশেষে তাঁহার ভ্রান্তি থাকে, যদি উন্নতির অনুরাগে

তিনি সমাজকে যে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তুলিলেন, ইটি যদি তিনি না বুঝিয়া থাকেন; গমনের বেগ কিঞ্চিৎ শিথিল করিলে সেই সব দোষ ঘটিতে পারে না বরং যাহারা ভয় পাইয়া পশ্চাতে পড়িয়াছে, তাহাদিগকেও সঙ্গী পাইতে পারেন ইত্যাদি মঙ্গলময় ভাবভ্রান্তিজালে যদি তাঁহার মনে অপরিস্ফুট ও আচ্ছন্ন থাকে; তবে কি সে কথার আলোচনা করাতে তাঁহার বিপক্ষ হওয়া হইল? তিনি কি অভ্রান্ত পুরুষ? তিনি কি ইহ লোকের লোক হইতে স্বতন্ত্র? তাঁহার কার্য্য মাত্রই কি দোষস্পর্শ শূন্য? তাঁহার বিরুদ্ধে কি কোনো কথাই উঠিতে পারে না? কথা তুলিলেই কি তাঁহার বিপক্ষ হওয়া হইল?

উজীরপুত্র শ্রীফকীরচাঁদ বসু প্রণীত।

এই ইতিবৃত্ত মূলক উপন্যাস পূর্ব্বে কিয়দংশ মাত্র সংবাদ প্রভাকরের মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে গ্রন্থকার প্রথম পর্ব্ব পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। শাজাহান বাদসাহের ভারতবর্ষ শাসন সময়ে এক জন মুসলমান আপনার জীবন বৃত্তান্ত তথা অন্যান্যাগল্প, এই গ্রন্থে স্বমুখে ব্যক্ত করিতেছে। উপন্যাসটী স্বকপোল কল্পিত কেবল ইতিহাসের ছায়ামাত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। রেনল্‌ড্‌শ্‌ যেরূপ "জোজেফ উইলমট্‌" ও "মেরি প্রাইসের" "অটবায়গ্রাফী" রচনা করিয়াছেন সেই আদর্শে এই অভিনব "নবেল" সঙ্কলিত হইতেছে। বিলাতীয় এই কুগ্রন্থ লেখক বঙ্গ-সাহিত্যের সর্ব্বনাশ করিল। অর্দ্ধ শিক্ষিত বাঙ্গালা বাবুরা উহার সৌন্দর্য্যমাত্র বিহীন "মিষ্টরিজ্" প্রভৃতি অপকৃষ্ট গদ্য কাব্য গুলিকে রচনা পারিপাট্যের চরম সীমা বলিয়া বোধ করেন। এবং প্রতিনিয়ত তদালোচনায় তাঁহাদিগের রসগ্রহণ ক্ষমতা একেবারে বিকৃত হইয়া যায়। বর্ত্তমান উজীর পুত্র "এই শোচনীয় ব্যাপারের এক পরিচয় স্থল। আমরা সররিচার্ডটেম্পেলকে অনুরোধ করি তিনি রেনল্‌ড্‌স্‌ লিখিত গ্রন্থের আমদানির টাক্স বসাউন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টেরও কিছু লাভ দেশেরও মঙ্গল।

পুরাণ প্রকাশ—বিষ্ণুপুরাণ। শ্রীধর স্বামি কৃত টীকা ও বিষ্ণুর্ব্বৈদ্যনাথ নামক বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত। সপ্তদশ খণ্ড শ্রীবরদাপ্রসাদ বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

বিষ্ণুপুরাণ মহামুনি পরাশরোক্ত। ইহার রচনা অতি সরল, আবৃত্তি মাত্রেই অর্থ বোধ হয়, টীকার সাহায্য বড় প্রয়োজন করে না। এই পুরাণ ষট্‌ অংশে বিভক্ত এবং অগ্নিপুরাণের মতানুসারে ২৫,০০০ সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ। পুরাণে যে পঞ্চ লক্ষণ * আবশ্যক ইহাতে তাহা সমুদয় আছে। পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে লিখিত আছে † যে বিষ্ণু, নারদীয়, ভাগবত, গারুড়, পাদ্ম, এবং বারাহ পুরাণ সত্ত্বগুণ সম্পন্ন সুতরাং অন্যান্য পুরাণাপেক্ষা বৈষ্ণবগণের এই কএকখানি পুরাণ অতি আদরণীয়। বহুকাল হইল সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত মৃত উইলসন (যাঁহাকে কোন বঙ্গীয় কবি অতি সম্মানের সহিত বন্দনা করিয়াছেন) মহোদয় বিষ্ণুপুরাণের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে উহা পুনর্ব্বার শ্রীযুক্ত হল সাহেব দ্বারা সংশোধিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এপর্য্যন্ত বাঙ্গালা অনুবাদ কেহ সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। সম্প্রতি পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় উহা মূল, টীকা অনুবাদ সহ খণ্ডে২ প্রকাশ করিতেছেন। সপ্তদশখণ্ডে পঞ্চমাংশের কিয়দংশ মুদ্রিত হইয়াছে বোধ হয় আর এক খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবেক।

---

* সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চ লক্ষণম্॥

† বৈষ্ণবং নারদীয়ং চ যথা ভাগবতং শুভম্।
গারুড়ং চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে॥
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ।

রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র।

৭ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। সন ১২৭৯ [৭০ খণ্ড।

বুলবুলবোস্তা।

মাদিগের পাঠকবর্গের অনেকেই এই সুবিখ্যাত গায়ক পক্ষীকে দেখিয়াছেন। ইহার আকৃতি ও বর্ণসম্বন্ধীয় সৌন্দর্য্য অতি সামান্য অথবা কিছু নাই বলিলেও বলা যায়; কিন্তু ইহার স্বরমাধুর্য্য এত অধিক যে কোন ব্যক্তি এই পক্ষীর গান একবার সাবহিত চিত্তে শ্রবণ করিলেই তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয় যে বুলবুলবোস্তা সকল গায়ক বিহগকুল শ্রেষ্ঠ। প্রাণীতত্ত্বজ্ঞেরা কহেন যে এই পক্ষীর গানোপযোগী শিরা ও মাংসপেশী সকল অত্যন্ত পরিপুষ্ট; অন্য গায়ক পক্ষী কাহারও তত দেখিতে পাওয়া যায় না। বুলবুলবোস্তা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,তন্মধ্যে এক শ্রেণীর গুলি অপার্ব্বিত্য প্রদেশে থাকে, তাহাদের পরিমাণ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫ ইঞ্চি এবং ঐ দৈর্ঘ্যের সার্দ্ধ দুই ইঞ্চি পুচ্ছ ও চঞ্চু কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূন এক ইঞ্চি। ইহাদিগের গাঢ় খদির বর্ণ চঞ্চু সূক্ষ্ম ও অবক্র এবং ঐ চঞ্চুর ও মুখের অন্তরভাগ পীতবর্ণের দেখা যায়। অপর শ্রেণীর গুলি পর্ব্বতোপরি বাস করে ও কদাচিৎ পর্ব্বত নিম্নভাগস্থিত কুঞ্জাদিতে দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ব শ্রেণী অপেক্ষা এই গুলির দেহের পরিমাণ প্রায় দুই ইঞ্চি অধিক ও বর্ণও কিঞ্চিৎ গাঢ় হয়। এই সুমধুর নিশিথ গানকারী পক্ষী এতদ্দেশীয় অনেকে পালন করেন এই হেতু আমরা ইহার বিষয় বাহুল্যে লিখিতেছি। বুলবুল বোস্তার পৃষ্ঠাদির বর্ণ খদির বা নস্যের ন্যায়; তলভাগ শ্বেতাক্ত-খদির বর্ণ ও পদদ্বয় মাংস বর্ণের।

বুলবুলবোস্তার পুং পক্ষী গুলিই গায়ক হয় এবং বন্যাবস্থায় প্রায় দুই তিনমাস গাইয়া থাকে। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া তিন চারিমাস একত্রে এক দেশে থাকে ও উক্ত সময়ের মধ্যে প্রায় ৩ বার সাবকোৎপাদন ও পালন করে। শাবকাবস্থাতেই ইহাদিগের পুং ও স্ত্রী প্রভেদ বিশেষরূপে প্রকাশ পায়। যে সকল শাবকের বক্ষের ও পক্ষের পক্ষাগ্র সকল প্রায় পীতবর্ণে পরিণত ও কণ্ঠদেশ শ্বেতবর্ণ তাহারা পুং ও যে সকলের কণ্ঠে শ্বেতাভাব ও পক্ষাগ্র সকল পীত নহে

তাহারা স্ত্রী। এই কালে পুং ও স্ত্রী উভয়েই মৃদু অস্ফুটস্বরে উহাদিগের পিতৃ গীত অবিরত অনুকরণের চেষ্টা করে। বুলবুলবোস্তা পক্ষী সম মণ্ডল বাসী, সীত বা উষ্ণ প্রধান দেশে পাওয়া যায় না, ইউরোপ ও আশীয়া খণ্ডদ্বয়ের অনেকাংশেই পাওয়া যায় এবং আফরিকা খণ্ডে কেবল নীল নদের তীরবর্ত্তী দেশ সকলেই আছে। ইউরোপে ইংলণ্ড ও নরয়োয়ের উত্তরাংশে প্রায় নাই ও আশীয়ার শাইবীরিয়ার উত্তরাংশেও দুর্লভ এবং ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশেও পাওয়া যায় না। ইহারা এক এক বারে পাঁচ বা ছয়টি হরিতাক্ত কপীস বর্ণের ছোট ছোট অণ্ড প্রসব করে ও ১৪ ১৫ দিবস ক্রমাগত তদুপরি বসিয়া প্রস্ফুটিত করে। এই সাবকগণ উত্তম রূপে উড়িতে না শিখিয়াই নীড় ত্যাগ করে। বুলবুলবোস্তা প্রায়ই মৃত্তিকা হইতে অল্প উচ্চে নীড় নির্ম্মাণ করে এবং কখন কখন দীর্ঘ তৃণাবৃত মৃত্তিকায়ও নীড় করিয়া সাবকোৎপাদন করে। ইহারা নিতান্ত গম্ভীর ও নির্ভয় প্রকৃতি; অল্পায়াসেই ধৃত হইয়া থাকে। পালিতাবস্থায় ইহারা নিত্য সেবকের এরূপ বশীভূত হয় ও ভাল বাসে যে তাহার বিরহে কখন কখন প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে। বুলবুলবোস্তা অধিকাংশ কীট ও পতঙ্গ ভোজী, কিন্তু বন্য ফল ও খাইয়া থাকে। কথিত দুই শ্রেণীর দৈর্ঘ ও বর্ণ ভিন্ন অন্য প্রভেদও আছে। প্রথমাপেক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণীর কণ্ঠস্বর প্রায় দ্বিগুণ সবল, ও প্রথম শ্রেণীর প্রায় অধিকাংশেই দিবা গায়ক হইয়া থাকে, রজনীতে উত্তম গান করে না, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণী কিবল রজনী গায়ক বলিয়া বিখ্যাত। ইউরোপের কোন কোন প্রদেশে বুলবুলবোস্তা ধরিবার বিশেষ নিয়ম আছে, তথা বৃদ্ধ পক্ষি ধারণ করা দণ্ডনীয় ও সাবক ধরিয়া বিক্রয়াদি করাই বিধি। এই পক্ষীকে পিঞ্জরবদ্ধাবস্থায় রাখিলে সদা সর্ব্বদা পীড়িত হয়, তন্নিবারণার্থ নিত্য অল্প উদ্ভিজ্জ, যথেষ্ট কীট পতঙ্গ ও স্নান ও পানার্থ নূতন জল দেওয়া উচিত। ইউরোপে শীত বশতঃ কীট পতঙ্গ তত সচ্ছল নহে, সুতরাং তদ্দেশস্থ পক্ষী পালকেরা নবধৃত পক্ষীকে সচ্ছবারী ও শুষ্ক পিপিলিকাণ্ড দেন। ক্রমে তাহারা নর সমক্ষে আহারাদি করিতে আরম্ভ করিলে শাশ্রয় জন্য রোটীকা, দুগ্ধ, সুপেশীত শষ্য, কুক্কুটী অণ্ড ও পীপিলিকাণ্ড একত্রে আহারার্থে দিয়া থাকেন। এতদ্দেশে কীট ও পতঙ্গ প্রচুর, সুতরাং বুলবুলবোস্তা পালনে আহারের জন্য তাদৃশ উদ্বিগ্ন হইতে হয় না, অল্প ব্যয় ও যত্নেই যথেষ্ট ফড়িঙ্গ ও*(অশ্বপুরীষজাত) কীট পাওয়া যায় ও উদ্ভিজ্যার্থে শুপেশীত ভাজাছোলার শাতু ঘৃতে মাখিয়া দিলেই হয়। কখনঃ উক্ত সাতুর সহিত কুক্কুটী অণ্ডের পীতাংশ সিদ্ধ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। নবধৃত শাবকের দেশান্তর আনয়নে বা আহার পরিবর্ত্তনে কিম্বা স্বাধীনতা বিরহে প্রথমত মন্দাগ্নি হইয়া থাকে, তাহাতে তাহাদিগকে এক এক দিন অন্তরে দুই তিন দিন তিন বা চারিটা করিয়া মাকড়সা খাইতে দেওয়া আবশ্যক। তাহাতে ও যদি ক্রমে দুর্ব্বল হইতে থাকে তাহা হইলে পাণীয় জলে সজল্বা লৌহখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া ঐ জল তিন চারি দিবস রাখিলে তৎপানে মন্দাগ্নি ও দৌর্ব্বল্য যায়। প্রথম বৎসরে গাইবার সময় প্রায় নবধৃত শাবকের নাসা রন্ধ্রের উপরে ফোড়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথমতঃ খালি মাখন দিতে হয় ও তাহাতে আরোগ্য না হইলে উক্ত ফোড়ায় ফটকিরি ও মধুতে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায় তাহাতেও না আরোগ্য হইলে অবশেষে অরক্ত উষ্ণ ছুটিকা দ্বারা

উক্ত ফোড়া দগ্ধ করিয়া কৃষ্ণবর্ণ সাবানের জলে ধৌত করিলে আরোগ্য হয় ও পাণীয় বারির পরিবর্ত্তে বীটপালমের রস তিন বা চারি দিবস প্রত্যহ নূতন করিয়া দেয়। তৎপরে পক্ষ পরিবর্ত্তন কালের কিছু পূর্ব্বে, অর্থাৎ বৈশাখ মাসের শেষ হইতে জৈ্যষ্ঠ মাহা সমুদয়, ইহাদিগকে কুক্কুটী অণ্ড ও জাফরান্ মিশ্রিত শাতু দেওয়া উচিত। পক্ষ পরিবর্ত্তন কালে ইহাদিগের যথেষ্ট কীট ও ফড়িঙ্গ খাইতে দেওয়া আবশ্যক, নচেৎ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও কখন২ প্রাণ পর্য্যন্ত রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। এই কালে স্নান ও পাণীয় জলে জাফরান্ নিতান্ত আবশ্যক। এই পক্ষ পরিবর্ত্তন কালে কোন পক্ষির নাসারন্ধ্র রোধ হইয়া যায়, তাহা হইলে প্রথমতঃ এক বা দুই দিন মাখন্, মরিচ, ও রশন একত্র করিয়া রুদ্ধ নাসারন্ধ্রে দেওয়া উচিত, তাহাতে না পরিষ্কার হইলেও নিক্ষিপ্ত একটী খুদ্র পক্ষ মাখনে ভিজাইয়া নাসার এক রন্ধ্র দিয়া প্রবেশ করাইয়া অপর রন্ধ্র দিয়া বাহির করিয়া লইবে, তাহাতে নাসার রন্ধ্রে যথেষ্ট মাখন না থাকিলে পুনরায় মাখন লিপ্ত করিবে, এবং দুই দিবস প্রত্যহ নূতন বাদামের শ্বেতাংশ লইয়া জলের সহিত প্রস্তরে ঘর্ষণ করিয়া দুগ্ধবৎ করিয়া পাণীয় জলের পরিবর্ত্তে দিলে নিশ্চয় নাসারন্ধ্র মুক্ত হইবে। নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হইলে কখন২ ইহাদের পক্ষ পরিবর্ত্তন ক্ষান্ত হয়, তাহা হইলে নাসারন্ধ্র মুক্ত করিয়া পক্ষ পরিবর্ত্তনার্থ তাহাকে আমিষ জলে, অর্থাৎ মৎস্য ধৌত জলে, স্নাত করিয়া পাণীয় বারি জাফরান্ দ্বারা আরক্ত করিয়া দিবে। এই পক্ষ পরিবর্ত্তন কালে কখন২ বুলবুলবোস্তাকে বাতরোগাশ্রয় করে, কিন্তু সে সর্ব্বদা প্রকৃত বাত রোগ নহে, উহা প্রায়ই পদের অস্থ্যাচ্ছাদক মাংস বৃদ্ধির নিমিত্ত ঘটে, যাহাই হউক বাতাশ্রিতের ন্যায় বোধ হইলেই প্রথমতঃ তাহাকে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল জলের মধ্যে পদদ্বয় ডুবাইয়া রাখা যুক্তি যুক্ত, তাহাতে আরোগ্য না হইলে উষ্ণ জল বা তৈলদ্বারা পদের অস্থ্যাচ্ছাদক তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। অস্থ্যাচ্ছাদক তুলিতে হইলে তৈলে বা অল্প উষ্ণ জলে প্রথমে ১০ বা ১৫ মিনিট মগ্ন করিয়া রাখিবে তৎপরে যত্নের সহিত এক একটী করিয়া প্রত্যহ তুলিয়া পুনরায় তৈল মাখাইয়া রাখিবে। এই সময় কখন২ ইহাদিগের পুরীষের সহিত এরূপ শোনিত নির্গত হয় যে তাহাকে কেবল মাত্র শোণিত বলিলেও বলা যায়, এবং কখন২ ইহাতে ক্ষীণ হইয়া মরিয়া যায়। এরূপ শোণিত দৃষ্ট হইলেই প্রথমতঃ পাক করা ছাগি দুগ্ধ পাণীয় জলের পরিবর্ত্তে দেওয়া আবশ্যক; তাহাতে রক্ত বন্ধ না হইলে ছাগী দুগ্ধ সহিত মেষ মজ্জা পাক করিয়া পাণীয় জলের পরিবর্ত্তে দিলেই তিন চারি দিনে আরোগ্য হয়। পক্ষ পরিবর্ত্তনের পর নব কলেবর হইয়া বুলবুলবোস্তা কখন২ মৃগি রোগে মরিয়া যায়, এই মৃগির প্রথমাবস্থায় মূর্চ্ছা মাত্রেই সহসা জলে মগ্ন করিয়া প্রত্যহ বল পূর্ব্বক শীতল জলে স্নান করান কর্ত্তব্য। তাহাতে আরোগ্য না হইলে, পদের এক অঙ্গুলীর কিয়দংশ কর্ত্তন করিয়া বিলক্ষণ শোণিত নির্গত করা আবশ্যক। হাঁপানি হইলে জলে ভিনিগার ও মধু মিসাইয়া দেওয়া উচিত তাহা হইলে প্রায় আরোগ্য হয়। ইত্যাদি যত্নে ইহাদিগের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত হইলে পঁচিশ বৎসরাবধি জীবিত থাকে ও ১০। ১২ বৎসর ক্রমাগত বৎসরের মধ্যে ৮। ৯ মাস গান করে।

কোলাপুরের ইতিহাস।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

হারাষ্ট্রীয় গৃহ বিবাদ জন্য মুসলমানেরা পূর্ব্ববৎ প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিতে লাগিল! রাজর্ষি শিবজীর বংশধরেরা যদ্যপি শাহুর কারামুক্তির অব্যবহিত পরেই সন্ধিদ্বারা আত্ম-বিবাদ গৃহ-বিরোধ ভঞ্জন করিতেন তাহা হইলে মহারাষ্ট্রীয় আধিপত্যের রাজলক্ষ্মী কদাপি চপল হইতেন না, এবং যবনদিগের তত অসীম প্রভাব আর কদাচ দক্ষিণ দেশে পরিব্যাপ্ত হইত না। হিন্দুদিগের গৃহ-লক্ষ্মী চিরকালই অচলা হইয়া গৃহে থাকিতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য ভারতভুমি যে গৃহ-বিবাদ সূত্রে বহুকাল পরাধীনতায় অসহ্য দাসত্ব যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, আবার সেই গৃহ-বিবাদে মহারাষ্ট্রীয় জাতির অতুল বীর্য্য, বিপুল দর্প ক্ষয় হইতে লাগিল। কোলাপুরের রাজবংশ বহুকাল রণরঙ্গে ব্যাপৃত থাকিয়া ক্রমে নিস্তেজ এবং শ্রান্ত হইয়া পড়িল। পরিশেষে ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে এক সন্ধি স্থাপন করত শাহুর স্বতন্ত্র প্রভুত্ব এবং অধিকার স্বীকার করা হয়, তাহাতে সেতারা এবং কোলাপুরস্থ রাজাদিগের গৃহ-বিবাদের উপশান্তি হইল। ঐ সন্ধি এপ্রিল মাসের ২৬ তারিখে সমাধা হয়। তাহাতে কোলাপুরের প্রধান পারিষদ্ রামচন্দ্র পান্থ অমাত্য, সূর্য্যরাও ঘটগে, প্রভৃতি সকলেই সন্ধির প্রস্তাবে বিশেষ অনুমোদন করিয়াছিলেন। রাজা সন্ধির আদি প্রকরণে অঙ্গীকৃত হন যে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী যে সকল জনপদ আছে এবং বর্ণা নদীর সহিত যে স্থান হইতে উহার যুক্তবেণী হইয়াছে তন্নিম্ন দেশের কোন কোন জনপদ মধ্যে তাঁহার অধিকারের অতিযোগ করিবেন না। (বিজয়দুর্গের দক্ষিণদিগের কেল্লার পার্শ্বস্থ সমস্ত জনপদ) রত্নগিরী ইত্যাদি আপা সাহেব অথবা শাহু রাজাকে প্রত্যাবর্ত্তন করত কপাল দুর্গটী আপনি গ্রহণ করিবেন। ঐ সঙ্গে বর্গেরম নামক অধিস্থান বিনষ্ট করা হইবে। বিজয়পুর এবং মির্চ্চ জনপদের প্রধান অধিস্থান গুলিও শাহুকে প্রদান করা হইবে। তোম ভদ্রা নদী তটের দক্ষিণসীমাবধি মহাসাগরের ক্রোড়বর্ত্তী রামেশ্বর তীর্থ পর্য্যন্ত যাবতীয় রাজ্য কোলাপুরস্থ রাজারা সংগ্রামে জয় করিতে পারিবেন ও তাহার অর্দ্ধ অংশ সেতারা রাজাকে অর্পণ করিবেন। সেতারার বিরুদ্ধে কোন জাতি শত্রুতা করিলে তাহার দমন জন্য সহায়িতা করা হইবে। কোন পক্ষে পদচ্যুত কর্ম্ম চারিকে কোন পক্ষই আপনার অধীনে কর্ম্মে নিয়োগ করিতে পারিবেন না।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে কোলাপুরীয় অধীশ্বর শাম্বাজীর পরলোক প্রাপ্তি হয়, তাঁহার দায় গ্রহণাধিকারী কেহ না থাকাতে তদীয় স্বগোত্রীয় একটী শিশুকে সিংহাসনে স্থাপন করত শিবজীর নামেই তাঁহার নাম ও রাজোপাধি প্রদান করা হইয়াছিল। তৎকালে সমুদ্রে দস্যুর ভয় অত্যন্ত ছিল। রাজা তাহাদিগকে স্বীয় অধিকার মধ্যে কোনমতেই শাসন করিতে পারিতেন না, তাহাতে পোতবাহী বণিকদিগের বিপুল ক্ষতি হইত। তদর্থে ইংরাজ বণিকেরা রাগত হইয়া ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু রাজা যুদ্ধ না করিয়া সন্ধিদ্বারা ইংরাজদিগের সহিত মৈত্রতা করিলেন। ঐ সন্ধির প্রকরণ এই যে কোলাপুরের রাজ্ঞী বিজা বাঈ ও তাঁহার উত্তরাধি-

কারী ও দায়াধিকারীর সহিত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির চির সুহৃদ্যতা থাকিবেক। সন্ধির দৃঢ় বিধান জন্য রাজ্ঞীর কোন সম্ভ্রান্ত লোককে প্রতিভু স্বরূপে বোম্বাই রাজ্যে রাখিলেন। তাঁহার সমস্ত ব্যয় রাজ্ঞী প্রদান করিতেন। অপর কোম্পানিকে ছয়লক্ষ মুদ্রা প্রদানের ও অঙ্গীকার করা হয়। ইংরাজেরা ত্রিশলক্ষ মুদ্রা এবং ফোর্ট অগষ্টস্ (সন্দদুর্গ), রাজকোট, সূর্য্যকোট পদ্মদুর্গ, ইত্যাদি ছাড়িয়া দিতে অঙ্গীকার করেন। যে সমস্ত প্রয়োজনীয় বারুদ অস্ত্র শস্ত্র শকট ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ঐ স্থানে নীত হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদিগেরই থাকিবেক। ইংরাজেরা সুবিধামত ঐ স্থানে বাণিজ্য সম্পর্কীয় বাটী নির্ম্মাণ করিবেন, এবং তথায় ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীয়মান থাকিবেক। এবং মনে করিলেই তাঁহারা দেশীয় দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিবেন। ইংরাজদিগের বাণিজ্যের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। ঐ সন্ধির পর অবধি কোলাপুরের সহিত সাবন্তবাড়ি নিপানীকার এবং পৃতবর্দ্ধন রাজবংশের বহুকাল ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। তাহাতেই কোলাপুরের রাজারা একেবারেই নির্বীর্য্য হইয়া পড়িলেন। ৫৩ বৎসর রাজত্বের পর ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে শিবজীর মৃত্যু হয়।

তাঁহার দুই পুত্র বর্ত্তমান ছিলেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম শম্ভু সাহেব, কনিষ্ঠের নাম বায়োয়া সাহেব, শম্ভু সাহেব জ্যেষ্ঠাধিকারানুসারে রাজা হইয়াছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে বায়োয়া রাজা হন্। ইতিহাসে ইহাঁর মন্দ রাজত্ব বর্ণিত হইয়াছে, রহস্যের কলেবর যে রূপ সঙ্কীর্ণ তাহাতে অপরাপর বিষয়ের বর্ণনায় ইহার উদর পরিপূর্ণ হয়। তদর্থে অনাবশ্যকীয় বিষয় সকল ত্যাগ করিয়া আবশ্যকীয় ঘটনার আন্দোলন করাই বিহিত

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বায়োয়ার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র শিবজী অতঃপর রাজা হন, সেই সময়ে প্রজারা তাঁহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। প্রবাদ আছে, তাঁহার মন্ত্রী দাজী কৃষ্ণচন্দ্র রাজ্যের সুশাসন জন্য সম্যক্ মনোযোগী ছিলেন সেই প্রবাদ এতৎ সম্বন্ধে প্রকৃত বোধ হয় না। যাহা হউক সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে রাজা ঐ বিদ্রোহে লিপ্ত না থাকাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর সৈন্য সন্দারগণ যে সমস্ত ক্ষমতা ভোগ করেন গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে সে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন। ব্রিটিশ পক্ষের প্রতিনিধির অগোচরে প্রাণদণ্ডের বিচার এবং প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিতে পারেন। কোলাপুর ৩১৮৪ বর্গ ক্রোশ।

রহস্য-সন্দর্ভ সম্বন্ধীয় বক্তব্য সকল।

আমরা দুই খানি পত্র পাইয়াছি এবং পত্র প্রেরক মহাত্মাদ্বয়ের সহৃদয়তা গুণে নিতান্ত বাধ্য হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মানসে নিম্নে ঐ পত্রের এক খানির আদ্যোপান্ত ও অপর খানির কিয়দংশ প্রকাশ করিতেছি। পাঠকগণ দেখুন যে কতদুর পর্য্যন্ত বঙ্গবিদ্যানুরাগী ও সহৃদয় লোক আছেন। আমরা সহৃদয় পাঠকগণকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা পত্র লেখক দ্বয়ের ন্যায় "রহস্য-সন্দর্ভের" মঙ্গলার্থ গ্রাহক বৃদ্ধির উপায় করুন।

"মান্যাস্পদেষু—

অমৃত বাজার পত্রিকায় অবগত হইলাম রহস্য-সন্দর্ভের নিমিত্ত মহাশয় মাসিক ৩০ টাকা

পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন, ইহাতে কেবল যে দুঃখিত হইলাম এমত নহে, ইহা রহস্য-সন্দর্ভের পরমায়ু ক্ষয়ের কারণ বিবেচনায় ভাবী শোকেরও আবির্ভাব হইল। অতএব মহাশয় এই সময় হইতে তাহার জীবন রক্ষার উপায় বিধান করুন, নচেৎ রহস্যের অকাল মৃত্যু হইলে দেশের ক্ষতি ও মহাশয়ের উৎসাহ ভঙ্গ হইবে, কেবল উৎসাহ ভঙ্গ নয়, কেহ অপরিণামদর্শী বলিলে তাহার প্রতিবাদ করিতে সক্ষম হইব না। আর আপনি যদি ক্ষতি স্বীকার করিয়াই ইহার জীবন রক্ষা করেন তাহাও আমাদিগের ভারি লজ্জার বিষয়, কারণ আপনি দেশের উপকারার্থে নিঃস্বার্থ ভাবে রহস্যের নিমিত্ত মূল্যবান্ সময় ব্যয় করিবেন, আমরা সে সময়ের সাহায্য করিব না, অধিকন্তু আপনাকে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তদ্দ্বারা বিবিধ জ্ঞানার্জ্জন ও অনুপম সুখাস্বাদন করিতে থাকিব, ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় কি আছে? মহাশয়ের আর্থিক ক্ষতি না হয় অথচ রহস্য—চিরজীবী হয় তাহার সমুচিত উপায় বিধান করাই আমাদিগের এক মাত্র কর্ত্তব্য হইতেছে। ইহার দুইটি উপায় আছে, প্রথম উপায় এই—রহস্যের মূল্য এক্ষণে ডাকমাসুল সমেত ২।৶০ আনা আছে, তাহার উপর আর ।৶০ আনা বৃদ্ধি করিয়া ৩ টাকা করা; দ্বিতীয় উপায়—দেশহিতৈষী সহৃদয়গণ সমুদ্যোগী হইয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেওয়া। হিসাব করিয়া দেখিলাম এক্ষণে আর ১৫০ জন গ্রাহক হইলে ৩০ টাকা ব্যয়ের সংস্থান হইতে পারে, রহস্যের গ্রাহক এক্ষণে কত জন আছেন তাহা জ্ঞাত না থাকায় ।৶০ আনা মূল্য বৃদ্ধি করিলে ৩০ টাকা পূরণ হইবে কি না বলিতে পারি না, তথাপি প্রথম উপায় অতি সহজ বিধায় আপাততঃ সেই উপায় অবলম্বন করাই সিদ্ধান্ত হইতেছে। যাঁহারা রহস্য-সন্দর্ভের মর্ম্মজ্ঞ ও রসজ্ঞ তাঁহারাই রহস্য-সন্দর্ভ গ্রহণ করিয়া থাকেন। রহস্যের ফল নিচয়ের তুলনা করিলে তাহার বার্ষিক মূল্য ডাক মাসুল সমেত ৩ টাকা অতি লঘু জ্ঞান হইবেক সন্দেহ নাই। যদি কেহ রহস্যের অতিরিক্ত মূল্য ।৶০ আনা অধিক বোধ করেন তাঁহার স্মরণ করা কর্ত্তব্য তত্ত্ববোধিনী ও বঙ্গদর্শন প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার মূল্য ৩ টাকার অধিক ভিন্ন কম নহে, ঐ সকল পত্রিকার যেমন কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব আছে রহস্যেরও তেমনি অনেক বিষয়ে গুরুত্ব আছে এস্থলে তাহার উল্লেখ করিয়া পত্রের কায় বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা রহস্যের হিতৈষিতা-গুণগ্রাহী হইয়াছেন, তাঁহারাই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন, অতএব আমরা বিবেচনা করি, এবং সম্পূর্ণ ভরসাও করি যাঁহারা কেবল রহস্যের চিত্রাবলী দেখিয়া তাহাকে শিশুদিগের সচিত্র বর্ণ পরিচয় পুস্তক তুল্য মনে না করিয়া তাহার সারগ্রাহী হইয়াছেন, তাঁহারা আপনার ক্ষতি পূরণের নিমিত্ত না হউক রহস্যের জীবন রক্ষার নিমিত্ত অতিরিক্ত মূল্য ।৶০ আনা অবশ্য দিতে বাধ্য হইবেন তাহাতে কেহ দ্বিরুক্তি করিবেন না। এক্ষণে আপনাকে অনুরোধ করি আপনি বর্ত্তমান বৎসর অবধি রহস্য-সন্দর্ভের মূল্য ডাক মাসুল সমেত ৩ টাকা অবধারণ করিয়া বিজ্ঞাপন দিবেন এবং যাঁহারা পূর্ব্ব নিয়ম অনুসারে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য শোধ করিয়া দিয়াছেন তাঁহারদিগের স্থানে অবশিষ্ট ।৶০ আনা চাহিয়া লইবেন! অন্তে গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট আমাদিগের সবিনয়ে নিবেদন এই তাঁহারা যেন সানুগ্রহ-চিত্তে প্রস্তাবিত মূল্য স্বীকার করিয়া অনতি বিলম্বে স্বস্ব দেয় প্রদান করেন।

আপনার ক্ষতি পূরণের দ্বিতীয় উপায় অর্থাৎ গ্রাহক সংগ্রহের যে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষাকৃত অসহজ বিবেচনা করিবার কারণ এই, ধরিয়া ভদ্র ঘটাইলে কদাচিৎ ভদ্র হয় এবং উপরোধে ঢেঁকি গিলিতে গেলে তাহা উদরস্থ হয় না। এককালে ১৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নহে হয় তো কেহ সঙ্গতি থাকিতেও বলিবেন খবরের কাগজ দেখিতে আমার অবকাশ নাই" কেহ বলিবেন "উহাতে কি লেখে কিছু বুঝিতে পারি না" কেহ বা সুদের হিসাব করিবেন, কেহ বা অপব্যয় মনে করিবেন, এই কারণে বিবেচনা করি ঐ উপায় এক মাত্র অবলম্বন হইতে পারে না। তথাপি আশা করি যিনি একবার রহস্যের রসাস্বাদন করিবেন তিনি আর তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। অতএব দেশ হিতৈষী সহৃদয় গণ যেন রহস্যের গ্রাহক সংগ্রহ করিতেও সাধ্য মত যত্ন করেন। সংপ্রতি এই ক্ষুদ্র ব্যক্তি এক জন গ্রাহক স্থির করিয়া উপরি উক্ত প্রস্তাব অনুসারে তাঁহার দেয় মূল্যে ৩ টাকা ও নিজ নামীয় রহস্য সন্দর্ভের অতিরিক্ত মূল্য ।৶০ আনা একুনে ৩।৶০ আনার ডাক ষ্ট্যাম্প এই পত্র মধ্যে প্রেরণ পূর্ব্বক রহস্যের নূতন করের পুণ্যা করিল; প্রাপ্তি সংবাদে বাধিত করিবেন।

ক্রমে২ পত্র খানি দীর্ঘ কায় হইয়া উঠিল; তথাপি আপনাকে ধন্যবাদ নাদিয়া লেখনী সংহত করিতে পারিলাম না, যে রহস্য-সন্দর্ভ বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রতিপালনে থাকিয়াও অকালে কালের রসনেন্দ্রিয়ের রসাভিষিক্ত হইয়াছে আপনি যে, তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন ইহাই প্রথম ধন্যবাদ। দ্বিতীয়তঃ আপনি যে দেশের হিতার্থে নিঃস্বার্থ ভাবে কায়িক মানসিক ও সাময়িক এবং আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া তাহাকে প্রতিপালন করিতেছেন ইহাতে সকলেই আপনাকে ধন্যবাদ দিবেন এবং আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিবেন।

নূতন গ্রাহকের রহস্য-সন্দর্ভ নিম্ন লিখিত ( ) ইত্যাকার চিহ্নের অন্তর্গত নাম ও ঠিকানায় প্রেরণে বাধিত করিবেন এবং গত বৈশাখ মাস হইতে তাঁহাকে গ্রাহক গণ্য করিবেন।

বসম্বদ

শ্রীরঘুনাথ মুস্তৌফী।

এই পত্র লেখক মহাশয়ের ন্যায় বঙ্গ বিদ্যানুরাগী দেখা যায় না। ইহাঁর রহস্য-সন্দর্ভের হিতাকাঙ্ক্ষা দেখিয়া আমরা যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি তাহা বাক্য দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। ইনি রহস্য-সন্দর্ভের মূল্য বৃদ্ধি করণার্থে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে আমরা সম্মত হইতে পারি না; কারণ এই পত্র সর্ব্বসাধারণ গ্রাহ্য করণাভিলাষেই ইহার সম্পাদকতা গ্রহণ করিয়াছি এবং ক্ষতি স্বত্বেও সন্তুষ্ট আছি। আমরা গ্রাহক সংখ্যা সম্যক বর্দ্ধিত হইলে এই পত্রের দেহ বৃদ্ধি অথবা ন্যূন মূল্য করিতে পারি কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি করিয়া অর্থ হীনগণের অপাঠ্য করিতে সম্মত নহে। সচিত্র পত্রের বিশেষ ফল আছে এই জন্যই রহস্য-সন্দর্ভের প্রতি আমাদিগের এত যত্ন এবং সরল ভাবে সাধারণকে ক্রমশঃ নানা প্রকার বিষয় জ্ঞাপন করাই আমাদিগের এক মাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য যে কত দূর ফলবতী হইবে তাহা "রহস্য-সন্দর্ভের" বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া আমরা বলিতে সাহস করিতে পারি না কেবল সহৃদয় বঙ্গ ভাষা প্রিয় পাঠকগণই বলিতে পারেন যে হেতু ইহার জীবন ও মরণের তাঁহারাই কর্ত্তা।

"মহাশয়!

অমৃত বাজার পত্রিকায় "রহস্য-সন্দর্ভের" অবস্থা অবগত হইয়া দুঃখিত হইলাম। ইহার উন্নতি পক্ষে সকলেরই যত্ন করা আবশ্যক। কিন্তু আমাদের তদ্রূপ কোন যোগ্যতা নাই। মফঃসলে অনেকে জানেন না "রহস্য-সন্দর্ভের" মূল্য কত এবং কোথায় পাওয়া যায়। ইহার একটী বিজ্ঞাপন "মধ্যস্থে" দেখিলাম। আমাদের "———————" তেও বিজ্ঞাপন প্রকাশ (কিছু কালের জন্য) ইচ্ছা করিয়া মহাশয়কে লিখিতেছি যদি কোন বাধা বোধ না করেন, অনুমতি পাইলে বিনা মূল্যে উহার একটুক বিস্তৃত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে পারি।

আমাদের পত্রিকা দ্বারা "রহস্য-সন্দর্ভের" কোন উপকার পাইবার সম্ভাবনা অল্প। যদি আপনি উপকার বোধ করেন নিয়মিত রূপে পাঠাইতে পারি। পরিবর্ত্তনে "রহস্য-সন্দর্ভ" পাইবার অভিলাষ করি না। এই মাত্র বই আর কোন রূপ সাহায্যে আমরা ক্ষমতা হীন।"

এই পত্র খানি কোন এক সুবিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদকের দ্বারা প্রেরিত হইয়াছে। আমরা পত্র প্রেরয়িতা মহাশয়ের নিকট যোগ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অক্ষম এজন্য অত্যন্ত লজ্জিত আছি। গ্রাহকগণের নিকট এই মাত্র নিবেদন করিতেছি যে যদি কাহার যথার্থ পক্ষপাত শূন্য নির্ম্মল ও উন্নতোদ্দেশে লিখিত সংবাদ পত্র পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আমাদিগকে পত্র লিখিবেন আমরা এই মহানুভব দ্বারা সম্পাদিত পত্র খানির নামাদি লিখিব। অনুমতি না থাকায় এই মহাত্মার নাম পত্রে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। এপ্রকার স্বার্থ শূন্য হিতব্রত সম্পাদক কোথাও দেখা যায় না এবং বোধ করি অন্যান্য সম্পাদকগণ ইহাঁর ন্যায় কৃপা দৃষ্টি করিলে "রহস্য-সন্দর্ভ" স্বধনে চলিতে পারে।

ব্রহ্মদেশীয় মেটেতৈলের কূপ।
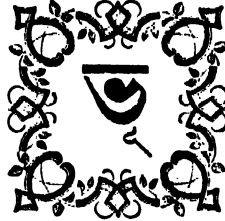
ভূগর্ভ হইতে যে সকল নানা প্রকার পণ্য দ্রব্য উদ্ধৃত হইয়া থাকে, মেটে তৈল তন্মধ্যে গণনীয়। অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপ, আমরিকা ও চিন দেশের যেরূপ সুবর্ণ, ভারতবর্ষের যেরূপ হীরক এবং ইংলণ্ডের যেরূপ লৌহ ও (পাতুরে কয়লা) প্রস্তরাঙ্গার তত্তৎদেশবাসীগণের দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধির কারণ স্বরূপ গৃহীত হয় ব্রহ্মদেশীয়েরা মেটেতৈলকে সেইরূপ বিবেচনা করে। ব্রহ্মদেশে ইরাবতী নদীর তীরে বহুসংখ্যক মেটেতৈলের কূপ আছে। ঐ সকল কূপ স্বাভাবিক নহে, মনুষ্য দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং স্থান বিশেষে পার্ব্বত্য উচ্চ ভূমি সকলে কূপ খনন করিলেই মেটেতৈল নির্গত হয় অন্যত্র হয় না।

আমাদিগের কূপ খনন হইলে যে প্রকারে মৃত্তিকা নির্ম্মিত পাট সকল উপর্য্যুপরি বসান হয় ব্রহ্মদেশীয় মৃত্তৈল কূপ সকলে সেরূপ হয় না ঐ সকল কূপ খননের প্রথা স্বতন্ত্র যথা—প্রথমতঃ একটী পর্ব্বতের শিরোভাগ কর্ত্তন করিয়া একটী সমতল চতুষ্কোণ করা হয় ও ঐ পর্ব্বতকের দেহ দিয়া বক্রভাবে একটী নিম্নে নামিবায় পথ খনিত হয়। ঐ পথ দিয়া কূপ খনন কালে উদ্ধৃত মৃত্তিকাদি ও পরে তৈল লইয়া কার্য্যকারীরা অবতরণ করে। পূর্ব্বোক্ত চতুষ্কোণ স্থানের মধ্যভাগে কূপ খননারম্ভ করিয়া ক্রমে ঐ কূপ ছয়ফুট আন্দাজ খনিত হইলে পাট বসাইতে আরম্ভ

করা হয়। ঐ সকল পাট ৬ ফুট দীর্ঘ ৬ ইঞ্চি প্রস্ত ও দুই ইঞ্চি স্থূল খদির কার্ষ্ঠের ফলকে নির্ম্মিত (তল ও উপরি ভাগের আবরণ শূন্য বাক্সের ন্যায়) চতুষ্কোণ বিশিষ্ট ঘের। কূপ খননকারীর পাছে খনিত ভাগের পার্শ্বস্থ মৃত্তিকা পতনে মৃত্যু হয় এই আশঙ্কায় নয় ফুটের নিম্নে খননারম্ভ হইলেই কতক গুলি উক্তরূপ পাট উপরে২ সাজাইয়া দেওয়া হয় ও কার্য্যকারক তাহার মধ্যে থাকিয়া খনন করিতে থাকে। যেরূপ খনন বৃদ্ধি হইতে থাকে ঐ কার্ষ্ঠময় বেড়ও এক একটী করিয়া উপরে বসান হয়। খনিত মৃত্তিকা ও তৎপরে তৈল উত্তোলনার্থ কূপের দুই পার্শ্বে দুইটী কার্ষ্ঠের খুঁটি বসান হয় ও উহার অগ্রভাগে এদেশে প্রচলিত উদুখলের পায়ার ন্যায় খালকাটা থাকে। পরে একটী কার্ষ্ঠদণ্ডের মধ্যস্থলে একটী পিপা গাঁথিয়া ঐ দণ্ডের দুই পার্শ্বভাগ উক্ত খুঁটিদ্বয়ের অগ্রস্থ খালে রাখা হয়। যে পিপাটি দণ্ডের মধ্যে গাঁথা থাকে তাহার দেহে রজ্জু থাকিবার জন্য একটী খাল কাটা হয় ও রজ্জুর এক মুখে ডামর মাখান একটী ঝুড়ি বান্ধিয়া কূপ মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় ও অপর মুখটী ঐ পিপার কাটা খালের উপর দিয়া লইয়া দুইজন লোক তাহা ধরিয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণার্থ কাটা পথ দিয়া নামিতে থাকে ও উঠিতে থাকে; ও তাহাতে (পশ্চিমাঞ্চলে যেরূপে কূপ হইতে জল তোলা হয়) সেই রূপে কার্য্য চলে। যে এক ব্যক্তি কূপের ধারে থাকে তৈল উত্তোলিত হইলে সে ঐ তৈল নিকটস্থ কাটা খালে ঢালিলে তাহা ঐ খালের শেষে ভূ-নিম্নে স্থাপিত একটী বড় জালায় গিয়া পড়ে। ঐ জালা হইতে মৃৎ কলসে করিয়া তৈল সকল নদী কূলে পোতোপরি নীত হয়।

কোন২ মৃত্তৈলের কূপ কিছু দিন পরে শুষ্ক হইলে পুনশ্চ খনন করিতে হয় এবং খনিত হইলে পূর্ব্বমত তৈল প্রদান করে।

এ প্রকার তৈল কূপ ব্রহ্মদেশে প্রায় সার্দ্ধ পঞ্চশত আছে এবং যে স্থানে যত আছে তাহা তত্তৎ স্থানের অধিকারী জমিদারদিগের সম্পত্তি। ব্রহ্ম দেশাধিপতি ঐ কূপ সকলের জন্য যে স্বতন্ত্র কর নির্দ্ধারিত করিয়াছেন তাহা সমুদয়ে প্রায় ১৭৫০০০ সিক্কা টাকা ব্রহ্মরাজের বাৎসরিক আয় বৃদ্ধি করে। এক তৈল কূপ হইতে এক সহস্র টীকল (১২৫০ সিক্কা টাকা) কূপ স্বামীগণের বাৎসরিক লভ্য হয়। ইংলণ্ডে পাতুরে কয়লাকে কৃষ্ণবর্ণ হীরক বলা হয় ও ব্রহ্মদেশে মৃত্তৈল, গলিত সুবর্ণ নামপাইতে পারে। মৃত্তৈলের গন্ধ এরূপ তীব্র যে কখন২ কূপ খননকারী তাহার তেজে মরিয়া যায় এবং ইহার গুণাদি ইউরোপীয় পেটরোলিয়ম তৈলের তুল্য।

এই তৈলে ব্রহ্মদেশের প্রায় ১৪০০০০০ টাকা আয় হয় পরে ব্যবসায়ীগণের যে পরিমাণ লভ্য হয় তাহা নিম্ন-লিখিত দরের হিসাবেই অনুভুত হইবে। কূপ নিকটে একহন্দর তৈল।৶১০ আনায় বিক্রয় হয় ও তাহার সন্নিকটস্থ নগরে ৩৶১০ দর, বিদেশের দর আর অধিক বলা বাহুল্য।

জাপান দ্বীপের পার্ব্বণ।

জাপান দ্বীপে অম্যূন দ্বিসপ্ততি প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে তম্মধ্যে অধিকাংশ লোক সুবিখ্যাত কনফুছের ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের কতক কতক মত সম্বলিষ্ট শিনটো ধর্ম্মাবলম্বী। শিনটো ধর্ম্মে কথিত আছে যে এক সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর অনাদি কাল পর্য্যন্ত আছেন এবং তিনি হীনজীবগণের বিষয়াদিতে

কোন প্রকারে কখনই লিপ্ত হয়েন না। জগতের তমোময় অব্যক্তাবস্থায় সেই ঈশ্বরের পদতল হইতে দুইটী দেবতার উৎপত্তি হয় এবং তদ্দ্বয়ের দ্বারাই এই ভৌতিক বিশ্বের সৃষ্টি হয়। ঐ দেবদ্বয় জগতের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ক্রমশঃ যে সপ্তজন বৈমানিক দেবতার হস্তে নস্ত করেন তাহার শেষটী স্বর্গ। ঐ স্বর্গ প্রথ্বীর পাণিগ্রহণ করাতে মনুষ্যের জন্ম হয় এবং লোকের বসবাস জন্য শুষ্ক ভূমি প্রদানার্থ সর্ব্বাগ্রে কিউসিউ দ্বীপকে সমুদ্র গর্ভ হইতে নিজ শূল দ্বারা বিদ্ধ করিয়া উত্তোলন করেন। পরে প্রজা বৃদ্ধি হইলে তাহাদিগের ভিন্ন২ স্থানে রক্ষণার্থ বহুতর দেবতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল কিন্তু আদি ঈশ্বরের এই জগতের কর্ত্তৃত্ব তাঁহার ২৫০০০০ বৎসর পরমায়ু বিশিষ্টা প্রিয়তমা কন্যা সূর্য্য দেবীর (টেনসিয়োডেইসিন) হস্তে অর্পণ করেন। এতভিন্ন চারিটী প্রধান মর্ত্ত্য দেবতা ছিলেন ও তাঁহাদিগের সর্ব্ব শেষ এক জন মনুষ্য কন্যা বিবাহ করেন ও তদ্গর্ভে যে মরণ ধর্ম্মশীল মনুষ্য সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন তিনিই সুবিখ্যাত জিন্মোটেন্মো যিনি জাপানীয় মিকাডস অর্থাৎ রাজগণের আদি পিতা ছিলেন। শিন্টো ধর্ম্মাবলম্বীগণ সূর্য্যদেবীকে অদ্য-

বধি এত অধিক মান্য ও ভক্তি করে যে তাহারা ঐ দেবীর সাক্ষাৎ আরাধনা করিতে সাহস করে না। অগ্নিমুখে যেরূপ আমাদিগের দেবতারা যজ্ঞ ভাগ প্রদত্ত হয়েন, শিন্টো ধর্ম্মানুরাগীগণ সেই মত অপর দেবতাকে মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া সূর্য্যদেবীর আরাধনা করে। এই ধর্ম্মের অন্যান্য দেবতার সংখ্যা প্রায় তিন সহস্র, তন্মধ্যে প্রায় পঞ্চশত দেবসম্ভূত ও অবশিষ্ট দেবরূপে পরিগণিত মনুষ্য। আমাদিগের যেরূপ কালিঘাটে কালী, উলোয় উলুই চণ্ডী, কাশীতে বিশ্বেশ্বর, গয়ায় গদাধর প্রভৃতি দেব দেবীর পূজার প্রাধান্য দেখা যায়, জাপানেও সেইরূপ স্থান ভেদে দেবতা বিশেষের ভোগরাগ অর্চ্চনাদির বাহুল্য দেখা যায়। সচরাচর কথিত হয় যে হিন্দু ধর্ম্মে দ্বাদশ মাসে ত্রয়োদশ পার্ব্বণ; জাপানীদিগের তদপেক্ষা অনেক অধিক। জাপানীয়গণের কোন২ পর্ব্বাহ কোন২ জ্যোতিষিক কালভাগানুসারে নিরূপিত আছে ও অপরাপর গুলি প্রচলিত সাধারণ দিন-গণানুসারে হয়। এস্থলে প্রকাশ করা উচিত যে জাপান রাজ্যে দুই প্রকার বৎসর প্রচলিত আছে তন্মধ্যে যাহাতে পুরাবৃত্তাদি লিখিত হয় তাহা তদ্দেশীয় রাজগণের রাজ্যকাল অথবা কোন প্রসিদ্ধ ঘটনার কাল হইতে পরিগণিত হয়। সাধারণতঃ যে বৎসর প্রচলিত তাহাতে যেরূপে দুইটী ৩৫৪ দিনের বৎসরের পর একটী ৩৮৪ দিনের বৎসর হয় তদ্বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল। জাপানীয়দিগের সাধারণ বৎসর দ্বাদশ চান্দ্র মাসে অর্থাৎ দ্বিচত্বারিংশৎ সপ্তাহে হয় এবং ঐ বৎসরকে ৩৫৪ দিনবিশিষ্ট করণার্থ অধিপতিগণ স্বেচ্ছাক্রমে কোন মাসে এক দিবস ও কোন মাসে দুই দিবসের হ্রাস বৃদ্ধি করেন। এইরূপ প্রত্যেক দুই বৎসরের পর অধীশ্বর এক বৎসরে একটী ত্রিংশৎদিনবিশিষ্ট মাস যথেচ্ছা ক্রমে বৃদ্ধি করেন। শিন্টোধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা পঞ্চটী উৎসব প্রধান ও বহু সমারোহের। তন্মধ্যে সোগোয়াট্‌জ (নববর্ষদিন) নামক প্রথমটী প্রথম মাসের প্রথম দিনে হয়; দ্বিতীয়টীর নাম সঙ্গোয়াট্‌জ তাহা তৃতীয় মাসের তৃতীয় দিবসে হয়, অপর তিনটী পঞ্চম মাসের পঞ্চম দিনে, সপ্তম মাসের সপ্তম দিনে ও নবম মাসের নবম দিনে হয়। অযুগ্ম সংখ্যা সকলকে জাপানীগণ অলক্ষণ যুক্ত জ্ঞান করে এবং তজ্জন্যই অযুগ্ম মাসের অযুগ্ম দিনে পর্ব্বাহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেবমহাত্ম্যে উহার অযুগ্মতা জন্য অলক্ষণাপনয়ন করে।

বর্ষ বৃদ্ধির (বৎসরের প্রথম দিনে) যে উৎসবটী জাপানে আরম্ভ হইয়া থাকে তাহার স্থিতি তিন দিন ও তাহার অপেক্ষা সমারোহের পার্ব্বণ আর দেখা যায় না। আমাদিগের রথযাত্রায় যেরূপ রথোপরি জগন্নাথ-দেবমূর্ত্তি বাহিত হয়, নব বৎসরে সেইরূপ জাপানদেশে দেয়িজিজ্ঞাখ্যাদি দেবতার মূর্ত্তি কাষ্ঠ ও কাগজকোটায় নির্ম্মিত রথে বাহিত হয়। এই বৎসরের প্রথম দুই দিবস সকলে দলদল হইয়া নগরের ভিন্ন ভিন্ন রাজ পথে নগর কীর্ত্তন ও নৃত্যামোদের সহিত সুসজ্জিত রথোপরি দেব মূর্ত্তি লইয়া ভ্রমণ করে এবং শেষ দিবসে ঐ সকল লোক সমস্ত সজ্জিত রথ সম্মিলিত করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করে। নগরে ভ্রমণকালে যাত্রী সকল সুশৃঙ্খলার সহিত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতে থাকে ও তাহার মধ্যে২ এক এক খান সুচিকণ রঙ্গে রঞ্জিত ও পতাকাদি দ্বারা সুশোভিত রথ বাহিত হয়। ঐ রথের সর্ব্বোপরি দেবমূর্ত্তি স্থাপিত থাকে ও তন্নিম্ন তলস্থ স্থানে বাদ্যকরগণ থাকে। এই প্রকার রথ অম্ল্যন পঞ্চাশ খান থাকাতে মেলাটী অতি দৃশ্যাকর্ষক হয়। মেলার নিমিত্ত বালিকাগণ অদীর্ঘ

একাঙ্কবিশিষ্ট কৌতুহলোদ্দীপক নাট্যাভিনয়ে দীক্ষিত হয়। মকর সংক্রান্তির সময় অত্রস্থ পাঠশালের বালকগণ বেশভুষা করিয়া গুরুমহাশয় ও রক্ষকাদি সমভিব্যাহারে গঙ্গাতীরে যাইয়া জাহ্নবী স্তব করে, জাপানদেশীয় বালিকাগণ নববর্ষোৎসবে বালকের বেশ পরিয়া দলে২ আসিয়া স্বজন সমভিব্যাহারে উৎসবার্থে নির্ম্মিত দেব মন্দির সকলের সম্মুখে যাইয়া ঐ দীক্ষিত নাট্যাভিনয় করে। তাহাদিগের অভিনয়ার্থ একপ্রকার কাগচের নাট্যালয় প্রস্তুত থাকে এবং যন্ত্রবাদকগণও উপস্থিত থাকে। এক এক দল করিয়া সকল বালিকার দল ক্রমশঃ অভিনয় প্রদর্শন করিয়া দর্শকগণকে পরিতুষ্ট করে। ঐ বালিকাগণের সহিত তাহাদিগের পিতামাতা ও ভৃত্যাদি থাকে এবং স্থানে স্থানে অভিনয় করিয়া ক্লান্ত হইলে তাহাদিগের মাতা ও আত্মীয়গণ তাহাদিগকে গৃহে লইয়া যায়। তৃতীয় দিবসের মেলার সমস্ত যাত্রী দল একে২ উৎসবার্থ নির্ম্মিত দেব মন্দির সম্মুখে যায় এবং রজনীযোগে সমস্ত নগর ও সুসজ্জিত রথাবলি আলোকমালায় সজ্জিত হয়। তাহাতে জাপান রাজ্যের মধ্যে ইয়াকুহামা নগরীর যে অপূর্ব্ব শোভা হয়, যাহারা পাটনার দেওয়ালি দেখিয়াছেন তাঁহারা তাহা বিশেষ অনুভব করিতে পারিবেন।

তৃতীয় মাসের তৃতীয় দিবসে যে উৎসব হয় বালিকাগণের মঙ্গল কামনাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ঐ দিবসে সকল ব্যক্তিকে আত্মীয় কুটুম্ব ও বান্ধবগণের ভবনে যাইয়া বালিকাগণকে আশীর্ব্বাদাদি করিতে হয় এবং ঐ বালিকাগণ তণ্ডুল নির্ম্মিত এক প্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া গুরুজন সমস্তকে প্রদান করে এবং এক গৃহ সুসজ্জ করিয়া মিকাটোর সভার অনুরূপ এক পুত্তলিকার সভা সাজাইয়া ঐ পুত্তলিকা সকলের সম্মুখে পিষ্টক দেয়।

পঞ্চম মাসের পঞ্চম দিনে যে উৎসব হয় তাহা বালকগণের যুবাবস্থার মঙ্গলোদ্দেশে। ঐ পর্ব্বাহে বালক সকল এক এক বংশ দণ্ড স্থাপন করে এবং পারক ব্যক্তি মাত্রকেই ঐ বংশদণ্ডে এক এক খান স্বরচিত কবিতা লেখা কাগজ খণ্ড যোজনার্থ আহ্বান করে। এই দিবসে বালকগণ তরী ধাবনা, সন্তরণ প্রভৃতি জল ক্রীড়ায় বিশেষ আমোদ করে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জাপান রাজ্যে বহু পার্ব্বণ প্রচলিত আছে তত্সমস্তের বিবরণ লিখিলে বাহুল্য হয় এজন্য আমরা কএকটী প্রধান পর্ব্বের সংক্ষেপ বিবরণ এস্থলে লিখিলাম এতদ্ভিন্ন যে সমস্ত পার্ব্বণ আছে তন্মধ্যে যে দুইটী অনেকাংশ ভারতবর্ষে প্রচলিত পার্ব্বণদ্বয়ের সহিত ঐক্য হয় তাহা আমরা লিখিতেছি। ইয়াকুহামা নগরবাসীগণ নেগাসাকি উপসাগরে পীড়িত আত্মীয়গণের ভাগ্য বিচার করণার্থ এক দিন দীপ ভাসাইয়া দেয় ও তাহাতে উপসাগর দেহ অতীব সুন্দর হয়। ভারতবর্ষেও লোক নানা কামনায় দীপ ভাসাইয়া থাকে; কান পুরে কার্ত্তিক পূর্ণিমায় যে ভাসমান দীপ মালায় জাহ্নবী দেহ উদ্দীপ্ত হয় তাহার কারণ আর কিছু নহে।

আমাদিগের শ্যামাপূজার সময়ে যে পুণ্যা অমাবস্যা দিনে কুলার বাতাস দিয়া অলক্ষ্মী বিদায় করা নিয়ম আছে জাপানে উহার পরিবর্ত্তে সয়তান দুরকরণ কালে সিদ্ধমটর ও প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ প্রচলিত। জাপানে এক বিশেষ রহস্য সূচক পার্ব্বণ আছে তাহাতে ছোট, জ্ঞানী, অজ্ঞানী সকলেই কাগজের ঘুড়ি করিয়া সূত্র যোগে শূন্যে উড্ডীন করে এবং ঐ সূত্রে কাঁচ খণ্ড সকল

বান্ধিয়া পরস্পরের ঘুড়ি কর্ত্তনার্থ যত্ন ও বিশেষ আমোদ করে।

নিকোলাস সাণ্ডারসনের জীবন বৃত্তান্ত।

মরা এক্ষণে যে মহাত্মার জীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবর্ত্ত হইতেছি, তাঁহার নাম নিকলাস সাণ্ডারসন্। ইনি অল্প বয়সে অন্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যা বিষয়ে কি রূপে জগতে অতুল্য খ্যাতি লাভ করত জীবন যাপন করেন, তৎসমুদায় পরিজ্ঞাত হইতে পাঠকমাত্রেরই অভিলাষ জন্মিতে পারে; বিশেষতঃ যাঁহারা সমুদায় ইন্দ্রিয় সত্বেও কেবল এক মাত্র আলস্য পরায়ণ হইয়া বিদ্যারসে বঞ্চিত হন, সোৎসাহিত-চিত্তে এই মহাত্মার জীবন চরিত পাঠ করা, তাঁহাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া নিম্নে সঙ্ক্ষেপে তদীয় জীবন বৃত্তান্ত বিবৃত হইল।

নিকলাস সাণ্ডারসন ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইয়র্কসায়র প্রদেশে থরলণ্টন নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার সামান্য সম্পত্তি ছিল ও বণিক্‌দিগের নিকট শুল্ক আদায়ের কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সাণ্ডারসন ভীষণ বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া চক্ষুহীন হন; সুতরাং তাঁহাকে 'বিশ্ব-রাজ্যের রমণীয় শোভা সন্দর্শন-সুখ লাভে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল। শৈশবাবস্থায় তিনি স্বীয় জন্মভূমির নিকটবর্ত্তী পেনিষ্টন নামক গ্রামের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন্। তথায় গ্রীক ও লাটিন ভাষা শিক্ষা এবং স্বীয় অসীম উৎসাহে ইউক্লিড ও অন্যান্য পুরাতন গ্রন্থকারদিগের রচিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া উল্লিখিত ভাষাদ্বয়ে সমধিক উৎকর্ষ সাধন করেন। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত লেখকেরা বলেন যে, তিনি চক্ষুহীন হইয়া কি উপায়ে শিক্ষা লাভ করেন, তৎসমুদায় আমরা সবিশেষ অবগত নহি। কিন্তু কেহ যে তাঁহার দৈনিক পাঠ তাঁহার নিকট আবৃত্তি ও তাঁহাকে অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য দান করিত, ইহাই সম্পূর্ণ বিশ্বাস যোগ্য। যাহা হউক, তিনি অন্ধ হইয়াও বিদ্যা শিক্ষা-বিষয়ে এতঅধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন যে, তাহা শ্রবণ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

তাঁহার ব্যাকরণ শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ অধিকার জন্মিলে, তদীয় পিতা তাঁহাকে গণিতের সামান্য নিয়মাবলী শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই অবস্থাতেই তাঁহার মহত্ত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রূপে গণিত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তিনি স্বীয় অসাধারণ স্মারকতা শক্তির অপ্রতিহত প্রভাবে বৃহদ্বৃহৎ অঙ্ক গণনা ও তৎসমুদায়ের অতি সহজ উপায় সমস্ত উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশবর্ষ বয়ক্রমকালে তিনি এক সদাশয় ধনী ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইলেন। এই অভিনব ধনী বন্ধু গণিতের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। সাণ্ডারসনও অঙ্কশাস্ত্রে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার প্রতি সদয় হইলেন এবং পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে বীজগণিত ও রেখা-গণিত বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। সাণ্ডারসন মহোদয় এই রূপে ধনী বন্ধুর উৎসাহে পরম পুলকিত হইয়া সাভিনিবেশ সহকারে গণিত শিক্ষায় প্রবর্ত্ত হইলেন।

ইহার কিছুদিন পরে আমাদিগের অঙ্ক গণিত প্রিয় সাণ্ডারসন মহোদয় ডাক্তার নেটেল্টন নামক এক মহাত্মার সহিত পরিচিত হন্। তাঁহার ডাক্তর বন্ধুও ধনী বন্ধুর ন্যায় যত্নাতিশয়-সহকারে তাঁহাকে গণিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, সাণ্ডারসন গণিত বিষয়ক রীতিমত শিক্ষার নিমিত্ত উক্ত মহোপকারী বন্ধুদ্বয়ের নিকট ঋণি ছিলেন।

এই রূপে তিনি উল্লিখিত সহৃদয় বন্ধুদিগের সাহায্যে পুস্তকাদি ও উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া অল্প দিন মধ্যে এরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন যে, আর তাঁহাকে তাঁহাদিগের (বন্ধুদ্বয়ের) নিকট শিক্ষা লাভ করিতে হইল না, বরং কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদিগকেও শিক্ষা দান করিতে সমর্থহইলেন।

বয়োবৃদ্ধিসহকারে তাঁহার জ্ঞানোপার্জ্জন প্রবৃত্তিও বলবতী হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে তদীয় পিতা প্রোৎসাহিত হইয়া সেফিল্ড নগরের নিকটবর্ত্তী অটারক্লিফের বিদ্যালয়ে তাঁহাকে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। এই বিদ্যালয়ে নানাবিধ বিজ্ঞান বিষয়িণী উপদেশ প্রদত্ত হইত, সুতরাং নিরন্তর নীরস শিক্ষায় তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া সত্বর বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি অন্যদীয় সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়াও অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। বাস্তবিকও এক্ষণে আর তাঁহাকে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অথবা যে ব্যক্তি তাঁহার নিকট ঐ সমস্ত বিষয় আবৃত্তি করিতেন, তিনি ব্যতিত অন্যের সাহায্যাপেক্ষা করিতে হইত না।

শিক্ষা বিষয়ক ব্যয়ভার এপর্য্যন্ত তাঁহার পিতার স্কন্ধেই অর্পিত ছিল। তিনি বহুসঙ্খ্যক পরিবারের ভরণপোষণ ও সন্তানের শিক্ষা কার্য্যের ব্যয়-ভার বহণে অসমর্থ হইলে তাঁহার আত্মীয়েরা সাণ্ডারসন মহাশয়কে এই অভিপ্রায়ে কোন বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিলেন যে, তিনি উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া অন্ততঃ আবশ্যকমত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেও সমর্থ হইবেন। সাণ্ডারসন মহাশয়ের সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে, তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া শিক্ষা লাভ করেন; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ করা তাঁহার পিতা বা তদীয় আত্মীয়বর্গের সাধ্যাতীত। তদ্দর্শনে তাঁহার কতিপয় বন্ধু তাঁহাকে এই অভিপ্রায়ে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন যে, তিনি উক্ত বিদ্যালয়ে গমন করিয়া অদৃষ্টের পরীক্ষা করেন; অর্থাৎ তথায় ছাত্ররূপে অবস্থিতি না করিয়া শিক্ষক হইবার উপায় দেখেন; কারণ তৎকালিন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষা দিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়াছিলেন। যদ্যপি তাঁহার দুরদৃষ্ট বশতঃ তিনি কৃতকার্য্য হইতে না পারেন, তবে তাঁহার কর্ম্মের নিমিত্ত লণ্ডন নগরে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবারও অনেকের ইচ্ছা ছিল।

হায়! বিদ্যারূপ অমূল্যরত্ন যিনি হৃদয়ভাণ্ডারে অতি যতনে সঞ্চিত করিয়াছেন, সামান্য ধন কি কখনও তাঁহার নির্ম্মল মনকে কুঞ্চিত করিতে পারে? আমাদিগের পরম পণ্ডিত সাণ্ডারসন মহাশয়ই যে এই নিয়মের বহির্ভূত হইবেন, তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। তিনি বিদ্যার্থী রূপে কেম্ব্রিজ বিদ্যালয়ে অবস্থিতি করিতে যেমন যত্নবান্, শিক্ষক হইতে ততোধিক অনাস্থা প্রকাশ করিতে লাগিলেন! কিন্তু পরম হিতৈষী বন্ধুবর্গের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিলে কে তাঁহার ব্যয়ভার বহন করিবে?

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চবিংশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে, জসিয়া (Jashua) ডন নামক ক্রাইষ্ট কলেজের এক মহাশয় ব্যক্তি কর্তৃক তিনি তথায় নীত হইলেন। সে স্থানে তিনি স্বীয় বন্ধুবর্গের সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন প্রকার বিষয় কর্ম্মের সুবিধা করিতে পারিলেন না। তত্রস্থ সকলেই এই অভিনব জ্ঞানী অতিথিকে প্রাপ্ত হইয়া পরম পুলকিত হইলেন এবং তাঁহার বাস স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া পুস্তকালয়স্থ পুস্তক পাঠের ও অন্যান্য বিস্তর বিষয়ে তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন। তথাপি বহুবিধ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল।

ইউষ্টন নামক এক ব্যক্তি উক্ত বিদ্যালয়ের গণিতাধ্যক্ষ জগদ্বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় নিউটনের আসন অধিকার করিয়া স্বীয় ছাত্রদিগকে সাণ্ডারসনের অভিপ্রায়ানুযায়ী উপদেশ সকল প্রদান করিতে লাগিলেন। কোন২ মহাত্মা সাণ্ডারসনের সুখ্যাতি চতুর্দ্দিক্ পরিব্যাপ্ত করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। এই রূপে তাঁহার যশঃ-শশধর দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইলে তিনি জ্যোতিঃ, বর্ণ, ইন্দ্রধনু প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয়ক নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং তদীয় সুমধুর উপদেশাবলী শ্রবণোৎসুক হইয়া অনেকানেক ব্যক্তি আগত হইতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে সাণ্ডারসন মহাশয় বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া দুরূহ বিজ্ঞান চর্চ্চায় জীবনক্ষেপণ করিতে লাগিলেন এবং তৎকাল-পরিচিত গণিতজ্ঞদিগের নিকট পরিচিতও হইলেন। উপাধ্যায় হুইষ্টন যখন স্থানান্তরিত হন, তখন সাণ্ডারসন মহাশয় এত প্রতিভাপন্ন হইয়াছিলেন যে, উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, ডিউক অব্ সমারসেটের নিকট, তাঁহাকে উক্ত পদ প্রদানের নিমিত্ত অনুরোধ করেন। তদনুসারে রাজ্ঞী তাঁহাকে উক্ত বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে সাণ্ডারসন বিবাহ করেন, এবং পর বৎসর দ্বিতীয় জর্জ্জ তাঁহাকে ক্রাইষ্ট কলেজের ব্যবস্থাধ্যক্ষ করেন।

সাণ্ডারসন স্বভাবতঃ সুস্থকায় ও অত্যন্ত বলিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু অঙ্গ পরিচালন অভাব হেতু তদীয় শরীর ক্রমশঃ রুগ্ন হইতে লাগিল। ১৭৩৯ খ্রীঃ-অব্দের বসন্তশেষে তিনি স্বীয় পদতলে সাংঘাতিক আহত হন্। তৎকালে তাঁহার শরীর এত দুর্ব্বল হইয়াছিল যে, কোন প্রকার ঔষধেই কিছুমাত্র উপকার দর্শিল না। অবশেষে ১৯এ এপ্রেল ৫৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও অদ্বিতীয় স্মরণ শক্তির বিষয় শ্রবণ করিলে মনুষ্যমাত্রেই বিস্মিত হয়। তিনি চক্ষুহীন ছিলেন বটে, কিন্তু কোন্ সময়ে আকাশ নির্ম্মল এবং কখনই বা মেঘাবৃত থাকিত, তৎসমুদায় তিনি অনায়াসে বলিতে পারিতেন। তাঁহার তুল্য ব্যক্তি ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কি না, তাহা বলা যায় না।

নূতনগ্রন্থের সমালোচন।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক অনুবাদিত। মুর্শিদাবাদ বহরমপুর সত্যরত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

শ্রীভাগবত অতি আদরণীয় মহাপুরাণ এবং ভক্তিমার্গের কল্পতরু স্বরূপ। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে স্নানান্তে অতি পবিত্র হৃদয়ে সচন্দন তুলসী পত্রে এই মহদ্গ্রন্থের পূজা করেন এবং পৌরাণিক

গণ বিশুদ্ধ তানলয় স্বর-সংযোগে কথকতা দ্বারা ধনাঢ্য আর্য্য ধর্ম্মাবলম্বী মহোদয়গণের নিকট হইতে বিপুল বৃত্তিলাভ করিয়া থাকেন। অন্যান্য পুরাণাপেক্ষা ইহার রচনা অতি প্রগাঢ়; সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন না হইলে অর্থ-বোধ হওয়া দুষ্কর; এজন্য কেহ২ ইহার আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন করিয়া কহেন যে পুরাণ সমূহ অতি সরল ভাবে রচিত হইয়াছে, সেস্থলে বেদব্যাসের লেখনী কি জন্য এই কঠিন গ্রন্থ প্রসব করিবে ও অন্য পুরাণ নিচয়ের রচনা সহিত ইহার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই সুতরাং এক জন পৃথক্ ব্যক্তির রচিত বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কতিপয় পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন এই গ্রন্থ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণকর্ত্তা বোপদেব গোস্বামী কৃত। বোপদেব দেবগিরি* নগরাধিপ হেমাদ্রির সভাসদ্ ছিলেন। ভাষাতত্ত্বজ্ঞ বর্ণুক্ ফরাশীশ ভাষায় অনুবাদিত ভাগবতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে বোপদেব ১৩০০ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। এই সকল প্রমাণে ভাগবতকে ঋষি প্রণীত না বলিলে অবশ্যই প্রাচীন সম্প্রদায়েরা খড়্গ হস্ত হইয়া উঠিবেন কিন্তু ভাগবত ঋষি-প্রণীত নহে বলিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও মহারাণী ভবানীর সভায় তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। লণ্ডনস্থ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর পুস্তকালয়ে এতৎ সম্বন্ধে তিন খানি পুস্তিকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রথম গ্রন্থের নাম "দুর্জ্জন মুখ চপেটিকা"—এখানি [illegible]মাশ্রম কৃত; ইহাতে ভাগবতের প্রাচীনত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পুস্তক প্রথম গ্র[illegible]র [illegible]র, কাশীনাথ ভট্টকৃত "দুর্জ্জনমুখ মহাচ[illegible]" ইহাতে ভাগবত আধুনিক গ্রন্থকারের [illegible] বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে তদুত্তরে "দু[illegible] পদ্ম পাদুকা" রচিত হইয়াছিল; ইহাতে গ্রন্থকার বিপক্ষ বর্গকে অত্যন্ত শ্লেষোক্তি করিয়া ভাগবত বেদব্যাস প্রণীত প্রমাণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন পুরুষোত্তম ত্রয়োদশ প্রমাণ দ্বারা ও মিতাক্ষরার টীকাকার বালভট্ট পুরাণ শব্দের সমালোচনায় ভাগবত ঋষি প্রণীত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই সকল তর্ক বিতর্ক সত্ত্বেও বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভাগবতের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থের সুমধুর রসপানে মোহিত হইয়া রূপ, সনাতন, জীব প্রভৃতি বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্য্য বৃন্দ বহুবিধ নানা রস সমাকীর্ণ নাটক ও চম্পূ প্রণয়ন করত সংস্কৃত সাহিত্য সংসার উজ্জ্বল করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থ পাঠে মোহিত হইয়া চৈতন্যদেব শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাবোদ্দীপক বৈষ্ণব ধর্ম্ম বঙ্গদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। কেন্দু বিল্বস্থ কোকিলকণ্ঠ জয়দেব শ্রীভাগবত পাঠে মোহিত না হইলে কখনই ভাবসিন্ধু মন্থন করিয়া গীত-গোবিন্দ রচনা করিতে সক্ষম হইতেন না। গারুড় পুরাণে লিখিত আছে* যে ভাগবত ১৮০০০ সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ। ইহাতে বেদ বেদান্তের সার অংশ সমুদ্ধৃত হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি ইহার সুধাপান করিয়াছেন তিনি আর অন্য ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠে বিরত থাকিবেন। ইতিপূর্ব্বে শ্রীভাগবতের উৎকৃষ্ট গদ্য অনুবাদ ৺মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে কিন্তু এপর্য্যন্ত মূল, শ্রীধর স্বামীর টীকা, ও অনুবাদসহ কেহই প্রচার করেন নাই; সেই অভাব পুরণার্থ পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ভাগবত তত্ত্ববোধিকা সংখ্যাক্রমে প্রকাশ করিতেছেন।

* দেওঘর বা দে[illegible]আবাদ।

* গ্রন্থোঽষ্টাদশ সহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ।
সর্ব্ববেদেতি হাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্॥
সর্ব্ববেদান্ত সারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃত তৃপ্তস্য নান্যত্রস্যাদ্রতিঃ কচিৎ॥

রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র।

৭ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। সন ১২৭৯ [৭১ খণ্ড।

ফরিদ্‌উদ্দীন স্থর সেরশাহের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত।

সের শাহের আদি নাম ফরিদ্‌-উদ্দীন ছিল এবং তিনি ভারতবর্ষ ও পারস্য দেশের সীমা সন্নিহিত রোঃ নামক পার্ব্বত্য প্রদেশীয় আফগান জাত্যন্তর্গত* স্থরবংশীয় হোসেনের ঔরষে জন্মগ্রহণ করেন। ফরিদ্‌উদ্দীনের পিতামহ ইবরাহিম দিল্লীতে আসিয়া স্থলতান বিলোলির সভাসদ একজন আমীরের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। অবীশ্বর বিলোলির পরলোক গমনে তৎপুত্র সেকেন্দর সিংহাসনারোহণ করিলে স্থবিখ্যাত অমাত্য জিমাল জোয়ানপুরের গবর্ণর হইয়া ইবরাহিমের পুত্র হোসেনকে নিজ অনুচর করেন। অল্পকাল মধ্যে হোসেন নিজ গুণ বলে প্রভুকে এত সন্তুষ্ট করিল যে জিমাল স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাকে সাসিরাম ও টণ্ডা পরগণাদ্বয় জাইগীর স্বরূপ দিয়া এই বন্দবস্ত করিলেন যে হোসেন উহার আয় হইতে ৫০০ অশ্বারোহী সেনা রাখিবে। হোসেনের ৮ পুত্র হয় তন্মধ্যে ফরিদ্‌ ও নিজাম পাঠান জাতীয়া এক পত্নীর গর্ভে ও অপর ছয়টী দাসীর গর্ভে হইয়াছিল। হোসেন পত্নীপ্রিয় না থাকাতে পুত্রগণের প্রতি অযত্ন করিতেন এই হেতুক ফরিদ্‌ অল্প বয়সেই জোয়ানপুরে যাইয়া জিমালের অধীনে সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করিয়া ছিলেন। হোসেন তৎ সংবাদ পাইয়া ফরিদ্‌কে বিদ্যাশিক্ষার্থ সাসিরাম পাঠাইবার জন্য জিমালকে লিখেন কিন্তু ফরিদ্‌ তাহাতে সম্মত না হইয়া জোয়ানপুরে সৈনিক বৃত্তিতে থাকিয়াই বিশেষ যত্নের সহিত অল্পকাল মধ্যে ইতিহাস ও সাহিত্যাদিতে পাণ্ডিত্য লাভ করেন।

তিন চারি বৎসর পর হোসেন জোয়ানপুরে যাইলে ফরিদের সহিত পুনর্ম্মিলন হয় এবং স্বয়ং তথায় থাকিয়া ফরিদকে সাসিরামে আপন অধিকার রক্ষণাবেক্ষণার্থ প্রেরণ করেন। ফরিদ এ প্রকার কৌশলে দীনদিগের প্রতি স্থবিচার ও প্রবল জমিদারদিগের অত্যাচার নিবারণাদি করিয়াছিলেন যে তাঁহার কর সকল নির্ব্বিঘ্নে আদায় ও তাঁহার যশঃ দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

হোসেন জোয়ানপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ফরিদের স্থশাসন সন্দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহারই হস্তে সমস্ত ভার দিয়া রাখিলেন। হোসেন এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন

* ঘোরীয় রাজবংশের কুমার মহম্মদ স্থর রোঃ প্রদেশস্থ আফগানদিগের মধ্যে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার তত্রত্য বংশাবলি স্থর বংশী নামে খ্যাত হইয়াছিল।

এবং যে একটী দাসীর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন সেই দাসী নিজ পুত্র সলিমানের হস্তে সমস্ত ভার দিবার জন্য তাঁহাকে সর্ব্বদা অনুরোধ ও বিরক্ত করিতে লাগিল। এই ব্যাপার ফরিদ্ জানিতে পারিয়া বৃদ্ধাবস্থায় পিতাকে সুখী করণার্থে স্বেচ্ছাক্রমে নিজ সহোদর নিজামের সহিত আগরায় যাইয়া সম্রাট্ ইবরাহিমের একজন প্রধান অমাত্য দৌলতের অধীনে কর্ম্ম লইলেন। হোসেনের পরলোক গমনে ফরিদ্ দৌলতের সাহায্যে সম্রাটের নিকট হইতে সাসিরাম ও টণ্ডা অধিকারার্থ নিজনামের সনন্দপত্র লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। সলিমান তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া দেশ ত্যাগ করিয়া স্বজাতি সূরবংশীয় মহম্মদ আফগানের নিকট যাইয়া তাঁহার অধিকারচ্যুত হওনের ব্যাপার জ্ঞাত করিল। মহম্মদও একজন জাইগীর ভোগী ছিলেন ও তাঁহার অধীনে ১৫০০ অশ্বারোহী সেনা ছিল। তিনি সলিমানের সহিত বিবাদ মিটাইবার জন্য ফরিদ কে বলাতে ফরিদ্ উত্তর করেন যে তিনি সলিমানকে লেহ্যমত পিতৃসম্পত্তির অংশ দিতে প্রস্তুত আছেন কিন্তু প্রভুত্ব ছাড়িতে পারেন না; যেহেতু প্রবাদ মত দুই অসি এক কোষে থাকা অসম্ভব।

ফরিদের এই উত্তরে মহম্মদ সলিমানের পক্ষ হইয়া ফরিদ কে পদচ্যুত করিবার মানস করেন কিন্তু সম্রাট্ ইবরাহিম বাবরের দ্বারা পরাস্ত হইয়া রণশায়ী হইবাতে সমস্ত রাজ্যে বিশেষ গোলযোগ হইয়া উঠিল এবং ফরিদ্ ডিরিয়া লোহানির পুত্র* পারকানের (মহম্মদ) সহিত মিলিত হইলেন। ফরিদ্ সত্বরেই মহম্মদের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন এবং এক দিবস মৃগয়াকালে তাঁহার সম্মুখে এক বৃহৎ ব্যাঘ্র স্বহস্তে বধ করিয়া সেরখাঁ নাম প্রাপ্ত হয়েন। এই স্থান হইতে ফরিদ্ নামের পরিবর্ত্তে সের খাঁ নাম ব্যবহৃত হইবে। সেরখাঁ উত্তরোত্তর প্রভুর অনুগ্রহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন এবং মহম্মদের (পারকান) পুত্র জিলালের শিক্ষা তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল। এই সময়ে সেরখাঁ মহম্মদ পারকানের নিকট কিছুকালের জন্য অবকাশ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন কিন্তু কার্য্য বশতঃ অবকাশাপেক্ষা অধিক বিলম্ব হওয়ায় তাঁহার প্রভু অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং বিহারে পুনর্গমন করিলে মহম্মদ এক দিবস তাঁহাকে সকলের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা-হেলক ও অকৃতজ্ঞ বলিয়া ভৎসনা করেন। সূরবংশীয় মহম্মদ, যিনি পূর্ব্বে সলিমানের পক্ষ হইয়া সেরখাঁকে অধিকার ত্যক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, ভৎসনা কালে তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি সুলতান মহম্মদকে কহেন যে সেরখাঁ সম্রাট্ সেকেন্দরের পুত্র* মহম্মদ সাহের অধিকার স্থাপনার্থ এক যড়যন্ত্রে সংলিপ্ত ছিলেন। তৎ শ্রবণে সুলতান মহম্মদ কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক সের খাঁকে জাইগীর চ্যুত করিয়া সলিমানকে তাহা প্রদানের মানস প্রকাশ করেন। কিন্তু সেরখাঁর দোষ তৎকালে সপ্রমাণিত হয় নাই এবং তাঁহার কার্য্য দক্ষতা গুণ সুলতান বিশেষ জানিতেন ও তজ্জন্য প্রীত ছিলেন। এইহেতু জাইগীর সলিমানকে না

* এই পারকান বেহার অধিকার করিয়া সুলতান মহম্মদ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন।

* এই স্থলে তিনটী মহম্মদ নামীয় ব্যক্তি এক ব্যাপারে সংলিপ্ত থাকাতে পাঠকগণের ভ্রম জন্মাইতে পারে এই জন্য আমরা বিশেষ করিয়া লিখিতেছি যে মহম্মদ শাহ বলিলে বঙ্গাধিরাজ, সুলতান মহম্মদ বলিলে বেহারাধিকারী পারকান এবং মহম্মদসূর বলিলে খন্দ পরগণা জাইগীর ভোগী সলিমানের সাহায্যকারীকে গ্রহণ করিতে হইবে।

দিয়া সুলতান সেরখাঁকে ভীত করণার্থ-সাসিরামাদিপরগণা হোসেনের পুত্র সকলকে সমভাগে বিভাগ করিয়া দিবার জন্য মহম্মদ সুরকে অনুমতি করেন। মহম্মদ সুর ঐ আজ্ঞা প্রাপ্তে আনন্দিত হইয়া সেরখাঁকে এক জন ভৃত্য দ্বারা সংবাদ প্রদান করিলেন যে সুলতানের আজ্ঞানুসারে তাঁহার ভ্রাতাগণকে পিতৃ সম্পত্তির যথোচিত ভাগ অবিলম্বে দিতে হইবে। এই সংবাদ পাইয়া সেরখাঁ উত্তর করিলেন যে হিন্দু স্থানে পুরুষ পুরুষানুক্রমে অধিকৃত পৈতৃক ভূমি সম্পত্তি ছিল না, রাজ্যের সমস্ত ভূমি রাজ সম্পত্তি ও রাজা যাহাকে ইচ্ছা প্রদান করিতে পারিতেন; সুতরাং সম্রাটের প্রদত্ত তাঁহার স্বনামে সনন্দ পত্র সত্বে ভ্রাতাগণের জাইগীরের অংশ পাইবার কোন কারণ ছিল না, তবে অস্থাবর পৈতৃক ধনাদির অংশ অবশ্যই পাইবার কথা ও তিনি তাহা প্রদানেও সম্মত। প্রেরিত ভৃত্যের প্রমুখাৎ এই উত্তর শ্রবণে রাগান্ধ হইয়া বল পূর্ব্বক সলিমানকে অধিকার দিবার জন্য মহম্মদ সুর সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। সেরখাঁ সংবাদ পাইয়া খান পুর টণ্ডাস্থ তাঁহার প্রতিনিধি মালেককে লিখিয়া পাঠাইলেন যে যে পর্য্যন্ত তিনি স্বয়ং সেনা সংগ্রহ পূর্ব্বক টণ্ডায় উপস্থিত হইতে না পারিবেন সে পর্য্যন্ত তিনি তত্রত্য সেনা সকল দ্বারা আক্রমণকারী মহম্মদের পথের এরূপ ব্যাঘাত জন্মাইবেন যে তাঁহার গতি রোধ হয় কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধ কোন মতে যেন না করেন মালেক আত্ম গৌরব সাধণার্থ সের খাঁর অপেক্ষা না করিয়া যুদ্ধে প্রবর্ত্ত ও মহম্মদ সুর কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত হইয়াছিল। এই অদৃষ্ট পূর্ব্ব ঘটনায় সেরখাঁর বিশেষ ক্ষতি হইল, যেহেতু তিনি দেখিলেন যে মহম্মদের সহিত সংগ্রাম করিতে তাঁহার আর উপযুক্ত সেনা নাই। তাঁহার যে সৈন্য ছিল তন্মধ্যে মালেকের অজ্ঞতায় অনেক নষ্ট হওয়াতে তাহা অত্যল্প হইয়া পড়িল সুতরাং যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইতে না পারিয়া নবরিজয়ী সম্রাট বাবর শাহের অধীনে জুনিবরলাস নামক মানিকপুর ও কোরার শাসকের নিকট প্রস্থান করিলেন। জুনিবরলাসকে উপঢৌকন দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মোগোল সেনা লইয়া সেরখাঁ মহম্মদসুরকে পরাজয় পূর্ব্বক নিজ জাইগীর পুনরধিকার এবং তৎ সন্নিকটস্থ কতক স্থান হস্তগত করিলেন। সের খাঁ এই অবধি প্রকাশ করিলেন যে তিনি অধিকৃত রাজ্য সকল মোগল সম্রাট বাবরের অধীনে ভোগ করেন এবং মোগল সেনাগণকে পুরস্কারাদি প্রদানান্তে সস্থানে পুনঃ প্রেরণ করিলেন। সেরখাঁ জয়মদে মত্ত হইয়া বিপক্ষের প্রতি অত্যাচার না করিয়া মহম্মদ সুরকে (যে ব্যক্তি পরাস্ত হইয়া ভয়ে রোটাসের পর্ব্বতে পলায়ন করিয়াছিল) আহ্বান করিয়া তাঁহার অধিকারে পুনঃ স্থাপন করিলেন। মহম্মদ এই অসাধারণ সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তদবধি তাঁহার একজন পরম মিত্র হইলেন। এতদনন্তর সেরখাঁ নিজ ভ্রাতা নিজামের হস্তে জাইগীর প্রভৃতি সমস্ত অধিকারের ভার ন্যস্ত করিয়া সাহায্যকারী জুনিবরলাসের নিকট কোরাতে গমন করিলেন। জুনিবরলাস তৎকালে আগরায় গমন করিতে ছিলেন সের খাঁও তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিলেন এবং তথায় সম্রাটের সহিত পরিচিত হইয়া তৎসঙ্গে চিন্দেরি আক্রমণ যাত্রায় যাইলেন।

মোগোল শিবিরে কিছুদিন অবস্থান ও তাহাদিগের নিয়মাদি দর্শন করনান্তে সেরখাঁ এক দিবস তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট কহেন যে মো-

গোল দিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূর করা বড় কঠিন নহে। তৎশ্রবণে তাঁহার বন্ধু জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁহার ঐরূপ বিবেচনা করিবার কারণ কি ? তদুত্তরে সেরখাঁ কহেন "যদিও সম্রাট বহুগুণ সম্পন্ন ও সুযোগ্য তথাপি ভারতবর্ষের সকল নিয়ম জ্ঞাত নহেন এবং যিনি প্রধান অমাত্য তাঁহার হস্তেই রাজ্যের সমস্ত ভার অর্পিত থাকে কিন্তু তিনি স্বার্থ সাধনে ব্যস্ত থাকায় প্রজাদিগের মঙ্গল চর্চ্চা করিতে পারেন না। অতএব এক্ষণে যে আফগানগণ আত্মবিচ্ছেদে বিব্রত আছে তাহাদিগকে সম্মিলিত করিলেই কার্য্য সিদ্ধ হয়। অদৃষ্ট প্রসন্ন হইলে আমি এ কার্য্য সাধন করিতে ইচ্ছা করি এবং যদিয়ো ইহা অত্যন্ত দুরূহ বোধ হইতেছে তথাপি আমি আপনাকে এ উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম বোধ করি।" সেরখাঁর এই বাক্য শ্রবণে তাঁহার বন্ধু উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার প্রাগুক্ত মত বিষয়ে নানামত বিদ্রূপ করিলেন। কিছু দিন পরে এক দিবস সেরখাঁ সম্রাটের সহিত আহারে বসিলে তাঁহাকে ছুরিকা দেওয়া না হওয়াতে তিনি তাহা চাহিলেন কিন্তু ভৃত্যগণ ছুরিকা দিল না এবং দর্শকগণের বিদ্রূপাদি অবজ্ঞা করিয়া তিনি নিজ কটিবন্ধস্থ বৃহৎ ছুরিকা সহযোগে আহার করিলেন। সম্রাট তাঁহার আচরণ দেখিয়া আমীর খলিফার প্রতি চাহিয়া কহিলেন "এই আফগান সামান্য বিষয়ে অপ্রস্তুত হইবার নহে বোধ করি এ ব্যক্তি উত্তর কালে বিশেষ উন্নতি লাভ করিবে।" এই উক্তি শ্রবণে সেরখাঁ বুঝিলেন যে তিনি নিজ বন্ধু সমক্ষে যে সকল কথা কহিয়াছিলেন তৎ সমস্ত সম্রাটের কর্ণগোচর হইয়াছে এবং তথায় অবস্থান অশ্রেয়স্কর বিবেচনায় সেই রাত্রেই স্বদেশে যাত্রা করিলেন। পরে স্বাধিকারে উপস্থিত হইয়া জুনিবরলাসকে বিনয়পূর্ব্বক লিখিলেন যে বেহারাধিপতি সুলতান মহম্মদের সৈন্যের সাহায্যে মহম্মদ সূর কর্ত্তৃক তাঁহার অধিকার আক্রমণ শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহার নিকট হইতে বিদায় না লইয়াই প্রস্থান করিতে বাধিত হইয়াছিলেন এবং নিশ্চিন্ত হইলেই তিনি পুনশ্চ প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। জুনিবরলাস এই বাক্যে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন এবং সেরখাঁ সুলতান মহম্মদের সহিত মিলিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রিয়পাত্র হইলেন।

১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান মহম্মদের মৃত্যু হইলে তাঁহার অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্র জিলালকে সিংহাসনাধিরূঢ় করিয়া রাজ্ঞী দুধু রাজ কার্য্য নির্ব্বাহের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক সেরখাঁর হস্তে সকল প্রধান কর্ম্মের ভারার্পণ করিলেন। পরে অল্প দিন মধ্যে রাজ্ঞীর পরলোক প্রাপ্তিতে সেরখাঁই সমস্ত রাজকার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মকদুম্ আলন্ নামক হাজিপুরের শাসক বঙ্গাধিপতি মহম্মদ শাহের নিকট কোন বিশেষ অপরাধী হইয়া সেরখাঁর আশ্রয় লওয়াতে বঙ্গরাজ কুপিত হইয়া মুঙ্গেরের ব্যবস্থাপক কুটবকে বেহারাক্রমণার্থ প্রেরণ করেন। সেরখাঁ বেহারের হীনবল দেখিয়া প্রথমতঃ সন্ধি করিতে যত্ন করিয়াছিলেন কিন্তু যখন দেখিলেন যে বিনা যুদ্ধে বিবাদ মিটিবার নহে তখন যথা সাধ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সংগ্রামে প্রবর্ত্ত হয়েন। তাঁহার অসামান্য যুদ্ধ নৈপুণ্য ও সাহস বলে ঐ যুদ্ধে কুটবের সৈন্য সকল পরাভূত হইয়া প্রস্থান করে এবং কুটব স্বয়ং রণশায়ী হয়েন। কুটবের হস্তী অশ্ব ধন সম্পত্তি সমস্তই সেরখাঁর হস্তগত হয়।

এই যুদ্ধের পর বেহারের অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাজা

জিলালের সভাসদ আত্মীয়, লোহানী বংশীয় পাঠানেরা সেরখাঁর উন্নতি দর্শনে হিংসা পরবশ হইয়া তাঁহার প্রাণ হরণার্থ এক ষড়যন্ত্র করে। সেরখাঁ ঐ ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইয়া জিলালকে দোষী করেন (জিলাল যথার্থই তাহাতে সংলিপ্ত ছিলেন), এবং ক্ষুব্ধ হইয়া জিলালকে কহেন "আপনি প্রভু হইয়া ভৃত্যের প্রতি এ প্রকার অসংগত ও লজ্জাকর কার্য্যে কেন রত হইয়াছেন। যদিও আমি বেহারের জন্য অনেক করিয়াছি ও বিশেষ শ্রম দ্বারা ইহার অপ্রাপ্ত-পূর্ব্ব উন্নতি সাধন করিয়াছি তথাপি আপন অভিপ্রায় হইলে নির্ব্বিরোধে কার্য্যভার সমস্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি প্রভু আপনি আজ্ঞা করুন আমি অবসর গ্রহণ করি।" তাঁহার বিরোধের ভয়েই হউক বা অপরাপর পারিসদগণের ভয়েই হউক, জিলাল সেরখাঁকে বিদায় দিতে সম্মত হইলেন না এবং তদ্ধেতুক ষড়যন্ত্রকারীগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া নব্য রাজা ও সেরখাঁর মধ্যে বিবাদ উত্তোলনে যত্ন করিতে লাগিল। সেরখাঁ বুঝিলেন যে অবারিত ক্ষমতার সহিত কার্য্য না করিলে তাঁহার প্রাণ রক্ষা পাওয়া দুষ্কর এবং তদনুসারে যদৃচ্ছামত কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই আচরণে জিলাল এত অসন্তুষ্ট ও ভীত হইয়াছিলেন যে এক দিন রজনীযোগে অন্যান্য পারিষদগণের সহিত স্বরাজ্য হইতে পলায়ন করিয়া বাঙ্গালার অধিপতি মহম্মদ শাহের নিকট উপস্থিত হয়েন এবং সেরখাঁকে দুর করিয়া তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে পুনঃ প্রদানার্থ শাহকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

ইংলণ্ডীয় ইতিহাসের কথা সংগ্রহ।

হোয়াইট্‌লক্ এবং আরণ্ডেল নামক ইতিহাস লেখকদ্বয় বলেন যে ইংলণ্ডের অধিপতি প্রথম চারলস্‌কে অপরাধী বলিয়া যে বিদ্রোহী সভায় বিচার হয় সেই সভার বিচারপতিগণের নামের সকলের পূর্ব্বে লর্ড ফেয়ার ফাক্সের নাম লিখিত ছিল। লর্ড ফেয়ার ফাক্সের অনুপস্থিতিতে সভার অধিবেশন হইলে, বিচারপতিগণের নামোল্লেখ করিয়া (আগত বা অনাগত জানিবার জন্য) প্রথমবারে ডাকা হইলে ফেয়ার ফাক্সের উত্তর পাওয়া গেল না, তাহাতে পুনর্ব্বার তাঁহার নাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হইলে দর্শকগণের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি কহিল "তাঁহার বুদ্ধিমত্তা এস্থলে উপস্থিত হইবার অপেক্ষা অধিক।" এই বাক্যে সভায় কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খল ভাবের উদয় হইবাতে ঐ ব্যক্তি কে জানিবার জন্য প্রশ্ন করা হইল, কিন্তু কোন উত্তর কেহ দিল না, কেবল দর্শকমণ্ডলীর মধ্য হইতে এক প্রকার অস্পষ্ট কলরব উঠিল। কিয়ৎকাল পরে যখন অধীশ্বরের দোষ সাব্যস্ত সূচক বিচারপতিদের লিখিত আজ্ঞা (রায়) পাঠ করিয়া দর্শকগণকে শ্রবণ করাইতেছিল, তৎকালে "ইংলণ্ডের সৎলোক সমস্ত" এই বাক্য উচ্চারিত হইলেই পূর্ব্বমত দর্শকমণ্ডলী মধ্য হইতে উচ্চৈঃস্বরে এক ব্যক্তি কহিল "না—শতাংশের একাংশও না।" তৎশ্রবণে যে মঞ্চ হইতে ঐ স্বর শ্রুত হইয়াছিল, ঐ মঞ্চে অগ্নি দিব'র জন্য সৈন্যগণকে অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু অবিলম্বে প্রকাশ পাইল যে, ঐ মঞ্চ হইতে সেনাপতি লর্ড ফেয়ার ফাক্সের পত্নী

প্রাগুক্ত বাক্যদ্বয় কহিয়াছিলেন। গোলযোগ ঘটনার আশঙ্কায় লেডি ফেয়ার ফাক্স প্রকারান্তরে স্থানান্তরে প্রেরিতা হইয়াছিলেন। লেডি ফেয়ারফাক্স হলণ্ডে শিক্ষিতা হয়েন এজন্য ইংলণ্ডের ধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল না এবং তজ্জন্য তাঁহার স্বামীর বিদ্রোহে সম্মতি দিয়াছিলেন। তিনি এতদূর ঘটনা ও দেশের এত অমঙ্গল ঘটিবে বলিয়া বিবেচনা করেন নাই এবং ওলিভার ক্রমোয়েল প্রভৃতির আচরণে বিরক্ত হইয়া নিজ স্বামীকে তাহাতে সংলিপ্ত হইতে দেন নাই। তিনি অধীশ্বরকে দোষী রূপে বিচার করা ও তৎপরে মস্তক ছিন্ন করার সম্পূর্ণ বিপক্ষ ছিলেন এবং লর্ড ফেয়ারফাক্সকে ঐ সকল ভয়ঙ্কর ব্যাপারে হস্তক্ষেপণ করিতে নিবারণ করেন।

ভারতবর্ষীয় ব্যবহারাবলী।

কোন ব্যক্তি আদালতে বিচারকালে বাদী ও প্রতিবাদীদ্বয়ের উকীল গণের বক্তৃতা ও পরস্পর বাদানুবাদ দেখিলে মনে করেন যে উকীলগণ অত্যন্ত রাগত হইয়াছেন পরস্পর আর বাক্যালাপ করিবেন না, কিন্তু বিচার শেষে যখন বাহিরে আসেন তখন তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে কণামাত্র অসম্প্রীতের পরিবর্ত্তে বরং ভ্রাতৃভাব দেখা যায়। কেবল উকীলগণের মধ্যেই যে এই প্রথা প্রচলিত আছে এরূপ নহে, সময় বিশেষে প্রাণহারী শত্রুগণকেও সাদরে ব্যবহার করা প্রথা ভারতভূমে প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষের সুবিখ্যাত রাজপুত্রগণের মধ্যে বহুকালাবধি একটী প্রথা ছিল যে সংগ্রাম সময়ে যে বীরগণ পরস্পরের নিধনার্থে প্রাণপন যত্ন করিতেন যুদ্ধান্ত তাঁহারা একত্রে বসিয়া কথাবার্ত্তা হাস্য পরিহাসাদি দ্বারা কালাতিপাত করিতেন। অধিক কি কোন দুর্গ হস্তগত করণার্থ তাহা সেনা দ্বারা বেষ্টিত হইলে রাত্রকালে যুদ্ধ স্থগিত হইলে দুর্গবাসীগণ বিপক্ষ শিবিরে আসিয়া ও বেষ্টনকারীগণ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিপক্ষদিগের সহিত মিলিয়া এরূপ কথাবার্ত্তা আমোদ প্রমোদ করিতেন যে তৎকালে কেহ দেখিলে বৈরভাব কিছুই বুঝিতে পারিত না। এবিষয়ের যে প্রমাণটী আমরা নিম্নে লিখিতেছি তৎপাঠেই পাঠক বৃন্দ এই ব্যবহার সম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞাত হইবেন।

১৫৭০ খৃষ্টাব্দে আকবর শাহ যখন প্রসিদ্ধ ত্রীতাম্বর (ইংরাজেরা যাহাকে ত্রীস্থাম্বুর কহেন) নামক দুর্গম দুর্গ গ্রহণার্থ তাহা সৈন্যে বেষ্টিত করেন, তৎকালে তাঁহার প্রধান সেনাপতি রাজপুত্র বংশীয় রাজা মানসিংহ ও ভগবান্ দাস যুদ্ধনিবৃত্ত হইলে সর্ব্বদা দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করতঃ মিবারপতির নিয়োজিত ঐ দুর্গাধ্যক্ষ সুরজনহারা প্রভৃতি রাজপুত্রগণের সহিত কথাবার্ত্তাদি করিতেন। এক দিবস আকবর শাহ স্বয়ং আশা বাহক বেশে মানসিংহের সমভিব্যাহারে ঐ দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করেন এবং তথায় সুরজন হারার পিতৃব্য তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া হস্ত হইতে আশা গ্রহণ করিয়া দুর্গাধ্যক্ষের আসনে তাঁহাকে সাদরে উপবেশন করাইলেন। আকবর শাহ প্রত্যুৎপন্ন মতির সহিত দুর্গাধ্যক্ষকে কহিলেন "তবে রাজা সুরজন এক্ষণে কি কর্ত্তব্য?" মানসিংহ অবসর বুঝিয়া কহিলেন 'সুরজনহার আপনি মিবারপতিকে ত্যাগ করিয়া ত্রীতাম্বর দুর্গ শাহকে প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার অধীনে মাহা-

নীয় পদ ও জায়গীর গ্রহণ করুন।" সুরজনহার ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া নিজ রাজপুত্র কুলে কলঙ্কারোপ করতঃ দুর্গ আকবরকে অর্পণ করেন।

বীরাঙ্গনা।

যশের অপূর্ব্ব নিয়ম, লোকে প্রায় সংগ্রামজয়ী হইলেই বীর যশের অধিকারী হয়েন কিন্তু কখন কখন এরূপ দেখা যায় যে সংগ্রামজয়ী অপেক্ষা বিজিত ব্যক্তি জনসমাজে আদরণীয় ও স্নেহের পাত্র হইয়া নিজ নামকে পুরাবৃত্তের চিরস্থায়ীপত্রে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত করেন। আমরা নিম্নে যে ঘটনাটী লিখিতেছি তাহা শেষোক্ত প্রকারের বিশেষ উদাহরণ। সুবিখ্যাত আকবর সম্রাটের আসফ্‌খাঁ নামক এক জন সেনাপতি ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্ঞী দুর্গাবতীকে জয় করেন কিন্তু ঐ জয়লাভ তাঁহার নৃশংসতা জন্য অযশস্কর হইয়া তাঁহার নামকে চিরকলঙ্কিত করিয়াছিল এবং বিজিতা রাজ্ঞীর বীর যশে হিন্দুস্থান পুরিয়াছিল।

বুঁদেলখণ্ড এবং উৎকল খণ্ডান্তর্গত গণ্ডবানার গরা নাম প্রদেশ দীর্ঘে ১৫০ ক্রোশ ও প্রস্থে ৫০ ক্রোশ এবং অসাধারণ উৎপাদিকা শক্তি সম্পন্ন ছিল। এই প্রদেশ আসফ্‌খাঁ কর্ত্তৃক আক্রমিত হইবার সময় রাজ্ঞী দুর্গাবতী সিংহাসনাধিরূঢ়া ছিলেন। গরার দুর্গাবতী প্রথম অধিকারিণী ছিলেন না, তাঁহার পূর্ব্বে তদ্বংশীয় ৫০ জন রাজা তথায় নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য করিয়াছিলেন। উক্ত রাজ্ঞী সিংহাসনারোহণ করিয়া প্রজাবর্গের মঙ্গলসাধনে ব্যাপৃতা থাকিয়া নিজ অধিকার বিশেষ সমৃদ্ধিশালী করেন। আসফ্‌খাঁ আক্রমণার্থ গরার নিকটবর্ত্তী হইলে দুর্গাবতী ভীতা না হইয়া নিজ প্রজাবর্গকে আহ্বান করিলেন এবং ১৫০০ হস্তী, ৮০০০ অশ্বারোহী ও পদাতিকাদি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গতা হইলেন। যুদ্ধকালে তিনি স্বয়ং দ্রুতগামী হস্তী আরোহণ করিয়া মস্তকে (লৌহ টোপ) শিরস্ত্রাণ কক্ষে ধনু ও হস্তে উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ ভল্য লইয়া অগ্রসর হইলেন।

দুর্গাবতী সৈন্যগণ শত্রুর প্রতি বেগে ধাবমান হওয়াতে ছিন্নভিন্নাবস্থা প্রাপ্ত দেখিয়া, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার দলবদ্ধ করিয়া লইলেন এবং অসম সাহসের সহিত বিপক্ষের উপর পড়িলেন। মোগল সেনা সকল এই আচরণে ভীত হইয়া রণে ভঙ্গ দিল ও ৬০০ মোগল সমরস্থল-শায়ী হইল। রাজ্ঞী এই জয়ের পর মোগলদিগকে রাত্রিকালে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায় করিলেন, কিন্তু তাঁহার সেনাগণ (যাহারা যুদ্ধপ্রিয় ছিল না) তাঁহার সে প্রস্তাবে সম্মত হইল না। পরদিন প্রাতে আসফ্‌খাঁ আক্রমণ করাতে রাজ্ঞীর সেনা সকল ভয়ে পলায়ন করিল ও রাজ্ঞী কেবল মাত্র চারিজন সেনানীর সাহায্যে সংগ্রাম স্থলে রহিলেন। যখন দুর্গাবতীর পুত্র তাঁহার সমক্ষে বাণবিদ্ধ হইয়া সমরশায়ী হইল, ও যখন তাঁহার আত্মদেহ দুর্ব্বল হইতে লাগিল তখন তাঁহাকে সকলে প্রস্থান করিতে অনুরোধ করিল। রাজ্ঞী তচ্ছ্রবণে তাঁহার গৃহসম্বন্ধীয় প্রধান কর্ম্মচারী অধরকে কহিলেন, "সত্য সংগ্রামে আমরা বিজিত হইলাম, কিন্তু মানেও কি বিজিত হইব? কিছু দিন দৈন্যাবস্থায় ক্লেশ ভারবহন করিয়া জীবিত থাকিবার জন্য কি এতকালের আমাদিগের অর্জ্জিত মান ও ধর্ম্ম ত্যাগ করিব?—না

কখনই না—তোমাদিগের যে মস্তক এত উন্নত করিয়াছি তাহার স্বরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর—তোমার কক্ষস্থ ছুরিকা আমার হৃদয়ে আঘাত কর” অধর ছুরিকাঘাতে অসম্মত হইলে রাজ্ঞী স্বহস্তে ঐ ছুরিকা লইয়া নিজ বক্ষঃস্থলে আঘাত করত প্রাণত্যাগ করিলেন।

ইংলণ্ডের বোয়াডিসিয়া, ফ্রান্সের জোয়ান আফ আর্ক, আসিরিয়ার সেমিরেমিস প্রভৃতির তুল্যা অঙ্গনা যে ভারতবর্ষে জন্মিয়াছিল তাহা এই প্রবন্ধ এবং পরে যে সকল বীরাঙ্গনার কথা লেখা হইবে তৎপাঠেই পাঠকগণ জানিতে পারিবেন। দুর্গাবতী তাঁহাদিগের অপেক্ষা কোন অংশে ম্লান নহেন।

এরিষ্টটলের জীবন বৃত্তান্ত।

ভারতবর্ষীয় সুবিখ্যাত কালীদাসের রঘুবংশ মেঘদূত এবং শকুন্তলা পাঠে দেখা যায় যে তিনি উৎকৃষ্ট মহাকাব্য খণ্ডবাক্য এবং দৃশ্য বাক্য লেখক ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিচন্দ্রিকা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র ও আচার ব্যবহার সকল বিশেষ জ্ঞাত ছিলেন। তদ্বিরচিত জ্যোতির্বিদাভরণাখ্য গ্রন্থই তাঁহার জ্যোতির্ব্বিদ্যায় পারদর্শিতার প্রমাণ স্বরূপ আছে। শ্রুতবোধ এবং পূর্ব্বোক্ত সালঙ্কার গ্রন্থ সকল তাঁহার অলঙ্কার বিষয়ক পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করে। তল্লিখিত পুস্তক সকলে স্বভাব এবং স্বাভাবিক ঘটনা সকলের ভুরী২ বর্ণনা পাঠে স্পষ্ট দেখা যায় যে তিনি ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা কত যত্নে করিতেন এবম্প্রকার বহু শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য এক ব্যক্তির লাভ করা দুষ্কর এবং জগতের মধ্যে প্রমাণ স্থল অতীব বিরল। এপ্রকার সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা কেবল গ্রীকদেশোদ্ভব এরিষ্টটলের দেখা যায়। তিনিও কালীদাসের ন্যায় বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাবৃত্ত অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রে তৎসমকালোচিত বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। আমরা এস্থলে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

যৎকালে গ্রীকদেশে ডিমস্থিনিস্, সক্রেটিস্ প্লেটো প্রভৃতি সুবিখ্যাত পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান ছিলেন তৎকালে তিনি অসাধারণ ক্ষমতা দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থ সমস্ত সম্পূর্ণ বর্ত্তমান নাই বটে কিন্তু যে কিয়দংশ আছে তাহাকে দর্শন কল্পদ্রুম বলা যাইতে পারে। খ্রাইষ্টের জন্ম গ্রহণের ৩৮৪ বৎসর পূর্ব্বে এরিষ্টটল মেসিডোনিয়া রাজ্যস্থ ষ্ট্যাজিরা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি ভদ্র বংশজাত ছিলেন। হোমার কর্ত্তৃক, চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শিতা জন্য চিরস্মরণীয় কৃত মেকায়নের সাক্ষাৎ বংশ পরম্পরা সম্ভূত নিকোমেকসের ঔরষে তাঁহার জন্ম হয়। এরিষ্টটল শৈশব কালে অনাথ হয়েন কিন্তু মিসিয়া দেশান্তর্গত এটার্ণা নগরবাসী প্রক্সিনস্ নামক এক ব্যক্তির অত্যন্ত স্নেহ পাত্র হওয়াতে তাঁহাকে কদাপি পিতৃ মাতৃ বিয়োগ দুঃখ অনুভব করিতে হয় নাই। ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে নিজ পরিবারের মধ্যে গণ্য করিতেন এবং তাঁহার শিক্ষা বিষয়ে অতিশয় যত্নবান্‌ছিলেন। এরিষ্টটল সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার উপকারক প্রক্সিনসের মৃত্যু হওয়াতে এথেন্স নগরীতে গমন করিয়া সুবিখ্যাত প্লেটোর চতুষ্পাটিতে প্রবেশ করেন। তথায় অশ্রুত পুর্ব্ব পরিশ্রম

সহকারে পুথি সকল অধ্যয়ন এবং পুনর্লিপি করিয়াছিলেন, এবং তন্নিমিত্ত সকলে তাঁহাকে অধ্যায়ী বলিয়া সম্বোধন করিত ও তাঁহার ভবন অধ্যায়ীর আবাস বলিয়া কথিত হইত। এরিষ্টটল অসাধারণ গুণের দ্বারা প্লেটোর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়েন। তিনি তাঁহার সহিত একাধিক্রমে বিংশতি বৎসর বাস করিয়াছিলেন। যদিও এরিষ্টটল বেশ ভূষার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন তথাপি তিনি কদাচ স্বীয় চিত্তের উন্নতি বিষয়ে যত্ন করিতে ত্রুটি করেন নাই। এরিষ্টটল সর্ব্বদা প্লেটোর মতের দোষ গুণ লইয়া তর্ক বিতর্ক করাতে তাঁহাদিগের পরস্পরের সদ্ভাব বিচ্ছিন্ন হয় এবং তিনি তাঁহার শিক্ষকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে লীসিয়ম নগরে যে বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তদ্দ্বারা প্লেটোর মতের বিপক্ষতাচরণ করা অত্যন্ত অসম্ভাবনীয় নহে, কারণ তিনি অতি সাহসিকতার সহিত যে সকল বিষয় সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন তাহা মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু তিনি যে কখন প্লেটোর প্রতি বৈরাচরণ করেন নাই তাহার ভুয়িষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি সহস্তে মেসিডোনিয়েশ্বর ফিলিপকে লেখেন যে, যে পর্য্যন্ত প্লেটো জীবিত ছিলেন তত্দিন তিনি নিয়মিত রূপে সযত্নে তাঁহার বক্তৃতা সকল শ্রবণ করিতেন। প্লেটোর মৃত্যুর পর এরিষ্টটল তৎপ্রতি স্বীয় অবিচলিত স্নেহের প্রমাণ স্বরূপ যে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তাহাতে যে পদ্যটী খোদিত ছিল তাহার অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্লেটোর স্মরণ হেতু এমন্দির কৃত।
এরিষ্টটলের দ্বারা চির সমাদৃত॥
দূরে যাও অজ্ঞলোক কুপ্রশংসা গানে।
দূষিত করোনা এই প্রতিষ্ঠিত স্থানে॥

ক্রাইষ্টের জন্ম গ্রহণের ৩৩৮ বৎসর পূর্ব্বে প্লেটোর একাশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে প্রাণ বিয়োগ হয়। তিনি মৃত্যুকালে চতুষ্পাটিতে স্বীয় পদের উত্তরাধিকারী রূপে এরিষ্টটলকে নির্দ্দেশ না করিয়া তদপেক্ষা পাণ্ডিত্যাদিবিষয়ে বহ্বাংশে নিকৃষ্ট স্পিউসিপস্ নামক তাঁহার অপর এক ছাত্রকে ঐ পদে নিয়োগ করেন। এই নিমিত্ত কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে প্লেটো এরিস্টটলের উন্নতিশীল গুণের ঈর্ষা করিতেন। পূর্ব্বোক্ত চতুষ্পাটির সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে হার্মিয়স নামক এক কঞ্চুকির সহিত এরিষ্টটলের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। উপরিউক্ত হার্মিয়সের জীবন বৃত্তান্ত অদৃষ্টের পরিবর্ত্তনের একটী উত্তম উদাহরণ স্থল। তিনি প্রথমে বিথিনিয়ার রাজা ইউবুলসের দাস ছিলেন কিন্তু এই দাসত্বে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র চিত্তের অবনতি হয় নাই। তিনি যে অবস্থার লোক ছিলেন তদপেক্ষা তাঁহার চিত্ত অধিক পরিমাণে উন্নত ছিল। হার্মিয়স তাঁহার অনুকম্পাশীল প্রভুর কৃপাতে সর্ব্বদা এথেন্সে যাতায়াত করিতে পাইতেন এবং তদ্দ্বারা বিদ্যা

শিক্ষা রূপ মনোভিলাষ পূরণ করিতে সক্ষম হয়েন। তথায় তাঁহার এরিষ্টটলের সহিত পরিচয় হয় এবং অতি অল্প দিন মধ্যে তাঁহারা উভয়ে অবিচলিত আন্তরিক প্রণয়ে বদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রায় অধিকাংশ লোক দর্শনশাস্ত্র শিক্ষার নির্জ্জন এবং নিস্তব্ধ স্থান সকল পরিত্যাগ করিয়া বহু বিপদাপন্ন অর্থোপার্জ্জন রূপ পথগামী হয়। হার্মিয়স্ শুভাদৃষ্ট ক্রমে অতি অল্পদিন মধ্যে মিসীয়া দেশস্থ এসস্ এবং এটার্ণা নামক নগরদ্বয়ের অধিপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে উপরি উক্ত নগরদ্বয় পারস্য সম্রাজ্যের অধীনে ছিল, তিনি স্বীয় বুদ্ধি এবং সাহসিকতায় ঐ নগরদ্বয় বলক্রমে অধিকার করেন এবং পারস্য সৈন্য তথা হইতে বহুদুরে থাকাতে কিছুদিন নিরুদ্বেগে তাহা ভোগ করিয়াছিলেন। এরিষ্টটল প্লেটোর মৃত্যুর পরেই তাঁহার বন্ধু হার্মিয়স্ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া এটার্ণা নগরে গমন করেন। পারস্য সম্রাট্ আর্টজরকসেস ইজিপ্ট দেশীয় বিদ্রোহীদিগকে জয় করণান্তে মেন্টর নামক তাঁহার এক সৈন্যাধ্যক্ষকে, মিসীয়া দেশস্থ বিদ্রোহী নগর সকল পুনরায় পারস্য সম্রাজ্যের অধীনস্থ করিবার মানসে প্রেরণ করেন। মেন্টর ইতিপূর্ব্বে হার্মিয়সের বন্ধু ছিল; ঐ বিশ্বাসঘাতক কৌশল ক্রমে তাঁহাকে বন্দী করিয়া গোপনে উত্তর আসিয়াখণ্ডে প্রেরণ করে। এরিষ্টটল উপযুক্ত সময়ে হার্মিয়সের পালিত কন্যা পিথিয়াসের সহিত লেস্‌বশ্ দ্বীপস্থ মিটিলিন নগরে পলায়ন করিয়াছিলেম এবং তন্নিমিত্ত তাঁহাকে কোন প্রকার শাস্তি ভোগ করিতে হয় নাই। হার্মিয়স্ তাঁহার পালিত কন্যাকে স্বীয় উত্তরাধিকারিণী করিবার মানস করিয়াছিলেন। পিথিয়াস্ পূর্ব্বাবধি এরিষ্টটলের প্রতি স্নেহ করিতেন, এক্ষণে সিংহাসনারোহণের সম্ভাবনা না থাকায় তাঁহার এরিষ্টটলের প্রতি স্নেহ বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং তিনি তাঁহার পাণি গ্রহণ করেন।

এরিষ্টটল ও তাঁহার পিতা মেসিডোনিয়ার রাজসভায় পরিচিত ছিলেন। ফিলিপ পৈতৃক সিংহাসনাধিরূঢ় হইবার পূর্ব্বে থিব্‌স এবং তৎসন্নিহিত নগর সকলে সর্ব্বদা বাস করাতে এরিষ্টটলের সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় হয়। ফিলিপ রাজা হইয়া এরিষ্টটলকে তাঁহার পুত্র এলেকজেণ্ডারের যোগ্য শিক্ষক মনস্থ করিয়া যে পত্র লেখেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"মঙ্গল—তোমাকে জানাইতেছি যে আমার একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে। আমি দেবতাদিগকে আমার পুত্র হইবার নিমিত্ত তত ধন্যবাদ করিতেছি না যত এরিষ্টটলের বর্ত্তমানে তাহার জন্ম গ্রহণ করাতে করিতেছি, কারণ আমি ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি যে তোমা কর্ত্তৃক শিক্ষিত এবং আচারাদিতে উপদিষ্ট হইলে সে তাহার পূর্ব্ব পুরুষদিগের এবং পৈতৃক রাজ্য শাসনের উপযুক্ত হইবে।" এরিষ্টটল ফিলিপের প্রার্থনানুসারে তৎক্ষণাৎ লেস্‌বশ্ হইতে যাত্রা করিলেন এবং তৎকালে মেসিডনের সহিত যদ্ধে প্রবর্ত্ত এথিনিয়ানদিগের যুদ্ধ জাহাজ সকল নিরাপদে অতিক্রম করিয়া পেলা নগরে পৌঁছিলেন। তিনি এলেক্‌জেণ্ডারকে আট বৎসর শিক্ষাদান করেন। এলেক্‌জেণ্ডারের পিতা মাতা তাঁহার শিক্ষা প্রণালী দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন। রাজ সমীপে গুণী ব্যক্তির যতদুর গৌরব সম্ভব তাহা তিনি ফিলিপ এবং রাজ্ঞী ওলিম্‌পিয়াসের নিকট পাইয়াছিলেন। মেসিডন রাজ্যের অধিকার বৃদ্ধির

সহিত তাঁহার জন্ম ভূমি ষ্ট্যাজিরা নগর অত্যন্ত দুর্দশাপন্ন হইবাতে এরিষ্টটল স্বীয় স্বদেশানুরাগিতার উৎকর্ষতা প্রদর্শনের উপযুক্ত অবকাশ পাইয়াছিলেন। যদিও তিনি ত্রিংশৎ বৎসরের মধ্যে তথায় অল্পাই গমন করেন তথাপি পেলা নগরস্থ রাজ সভায় আবেদন করিয়া তিনি ঐ নগর পুনঃ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। প্লুটার্ক বলেন, ফিলিপ এরিষ্টটল কর্ত্তৃক তাঁহার পুত্রের সুশিক্ষায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হওনের প্রমাণ স্বরূপ তাঁহাকে মিজা নগরে একটী চতুষ্পাটি এবং পুস্তকালয় করিয়া দেন। এলেক্‌জেণ্ডার যোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কালে এরিষ্টটলের ছাত্র হয়েন। যদিও অনেকে যুবরাজের স্নেহ পাত্র ছিলেন, তথাপি তিনি এরিষ্টটলকে, তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধির নিমিত্ত, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা করিতেন এবং তাঁহাকে যাবজ্জীবন অবিচলিত মানের সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন।

এরিষ্টটলের লিখিত পদ্য সকলের যে কিঞ্চিৎ এক্ষণে বর্ত্তমান আছে তাহা পাঠে তাঁহাকে পিণ্ডারের তুল্য কবি বলিয়া সম্পূর্ণ বোধ হয়। তিনি নীতি শাস্ত্রে ও রাজ্যতান্ত্রিক বিষয়ে তাঁহার ছাত্রকে বিশেষ রূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং এলেক্‌জেণ্ডার রাজা হইলে তাঁহাকে রাজ্য শাসন প্রণালী বিষয়ে এক খানি পুস্তক লিখিয়া প্রেরণ করেন। উহাতে তিনি এলেক্‌জেণ্ডারকে তাঁহার ভিন্ন২ জাতীয় প্রজাদিগকে ভিন্ন২ প্রকারে শাসন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এরিষ্টটল বিজ্ঞান বিষয়ে প্রকাশ্য স্থলে যাহা বক্তৃতা করিতেন তাহা এক্সটরিক এবং গোপনে যাহা তাঁহার ছাত্রদিগকে কহিতেন তাহা এক্রোএটিক নামে খ্যাত ছিল। কেহ২ বলেন যে তিনি পূর্ব্বোক্ত দ্বিপ্রকার বক্তৃতাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পরস্পর বিরোধী মতের পোষকতা করিতেন। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার উভয় স্থলেরই মত এক প্রকার ছিল। এরিষ্টটল তাঁহার ছাত্রকে যে তৎকালে তদ্দেশে প্রচলিত ধর্ম্মাপেক্ষা অনেকাংশে নির্ম্মল ধর্ম্ম শিখাইয়াছিলেন তাহা নিম্নে লিখিত বাক্য পাঠে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়। "যাঁহারা পরমেশ্বরকে যথার্থ রূপে অনুভব করেন তাঁহারা দেশ জয়ক্ষম ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা উন্নত চিত্তের লোক।" এলেকজেণ্ডার পূর্ব্ব দেশে যুদ্ধ যাত্রা করিলে এরিষ্টটল মেসিডন ত্যাগ করিয়া পুনরায় এথেন্সে আগমন করেন। তথায় আসিয়া তিনি দেখিলেন যে জেনোক্রাটিস্ প্লেটার চতুষ্পাটিতে শিক্ষাদান করিতেছে। জেনোক্রাটিস্‌কে বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত দেখিয়া তিনি এথেন্সের সন্নিহিত লীসিয়ম নামক স্থলে একটি চতুষ্পাটি স্থাপন করেন। তথায় তিনি প্রত্যহ বৃক্ষাবলির ছায়ায় ভ্রমণ করিতে২ ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করিতেন। ক্রমে তাঁহার শ্রোতার সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে তিনি এক স্থলে বসিয়া বক্তৃতা করিতে বাদ্ধ্য হইয়াছিলেন। এরিষ্টটলের সুখ্যাতি দ্বারা লীসিয়মের নাম অতি অল্প দিন মধ্যে এথেন্সের অপেক্ষা গৌরবান্বিত হইয়াছিল। গ্রহ সকলের বিবরণ লেখক থিওপ্রাটিস্, বিখ্যাত নৈয়ায়িক ফেনিয়াস, সাইপ্রস্ দ্বীপস্থ ক্ষেত্র তত্ত্বজ্ঞ ইউডিমস্ প্রভৃতি অন্যান্য গ্রীক্ দেশীয় উৎকৃষ্ট সাহিত্য এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁহার ছাত্র ছিলেন। এলেক্‌জেণ্ডারের জীবদ্দশায় এরিষ্টটল নির্ব্বিঘ্নে কাল যাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর এরিষ্টটলকে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মতবৈপরিত্য জন্য এথেন্সের বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে বলা হয়। তাঁহার বিপক্ষগণ এথিনিয়ান বিচারকগণের নিকট তাঁহার

ন্যায়ে নিম্ন লিখিত দোষারোপ করিয়াছিল। 'তিনি এথেন্সের ধর্ম্মের বিরুদ্ধ মত স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহার স্ত্রী পিথিয়াস ও তাঁহার বন্ধু হার্ম্মিয়সের স্মরণার্থ প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাদিগকে দেবতুল্য মান্য দিয়াছেন ” এই সকল ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া এরিষ্টটল এথেন্স হইতে গোপনে ইউবিয়া দেশস্থ কল্‌সিস্ নগরে পলায়ন করেন। তাঁহার সময়ের প্রায় সকল রাজারা তাঁহার সহিত মিত্রতা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। এথেন্স ত্যাগের এক বৎসরের মধ্যে এরিষ্টটল ত্রিষষ্ঠী বর্ষ বয়ঃক্রম কালে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যু কি প্রকারে হইয়াছিল তাহা স্থির বলা যায় না. যেহেতু ভিন্নং লেখক তাহা ভিন্নং প্রকারে বর্ণন করেন। সেণ্ট জষ্টিন্ বলেন যে তিনি ইউরিপস নদীতে প্রত্যহ সাতবার জোয়ার ভাঁটা হইবার কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া লজ্জা এবং ক্ষোভে প্রাণ ত্যাগ করেন। সুইডাস্ লেখেন যে হেমলক নামক বিষপানে তাঁহার মৃত্যু হয়। এরিষ্টটলের ছাত্রেরা তাঁহার মৃত দেহ কল্‌সিস্ হইতে ষ্ট্যাজিরা নগরে আনয়ন করিয়া মহাসমারোহের সহিত সমাধি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিল। তিনি অতি খর্ব্ব কায় ছিলেন; তাঁহার হস্তদ্বয় অসমান,নাসিকা উচ্চ, চক্ষু ক্ষুদ্র এবং স্বর ক্ষীণ ছিল। তাঁহার অবিচ্ছিন্ন রূপে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইত না। স্বভাবতঃ শরীর অসুদৃশ্য হওয়াই তাঁহার পরিচ্ছদাদি বিষয়ে অধিক যত্ন লইবার কারণ হইয়াছিল। তিনি দুইবার বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম স্ত্রী পিথিয়াসের একটী মাত্র কন্যা হইয়াছিল ও তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী হার্পিলিসের গর্ভে নিকোমেকস্ নামক একটী মাত্র পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। এরিষ্টটলের সাংসারিক আচরণ অতুষ্ট ছিল। তিনি ন্যায়দর্শন অলঙ্কার, চিকিৎসাদর্শন, জ্যোতিষ,সঙ্গীত প্রভৃতি ভিন্নং বিষয়ে ন্যূন চারিশত পুস্তক লিখিয়াছিলেন। আমাদিগের পুরাতন গ্রন্থসকলে যেরূপ পাঠাদি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এরিষ্টটলের বর্ত্তমান গ্রন্থ সকলে ঐ রূপ ঘটিয়াছে।

বঙ্গভাষা সংশোধনী সভা।

সম্প্রতি বালেশ্বরের কালেক্টর বিমস সাহেব একখানি অল্পকায় গ্রন্থে বাঙ্গলা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার উন্নতি সম্বন্ধে যে সকল অভিপ্রায় প্রকটিত করিয়াছেন তাহার সংক্ষেপ বিবরণ ও তদ্বিষয়ক অস্মদাদির মত প্রকাশ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে ১১ই আগষ্ট তারিখে জাতীয় সমাজে (ন্যাসানাল সোসাইটী) শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এক বক্তৃতা করেন ও অন্যান্য মহোদয়গণ নিজং মত প্রকাশান্তে যাহা সাব্যস্ত হয় তাহারও মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করিব। পাঠকগণকে এই প্রস্তাবটী বিশেষ যত্নের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি যেহেতু বিমস সাহেবের প্রস্তাবিত "সভা করা উচিত কি না" এই প্রস্তাবের মীমাংসার উপর বঙ্গভাষার ভবিষ্যৎ উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করে।

মেং বিমস লিখিয়াছেন যে এক্ষণে ভারত বর্ষে ব্যবহৃত ভাষা সমস্তের মধ্যে বঙ্গভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং এই সময়ই তাহাকে পরিশোধনান্তে দৃঢ়বদ্ধ করণের যোগ্য সময়। এই হেতু প্রাগুক্ত সাহেব মহোদয় বঙ্গভাষা সংশোধনাদির নিমিত্ত একটী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি ঐ প্রস্তাবিত সভার অধিবেশন স্থল রাজধানী কলিকাতায়

নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং সভার সভ্য সংখ্যা অন্যূন একশত করিতে ইচ্ছা করেন ও তন্মধ্যে দশ পাঁচজন ইংরাজ সভ্য রাখাও তাঁহার অভিপ্রায়। ঐ ভাবিনীসভাদ্বারা যে এক খানি অভিধান সঙ্কলিত হইবে লেখক সকলকে রচনাকালে তদন্তর্গত শব্দ সকল ব্যবহার করিতে হইবে ও তদ্ভিন্ন নূতন কল্পিত বা সংস্কৃতাভিধানিক শব্দের প্রয়োগ চলিবে না। আর গ্রন্থকার সকল নূতন গ্রন্থাদি প্রকাশের পূর্ব্বে উক্ত সভার সমক্ষে নিজ নিজ রচিত গ্রন্থাদি পাঠ করণার্থ আহূত হইবেন এবং সভাকর্ত্তৃক ঐ সকল পঠিত রচনার সংশোধনাদি হইবে। উদ্যানবাটীকায় সভার সমাবেশন ও সঙ্গীত প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব করা হইয়াছে তৎ সমস্তের বিধেয় ও অবিধেয়ত্বাদি বিচারের আমাদিগের স্থান নাই এই জন্য সে সকল প্রস্তাব এস্থলে বিশেষে লিখিলাম না।

বিমস সাহেবের প্রস্তাবিত সভা সংস্থাপন করা "উচিত কি না" এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা কি বলিতে পারি তাহাই প্রথমতঃ লেখ্য। বঙ্গভাষার উন্নতি সাধনার্থ একটী বা অধিক সভা হইলে দেশ ও ভাষা সম্বন্ধে অনেক উপকার হইতে পারে ও তাহার স্থাপনা বিষয়ে বঙ্গ বিদ্যানুরাগী মাত্রেরই যত্ন করা কর্ত্তব্য, কিন্তু বিমস সাহেবের প্রস্তাবিত নিয়মাবলীর অনুসারে বঙ্গ ভাষা সংশোধিনী সভা করায় যে ভাষার বা দেশের বিশেষ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই বরং বহু-বিপৎপাতের আশঙ্কা আছে তাহার কারণ নিম্নে দর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ—প্রস্তাবিত সভায় ইংরাজ সভ্য লইবার বিষয়ে প্রাগুক্ত সাহেব যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে দূরদর্শী কোন ব্যক্তিই সম্মতি দিতে পারেন না কারণ ভদ্দ্র'রা ভবিষ্যতে সভায় ইংরাজ মত প্রবল হইবার সম্ভাবনা। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে ইংরাজগণের (বিশেষতঃ মিসনরী) সহায়তায় ও যত্নে ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা মাত্রেই বহু উপকৃত হইয়াছে ও তজ্জন্য সকলেরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। পুনশ্চ ইংরাজগণের দ্বারা ঐ সকল ভাষা যে গুরুতর ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াছে তাহা পূরণ করা যায় না। আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত বাক্যদ্বয় প্রথমতঃ বিরোধী বোধ হইতে পারে কিন্তু নিম্নলিখিত কারণ গুলিতে সেই বিরোধ দূর হইবে। কলিকাতার আশিয়াটিক সোসাইটী দ্বারা সংস্কৃত পার্সি আর্ব্বি প্রভৃতি ভাষার প্রাচীন গ্রন্থ সকল প্রচারিত হইতেছে কিন্তু তৎ সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশের ভার কাহাঁরা পাইয়াছেন তাহা বিবেচনা করিলেই আমাদিগের বাক্যের সঙ্গতত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে। ইংরাজগণের যত্ন ব্যতিরেকে ভিন্ন স্থান হইতে পুথি সংগ্রহ দুষ্কর হয় এই জন্যই তাঁহাদিগের সহায়তা বিশেষ উপকারী। অপরতঃ মৌলবী আরদুররউফ সত্ত্বে মেং লিজ সাহেবের তবকাত নাসিরি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ ও ৺প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, ৺সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ, ৺বৈষ্ণবচরণ বাবাজী, ৺ মাধবচন্দ্র শিরোমণি, শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি মহোদয়ের বর্ত্তমানে ডাক্তর রোয়ার, মেং ভালেন্ টাইন্ আদি ইংরাজগণের দ্বারা সাহিত্য, অলঙ্কার, বেদ, উপনিষদাদি গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হওয়ায় ভাষা ও দেশের কিপর্য্যন্ত অনিষ্ট না হইয়াছে। উল্লিখিত পণ্ডিতগণের ন্যায় একান্ত চিত্তে প্রাণপণ করিয়া বিদ্যা চর্চ্চা করিতে কে প্রবর্ত্ত হইবে? শ্রমের ফলাশা কোথা? নিন্দা করা আমাদিগের অভিপ্রায় নহে তবে দায়গ্রস্ত হইলে সকল কথাই বলিতে হয় নচেৎ নিষ্কৃতি নাই।

কতকগুলি ইংরাজের সাহস অধিক তাঁহারা অকুতোভয়ে জ্ঞাত অজ্ঞাত সকল বিষয়েই হস্তক্ষেপ করেন এবং দশরথের পুত্র রাম, রামের কন্যা সীতা ও কখন সীতার পুত্র রাম বলিয়াও প্রসংশা লাভ করেন। অধিক কি সংস্কৃত সম্বন্ধীয় কথা উঠিলে, ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণের অপেক্ষা হল রোয়ার, ভালেনটাইন্, কাউএল, উইলিয়মস, উইলসন, জোন্স প্রভৃতি ইংরাজগণের কথা বহু মানিত হয়। বাস্তবিক ইহাঁরা সংস্কৃতের স জানেন কি না সন্দেহ। আমরা যাহাঁদিগকে দেখিয়াছি ও যাঁহারা সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদাদি করিয়াছেন তাঁহাদিগের সংস্কৃতানভিজ্ঞতা বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। সর উলিয়ম জোনসের গীতগোবিন্দ উইলসনের মেঘদুত এবং উইলিয়মস প্রভৃতির অনুবাদে কয়টি শ্লোক নির্দোষ দেখা যায়? যে সভায় ইংরাজ ও বাঙ্গালী সভ্য থাকে সে সভায় ইংরাজ সভ্যগণের মতই যে উচ্চস্থলে গ্রাহ্য হয় আসিয়াটিকসোসাইটী ও অন্যান্য সভাই তাহার প্রমাণে স্থল। বঙ্গভাষা সম্বন্ধীয় সভাতেও সেই রূপ ইংরাজ মতের প্রাবল্য হইবার সম্ভাবনা স্থির বলিলেও বলা যায়। সুতরাং ইংরাজ সভ্য থাকিলে বঙ্গভাষার উন্নতি সাধনের পরিবর্ত্তে তাহার ইংরাজীত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বঙ্গভাষার যথার্থ হিতকাঙ্ক্ষীগণ বিজাতীয় সভ্য লইতে কখনই বলিবেন না। ফ্রান্স, ইটালী ও ইস্পেনের সভায় কি বিজাতীয় সভ্য ছিল? অতএব প্রধান ইংরাজগণকে সহায় রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে কিন্তু সভ্য করা অসঙ্গত।

দ্বিতীয়তঃ।—সভা কর্তৃক অভিধান প্রস্তুত করা ও সেই অভিধান দ্বারা লেখকগণকে আবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ তদ্দ্বারা ভাষাকে সীমাবদ্ধ করা হয়। এরূপ কোন ভাষা নাই যাহাতে পূর্ব্বাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এক শব্দাবলীই অপরিবর্ত্তিতাবস্থায় আছে। সংস্কৃত, আর্ব্বি ফার্সি, গিরিক, লাটিন, জর্ম্মান, ফরাসী, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষা মাত্রেরই শব্দাবলী ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। চসরের ইংরাজী ও টেনিসনের ইংরাজী সেক সাদির ফার্সি ও বর্ত্তমান ফার্সি এবং বৈদিক সংস্কৃত ও আধুনিক সংস্কৃত ভাষায় যে ভেদ দেখা যায় তাহাই পূর্ব্বোক্ত বাক্যের প্রমাণ। সময়ের সহিত লোকের আচার, ব্যবহার, অভিরুচি মনোবৃত্ত্যাদি পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে সুতরাং তদনুসারে ভাষাদিরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয় এবং জগতে নিত্য নব নব ভাবের উদয়ের সহিত ঐ সকল ভাব প্রকাশ করণার্থ নব নব শব্দেরও প্রয়োজন হইতেছে, অতএব শব্দ কোষ সীমাবদ্ধ করা অসম্ভব। প্রস্তাবিত সভাদ্বারা সঙ্কলিত অভিধান যে সর্ব্ববাদী সম্মত হইবে ও তদপেক্ষা উত্তম শব্দ যে অপরের দ্বারা উদ্ভাবিত হইবে না তাহারই বা স্থির কি? আর ঐ প্রকার অভিধান দ্বারা লেখকগণের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মাইবার ও রচনা সকলের অনেক স্থান অস্পষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কোন সুলেখক রচনা সময়ে আন্তরিক ভাব প্রকাশার্থ যে শব্দটী আবশ্যক বোধ করিবেন তাহা প্রস্তাবিত সভাকৃত অভিধানে না থাকিলে কি তিনি তৎপ্রয়োগে নিবৃত্ত হইবেন? আর নিবৃত্ত হইলেই তাঁহার মনোগত ভাব সকল কি সুন্দর রূপে স্ফুর্ত্তি পাইবে? "এই পর্য্যন্ত যাইয়ো ও ইহার অধিক যাইয়ো না" এই বাক্য ভাষা বা রচনা সম্বন্ধে প্রয়োগ করায় প্রকারান্তরে উত্তম ও স্বাধীন রচনা নিবারণ করা হয়। অনুবাদক ও অপরাপর লেখকদিগের সাহায্যার্থ একখান অভিধান সংগ্রহ করিলে যে ফল আছে ও সেই অভিধান যে রূপ করা কর্ত্তব্য

তাহা পরে লিখিব। ইংরাজ সভ্য লইলে যে বিপদ ঘটিবে তাহার একটি উদাহরণ এস্থলে দিতেছি। হন্টর সাহেব ভারতবর্ষীয় একশত অনার্য্য ভাষার একখানি অভিধান করিয়াছেন এবং ইংরাজ সম্প্রদায় মধ্যে তিনি ভাষাবিৎ রূপে গণ্য—এসভায় তাঁহার সভ্য ইহার সম্ভাবনা। হন্টর সাহেব চুপ করিয়া থাকিবার সভ্য নহেন তিনি প্রধান ভাষাবিৎ সুতরাং শব্দ সংকলনে তিনি অধিক হস্তক্ষেপ করিবেন; তাঁহার বাক্য লঙ্ঘন করিলে সভার দশা কি হইবে?

তৃতীয়তঃ—গ্রন্থকারগণের সভা সমক্ষে গ্রন্থাদি পাঠ করায় সংশোধনাদি সম্বন্ধে উপকার কিয়ৎ পরিমাণে হইতে পারে কিন্তু অনেক অপকারেরও সম্ভাবনা। যদি প্রস্তাবিত সভা রীতিমত হয় ও সকলে তদনুসারে কার্য্য করে তবে যাঁহারা ঐ সভার অনুমতি বা অনুমোদন পাইবেননা তাঁহাদিগের গ্রন্থ বিক্রয় হওয়া দুষ্কর হইবে সুতরাং তাঁহারা রচনায় নিবৃত্ত হইতে বাধিত হইবেন। পূর্ব্বে যেরূপ বঙ্গভাষা সর্ব্বত্রেই অগ্রাহ্য ছিল এক্ষণে তাহা নাই অনেকেই তাহার চর্চ্চায় প্রবর্ত্ত হইয়াছে ও নিত্য নূতন নূতন গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে। যদিয়ো ঐ সকল গ্রন্থের অধিকাংশ অকর্ম্মণ্য তথাপি তাহাদিগের উদয় বঙ্গভাষার ভাবী উন্নতি সূচক; কারণ ঐসকল গ্রন্থের রচয়িতাগণের মধ্যে দুই চারি জনও উত্তরকালে উত্তম লেখক হইবার সম্ভাবনা। আর মধ্যবিত লেখক ভিন্ন অল্পেই সভার নিকট রচিত গ্রন্থ পাঠ করিতে ইচ্ছা করিবেন ও অনেক স্বভাব সিদ্ধ রচনাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি পাণ্ডিত্যাভাবে রচনায় বিরত হইবেন। লোকে যদি বলেন যে অপণ্ডিতগণের রচনা প্রকাশের অযোগ্য, যত অপ্রকাশিত থাকে ততই উত্তম, তবে তাঁহাদিগের ভ্রম, কারণ বিদ্যাহীন জনের রচনাও যে বহু সমাদৃত হয় তাহার ভূরি২ প্রমাণ দেখা যায়। নিধুবাবু, লকেকাণা রাম্নৃসিংহ (বঙ্গদেশীয় বোমণ্টও ফ্লেচর), দাসু রায় প্রভৃতি অধিক পণ্ডিত ছিলেন না কিন্তু তাঁহাদিগের কবিতাদি পাঠ করিয়া সকলেই তুষ্টহয়েন ও তাঁহাদিগের রচনা অপ্রকাশিত থাকিলে ভাল হইত এরূপ কে বলিতে পারে? কেবল বঙ্গ দেশেই যে এরূপ প্রমাণ আছে তাহা নহে বুনিন, বরণ প্রভৃতি ইংরাজ লেখকও এই বিষয়ের প্রমাণ। "পিলগ্রিমসপ্রগ্রেস" ইত্যাখ্য বুনিনের গ্রন্থাপেক্ষা লোকপ্রিয় গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় কত আছে? বরণের কবিতাবলীর প্রসংশা কোন ইংরাজ না করেন? এতদ্ভিন্ন সভার ভ্রমেও অনেক গ্রন্থ অনাদৃত হইতে পারে। "ডেমইরোপার ইস্কুল" "পারেডাইসলষ্ট" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রথমতঃ অনেক সুবিজ্ঞ ইংরাজ কর্ত্তৃক অবজ্ঞাকৃত হইয়াছিল কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থ পরে বিশেষ লোকপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।

চতুর্থতঃ।—বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থ এক্ষণে প্রচার হইতেছে কিন্তু উত্তম গ্রন্থের সংখ্যা অত্যল্প আর ভাষাও সম্পূর্ণ পুষ্টতা প্রাপ্ত নহে। অতএব এ সময়ে ইহাকে নিতান্ত আবদ্ধ করা বিধেয় বোধ হয় না। সংস্কৃত ভাষাই বঙ্গভাষার জননী তজ্জন্য সংস্কৃতের অক্ষয়ভাণ্ডার হইতে শব্দাদি সংগ্রহ করাই বঙ্গভাষার বিশেষ প্রয়োজন। অতএব যখন বঙ্গভাষা অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে তখন সংস্কৃত হইতে প্রচুর পরিমাণে ও অপরাপর ভাষা হইতে আবশ্যক মত শব্দাদি গ্রহণ করায় বঙ্গ ভাষার বিশেষ উপকার হইতে পারে।

এক্ষণে সভার আবশ্যকতা বিষয়ে যাহা আমাদিগের বক্তব্য তাহা লিখিতেছি। আমাদিগের

ভাষায় পারিভাষিকা'র অতি কদর্য্যাবস্থায় আছে এবং তদ্দ্বারা লেখক ও পাঠকগণের চরণা ও পাঠ-ব্যাঘাত অধিক পরিমাণে ঘটে। "নানা মুনির নানা মত" এক এক পারিভাষিকের প্রতি শব্দ অনেকে অনেক প্রকার লিখেন যথা—বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহ তাড়িত বার্ত্তাবহ, স্থল সঙ্কট. ডমুরমধ্য, সংযোগ স্থল ; লোকযাত্রাভিধান, সম্পত্তি শাস্ত্র ইত্যাদি। আর যাঁহারা দর্শনাদি গ্রন্থে অনুবাদোপযুক্ত ইংরাজী শব্দ সকল অবিকল ইংরাজী অবস্থাতেই লিখিতেছেন, তাঁহাদিগকে নিবারণ করাও নিতান্ত প্রয়োজন। ইংরাজী শব্দের অনুবাদ বিলিয়সফিবর, এপিডেমিক ফিবর, ইনফ্লেমেসন আফদি লংস প্রয়োগে গ্রন্থসকল বাঙ্গলায় করা কি প্রকারে হইতে পারে?

পারিভাষিক সকলের এরূপ অনির্দ্দিষ্টাবস্থায় ছাত্রগণ কি প্রকারে পাঠ করিতে পারে? এতদ্ভিন্ন স্থানাদির নামের বানান যথাভিরুচিক্রমে করা হয়, এজন্য বানান নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। অতএব একটী সর্ব্ব সাধারণ গ্রাহ্য সভা দ্বারা বঙ্গভাষা সম্বন্ধীয় কতকগুলি সাধারণ নিয়ম ও পারিভাষিক ও বানান নির্দ্দেশের উপায় করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে এবং তাহা না করিলে ভাষার বিশেষ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

বঙ্গভাষা সংশোধনী সভা স্থাপনে আমাদিগের সম্পূর্ণ ইচ্ছা তবে যে রূপে সভা সংস্থাপিত হইলে ভাল হয় তাহাই প্রকাশ করিলাম। অভ্রান্ত জ্ঞানে অত্র স্থলে প্রকটীত মতাদির দৃঢ় প্রতিপোষক হওয়া আমাদিগের অভিপ্রায় নহে যদি কোন ব্যক্তি আমাদিগের মতাদি অগ্রাহ্য করেন ও কারণ দর্শাইয়া অন্য কোন মত স্থাপন করেন তাহাও সন্তোষের বিষয়, কারণ বঙ্গভাষার উন্নতিই আমাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য যে প্রকারেই হউক কল হইলেই ভাল। তবে বিমস সাহেব বঙ্গবিদ্যানুরাগিগণকে তৎপ্রকাশিত প্রস্তাব গ্রন্থ দুই একখান মাত্র দিয়া ইংরাজ সমাজে অধিক পরিমাণে তৎপ্রচার করায় আমাদিগের বিশেষ আশঙ্কা হইয়াছে কারণ এতদ্দ্বারা বোধ হয় যেন তিনি ইংরাজমণ্ডলীতে এবিষয়টী বহু আন্দোলিত করিতে ইচ্ছা করেন। বঙ্গীয় সভ্যাপেক্ষা ইংরাজগণের যে প্রাদুর্ভাব হইবে তাহা এই ব্যাপারেই সন্দেহ করিতে হয়, যেহেতু এবিষয়ের আন্দোলন বাঙ্গালীগণের মধ্যে বহু পরিমাণে কর্ত্তব্য কিন্তু বিমস সাহেব যখন প্রথমেই তাহার বিপরীত কার্য্য করিয়াছেন, তখন আমরা আশঙ্কা করি যে তৎকৃত সভা দ্বারা কেবল বহু অর্থ ব্যয় ও কতকগুলি "তিনি যাইতে করিবেন" "পাতকুড়ুনে সংবাদ", "ওখানে কে হয়" প্রভৃতি প্রণালীর বঙ্গভাষার গ্রন্থের প্রচার হইবার সম্ভাবনা।

এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে বঙ্গভাষা সংশোধনী সভা দলাদলির বা চলাচলির সভা নহে। ইহার সভাপতি বিদ্যাশূন্য বাহাদুর, সহকারী সম্পাদক নির্নামে গোস্বামী ও সভ্য ডিক্রুস মেণ্ডিস, ডিসোজা গমিস প্রভৃতি হইলে সর্ব্ব সাধারণ গ্রাহ্য হইবে না। বঙ্গ সাহিত্য সাগরে যে সকল লেখকের নাম কনকপদ্ম স্বরূপ প্রস্ফুটিত আছে তাঁহাদিগের অভাবে কিছুই হইবে না। অতএব এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া ও রীতিমত কার্য্যারম্ভ করা কর্ত্তব্য উতলা হইলে চলিবে না। আর উপযুক্ত সভ্য সংগ্রহ করিতে যত্ন করাই প্রথমতঃ উচিত পরে যদি সকল সুলেখক সম্মত হয়েন তবে সভা সংস্থাপনের আয়োজন।

// রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থসমালোচক মাসিক পত্র।

৭ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। সন ১২৭৯ [৭২ খণ্ড।

ফরিদ্‌উদ্দীন সূর সেরশাহের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

জিলালের পলায়নে সেরখাঁ বেহারের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া দিন দিন বল বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাজি নামক এক ব্যক্তি চুনারের দুর্গম দুর্গের অধিকারী ছিল। তাজির পত্নী লোডি মালেকী যদিও বন্ধ্যা ছিলেন তথাপি স্বামীর বিশেষ স্নেহভাগিনী থাকাতে সপত্নীগণ ঈর্ষ্যা পরবশ হইয়া তাঁহাদিগের সন্তানগণকে মালেকীর প্রাণ নষ্ট করিতে নিযুক্ত করেন। সন্তানগণের মধ্যে যে সংহারের ভার লইয়াছিল সে মালেকীর ঘরে যাইয়া তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করে কিন্তু ঐ আঘাত অল্প মাত্র লাগাতে মালেকী চীৎকার করায় তাজি আসিয়া পুত্রকে মারিবার জন্য করবাল নিষ্কোষিত করিলে পুত্র তাঁহার প্রাণ বধ করিল। এই সময়ে তাজীর পুত্রগণ অল্প বয়স্ক থাকায় লোডি মালেকী স্বয়ং রাজ্য ভার গ্রহণ এবং সদ্ব্যবহারে পারিষদগণকে বশ করিলেন। এতৎ ঘটনার সংবাদ পাইয়া সেরখাঁ মালেকীকে স্বয়ং বিবাহ করিবার অভিপ্রায় কহিয়া পাঠাইলে মালেকী তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করেন, এবং অনতি বিলম্বে সেরখাঁ তাঁহাকে বিবাহ করিয়া চুনার ও তদধীন স্থান সকল নিজ অধিকার ভুক্ত করিলেন। প্রায় এই সময়েই সম্রাট্ সেকেন্দর লোডির পুত্র মহম্মদ, রণসজ্জ ও হোসেন মিবাটের সাহায্যে পিতৃ বৈরী নব সম্রাট্ বাবরের বিপক্ষে যুদ্ধার্থ যাত্রা করেন, কিন্তু জানবে নামক স্থানে তৎকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া চিতোরে পলায়ন করেন। পরে লোডি বংশীয় প্রধানগণের দ্বারা আহূত হইয়া পাটনায় আগমন করেন ও তথায় উহারা তাঁহাকে রাজা করে। এই ঘটনার অনতি বিলম্বে মহম্মদ বেহার হস্তগত করিলে সেরখাঁ বুঝিলেন যে, লোডি বংশীয় প্রধান সকল মহম্মদকে ছাড়িয়া তাঁহার পক্ষ হইবে না ও মহম্মদের সহিত সংগ্রাম করিবার যোগ্য সেনাও তাঁহার নাই সুতরাং অধীনতা স্বীকার করাই কর্ত্তব্য। সুচতুর সেরখাঁ অধীনতা স্বীকার করাতে মহম্মদ তাঁহাকে কিয়দংশ বেহারের অধিকারী রাখিলেন, এবং এই অঙ্গীকার করিলেন যে, সেরখাঁ তাঁহাকে জোয়ানপুর পুনরধিকারে সাহায্য করিলে সমস্ত বেহার তাঁহাকে দিবেন।

কিছু দিন পরে সেরখাঁ সৈন্য সংগ্রহার্থ অবসর লইয়া সাসিরামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং

মহম্মদ মোগলদিগের বিপক্ষে যাত্রা করিয়া তাঁহাকে সসৈন্যে আহ্বান করিলেন। সেরখাঁর আগমনে বিলম্ব হইবাতে স্থলতান তাঁহার পারিষদগণের পরামর্শানুসারে জোয়ানপুরে যাইবার সময় সাসিরাম দিয়া চলিলেন। সেরখাঁ সসৈন্যে তাঁহার সহিত মিলিয়া জোয়ানপুরে গমন করাতে সম্রাট্ হুমায়নের সেনা সকল তথা হইতে প্রস্থান করিল এবং আবগানদল লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করিল।

এই সময়ে হুমায়ুন বুঁদেলাখণ্ডান্তর্গত কালিঞ্জরের সম্মুখে ছিলেন এবং আফগানদিগের উক্ত জয় সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে আক্রমণার্থ আগমন করিলেন। মহম্মদ এই সময়ে বেন বাজিদকে উচ্চতর সেনাপতিত্বে বরণ করাতে সের খাঁ আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া নিম্নমতে নিজ প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পূর্ব্বরাত্রে সেরখাঁ হিন্দুবেগ নামক এক জন প্রধান মোগল সেনাপতিকে গোপনে পত্র যোগে লেখেন "আমি যে কিঞ্চিৎ মানসম্ভ্রম লাভ করিয়াছি তৎসমস্তই সম্রাট্ বাবর সাহের অনুগ্রহে স্থতরাং আমি তদ্বংশীয় সম্রাট্ হুমায়ুনের ভৃত্য স্বরূপ এবং আগত কল্যের সংগ্রামে আফগানগণকে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত আমি বিশেষ যত্ন পাইব।" ফলতঃ পরদিবস সংগ্রাম সময়ে সেরখাঁ নিজ সেনাগণকে অপসৃত করাতে মহম্মদ পরাস্ত হইয়া পাটনায় প্রস্থান করেন ও হুমায়ুন সেরখাঁর প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হয়েন ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দ। এই যুদ্ধের পর সম্রাট্ আগরায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক হিন্দুবেগকে চুনারের দুর্গ অধিকারার্থ সেরখাঁর নিকট প্রেরণ করেন, কিন্তু সেরখাঁ আপত্তি করায় হিন্দুবেগ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে প্রণোদিত হয়েন। হুমায়ুন এই সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে সসৈন্যে চুনার আক্রমণে আগমন পূর্ব্বক তাহা বেষ্টন করিলে সেরখাঁ তাঁহাকে নিম্ন লিখিত পত্র লেখেন,—"অধীন জগৎবিখ্যাত ৺বাবর শাহের কৃপাবলেই প্রথম অধিকার লাভ করে ও তদ্বংশীয়গণের দাস স্বরূপ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এদাস অসম্মত নহে, তাহা ইতি পূর্ব্ব যুদ্ধে দর্শিত আচরণ হইতে জানা গিয়াছে অতএব সম্রাট্ যদি আমাকে চুনারের অধিকারী থাকিতে আজ্ঞা প্রদান করেন তবে আমি এই অধিকৃত স্থানের রাজস্ব সমস্ত সম্রাটের চরণে উপস্থিত করিব, এবং স্বব্যয়ে নিজ পুত্র কুটবকে ৫০০ সৈন্যের সহিত প্রভুর সেবায় নিয়োজিত রাখিব।" এই সময়ে গুজ্জর প্রদেশে বাহাদুরের বিপক্ষে সংগ্রমার্থ হুমানের গমন প্রয়োজন হইয়াছিল, স্থতরাং চুনারের দুর্গ অল্পকাল মধ্যে গ্রহণাশা না দেখিয়া তিনি সের খাঁর অভিপ্রায়ানুসারে সন্ধি করতঃ গুজরাটে যাত্রা করিলেন। কুটব ৫০০ সেনার সমভিব্যাহারে সম্রাটের সহিত চুনার হইতে গমন করে কিন্তু গুজ্জর খণ্ডে না যাইতেই সসৈন্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পিতার সহিত মিলিত হইল। সের খাঁ অবিলম্বে বেহার জয় করিয়া বঙ্গদেশ জয়াশায় তদাক্রমণে প্রবর্ত্ত হইলেন এবং বঙ্গীয় প্রধানগণের সহিত মাসাবধি যুদ্ধের পর প্রবেশ পথ সকল হস্তগত করিয়া রাজপাট গৌড় নগরে মহম্মদকে বেষ্টন করিলেন। এই অবস্থায় কিছুদিন যাইলে সের খাঁ বেহারীয় এক বিদ্রোহী জমীদারের শাসনার্থে যাত্রা করিলেন। খাদ্যাভাব ঘটায় মহম্মদ গৌড় ত্যাগ করিয়া হাজিপুরে পলায়ন করিলেন, কিন্তু বেহার শাসনান্তে সেরখাঁ উপস্থিত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। বঙ্গেশ্বর উপায় হীন হইয়া যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইলেন, কিন্তু আহত ও পরাজিত হইয়া স্বরাজ্য ছাড়িয়া প্রস্থান করিলেন ও সের খাঁ সমস্ত বঙ্গ অধিকার করিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া সম্রাট্ হুমায়ুন সত্বরে আসিয়া বঙ্গপ্রবেশের পথ সকল হস্তগত করনান্তে গৌড়াভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেরখাঁ সম্রাটের সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইতে সাহস করিলেন না এবং বঙ্গেশ্বরদিগের সংগৃহীত ধন সমস্ত লইয়া সমস্ত আফগান সেনার সহিত ঝাড় খণ্ড দিয়া সাসিরামে উপনীত হইলেন। সেরখাঁ সংগ্রাম করিবার পূর্ব্বে সুদুর্গম রোটাস নামক দুর্গ অধিকার পূর্ব্বক তথায় নিজ ধন ও পরিবারাদি রাখিতে মানস করিলেন এবং উক্ত দুর্গাধিকারী রাজা বার্কিসকে দূত দ্বারা এই ছলনাবাক্য বলিয়া পাঠান—"আমি বাঙ্গালা পুনরধিকার করণার্থ চেস্টা করিব, আপনি আমার বহু কালের বন্ধু অতএব আপনার দুর্গ মধ্যে কএক জন রক্ষকের সহিত আমার পরিবারাদি রাখিতে অনুমতি দিবেন"। এই প্রস্তাবে বার্কিস প্রথমতঃ সম্মত হয়েন নাই কিন্তু যখন সেরখাঁ পুনরায় একজন সুচতুর দূত দ্বারা কহিয়া পাঠাইলেন যে তিনি তাঁহার ধন ও পরিবারগণকে নিরাপদ করিবার জন্যই রোটাসে রাখিতে ইচ্ছুক, যদি তিনি যুদ্ধে জয় লাভ করেন তাহা হইলে তিনি দুর্গাধিকারী বন্ধুর উপকারের প্রত্যুপকার করণে সাধ্যমত ত্রুটি করিবেন না, আর যদি সংগ্রামে পরাস্ত হয়েন তবে তাঁহার ধনাদি মোগলের ভোগে না যাইয়া নিজ বন্ধুর হইলেও সন্তোষ লাভ করিবেন। ইত্যাদি প্রকার প্রলোভনে পরিশেষে বার্কিস সম্মত হইলে সেরখাঁ আবৃত চৌকি করিয়া উত্তম উত্তম যোধ ও অস্ত্র রমণী বলিয়া দুর্গ মধ্যে প্রেরণ করিয়া ৫০০ টাকার থলিতে শিশার গুলি ভরিয়া যোধ গণকে বাহক করিয়া পাঠাইলেন। প্রথম দুই তিন খান আবৃত চৌকির ভিতরে দেখা হইয়া ছিল কিন্তু সুচতুর সেরখাঁ প্রথম গুলিতে বৃদ্ধা স্ত্রীলোক রাখাতে বার্কিস নিঃসন্দেহ হইয়া টাকার থলি সকল রাখিতেই ব্যস্ত হইলেন এবং সমস্ত চৌকি ও থলে বাহক দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করণান্তে দুর্গবাশীদিগকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিল। বার্কিস কয়েক জন অনুচরের সহিত এক গুপ্ত দ্বার উদ্ঘাটন করতঃ অরণ্য মধ্যে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে জগতের মধ্যে প্রসিদ্ধ রোটাসাখ্য দুর্গম দুর্গ সেরখাঁ অধিকার করতঃ তত্রত্য বহু কালার্জ্জিত ধন সমস্ত হস্তগত করিলেন।

কথিত প্রকারে সেরখাঁ নিজ পরিবার ও ধনাদি নিঃশঙ্কে রাখিবার জন্য সুদুর্গম দুর্গ প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার এই অসাধারণ ভাগ্যোদয়ে তদনুচর ও বন্ধুবর্গ বিশেষ সাহস লাভ করিয়া ছিল। এদিগে হুমায়ুন সেরখাঁকে আক্রমণ না করিয়া আমোদ প্রিয়তার বশ হইয়া বঙ্গের রাজধানী গৌড়ে তিন মাস কাল যাপন করিতে ছিলেন এবং তথায় সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার ভ্রাতা হিন্দাল বিদ্রোহী হইয়া আগরায় সেক ফিহলকে নস্ট এবং নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছে। এতৎ সংবাদ প্রাপ্তে হুমায়ুন জাহাঁগির কুলি বেগকে ৫০০০ অশ্বারোহী সেনার সহিত গৌড়েরাখিয়া স্বয়ং আগরায় যাত্রা করিলেন কিন্তু বর্ষার প্রাদুর্ভাব ও পথের কদর্য্যতা বশতঃ সম্রাটের সৈন্য ও ভারবাহী পশু সকল বহু পরিমাণে মরিতে লাগিল। সেরখাঁ অবসর বুঝিয়া বহু আফগান সেনা সংগ্রহ করতঃ কর্ম্মনাশা তীরে চৌসার নামক স্থানে সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করণার্থ ছাউনি করিলেন। চৌসার হইয়া গমন ভিন্ন হুমাবুনের আর উপায় ছিল না সুতরাং সে অবস্থায় আফগানদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হওয়া অবিধেয় বোধে তিনি তিন মাস অগ্রসর হইলেন না তাঁহার এই বিলম্বে কোন ফল না হইয়া বরং বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল যেহেতু বঙ্গীয় বর্ষা ও উষ্ণতায় তাঁহার অনেক সেনা প্রাণত্যাগ করিল অতএব তিনি সেরখাঁকে সন্ধি করণার্থ আহ্বান

করিলেন। সেরখাঁ নিজ শিক্ষাগুরু খিলিল নামক ধর্ম্ম পরায়ণ ফকিরকে সম্রাট্ সমীপে সন্ধির নিমিত্ত পাঠাইলেন এবং এই সন্ধি ধার্য্য হইল যে সেরখাঁ বঙ্গ ও বেহারের অধিকারী থাকিবেন ও মোগলদিগকে যাইবার পথে কোন ব্যাঘাত দিবেন না। এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হইলে উভয় দলই আনন্দিত হইল ও তন্মধ্যে মোগল দল বৃষ্টি ও মারি ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশয়ে বিশেষ প্রফুল্লিত হইল। দুষ্টবুদ্ধি সেরখাঁ যদিয়ো কোরান সমক্ষে রাখিয়া সপথের সহিত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তথাপি ঐ রাত্রেই নিঃশঙ্কায় সুপ্ত মোগলগণকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিলেন। হুমায়ুন অল্পমাত্র অনুচরের সহিত অশ্ব পৃষ্ঠে গঙ্গা পার হইয়া পলায়ন করেন এবং ৮০০০ মোগল তদনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া নষ্ট হয়। ১৫৩৯ খ্রীঃ সেরখাঁ সম্রাটের পশ্চাৎ গমন না করিয়া অবিলম্বে গৌড়ে গমন করিলেন এবং তথায় জাহাঁগির কুলি বেগকে সসৈন্যে পরাভূত ও নষ্ট করিয়া সেরশাহ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক গৌড়ের সিংহাসনারোহণ করিলেন। সেরখাঁ ঐ বৎসরের অবশিষ্টাংশ বঙ্গে সুশাসন প্রণালী সংস্থাপনান্তে সেনা সংগ্রহ ও প্রস্তুত করিতে লাগিলেন এবং ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে ৫০০০০ সৈন্যের সহিত সম্রাট্‌কে কনোজের নিকটে আক্রমণ করতঃ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন ও আগরার সম্রাজ্য গ্রহণ করিলেন।

সম্রাটের সহিত যুদ্ধার্থ যাত্রাকালে সেরশাহ খিজারখাঁকে বঙ্গশাসনে নিযুক্ত করেন এবং খিজারখাঁ বঙ্গের পূর্ব্ব রাজা মহম্মদশাহের কন্যার পাণিগ্রহণ ও বহু সমারোহে রাজ্য শাসন করাতে সের শাহের মনে সন্দেহের উদয় হইল এবং ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে যখন খিজার অগ্রসর হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল তখন তাহাকে ধৃত ও তাহার বিষয়াদি গ্রহণ করিলেন।

এতৎ পরে সেরশাহ গৌড়ে গমন করতঃ বঙ্গ রাজ্যকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগে এক এক জন ভিন্ন সুবাদার নিযুক্ত করিলেন এবং সুবিখ্যাত পণ্ডিত, কার্য্যক্ষম ও ধার্ম্মিক কাজি ফজিলৎকে তত্তাবৎ ভাগের সুবাদারদিগের ঐক্যতা রক্ষা ও অন্যান্য তত্ত্বাবধারণার্থ নিযুক্ত করিয়া আগরায় গমন করিলেন।

এই প্রকার নিয়মে বঙ্গরাজ্য বিশেষ সুশৃঙ্খলায় চলিতে লাগিল এবং সেরশাহ ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে মালব দেশ আক্রমণ ও জয় করিয়া পর বৎসর রামচন্দ্রের সংস্থাপিত সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীনতর দুর্গ রেজিন হস্তগত করিয়াছিলেন। এই দুর্গ গ্রহণকালে সের শাহ হিন্দুদিগের প্রতি যে নৃসংশ ব্যবহার করেন তদ্দ্বারা তাঁহার চরিত্র পুরাবৃত্ত পত্রে চিরকলঙ্কিত হইয়াছে। দুর্গস্থ হিন্দুসৈন্য সকল সন্ধি করণান্তে দুর্গদ্বার খুলিয়া দেয়, কিন্তু সম্রাট্ সেই সন্ধি লঙ্ঘন ও দুর্ভাগ্য হিন্দুগণকে নিতান্ত নৃসংশের ন্যায় নষ্ট করেন। ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সেরশাহ ৮০০০০ সৈন্যের সহিত মরু স্থান আক্রমণ করেন এবং তথায় ৫০০০০ দৃঢ়ব্রত মারবার সেনার সাহসে ও দেশের মরুত্বে তদ্দেশ জয় করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল। পরিশেষে তিনি চতুরতার সহিত এরূপ পত্রসকল মারবার সৈনিকগণের নামে শিরোনামা দিয়া লিখিতে লাগিলেন যে ঐ সকল পত্র সহজেই রাজার হস্তে পড়িয়া তাঁহার মনে নিজ নিজ সেনাপতিগণের উপর অবিশ্বাস জন্মে। সেরশাহের এই কৌশল সম্পূর্ণ রূপে সফল হইয়াছিল মরুস্থলের অধীশ্বরের হস্তে ঐ পত্র সকল পাড়াতে তিনি সেনাপতিগণের প্রতি শন্দেহ করিয়া সংগ্রাম স্থল হইতে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু রাজার এব-

স্প্রকার আচরণে এক জন মারবার সেনাপতি চিত্তক্ষোভে ১২০০০ যোধের সহিত এরূপ বলে সম্রাট্‌সৈন্য আক্রমণ করেন যে সেরশাহ বিব্রত হইয়া কহিয়াছিলেন "আমি একমুষ্টি যবের জন্য সাম্রাজ্য চ্যুত হইবার উপক্রমে পড়িয়াছিলাম।" অনতিকাল পরেই সম্রাট্ চিটোর হস্তগত করাতে রাজপুত্র দেশ তাঁহার পদানত হয় এবং তৎপরে তিনি বুঁদেলাখণ্ডে সুবিখ্যাত ও দুর্গম কালিঞ্জর নামক দুর্গ আক্রমণার্থ যাত্রা করেন। এই দুর্গ আক্রমণ কালে যে সময়ে সম্রাট্ তোপস্থাপনাদির তত্ত্বাবধারণ করিতেছিলেন, তৎসময়ে একটী বারুদাগারে অগ্নি সংযোগ হইবাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে (১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দ)। পঞ্চদশ বর্ষ যুদ্ধ ব্যবসায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিবার পর সেরশাহ সম্রাট্ হয়েন এবং ঐ সাম্রাজ্য পাঁচ বৎসর ভোগ করণান্তে অকালে কালকবলে পতিত হয়েন। সেরশাহের চরিত্র সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার কহিয়াছেন কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহার স্বভাব নিতান্ত কদর্য্য বোধ হয় না, যদিও তাঁহার আচরণে এপ্রকার অনুভূত হয় যে তিনি বিশ্বাসঘাতকতাকে রাজধর্ম্ম জ্ঞান করিতেন তথাপি তাঁহার অন্যান্য সৎকীর্ত্তি ও কার্য্যদক্ষতায় বোধ হয় যে তিনি জন্মতঃ সম্রাট্ হইলে তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতা দোষ জন্মিত না—লোভেই তাঁহাকে ঐ সকল কার্য্য করাইয়াছিল। পুরাবৃত্তে সেরশাহের অনেক গুণও দেখা যায়—তাঁহার শাসিত রাজ্য সকলে সুবিচার বিলক্ষণ রূপে চলিত এবং তাঁহার শাসন প্রণালীর গুণে দেশের কৃষি ও বণিক্‌গণের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল ও সকলেই নিরাপদে ধনসম্পত্তি লইয়া সুখে কালযাপন করিতে পারিত। তিনি দেশহিতকারিত্বের প্রমাণ স্বরূপ বহুতর কীর্ত্তি করিয়াছিলেন। বঙ্গের সুবর্ণগ্রাম হইতে নিলাব পর্য্যন্ত ১৫০০ ক্রোশ দীর্ঘ এক সুপ্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়া তাহার পার্শ্বে বৃক্ষের শ্রেণী ও মধ্যে২ কূপ, সরাই ও মসিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অশ্বারোহী দ্বারা ডাক চালনা তিনিই প্রথমে প্রচলিত করেন। কোন সময়ে সেরশাহ তাঁহার শ্মশ্রু শ্বেতবর্ণ হইয়াছে শ্রবণে উত্তর করিয়াছিলেন "হাঁ আমি স্বায়ংকালে সাম্রাজ্য পাইয়াছি।" যদি তিনি কিছুকাল স্থির হইয়া সাম্রাজ্য করিতে পাইতেন তাহা হইলে দেশের বিশেষ উন্নতি হইত। সেরশাহ তাঁহার সময়কে চারিভাগে বিভক্ত করিতেন—তন্মধ্যে এক ভাগ তিনি সাধারণ সম্বন্ধীয় বিচারে নিযুক্ত করিতেন, দ্বিতীয় ভাগে সৈন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতেন, তৃতীয় ভাগ ঈশ্বরারাধনায় ও চতুর্থ ভাগ বিশ্রামার্থ ব্যবহৃত হইত।

পিতা পুত্রের স্নেহের পরিচয়।

আমাদিগের পৌরাণিক ইতিবৃত্তে পিতা পুত্রের স্নেহের পরিচয় অনেকই লিখিত আছে—যযাতি রাজা বার্দ্ধক্য বসতঃ জরা বহনে কাতর হইলে তাঁহার পুত্র পুরু তাঁহার জরা নিজ দেহে লইয়াছিলেন; দশরথ রামচন্দ্রকে বনে পাঠাইয়া পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এপ্রকার স্নেহের যে সকল প্রমাণ পুরাণাদিতে আছে বর্ত্তমান উদাহরণ যদিও তাহার দুই একটীর অপেক্ষা গুরুতর নহে তথাপি ইহা অতি অসামান্য বলিতে হইবে। পিতামাতা শিশু সন্তানকে যে সকল কষ্ট স্বীকার করিয়া পালন করেন, তাহার শোধ দেওয়াই সন্তান গণের পক্ষে অসাধ্য, তাহাতে এবম্প্রকার ঘটনা সকল প্রতিশোধনীয় কি রূপে হইতে পারে? যুবরাজ হুমায়ুন যখন উত্‌কট পীড়াগ্রস্থ হইয়া অচৈতন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যখন সকলে তাঁহার জীবনাশা ত্যাগ করিয়াছিল তৎসময়ে তদীয়

পিতা বাবরশাহকে সকলে "পর্ব্বতালোক" নামক মণি হুমায়ুনের মঙ্গলার্থ দেবোদ্দেশে মানত করিতে এই বলিয়া অনুরোধ করিয়াছিল যে ঈশ্বর এ সাংসারিক সর্ব্ব ধন প্রধান ধনাভিলাষী হইয়াছেন। বাবর শাহ তাহাতে সম্মত হয়েন নাই, কারণ তিনি পুত্রকেই জগতের সার ধন এবং আপনার প্রাণ। তাহা হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন জ্ঞান করিতেন। তজ্জন্য তিনি নিজ প্রাণ দান করিয়া পুত্রকে বাঁচাইবার মানসে মন্ত্রপাঠ করিয়া হুমায়ুনের শয্যা তিনবার প্রদক্ষিণ করতঃ তদানুসঙ্গিক মহম্মদীয় নিয়মানুসারে পুত্রের পীড়া স্বীয় দেহে লয়েন এবং হুমায়ুন আরোগ্য লাভ করেন। এই ব্যাপারের অনতিকাল পর শাহ পীড়িত হইয়া পরলোক গমন করেন।

রাজপুত্র রাজ্যের বলয় পার্ব্বণ।

রাজপুত্র বংশীয়গণের মধ্যে প্রাচীন কালাবধি "বলয়োৎসব" নামক একটী বাসন্তীয় উৎসব প্রচলিত ছিল। এই উৎসব দিবসে রাজপুত্র অঙ্গনাগণ বীরপুরুষদিগকে উপঢৌকন দিয়া গৃহীত ভ্রাতা স্থির করিতেন। এস্থলে সুস্পষ্ট জ্ঞাপনার্থ আমরা লিখিতেছি যে কোন একটী বীরপুরুষকে কোন রাজপুত্রী বলয় প্রদান করিলে ঐ পুরুষ যদি তাহা স্বীকার করিত তাহা হইলে ঐ স্ত্রীকে একটী কৌষিক পরিচ্ছদ পাঠাইয়া দিত এবং যাবজ্জীবন ঐ অঙ্গনার মান ও প্রাণ রক্ষার্থ যত্ন করিত ও তজ্জন্য আপন প্রাণ দিতে হইলেও অসম্মত হইত না। এই প্রকার বলয়াবদ্ধ ভ্রাতা দ্বারা রাজস্থানে অনেকবার রাজ্য জিত ও হস্তান্তর গত হইয়াছিল। এই রূপ বলয় বিশেষ প্রয়োজন বা বিপদ্ ঘটনা না হইলে চেটিকার দ্বারা প্রেরিত হইত। আমরা নিম্নে এই ব্যবহারের একটী প্রমাণ দিতেছি পাঠকগণ তৎপাঠেই জানিতে পারিবেন যে বীরপুরুষগণ উক্ত রূপে বলয়াবদ্ধ ভ্রাতৃত্ব প্রাপ্তি কত গৌরবকর বোধ করিতেন। যৎকালে (১৫৩২ খ্রীঃ) বাহাদুর চিটোর দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিয়াছিলেন তৎকালে চিটোরের রাজ্ঞী কর্ণরথা হুমায়ুনকে এক বলয় প্রেরণ করেন। হুমায়ুন রাজস্থানের ঈশ্বরীর বলয়বদ্ধ ভ্রাতৃত্ব এত আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন যে তিনি তৎপ্রাপ্তে কহেন "রিন্তিম্বার* দিতে হইলেও আমি এ বলয় পরিত্যাগ করিতে পারি না।" যখন বলয় হুমায়ুনকে প্রদত্ত হয় তখন তিনি বাঙ্গলায় সের খাঁর বিপক্ষে যুদ্ধে প্রবর্ত্ত ছিলেন কিন্তু বলয় প্রাপ্তি মাত্র বিলম্ব না করিয়া চিটোরাভিমুখে সসৈন্যে যাত্রা করেন। হুমায়ুন চিটোরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে বাহাদুর চিটোর অধিকার করিয়াছে ও রাজ্ঞী কর্ণরথা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এবং তাহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া বাহাদুরকে আক্রমণ করিলেন। বাহাদুর হুমায়ুন কর্ত্তৃক পরাভূত ও সাগর তীর পর্য্যন্ত পশ্চাত্তাড়িত হইয়া পরিশেষে ডিউ দ্বীপে পলায়ন করতঃ প্রাণ রক্ষা করেন। পূর্ব্বে ইউরোপে বীরগণকে রামাগণ অভিজ্ঞান প্রদান দ্বারা নিজ অভিজ্ঞান-বদ্ধ বীর (চাম্পিয়ন নাইট) স্বীকার করা প্রথা প্রচলিত ছিল। যে কামিনী যে বীরপুরুষকে অভিজ্ঞান প্রদান করিতেন সেই বীর সমর কালে ঐ প্রদত্ত অভিজ্ঞান কবচোপরি (সাধারণত শিরস্ত্রাণোপরি) ধারণ করিতেন এবং ঐ অভিজ্ঞান দায়িনীকে নিজ প্রাণ দিয়াও বিপদাদি হইতে মুক্ত করিতে বিমুখ হইতেন না।

* হিন্দুস্থানের রাজাগণের সর্ব্বাপেক্ষা যত্নে রক্ষিত দুর্গম দুর্গ।

সাঁওতালদিগের ব্যবহারাবলী।

বীরভূম, মালভূম প্রভৃতি স্থান সকলের পর্ব্বতাবলীতে যে সমস্ত অসভ্য জাতি বাস করে তাহারা কোল, ভূঁয়া প্রভৃতি নানা জাতিতে বিভক্ত এবং ঐ সকল পার্ব্বতীয় জাতিকে সাধারণতঃ সাঁওতাল বলে। সাঁওতালগণের জাতি ভেদ ও উৎপত্ত্যাদি বিষয়ের সমালোচনা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে, তাহাদিগের আচার ব্যবহারের কিয়দংশ মাত্র আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে বিবৃত করিতে প্রবর্ত্ত হইলাম।

সাঁওতালগণ বহুদলে বিভক্ত যেহেতু তাহারা এক এক গোষ্ঠী এক এক ভিন্ন দল হইয়া বাস করে এবং প্রত্যেক দলের এক এক জন প্রধান থাকে। তাহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ করিলে ঐ ব্যক্তি যে দলের লোক সেই দলস্থ সকলে তাহাকে দল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয় এবং সেই দলচ্যুত হওয়াকে তাহারা বিশেষ ক্লেশকর বোধ করে। আমাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি খ্রীস্টান হইলে হিন্দুগণ তাহার সহিত সামাজিক ব্যবহারে নিবৃত্ত হয় এবং ঐ ব্যক্তি চিরকালের মত পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে জাতিচ্যুত হইয়া থাকে। সাঁওতালদিগের এরূপ নহে—তাহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি অপরাধ জন্য দল হইতে বহিষ্কৃত হইলে সে ব্যক্তির পুনর্ব্বার জাতিতে প্রবেশ করিবার উপায় আছে এই হেতু তাহাদিগের মধ্যে লোক দলচ্যুত হইয়া থাকে না—এবং কদাচ দুই একটী লোক ক্ষমতা ভাবে জাতি বহিষ্কৃত হইয়া থাকে। ত্যক্ত ব্যক্তি জাতিতে প্রবেশ করণার্থ তজ্জাতীয় সমস্ত ব্যক্তির সমক্ষে তাহার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে দলস্থ সকল লোকে মিলিয়া এক সভা করে এবং ঐ সভায় তাহার অপরাধের গুরুত্বাদি বিচারান্তে প্রায়শ্চিত্ত বিধান করা হয় ও ঐ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই দলচ্যুত ব্যক্তি পুনর্ব্বার জাতি ভুক্ত হয়। সাঁওতালদিগের প্রায়শ্চিত্ত আমাদিগের মত নহে বরং উৎকলবাসীদিগের পঞ্চাইতের সহিত অনেকাংশে তুল্য। অনধিক অপরাধ হইলে সভা দ্বারা পরিত্যক্ত ব্যক্তি যে নিয়মে দণ্ডিত হয় তাহা সামান্য। কেবল দলস্থ লোক সমস্তের ভোজের জন্য কিছু মদ্য ও আনুসঙ্গিক আহার ক্রয়ার্থ কিছু টাকা দিলেই প্রায়শ্চিত্ত সমাধা হয় কিন্তু দোষ অতি গুরুতর হইলে ঐ মদ্য ও খাদ্য ক্রয়ের মূল্য এ পরিমাণে সভা দ্বারা নিরূপিত হয় যে ত্যক্ত ব্যক্তি কখন কখন তাহা দিতে অক্ষমতা বশতঃ হতাশ হইয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া যাবজ্জীবনের মত অরণ্যে প্রবেশ করে। স্ত্রীলোক একবার দলচ্যুত হইলে তাহার আর গোষ্ঠীতে প্রবেশের উপায় থাকে না।

সাঁওতালদিগের ছয়টী প্রধান কর্ত্তব্য ক্রিয়া আছে—পরিবারে গ্রহণ, গোষ্ঠীভুক্ত করণ, জাতিতে গ্রহণ, বিবাহ, মরণ এবং জীবনান্তে পূর্ব্ব পুরুষ গণের সহিত মিলন। তন্মধ্যে পরিবারে গ্রহণ ক্রিয়া গৃহ দেবতার অর্চনাদির ন্যায় স্থান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে গোপনে সম্পাদিত হয়—কোন২ স্থানে ঐ কার্য্য নিম্ন রূপে করা হয়। সন্তান জন্মাইলে পিতা গৃহদেবতার নাম স্বগতভাবে উচ্চারণ করিয়া আত্মসন্তান রূপে স্বীকার করণার্থ হস্ত দ্বারা তাহার মস্তক স্পর্শ করেন। কন্যার তৃতীয় ও পুত্রের পঞ্চম দিবসে গোষ্ঠীভুক্ত করণ ক্রিয়া সম্পাদিত হয় এবং ঐ ক্রিয়ার নার্থা নাম প্রচলিত আছে। এই কার্য্য প্রকাশ্য রূপে হয় ও যে নিয়মে সম্পন্ন হয় তদযথা—সাঁওতালেরা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই গৃহ অপবিত্র জ্ঞান করে এবং যদ-

বধি পবিত্রীকৃত না হয় তদবধি পারিবারিক লোক ভিন্ন কেহই সন্তান জনকের গৃহে আহার করে না। গোষ্ঠীভুক্ত করণ দিবসে দলস্থ সকলে আসিয়া আপনাদের সমক্ষে নব প্রসূত সন্তানের মস্তক মুণ্ডন করায় এবং যখন ঐ মুণ্ডন হইতে থাকে তৎকালে সকলে নিম্বপত্রের রস মিশ্রিত জল অল্প২ করিয়া খাইতে থাকে। তৎপরে সন্তানের পিতা সন্তানের নামকরণ করেন; পুত্র সন্তান হইলে নিজ নাম প্রদান করেন ও কন্যা হইলে জননীর নামে নাম রাখেন। ধাত্রী সন্তানের নাম শ্রবণ মাত্র জল ও তণ্ডুল লইয়া ঐ নাম উচ্চারণ করিতে২ আগত কুটুম্বগণের বক্ষে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করে। পরে এইরূপে পরিশুদ্ধীকৃত পরিবারের সহিত কুটুম্বগণ মৃত্ পাত্রে মদ্য লইয়া একত্রে পান করিতে আরম্ভ করে।

জাতিতে গ্রহণ কার্য্য সন্তানের পঞ্চম বর্ষে নিষ্পন্ন হয় এবং ঐ ক্রিয়া সম্পাদন সময়ে যথেষ্ট মদ্য প্রস্তুত করা হয় ও পরিবারের সকলের বন্ধুগণ (দলস্থ হউক বা না হউক) আহূত হইয়া সম্মিলিত হইলে ঐ সন্তানের হস্তে সাঁওতালী চিহ্ন সকল দেওয়া হয়। ঐ চিহ্ন সকল অযুগ্ম সংখ্যায় প্রদত্ত হয় এবং সাঁওতালগণের ইহা দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে ঐ চিহ্ন যাহার হস্তে না থাকে মৃত্যুর পর তাহার বক্ষঃস্থলে চিরকাল সর্পে দংশন করে ও তাহার দেহান্তে পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত মিলন হয় না।

বিবাহই সাঁওতালগণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ক্রিয়া এবং তাহা হিন্দুদিগের ন্যায় শৈশবাবস্থায় নিষ্পন্ন হয় না। কন্যাগণের চতুর্দ্দশ ও পুত্রগণের ষোড়শ বর্ষের পূর্ব্বে বিবাহ প্রচলিত নাই। স্বেচ্ছাচার বিবাহ নিয়ম থাকাতে সাঁওতালগণের মধ্যে অসতীত্ব অতি বিরল। বিবাহের পূর্ব্বে বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার ভবনে এক জন ঘটক প্রেরণপূর্ব্বক বিবাহের প্রস্তাব করেন ও কন্যাকর্ত্তা ঐ প্রস্তাবের উত্তর গৃহিণী সহিত পরামর্শ করণানন্তে কহেন যে বরকন্যার সাক্ষাৎ হইবার পর ঐ বিষয়ের উত্তর দেয়। তৎপরে সন্নিকটস্থ একটী হাটে বর ও কন্যার সাক্ষাৎ ঘটান হইলে দিবসান্তে যদি যুবক যুবতী পরস্পরের প্রতি অভিলাষী ও তুষ্ট হয় তবে বরকর্ত্তা কোন উপঢৌকন ক্রয় করিয়া কন্যাকে প্রদান করেন ও কন্যা সর্ব্ব সমক্ষে তাহাকে শ্বশুররূপে গ্রহণ স্বীকার করণার্থ তাঁহার সমক্ষে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করে। তদনন্তর কন্যার গোষ্ঠীগণ বরের বাসগ্রামে গমন করেন এবং তথায় বর তাঁহাদিগকে চুম্বনান্তে প্রত্যেককে কিঞ্চিৎ কাল ক্রোড়ে বসাইয়া কিছু অর্থ উপহার প্রদান করে ও কন্যাকর্ত্তাকে এক পাগড়ি ও পরিচ্ছদ দেয়। ইহার পর বরের গোষ্ঠী কন্যার বাসগ্রামে গমন করে ও কন্যা বরের ন্যায় উল্লিখিত নিয়মে তাহাদিগকে অভ্যর্থনাদি করে। এইরূপে দুই গোষ্ঠীর সম্প্রীতি সম্পাদিত হইলে বরকর্ত্তা ঘটকের হস্তে অযুগ্ম সংখ্যক মুদ্রা কন্যার পিতা মাতাকে প্রেরণ করেন এবং প্রেরিত মুদ্রা গৃহীত হইলেই কন্যাকর্ত্তা কন্যাদানে বাধ্য হয়েন। তৎপরে কন্যার গোষ্ঠী তাহাদিগের গ্রামে একটী মঞ্চ নির্ম্মাণ করে ও বরের গোষ্ঠী সেই মঞ্চের ছায়ায় আসিয়া মধু বৃক্ষের (মৌয়া) একটি শাখা তথায় রোপণান্তে কন্যার বাটীর লোকদ্বারা ভাঙ্গা সিন্দূরমাখা ভিজে ধান্য এক মৃৎপাত্রে করিয়া উহার তলে রাখে। পরে কন্যার পুরবাসিনীগণ বরের দেহ মার্জন ও কেশ রচনা হইলে পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করাইয়া তাঁহাকে সিন্দূরে রঙ্গকরা বস্ত্র পরান। পঞ্চম দিবসে বরযাত্রগণ বরকে একপ্রকার আসনে বসাইয়া স্কন্ধোপরি কন্যালয়ে লইয়া যান এবং তাঁহাদিগের মধ্যে পাঁচ জন যাইয়া কন্যাকে এক বৃহৎ ঝুড়িতে বসান ও কন্যার ভ্রাতাকে তৎপ্রতিনিধি স্বরূপ বরকে

অভ্যর্থনার্থ আনয়ন করেন। অভ্যর্থনা ও পরস্পর অভিবাদনাদি কার্য্য শেষ হইলে কন্যাকে ঝুড়িতে করিয়া বাহিরে বরের সম্মুখে বসান হয় ও বরকন্যা উভয়ের মধ্যে একখান বস্ত্র ব্যবধান প্রদত্ত হইলে তাহারা পরস্পরের উপর জলের ছিটা দেয়। বর তৎপরে একটি দেবতার নামোচ্চারণ করিলে সকলে তাঁহাকে ঝুড়ি হইতে কন্যাকে, স্ত্রী স্বীকারপূর্ব্বক, উত্তোলন করিতে কহেন ও বর কন্যার বস্ত্রে গাঁট ছড়া বাঁন্ধিয়া দেন। এসকল সমাধা হইলে কন্যার পুরস্ত্রীবর্গ জ্বলন্ত অঙ্গার আনিয়া গার্হস্থ উদুখল দণ্ড দ্বারা চূর্ণ করণান্তে জল দিয়া তাহা নির্ব্বাণ করেন এবং তদ্দারা কন্যার পিতৃকুল ত্যাগ ও বরকুলে প্রবেশ সিদ্ধ হয়। এইরূপে বিবাহ কার্য্য সমাধা হইলে বরযাত্রগণ বরকন্যাকে লইয়া পূর্ব্বোক্ত মঞ্চে গমন করতঃ মৃৎপাত্রস্থ ধান্যসকল দেখে। সাঁওতালগণ বিশ্বাস করে, যে ঐ ধান্য বহু-পরিমাণে অঙ্কুরিত হইলে বিবাহিত যুগলের বহু সন্তান হয়, অল্প অঙ্কুরিত হইলে অল্প সন্তান হয় এবং ধান্যসকল পচিয়া গেলে বিবাহ অমঙ্গলসূচক জ্ঞান করে। মৃৎপাত্রের ধান্য দর্শনান্তে সকলে বরকন্যা লইয়া আলোক ও বাদ্যাদির সহিত গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন ও বরকুলের স্ত্রীগণ একক্রোশ অগ্রসর হইয়া আসেন এবং নববধূকে গানবাদ্যের সহিত মহা সমারোহে গৃহে লইয়া যান।

সাঁওতালগণ বংশরক্ষা ব্যতীত দুই স্ত্রী গ্রহণ করে না এবং অগত্যা দুই পরিণয়ে বাধ্য হইলেও পূর্ব্বস্ত্রীকেই গৃহস্বামিনী রূপে সাদরে রাখে। স্বামী বা স্ত্রী পরিত্যাগ ইহাদিগের মধ্যে অতি বিরল, তাহা কদাচিৎ যে রূপে সাধ্য তাহা লিখিতেছি। কোন স্ত্রীপুরুষের মধ্যে মনান্তরাদি কারণে কেহ কাহাকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইলে সেই ব্যক্তি পাঁচজন নিকট জ্ঞাতিকে আহ্বান করতঃ তাঁহাদিগের সমক্ষে ঐ ত্যাগ করিবার হেতু জ্ঞাপন করেন। আহুত ব্যক্তিগণ বিচার করিয়া যদি পরিত্যাগের অনুমতি করেন তবে ঐ স্ত্রীপুরুষে আহুত ব্যক্তিগণের সমক্ষে এক পত্র ছিন্ন করতঃ তাঁহাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ ত্যাগ নির্দ্ধারণ করেন।

মরণ।—কোন সাঁওতাল মৃত্যুশয্যাশায়ী হইলে রোজা আসিয়া একটী পত্রে তৈল মর্দ্দন করতঃ মুমূর্ষ ব্যক্তি কোন ভূত বা ডাইনের দ্বারা ভক্ষিত হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করে এবং রোগীর প্রাণ বিয়োগ হইলেই শব দেহ তৈল মর্দ্দিত ও সিন্দূর লেপিত হয়। নূতন শ্বেত বস্ত্রে শয্যা আবৃত করিয়া তদুপরি সেই শব রাখিয়া একটী তাম্রপাত্রে জল, অপর একটীতে তণ্ডুল ও কিছু টাকা ঐ শয্যোপরি রাখা হয়। এই সকল দ্রব্য মৃত ব্যক্তির পরলোকে প্রবেশ কালে ভূতগণকে তৃপ্তকরণার্থ প্রদত্ত হয়। পরে চিতা সজ্জিত হইলে ঐ সকল সামগ্রী স্থানান্তরিত করিয়া শবকে পঞ্চজনে ধরিয়া চিতার চতুর্দ্দিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করণান্তে চিতার উপর রাখে ও পুত্রের অভাবে অপর কেহ মুখাগ্নি করিলে দলস্থ সকলে মেলিয়া চিতায় অগ্নিদান করে। সাঁওতালগণের শবদাহন কালে চিতার এক কোণে বা সন্নিকটস্থ কোন বৃক্ষমূলে একটী মোরোগের গলায় গোঁজ মারিয়া দেয় ও দগ্ধ শবের কপালের তিন খণ্ড লইয়া তাহা দুগ্ধে ধৌত ও সিন্দূর লিপ্ত করিয়া একটী মৃৎ পাত্রে রাখে।

পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত মিলন কার্য্য মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর দ্বারা সম্পন্ন হয়। ঐ উত্তরাধিকারী পূর্ব্বোক্ত মৃৎ পাত্রস্থ তিন খণ্ড কপাল এক থলে তণ্ডুল লইয়া একক পবিত্র নদীতে গমন করে এবং তথায় ঐ তিন খণ্ড কপাল মস্তকোপরি রাখিয়া নদীতে অবতরণ করে ও মজ্জনকালে এরূপে

মস্তক নত করে যে কপাল খণ্ড সকল নদীর স্রোতে ভাসিয়া যায়।

সাঁওতালেরা অতি পরিশ্রমী তাহাদিগের অধ্যবসায় গুণে অতি অনুর্ব্বরা পার্ব্বতীয় প্রদেশ সকল ও শস্যোৎপাদন করে। তাহাদিগের মধ্যে প্রতারণা লাম্পট্যাদি দোস দেখা যায় না এবং তাহাদিগের সুখ লালসাও অতি অল্প। সামান্য পর্ণ কুঠীর ও কতক গুলি মৃন্ময় বা পিতলের বাসন হইলেই সাঁওতালগণের গৃহ কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হয় এবং আহারার্থ তাহাদিগের অধিক ব্যস্ত হইতে হয় না। দিন পরিশ্রম, চাষ ও মৃগয়া দ্বারাই গৃহস্বামীগণ নিজ নিজ পরিবারের আহার সংগ্রহ করে ও তাঁহার সহায়তাকরণার্থ পুত্র কলত্রাদি সকলেই শ্রম করিতে বিমুখ হয় না। সাঁওতালগণ ভীরু স্বভাব নহে তাহারা ধনুর্বাণ লইয়া ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি যেরূপ অকুতোভয়ে সংহার করে তদ্দৃষ্টে অনেক ইংরাজ শিকারী বিস্মিত হয়েন। সাঁওতালগণের ধর্ম্মাদি সম্বন্ধে যে সমস্ত বর্ণনীয় তাহা স্থানাভাবে এস্থলে প্রকাশ করিতে বিরত হইলাম সময়ান্তরে তাহার বিবরণ লিখিব।

সিংহল দ্বীপের দেবালয়।

হল দ্বীপকেই অনেকে রামায়ণে উল্লেখিত লঙ্কা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং অনেকে বলেন যে লঙ্কা অপর স্থান। এই দুই বিরোধী মতের মীমাংসা করিতে হইলে আমাদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে সিংহলকে লঙ্কা বলিবার কোন প্রত্যক্ষ বা আনুসঙ্গীক প্রমাণ আছে কি না। পৌরাণিক বর্ণনা মতে শ্রীরামচন্দ্র কপিকুলের সাহায্যে সমুদ্র বন্ধন করণান্তে লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন সুতরাং তদ্দ্বারা লঙ্কার ভারতবর্ষের সহিত অসংলগ্নতা প্রকাশ হইয়াছে। এক্ষণে সিংহলদ্বীপ ভারতবর্ষের সহিত যেরূপ অর্দ্ধ সংযোজিতাবস্থায় রহিয়াছে তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে ইহা পূর্ব্বে মনুষ্য নির্ম্মিত বা স্বাভাবিক শেতু দ্বারা সংযোজিত ছিল ও কোন নৈসর্গিক ঘটনাক্রমে ঐ সংযোজনা ভগ্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষ ও সিংহলের মধ্য স্থানে যে দ্বীপ ও চর আছে তাহা অদ্যাপি শেতুবন্ধ—রামেশ্বর নামে কথিত হয়। উক্ত দ্বীপ রামেশ্বর নামে খ্যাত ও তথায় এত অধিক যাত্রী তীর্থ করিতে গমন করে যে তাহাদিগের দত্ত দানেই তত্রত্য দেবালয় সকল রক্ষিত হয় ও (বৈরাগী) প্রধান পাণ্ডা সশিষ্যে সুখে দিনপাত করেন। ত্রিবঙ্কুরে যেরূপ ভাগিনেয় উত্তরাধিকারী হয় রামেশ্বরের প্রধান পাণ্ডার বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়াতে সেই নিয়মে তাঁহার উত্তরাধিকারী গ্রহিত হয়।

এক্ষণে সিংহল দ্বীপে যদিও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ও বহু বৌদ্ধ মন্দির দেখা যায় তথাপি ইহাতে যে পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত ছিল তাহার বিশেষ প্রমাণ আছে। সিংহলের পুরাবৃত্তে লিখিত আছে যে বিজয়রাজ নামক বিদেশীয় এক রাজ পুত্র তাঁহার সমভিব্যাহারীগণের সহিত অর্ণবযানারোহণ করিয়া আগমন পূর্ব্বক এই দ্বীপে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার করেন। কুমার বিজয় রাজের আগমন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচারের সময় নিরূপণ করিতে হইলে খ্রীষ্টাব্দের সার্দ্ধ পঞ্চশত বর্ষের অধিক বলা যায় না সুতরাং তৎপূর্ব্বে সিংহলে যে অন্য ধর্ম্ম চলিত তাহার সন্দেহ নাই। এই দ্বীপ মধ্যে যে অতি প্রাচীন মহাদেবের মন্দির আছে তদ্দর্শনেই বোধ হয় যে সিংহলে পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত ছিল আমরা এই পত্রে যে মন্দিরের প্রতিমূর্ত্তি দিয়াছি তাহা সিংহলের দক্ষিণ তমভাগস্থ দেবীনুর (যাহাকে

সিংহল দ্বীপের দেবালয়।

ভণ্ডার হেড মান চিত্রে লেখে) নামক স্থানে আছে। এই মন্দিরের নিম্ন ভাগের পরিধি প্রায় ১৬০ পদ এবং উচ্চতা ৩০ পদ পরিমাণ। মন্দিরটীর বর্ত্তমান অবস্থা ভগ্নদশা বলিলেও বলা যায় এবং ইহার মধ্যে কোন রূপ দেব মূর্ত্ত্যাদি নাই। এই চিত্রে ঘণ্টার আকার যে ভাগ তাহাতে প্রবেশের পথ নাই এবং প্রবাদ আছে যে উহার অভ্যন্তরে পূত ঐরাবতের একটী দন্ত আছে। সিংহল বাসীরা ইহাকে অধিক পবিত্র জ্ঞান করে ও প্রাতঃকালে ইহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে। এই মন্দিরের অনতিদূরে অনেক প্রাচীন দেবালয়ের ধ্বংশাবশেষ দেখিয়া বোধ হয় যে পূর্ব্বে সিংহলের দক্ষিণ ভাগ বহুজন সমাকীর্ণও যথেষ্ট সমৃদ্ধি বিশিষ্ট ছিল ও কোন নৈসর্গীক কারণ (সম্ভবত সমুদ্রোৎপাৎ) বশতঃ এই স্থান পরিত্যক্ত ও বিনষ্ট হইয়াছে।

কলিকাতা ও তাহার অনতিদূরবর্ত্তী স্থান সকলে যে রূপ প্রণালীর দেবালয় নির্ম্মাণ কার্য্য দেখা যায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সেরূপ দেখা যায় না এবং তথায় যাহা আছে তাহা উৎকলের মন্দিরের মত নহে। সিংহলের অত্র পত্রে প্রদত্ত মন্দিরের চিত্র দর্শনেই পাঠকগণ বুঝিবেন যে ইহা এক নূতন প্রণালীর এবং সমস্তই দেশভেদে গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্য প্রণালী ভেদ জ্ঞাপক। সময়ান্তরে অন্যান্য প্রকার মন্দিরের চিত্র আমরা পত্রে প্রকাশে যত্ন করিব।

প্রাপ্ত।

প্রাচীন ভোজপুর নগর।

বঙ্গদেশে সচরাচর যে সকল অপেক্ষাকৃত পুরাতন বাঙ্গালা পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়; তদনুসারে বোধ হয়, ভোজরাজ বিক্রমাদিত্যের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। ভোজরাজ দুহিতা ভানুমতী, বিক্রমাদিত্যের সহধর্ম্মিণী বলিয়া উল্লিখিত কোন কোন পুস্তকে বর্ণিত আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এক নামধারী দুই বা ততোধিক নরপতির বৃত্তান্ত শ্রুত হওয়া যায়, তদনুসারে ইনি সেই ভোজরাজা অথবা তন্নামধারী কোন স্বতন্ত্র নরপতি, তদ্বিষয়ক মীমাংসার কোন উপায় দেখা যায় না। ফলতঃ

তদীয় রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্টি করিলে, তিনি যে এক জন সামান্য বা প্রতাপান্বিত নরপতি ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ডুমরাওন নামক ষ্টেসনের প্রায় সার্দ্ধ মাইল উত্তর পশ্চিমে ভোজপুর নামক একটী পুরাতন নগরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সচরাচর এ দেশস্থ সকলেই ইহাকে ভোজনামক ভূপতির রাজধানী বলিয়া থাকে। ইহার স্থানে২ অশ্বালয়, হস্তিশালা, আতিথ্যাগার, উদ্যান, অন্তঃপুর ও সভা কুট্টিমের অনেক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরাতন ভোজপুর ও তাহার পারিপার্শ্বিক গ্রাম বাসীরা, "এই ভগ্নাবশিষ্ট রাজধানীর অন্যতম স্থানে প্রচুর অর্থ নিহিত আছে" বলিয়া থাকে। ডুমরাওনের বর্ত্তমান রাজা ও বক্সারের দুর্দ্দশাপন্ন নরপতি, ঐ ভোজ রাজার বংশোদ্ভব বা জ্ঞাতি বিশেষ এরূপ জন-শ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়।* কিন্তু তদ্বিষয়ে কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সচরাচর এ প্রদেশে একটী প্রবাদ আছে যে, "ভোজপুর নগর পূর্ব্বে ইন্দ্রজালে পরিপূর্ণ ছিল। কোন অপরিচিত ব্যক্তি তথায় প্রবেশ করিতে পারিত না। মহারাজ বিক্রমাদিত্যও তত্রস্থ মায়া নদী সন্দর্শন করতঃ অপর পার প্রাপণে হতাশ হইয়া, নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন।" এক্ষণে আর সে ভোজরাজ নাই, সে রম্য অট্টালিকা নাই, সে চির বিমোহনকারী উদ্যান নাই, এবং সেই ইন্দ্রজালও নাই। কেবল সুরম্য হর্ম্মের কতকগুলি ভগ্ন ইষ্টক ও অকর্ম্মণ্য চূর্ণ মাত্র পতিত রহিয়াছে। হায়! কালের কি করাল হস্ত? যে স্থানে অদ্য অভ্রভেদী পর্ব্বত-শ্রেণী অবলোকিত হয়, কল্য হয়ত সেই স্থানে সুগভীর সরিৎপতি দৃষ্টিগোচর হইবে। যে সুরম্য হর্ম্মে ভোজরাজ রাজকর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিতেন, যে আলেখ্য ও সুকোমল শয্যাপরিশোভিত রমণীয় গৃহে প্রাণাধিকা জায়া সহ মধুরালাপ করিতেন, যে স্থানে সংখ্যাতিরিক্ত দাসদাসী তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিত, যে চিত্ত প্রীতিদায়ক অপূর্ব্ব কুসুমোদ্যানস্থ পুষ্পপরাগে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না, যে চূত মুকুলের সুরভি তামরস পান করিয়া কোকিলকুল কুহুরবে তাঁহার মন হরণ করিত, যে মন্দুরাস্থ বেগগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া ঊষা ও প্রদোষ বায়ু সেবন করিতেন, যে অতিথিশালাস্থ অতিথিদিগকে ভোজন করিতে দেখিলে তাঁহার আনন্দনীরে তিনি অভিষিক্ত হইতেন, হায়! কালের করাল দৃষ্টিতে, আজ তৎসমুদায়ের দুর্লক্ষ্য চিহ্ন মাত্র অবিশিষ্ট রহিয়াছে এবং কাহারও২ বা নাম মাত্র শুনিতে পাওয়া যায়। যে দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, রাজবাটীর সুদৃশ্য শোভায় নয়ন মন প্রফুল্লিত হইত, এখন সেই দিকে অবলোকন কর, অভূষিত ইষ্টক খণ্ড, প্রাসাদস্থ ভগ্ন ইষ্টক চূর্ণ মিশ্রিত

* পত্র প্রেরক এই প্রবন্ধটি লিখিতে শোক প্রকাশে যে কাল হরণ করিয়াছেন সেই সময়ে যত্ন করিলে ভোজপুর কোন ভোজরাজের স্থাপিত তাহার কতক মীমাংসা হইতে পারিত। লেখক ডুমরাউন ও বক্সারের রাজাগণকে ভোজরাজের বংশোদ্ভূত বলিয়াছেন অথচ সেই ভোজরাজকে ভানুমতীর পিতা কহিয়াছেন ও ভোজপুর নগর তাঁহার অনুমান করিয়াছেন। ভোজ প্রবন্ধের মতে "ধারানাম নগর্য্যাং সিন্ধুল সংজ্ঞোরাজা আসীৎ তস্য রাজ্ঞী সাবিত্রী তয়োর্ব্বৃদ্ধাবস্থায়াং ভোজনাম পুত্রোজাতঃ" ইত্যাদি স্পষ্ট প্রকাশ করিতেছে যে ভোজরাজের রাজধানী ধারা। ভারতবর্ষের মানচিত্রে ২২ উত্তর দ্রাঘিমা ও ৭৫ পূর্ব্ব অক্ষবৃত্তের নিকট দৃষ্টি করিলে ধারনগর দেখা যায় এবং ঐ ধারনগর উজ্জয়নী হইতে বহুদূর নহে। ধারনগরস্থ ভোজ নৃপতিই ভানুমতীর পিতা হইতে পারেন, পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় লৌহ বর্ত্মের ডুমরাউন ষ্টেসনের নিকটস্থ ভোজপুর নগর তাঁহার রাজধানী হওয়া অসম্ভব।——সম্পাদক॥

চূর্ণ খণ্ড ও নানা বিধ বিলপনীয় দ্রব্য দেখিতে পাইবে। চারিদিক্ শূন্যময়;—যেন হাহাকার করিতেছে। হায়! এক মনুষ্য অভাবে প্রাসাদ মরুভূমি ও নগর অরণ্যময় বোধ হয়।

নূতন গ্রন্থের সমালোচনা।

অদ্ভুত নাটক। কৃষ্ণেন্দ্রনাথ রায় কৃত। বোয়ালিয়া তমোঘ্ন যন্ত্রে ও কলিকাতা ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত।

আমাদিগের বঙ্গদেশীয় গ্রন্থকারগণ নাটক রচনা অতি সহজ বোধ করিয়া থাকেন। আলঙ্কারিকেরা নাটকের বহু বিধ লক্ষণ গ্রন্থ বদ্ধ করিয়াছেন কিন্তু বাঙ্গালা লেখকগণ তাহা কিছুই গ্রাহ্য করেন না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি কতিপয় সুকবির রচিত নাটক ভিন্ন অন্যান্য বাঙ্গলা দৃশ্য কাব্য গুলি হেয় ও অশ্রেদ্ধেয়, এমন কি বটতলার নাটক সমূহ আমাদিগের বোধে অগ্নি সংযোগ দ্বারা এককালে ভস্মসাৎ করা কর্ত্তব্য। অদ্যকার আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রহসন ইহাতে সুরাপায়ী বেশ্যাশক্ত কতিপয় বাঙ্গালি যুবকগণের প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মুদ্রাঙ্কন ও রচনা প্রণালী কিছুই প্রীতিকর বোধ হইল না। এতাদৃশ অশ্লীল গ্রন্থ যত বিরল প্রচার হয় ততই দেশের মঙ্গল। এ সকল কদর্য্য পুস্তক প্রকাশ দ্বারা মুদ্রাকর ব্যতীত অন্য কাহার লাভ নাই।

ধ্রুবচরিত্র। পৌরাণিক ইতিবৃত্ত মূলক নাটক। শ্রীনিমাইচাঁদ শীল প্রণীত। কলিকাতা কলম্বিয়ান প্রেস।

ধ্রুবচরিত্রকে ইতিবৃত্ত মূলক উপাখ্যান বিবেচনা করা ভয়ানক। ইহা বিষ্ণুপুরাণান্তর্গত কথা বটে, কিন্তু পুরাণান্তর্গত অধিকাংশ কথাই যে ইতিবৃত্ত মূলক, তাহা কৃত বিদ্যের নিকট বলিবার প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ ধ্রুবচরিত্র রূপক মাত্র। উচ্চপদস্থ এবং ঐশ্বর্য্যান্বিত ব্যক্তিদিগের দুই প্রবৃত্তি এক প্রবৃত্তি সুনীতি সম্মতা—অপরা প্রবৃত্তি কেবল ইন্দ্রিয়াদি পরিতুষ্টি প্রভৃতি যাহা আপাততঃ ভাল লাগে তাহারই অনুগামিনী। অতএব "উত্তানপাদের" দুই স্ত্রী—এক "সুনীতি" অপরা "সুরুচী।" উভয়েই কাহারও প্রিয় হইতে পারে না—উহারা পরস্পরের বিরোধিনী সপত্নী। একে আসক্ত হইলে অপরকে ত্যাগ করিতে হয়। বড় লোকে প্রায় অধিকাংশই সুরুচিতে রত হইয়া সুনীতিকে বিসর্জ্জন করেন। উত্তানপাদ তাহাই করিয়াছিলেন। সুনীতিতে কদাচিৎ অনুরক্ত হইলেই, ক্রমে২ তাহাতে ধর্ম্মে দৃঢ়তা জন্মে। সুনীতির এই সন্তানের নাম "ধ্রুব" শেষে ধার্ম্মিকেরই জয়। এই রূপককে পুরাণকার করুণাদি রসাশ্রয় করিয়া এরূপ মনোহারিত্ব গুণে ভূষিত করিয়াছেন, যে তাহা লৌকিক ঘটনা বলিয়াই বোধ হয় এই উপাখ্যান নাটকের উপযুক্ত বটে। কালিদাসের হস্তে ইহা দ্বিতীয় শকুন্তলা হইত ভবভূতির হস্তে ইহা উত্তর চরিতের সমকক্ষ নাটক হইতে পারিত—এক্ষণে বাঙ্গালা নাটকের ছড়াছড়ি। সকলেই নাটক লিখে। কিন্তু নাটক কি, নাটকের কি আবশ্যক, কি হইলে নাটক ভাল হয়, তাহা বোধ হয় বাঙ্গালা নাটক প্রণেতৃ-দিগের মধ্যে কেহই অবগত নহেন। অনেকেরই বিশ্বাস আছে যে কথপোকথনের দ্বারা কোন ঘটনা বিবৃত হইলেই নাটক হইল। নিমাই বাবু তাহারই মধ্যে এক জন। পাঠশালার ছাত্রেরা নাটকের যে ব্যাখ্যা করে, তাঁহার নাটক গুলির প্রতি তাহা ব্যবহার্য্য নহে। এ সকল নাটক—"না মিষ্ট না টক।" নিমাই বাবুর যত্ন আছে, পরিশ্রম আছে, এবং অধ্যবসায়

আছে—লিখিবার কিছু ক্ষমতা আছে। নাটক কাহাকে বলে বুঝিলে, পাঠ্য নাটক লিখিতে পারিবেন। আমরা অনুরোধ করি, কালীদাস ভবভূতি, শ্রীহর্যদেব প্রভৃতি কবিদিগের নাটকের তিনি অহরহ অনুশীলন করিয়া তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে যত্ন করুন। ইহাঁদিগের মর্ম্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হইলে, এবং অনুকরণ প্রবৃত্তি, সম্বরণ করিতে পারিলে, তিনি পাঠ্য বা অভিনয় যোগ্য নাটক লিখিতে পারিবেন। তিনি যুবা পুরুষ—বুদ্ধিমান্—পরিশ্রমী এবং কৃতবিদ্য তাঁহার সম্বন্ধে ভরসা আছে। অন্য সম্বন্ধে তাহা নাই।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। প্রথম ভাগ। শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত। শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় অতি সুপণ্ডিত, তিনি কয়েক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্য সমাজের বিশেষ উপকার করিয়াছেন, সুতরাং আমরা তৎকৃত অভিনব গ্রন্থ নিচয় সাদরে পাঠ করিয়া থাকি। আমরা তাঁহার বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব পাঠে পরম পুলকিত হইলাম। গ্রন্থকার প্রস্তাবটী বিপুল পরিশ্রম সহকারে সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং রচনাও অতি সরল ও বিশুদ্ধ হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে কবিকলাপ, কবিচরিত এবং বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাস নামক তিন খানি পুস্তক বঙ্গভাষা ও কবিগণ সম্বন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু রামগতি বাবুর গ্রন্থ অতি বিস্তীর্ণ এবং প্রথম খণ্ডে বঙ্গীয় প্রাচীন কবিগণের বৃত্তান্ত অতি উত্তম রূপে লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি, নানা উরোপীয় ভাষাতত্ত্ব পণ্ডিতগণের ও তন্ত্রের প্রমাণ ইহাতে গ্রন্থকার সংগ্রহ করিয়াছেন। এই অংশটী আর কিছু বিস্তীর্ণ করিলে ভাল হইত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, প্রভৃতি আদ্য কালের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, ক্ষেমানন্দ, কাশীরাম দাস, রামেশ্বর, রামপ্রসাদ প্রভৃতি মধ্যকালের কবিগণের জীবন বৃত্তান্ত ও তাঁহাদিগের গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন সংগৃহীত হইয়াছে। রামগতি বাবু গ্রন্থের আদ্যোপান্ত অতি সুপ্রণালীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা ইহার দ্বিতীয় ভাগ পাঠ করিতে অতীব উৎসুক থাকিলাম। এই খণ্ডে ভারতচন্দ্র হইতে আধুনিক কবিগণের বিবরণ সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইবেক।

বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ—তম্লুকের ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এই ক্ষুদ্রকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য বিষয়টী যে যথার্থ হিতকর তাহা সকলেই জানেন। বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা আমাদিগের দেশে নাই বলিলে বলা যায়। বঙ্গভাষায় দুই চারি খান বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইবাতে অনেকে বলেন যে বাঙ্গলা ভাষায় অভাব কিসের? আর অনেক গুলিন লোক অত্রস্থ উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইবাতে অনেকে বলেন "বাঙ্গালিরা কিসে কম?" কিন্তু এই দুই বাক্য ভ্রমাত্মক যে হেতু অত্রদেশে বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র সকল যে সমস্ত বিজ্ঞান পাঠ করেন ও তদ্দ্বারা যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করেন তৎ সমস্ত ও তদপেক্ষা অধিক জ্ঞান ইউরোপীয় ১৪। ১৫ বর্ষীয় বালকগণের থাকে। বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা না হইলে দেশের উন্নতির আশা অনর্থক।

দ্রৌপদী হরণ নাটক—গ্রন্থের সমালোচনার পূর্ব্বে গ্রন্থ রচয়িতার অবস্থাদি জ্ঞাত হইলে বিচার যথার্থ হইতে পারে নচেৎ অনেক প্রমাদ ঘটে। পাঠকগণ যদি বলেন "সে কি রূপ" তৎ প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ আমরা কিঞ্চিৎ লিখিতেছি কেন্দুল

বিল্লোজ্জ্বলকারী সুবিখ্যাত কবি জয়দেব কৃত মধুময় "গীত গোবিন্দ" গ্রন্থের ন্যায় কোন আদিরস গ্রন্থ এক্ষণে কেহ রচনা করিলে লোকে তাহা অশ্লীল বলিয়া অবজ্ঞা করে ও তদ্রচয়িতাকে ভ্রষ্ট স্বভাব জ্ঞান করে কিন্তু জয়দেবকে কে অবজ্ঞা করে ও তাঁহার গীতগোবিন্দের মধু আস্বাদনে কে বিমুখ হয়? আমাদিগের আলোচ্য গ্রন্থ খানির ও লেখকের অবস্থা জানা কর্ত্তব্য। ইহার লেখক এক জন অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালক ও অর্থোপার্জ্জনেচ্ছায় এই গ্রন্থ রচিত নহে। অতএব যখন বঙ্গ বিদ্যানুশীলনই লেখকের উদ্দেশ্য তখন আমরা ইহাঁকে প্রশংসা করি ও যাহাতে ইহাঁর রচনা প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয় তাহাই আমাদিগের ইচ্ছা।

ঋতু-বিলাস—এই গ্রন্থ খানি শ্রীযুক্ত মহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত ইহাতে ষড়ঋতু সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে ও রচনা মন্দ নহে। কবিশ্রেষ্ঠ কালীদাসের গ্রথিত ঋতু সংহারের "শশীকরাম্ভোধরধরমত্তকুঞ্জরস্তড়িৎপতাকো হনিশব্দমর্দ্দলঃ। সমাগতোরাজবদোন্নতধ্বনিঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়প্রিয়ে॥" "তৃষা মহত্যা হতবিক্রমোদ্য শ্বসন্মুহুর্দুর বিদারিতামঃ। নহন্ত্য দূরেপিগজান্ মৃগাধিপঃ বিলোল জিহ্বাশ্চলিতাগ্রকেশরঃ।" এবম্প্রকার ভাব সকল আমাদিগের বঙ্গীয় কবিকুলের হৃদয়ে কবে উদয় হইবে?

অভিজ্ঞান শকুন্তলা—পুরাতন কবিকুল শ্রেষ্ঠ কালীদাস বিরচিত সংস্কৃত শকুন্তলা নাটক অনেকে অনেকরূপে মুদ্রিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে কতক জন নিজ নিজ পাণ্ডিত্যের খ্যাতির উপর নির্ভর করিয়া প্রকাশিত গ্রন্থে কেবল কতক গুলি বাগাড়ম্বর, অভিধান, ব্যাকরণ সূত্রাদি সম্বলিত টীপ্পনী দিয়াছেন কিন্তু বাস্তবিক ভাবার্থ প্রকাশে কণা মাত্রও যত্ন করেন নাই। এস্থলে আমাদিগের বলা কর্ত্তব্য বোধেই যৎকিঞ্চিৎ বলিতেছি এবং বোধ করি যথার্থ আন্তরিক ভাব প্রকাশের জন্য কোন বিজ্ঞজন অপরাধ লইবেন না। গ্রন্থাদির টীকা করার ভাবার্থ বিকাশনই প্রধান উদ্দেশ্য কিন্তু এক্ষণের টীকাকার বা বিষমপদ ব্যাখ্যাকারগণের তাহা দেখা যায় না কারণ ইহাঁদিগের কেবল আত্ম পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদানাভিপ্রায়ই সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়। আমরা আধুনিক যে সমস্ত টীকা ও টিপ্পনী দেখিয়াছি তন্মধ্যে মৃত মহাত্মা প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ পণ্ডিত বরের ব্যাখ্যা সকলে সারল্য ওগুণপণায় সম্যক তুষ্টি লাভ করিয়াছি। তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত গ্রন্থগুলিতে যে সমস্ত অস্পষ্ট বা দুরূহপদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার টীকা দিতেপাণ্ডিত্য প্রকাশ জন্য বিষমপদের ব্যাখ্যা বিষমতর করা হয় নাই; বাস্তবিক ভাব স্ফূর্ত্তি যাহাতে হয় তদ্বিষয়েই যত্ন করা হইয়াছে বর্ত্তমান টীকাকারগণকে আমরা তাঁহার প্রদর্শিত পথাবলম্বনে অনুরোধ করি। কালের পরিবর্ত্তনের সহিত অনেক বস্তুর পরিবর্ত্তনাবশ্যক হয় এবং তাহা বুঝিয়া যে ব্যক্তি কার্য্য করিতে পারেন তাঁহাদিগকেই সুবিজ্ঞ বলিতে হয়। সংস্কৃত ভাষায় যখন সূত্রপ্রণালীর রচনা প্রচলিত ছিল তৎকালে অনেকে সূত্রে গ্রন্থাদি রচনা করিয়া যশোলাভ করিয়াছেন কিন্তু এক্ষণে সূত্রপ্রণালী অবলম্বন করিলে আর চলে না। টীকাকারগণের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে এক্ষণে শ্রীহর্ষদেবের "যদস্য যাত্রাসু বলোদ্ধৃতং রজঃ স্ফুরৎ প্রতাপানল ধূমমঞ্জিম। তদেবগত্বা পতিতং সুধাম্বুধৌ দধাতি পঙ্কীভবদঙ্কতাং বিধৌ॥" অপেক্ষা শকুন্তলার "সুভগ সলিলাবগাহাঃ পাটল সংসর্গ সুরভিবনবাতাঃ। প্রচ্ছায় সুলভ নিদ্রা দিবসাঃ পরিণাম রমণীয়াঃ॥" ও উত্তর রামচরিতের "স্মরসি সুতনুতস্মিন্ পর্ব্বতে লক্ষ্মণেন প্রতিবিহিত সপর্য্যা সুস্থয়োস্তান্যহানি। স্মরসি সুরসনীরাং তত্র গোদা-

বরীং বা স্মরসিচ 'তদুপান্তেষ্বাবয়োর্বর্ত্তনানি॥" পাঠকগণের মনঃ প্রসাদকর। আমরা যে শকুন্তলা খানি উপহার পাইয়াছি তাহা নেপাল দেশীয় শ্রীযুক্ত ডমরুবল্লভ পান্ত পণ্ডিত বরের দ্বারা সংশোধিত ও তৎকৃত রূপ-প্রকাশ নাম টীকা সম্বলিত। টীকার স্থানে স্থানে বাহুল্য দেখা যায় কিন্তু প্রাগুক্ত পণ্ডিত বর যে এতদ্গ্রন্থ প্রকাশে যত্ন ও শ্রম করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। কাগজ ও ছাপা ভাল হয় নাই এবং বর্ণাশুদ্ধি বহুতর।

কৌতুক কণা।

কোন সুকবিকে এক জন ধনাঢ্য লিখেন "আমি একখানি কাব্য প্রকাশে ইচ্ছা করি অতএব আপনি একখানি নাটক রচনা করিলে আমিও তাহাতে দুই চারি পঁক্তি দিব এবং নাট্যালয়ে আমার নিজ ব্যয়ে যথেষ্ট সমারোহের সহিত উহার অভিনয় করাইয়া উভয়েই যশোলাভ করিব" কবি ইহার উত্তর এই লিখেন "মহাশয় আপনার প্রলোভনে আমি ভুলিতে পারি না যেহেতু অশ্বকে গর্দ্দভের সহিত যোযন ধর্ম্ম সিদ্ধ নহে।" ধনাঢ্য ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া লিখিলেন "তোমার সাহঙ্কার পত্র আমি পাইয়াছি কিন্তু কি সাহসে তুমি আমাকে অশ্ব বলিয়াছ।"

(৭) জদুনাথকে মাধব কহিল "হাঁহে তোমার প্রতিবাসিরা বলে যে তুমি নিত্য স্ত্রীর সহিত বিবাদ কর" তাহাতে জদুনাথ উত্তর করিল "তুমিও যে-মন সে সব মিথ্যা আমি আজ পোণের দিন হলো স্ত্রীর সঙ্গে কথা কই নি।"

(৮) হিন্দুস্থানীর আচরণ—কোন এক জন হিন্দু-স্থানী তাহার পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া গঙ্গাতীরে স্নানার্থ যাইলে ঐ সন্তানটিকে দেখিয়া এক জন বাঙ্গালী হিন্দুস্থানীকে জিজ্ঞাসা করিল "এ ছেলেটি কি আপনার" হিন্দুস্থানী উত্তর দিলেন "হামারা নেহিতো কি তোমারা" বাঙ্গালী কহিলেন "ছে-লেটি ভাল তাই বলচি" এবং হিন্দুস্থানী উত্তর দিলেন "ভালা নেহিতো কিয়াবুরা" হিন্দুস্থানী দোষ লইয়াছেন বিবেচনায় বাঙ্গালী কহিল "আহা বেঁচে থাক" হিন্দুস্থানী কহিল "বাঁচেগানেহিতো মরেগা?"

(৯) এক দিন গরাণহাটায় এক খোলার ঘরে এক জন পাদরি মুটে মজুর ও সামান্য লোকদের সমক্ষে বক্তৃতা করিতে২ বলিলেন "সময় বহুমূল্য" তৎশ্রবণে এক জন বৃদ্ধ সাঁকারি বলিল "হাঁ সময় বহু মূল্য হলে আমার ৭২ বৎসরের দামে আমি রাজা হয়ে যেতুম।"

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

আমরা আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেছি যে বঙ্গের মান্যবর লেপ্টেনণ্টগবর্ণর বাহাদুর বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ব্যবহারার্থ ১৫ কাপি রহস্য সন্দর্ভ গ্রহণানুমতি প্রকাশ করিয়াছেন। রহস্য-সন্দর্ভ এক্ষণে নিঃসহায় হইরাতে এরূপ সাহায্য আমাদি-গের বিশেষ প্রয়োজন সুতরাং এবম্প্রকার সাহায্য যাহাতে বৃদ্ধি হয় তদ্বিষয়ে যত্নের ত্রুটি করিব না। অনেক গ্রাহক আমাদিগের পত্রের সহায়তা করণার্থ বিশেষ পরিশ্রম করিতেছেন তাঁহাদিগের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিয়াছি। অবকাশ মত আমরা ঐ সকল মহাত্মার নাম ও শ্রমের বিবরণ সংক্ষেপে লিখিব।

রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র।

৭ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। সন ১২৭৯ [৭৩ খণ্ড।

রহস্য-সন্দর্ভ সম্বন্ধীয় বক্তব্য সকল।

মরা ইতিপূর্ব্ব কয়েক খণ্ড রহস্য-সন্দর্ভে বিজ্ঞাপন দিয়াছি যে বিদেশস্থ গ্রাহকগণ যেন অবিলম্বে পত্র প্রাপ্তি স্বীকার ও তন্মূল্য প্রেরণ করেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত অনেকের নিকট হইতে মূল্য ও পত্র প্রাপ্তি সংবাদ পাই নাই। পাঠকগণের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে রহস্য-সন্দর্ভের বর্ত্তমান অবস্থা লাভের নহে স্বতরাং ডাক মাস্থল দিয়া পত্র সন্দেহ স্থলে পাঠাইতে কি রূপে পারা যায়। আমরা এস্থলে বলিতে ইচ্ছা করি যে অনেক পূর্ব্ব গ্রাহক অতি অসৎ স্বভাবের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, কেহ চারি খণ্ড লইয়া পরে লিখিয়াছেন যে আর লইবেন না কিন্তু যে সকল খণ্ড লইয়াছেন তাহার যে মূল্য ও মাস্থল দেওয়া ভদ্রের কর্ত্তব্য তাহা তাঁহাদের জ্ঞানে আইসে নাই—দুই এক জন এজেণ্ট (আমাদিগের নহে) একাধিক পত্রিকা কিছু কাল গ্রহণান্তে লিখিয়াছেন যে তাঁহারা একাধিক পত্রিকা লইবেন না একথা প্রথমেই বলিলে তো আমাদিগের মাস্থল দিয়া পত্র পাঠাইবার আবশ্যক হইত না। আমরা এক্ষণে দেখিতেছি যে যথার্থ ভদ্র ব্যক্তি ও ধর্ম্ম জ্ঞান বিশিষ্ট লোক অতি বিরল। অধিক কি আমরা কয়েকটী গ্রাহকের কুব্যবহারে এত বিরক্ত আছি যে কখন২ মহাভারতের প্রকাশকের মত ব্যবহার করিতে ইচ্ছা হয় এবং অস্বীকারকারীগণকে পত্র প্রেরণে বিরত হইব স্থির করিয়াছি। দেখা যাইতেছে যে এরূপ লোক অনেক আছে যাহারা দিচ্ছি দেবো করিয়া ও অন্যান্য কৌশল ক্রমে বিনা মূল্যে প্রতারণাবলে পত্রাদি পাঠ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য এই যে এক দিবস তাঁহাদিগকে ধরা পড়িতে ও অপমানিত হইয়া মূল্যাদি দিতে হইবে।—

কার্য্যাধ্যক্ষ।

আমরা আনন্দচিত্তে নিম্ন লিখিত মহাত্মাগণের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এই রহস্য-সন্দর্ভের সাহায্যার্থ বিদ্যামোদী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন মহোদয় অধিক শ্রম করিতেছেন দুর্গাপুরের স্নেহময় শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মুস্তৌফি মহোদয় আমাদিগের পত্রের গ্রাহক বৃদ্ধি করণার্থ যে রূপ যত্ন করিতেছেন তাহা বর্ণনাতীত আমরা তদ্বিষয়ে এই মাত্র বলিতে পারি যে রহস্যসন্দর্ভ যত দিন জীবিত থাকিবে ততদিন পাঠকগণের মনে তাঁহারা বিরাজ করিবেন। শ্রীযুক্ত টি, এন, রক্ষিত, শ্রীযুক্ত হরকুমার সরকার প্রভৃতি

মহোদয়েরাও রহস্য-সন্দর্ভের জীবন রক্ষার্থ বহু যত্ন করিতেছেন। এই সকল মহাত্মার নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ আছি প্রত্যুপকার করিতে পারিলে সন্তুষ্ট হইব। অপরাপর গ্রাহক মহাশয়েরা পূর্ব্বোক্ত বঙ্গ বিদ্যানুরাগী মহাত্মাগণের পথানুবর্ত্তী হইলে রহস্য-সন্দর্ভ চিরস্থায়ী হইতে পারে।

শ্রীপ্রাণনাথ দত্ত।

ভারতবর্ষের পূর্ব্ববাণিজ্য ও তাহার ফল।

অনেক সহস্র বৎসর হইতে ভারতবর্ষের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে যে বাণিজ্যরূপ সম্পত্তি নিশ্রুত হইয়া আসিতেছে তদ্দারা পশ্চিম ভূভাগের কত নগরাদি সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছিল ও হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত। তদ্বিষয়ের কিঞ্চিদ্বিবরণ আমরা এস্থলে লিখিতেছি। পুরাবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ইহা একপ্রকার ঐতিহাসিক নিয়ম স্বরূপ হইয়াছে যে ভারতভূমের বাণিজ্য যে নগর বা দেশ দিয়া যখন প্রবাহিত হয় তৎকালে সেই নগর বা দেশ বিশেষ উন্নতি লাভ করে। অধিক কি অতি ক্ষুদ্র নগরাদিও অল্পকাল জন্য ভারতের বাণিজ্য হস্তগত করিয়া হীনাবস্থা হইতে এত ধন সমৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করিয়াছে যে তাহার স্বাভাবিক ঈশ্বরদত্ত শক্তি দ্বারা সে উচ্চতা লাভ করা সম্ভব ছিল না। ভারতবর্ষের বাণিজ্য বলেই পশ্চিম ভূভাগের অনেকগুলিন প্রাচীন নগরের উৎপত্তি হয় এবং সেই বাণিজ্য প্রবাহের পথ স্বরূপ হইবাতেই ঐ সকল নগর অল্পকাল মধ্যে বহু উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং তদভাবেই পুনর্ব্বার পূর্ব্ব দীনতাপ্রাপ্ত হইয়া জগতের চিত্তাকর্ষণে বিরত হইয়াছে।

আরব্য প্রায়-দ্বীপের দক্ষিণ খণ্ড অতি প্রাচীন কালাবধি অধিক পরিমাণে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যে লিপ্ত থাকাতে তদ্দেশবাসীগণের বিশেষ মঙ্গল হইয়াছিল। ঐ বাণিজ্য দ্বারা আরব্যদিগের শ্রমলালসা, অধ্যবসায়, শিল্প, সাহিত্য, সুখ, স্বচ্ছন্দাদি এ পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল যে ইউরোপীয়গণ আরবদেশকে "সুখস্থান আরব" বলিত। ভারতীয় বাণিজ্য দ্রব্য ইউরোপীয় দেশাদিতে বহন করিবার জন্য আরববাসীরা নাবিক-বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হয় ও তাহার উন্নতির সহিত আফরিকার দূরতর স্থান সকলে অধিকার পত্তন করিয়াছিল।

পুরাতন সিরিয়ার বালুকাময় প্রান্তর পার্শ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে যে সকল উন্নত ও বহু সমৃদ্ধিশালী-স্থান নয়নপথে পতিত হইত তৎসমস্তের সৌভাগ্যের কারণ কি? কামধেনু স্বরূপা ভারতভূমির বাণিজ্য লাভেই ঐ সকল নগরাদি পুষ্টতা প্রাপ্ত ও বলবীর্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল ও সেই বাণিজ্যাভাবেই পরে শ্রীহীন হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে। ঐ বাণিজ্য পালমিরা নগরীকে প্রথমে মৃণ্ময়াবস্থায় প্রাপ্ত হয় এবং ত্যাগকালে প্রস্তরময়ী অপেক্ষাও মূল্যবতী রাখিয়া যায়। অদ্যাবধি পালমিরার ধ্বংসাবশিষ্ট যে ভগ্ন প্রাসাদাদি দেখিয়া পথিকগণ চমৎকৃত হয়েন সেই সমস্তের বাক্য নিস্ফুরণ ক্ষমতা থাকিলে কি বলিত? তাহারা মুক্তকণ্ঠে কহিত "রত্নপ্রসবা ভারতের বাণিজ্য লক্ষ্মীর স্খলিত মণিদামেই মরুভূমের এই সকল উন্নতি হইয়াছিল সেই লক্ষ্মীর স্থানান্তর গমনেই এস্থান হতশ্রী হইয়াছে।"

ভূমধ্য সাগরতীরবর্ত্তী ফিনিসিয়ান জাতি সকল ভারতের বাণিজ্য সাক্ষাৎরূপে সম্ভোগ করিতে পায়

নাই। অপরের দ্বারা হিন্দুস্থানের দ্রব্যজাত তাহাদিগের হস্তে পড়িত এবং তাহারা ঐ সমস্ত দেশদেশান্তরে বহন করিত। পরোক্ষে ভারতের বাণিজ্যে লিপ্ত থাকাতে ফিনিসিয়ানদিগের যে উন্নতি হইয়াছিল তাহা প্রাচীন ইতিহাস পাঠেই বিশিষ্ট রূপে জ্ঞাত হওয়া যায়। যে তেজে টায়ারবাসীগণ বিনা সাহায্যে স্ববলে মাসিডনাধিপতি আলেকজণ্ডারের সহিত বহুদিন যুদ্ধ করে তাহা ঐ বাণিজ্যোদ্ভূত। সূক্ষ্মদর্শী আলেকজণ্ডার তাহা বুঝিয়া ছিলেন এবং ঐ বাণিজ্যস্রোতবহনের অপর একটী পথ করণাভিলাষেই আলেকজণ্ড্রিয়া নগর স্থাপন করেন। হিন্দুস্থানের বাণিজ্য গমনাগমনের পথ পরিবর্ত্তিত হইবাতে ফিনিসিয়ানগণের সৌভাগ্যশ্রী যে স্বপ্নাপগমের ন্যায় তিরোহিত হইয়াছিল তাহা অজ্ঞাত নহে। আলেকজণ্ডার নীলনদমুখবর্ত্তী তৎস্থাপিত নগরকে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য লইয়া যাইবার পথ স্বরূপ করণার্থ এত যত্নবান হইয়াছিলেন যে তাহা বাক্যে বর্ণনা করা যায় না। নেয়ারকসকে অর্ণবপোত সমূহ দিয়া প্রেরণ করা এই নিমিত্তই হইয়াছিল এবং ঐ অর্ণবপোত সমস্তের নির্ব্বিঘ্নে রক্তসাগর দিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হওন সংবাদ শ্রবণার্থ আলেকজণ্ডার এত উৎসুক হইয়াছিলেন যে নেয়ারকসের আগমন সংবাদ পাইয়া তিনি আনন্দবাষ্পাকুল লোচনে কহিয়াছিলেন "আমি দেবরাজের সপথ করিয়া বলিতেছি যে এই সংবাদে আমি যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছি সমস্ত আসিয়ার অধিকারী হইলেও তত হইতাম না।" আলেকজণ্ড্রিয়া নগর ভারতবর্ষের সহিত সাক্ষাৎ বাণিজ্যে অল্পকাল মধ্যে এরূপ সমৃদ্ধিশালী হয় যে তাহার প্রভায় অন্যান্য নগর সমস্ত মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, অধিক কি বহুকীর্ত্তিময়ী মিসর দেশের নগরাদিকে নিষ্প্রভ করিয়াছিল। পরে আলেকজণ্ড্রিয়া রোমান সাম্রাজ্য ভুক্ত হইবাতে যদিও তাহার প্রভূত্ব না ছিল ও রোমের অধীন হইয়াছিল তথাপি ভারতের বাণিজ্য বলে রোমান সাম্রাজ্যের বাণিজ্য বিষয়ক রাজধানী স্বরূপ ছিল এবং বসতি সংখ্যা, শোভা, ও বিভবাদি সম্বন্ধে রোমের তুল্য কক্ষ ছিল।

রোমান সাম্রাজ্য শ্রীহীন ও ছিন্নভাবাপন্ন হইলে আরবীয়েরা মহম্মদের প্রচারিত ধর্ম্মানুসরণ পূর্ব্বক বহুদেশ জয় করিয়াছিল এবং ভারতের সমস্ত বাণিজ্য হস্তগত করায় কালিফদিগের রাজপাট বোগদাদ নগর এরূপ বিভব লাভ করে যে আলেকজণ্ড্রিয়া রোম ও আথেন্সেরসৌভাগ্য একক তাহাতেই বর্ত্তিয়াছিল। হিন্দুস্থানের বাণিজ্যেই উক্ত নগরকে বলে অপ্রতিহত, বাণিজ্যে অদ্বিতীয় ও বিদ্যায় অতুল্য করিয়াছিল। মহম্মদীয় সাম্রাজ্য ছিন্ন হইবাতে ভারতের বাণিজ্য প্রবাহ ত্রিধারায় বিভক্ত হয়, তন্মধ্যে এক ধারা রক্তসাগর হইয়া আলেকজণ্ড্রিয়াতে যাওয়ায় ঐ নগর পুনর্ব্বার মস্তকোন্নত করে; দ্বিতীয় ধারা সিরিয়া দিয়া যাইবাতে সিরিয়ার পুনরুন্নতি ও তত্রত্য দুই একটী শ্রীহীন প্রাচীন নগর পূর্ব্ব সৌভাগ্যের কিয়দংশ পুনঃ প্রাপ্ত হয়; এবং অপর ধারা কাস্পিয় ও কৃষ্ণসাগর হইয়া ইস্তাম্বুলে যাইয়া ঐ নগরের বিশেষ উন্নতি সম্পাদন করিয়াছিল। যখন ইউরোপ খণ্ডে ভারতবর্ষীয় শিল্পাদির বহুতর ব্যবহার হইতে লাগিল, তখন স্থলপথে প্রেরিত (প্রচলিত) বাণিজ্যে সকলের অভাব মোচন ও অভিলাষ পূরণ হওয়া দুস্কর হইল। সেই সময়ে ভিনিস নগরীয়েরা অর্ণবজানোপরি আলেকজণ্ড্রিয়া একর ও ইস্তাম্বুল হইতে ভারতীয় বাণিজ্য ইউরোপে বহনারম্ভ করিল এবং তাহাদ্বারা অল্প বল ভিনিসনগর যে রূপ উন্নত হইয়াছিল তাহা অনেকেই জানেন। ভিনিসের সৌভাগ্য প্রভায় ইউ-

য়োপীয় সমস্ত নগর ম্লান করিয়া ঐ নগরকে এরূপ উন্নত করিয়াছিল যে মহা মহা রাজাগণও ভিনিসের আমন্ত্রণে আপনাদিগকে ধন্য বোধ করিতেন। ভিনিসের সহিত পূর্ব্বীয় বাণিজ্যের দ্বারস্বরূপ আলেকজণ্ড্রিয়া, একর ও ইস্তাম্বুল দৃঢ় সংবদ্ধ থাকাতে ইউরোপীয় অন্যান্য জাতি সমস্ত ঈর্ষাপরবশ হইয়া ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য জন্য নূতন পথাবিষ্কারে যত্ন করিতে লাগিল। পোর্ত্তুগাল বাসীদিগের দ্বারা ঐ পথ প্রথমে যে রূপে আবিষ্কৃত হয় এবং তদ্ধেতুক লিসবনের যে সৌভাগ্যোদয় ও ভিনিসের অবনতি হয় তাহা অপ্রচারিত নহে। পোর্ত্তুগালের পর হলাণ্ড, তৎপরে ডেনমার্ক ও পরিশেষে ইংলণ্ড ভারতের বাণিজ্য হস্তগত করিয়া যে পরিমাণে উপকৃত হইয়াছে তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন তন্নিমিত্ত তাহা এস্থলে লিখিতে বিরত হইলাম।

এস্থলে আমরা বর্ত্তমান ভারতবাসীদিগের আচরণ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া নিবৃত্ত হইতে পারি না। হায় যে ভারত ভূমি ইউরোপ, আসিয়া ও আফরিকার প্রাধান্য প্রদানের মূল কারণ ছিল, যাহার স্বাধীনতা ও সমুন্নতাবস্থায় জগতের অধিকাংশে সাঁওতাল অপেক্ষাও অসভ্য লোক বাস করিত ও যাহার শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান নীতি শাস্ত্রাদি বিষয়ক উন্নতিকে অদ্যাবধি ইউরোপীয় সভ্য জাতিগণ অনেকাংশে অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়েন নাই, সেই ভারত ভূমিকে দেশীয় অনেক কৃতবিদ্য লোক সভ্যতাহীনা জ্ঞান করেন। তাঁহাদিগের এজ্ঞান মাতৃভূমির প্রতি স্নেহ না থাকাতেই জন্মিয়াছে, নচেৎ কখনই সম্ভবে না। তাঁহারা ইউরোপায় সভ্যতায় মুগ্ধ হইয়া স্বদেশের সভ্যতার উন্নতি সাধনোপায় দেখিতে পান না, আর তাহাতে যে কত আনন্দ তাহাও বুঝিতে পারেন না। অনেকে ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ও ভাষাদির ব্যবহার ও অনুশীলনে দিনপাত করেন এবং বলেন দেশায় ভাষায় কি আছে যে দেখিব ও দেশীয় পরিচ্ছদাদির ব্যবহারে তাঁহাদিগের লজ্জা করে। তাঁহাদিগের ইত্যাদি রূপ বাক্যে আমরা কেবল তাঁহাদিগের বুদ্ধির ভ্রম দেখিয়া দুঃখিত হই। কোন এক খানি গ্রন্থ সহধর্ম্মিণী স্ত্রীর সহিত এক স্থানে বসিয়া পাঠ করিলে যদি স্ত্রী ঐ গ্রন্থের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন ও স্বামিকে বিশ্রাম দিবার জন্য স্বয়ং কতক কতক পাঠ করেন তাহা হইলে কি আনন্দের বিষয় হয়? মাতৃভাষা উন্নত না হইলে এরূপ আনন্দ লাভ করা হয় না—বিজাতীয় ভাষার সম্যক রসাস্বাদন করা অনায়াস সাধ্য নহে। আমরা এবিষয়ের কারণাদি প্রদর্শন করিয়া বহু সময়াপব্যয় করার প্রয়োজন বিবেচনা করি না। আমরা এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে এরূপ লোক অনেক আছে, যাহারা স্বদেশীয় সামান্য কবিওয়ালাদিগের কবিতা ও রামায়ণ মহাভারত পাঠে ইউরোপীয় হোমার, ডেণ্টি, সক্ষপির ও মিলনটনের রচনা পাঠাপেক্ষা তৃপ্তিলাভ করেন (পূর্ব্ববাক্য ভারতে সক্ষপিরাদি কবি সদৃশ কবির অসদ্ভাব ব্যঞ্জক বিবেচনা করা না হয়)। সহস্র লোকের প্রশংসা সত্বেও নিকট আত্মীয়ের কৃত প্রশংসা যে রূপ মনের অভূতপূর্ব্ব আনন্দদান করিতে পারে, মাতৃভাষায় প্রকটিত রসভাব সকল সেইরূপ হৃদয়প্রফুল্ল করে। বিজাতীয় ভাষায় সেরূপ হয় না, কারণ তাহার প্রতি লোকের স্নেহ থাকে না। বালকের অস্ফুট কথা শ্রবণে সকলেরি আনন্দ হয়, কিন্তু ছেলেটী নিজের হইলে ঐ আনন্দ কত অধিক হয়, তাহা পুত্রবান মাত্রেই অনুভব করিয়াছেন। একটী সুন্দর ভবন দেখিয়া সকলেরি নয়নরঞ্জন হয়, কিন্তু ভবনস্বামী উহা দেখিয়া যে রূপ দার্শনিক ও আন্তরিক সুখ ভোগ করেন সে রূপ কাহার হয় না। অতএব যে

স্থলে আপনার বলিয়া স্নেহ থাকে সেস্থলে বিশেষ আনন্দ লাভ করাই জগতের রীতি। যাঁহারা ভারতের নানা দোষ দেখেন তাঁহাদিগকে আমরা অনুরোধ করি যে ভারতের গুণভাগ অনুসন্ধানে যত্ন করুন তাহা হইলেই চন্দ্রে কলঙ্কের ন্যায় ভারতের গুণাবলিতে দোষ সমস্ত নিমজ্জন করিবে। বিদেশীয় (স্নেহে অনাবদ্ধ) হইয়াও সর উলিয়মজোন্‌স ভারতে আগমন কালে আরব্য সাগরে উপনীত হইয়া যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহারই বাক্যে আমরা নিম্নে লিখিতেছি এবং বোধ করি তৎপাঠে পাঠকগণের মধ্যে অনেকে ভারতের মহিমা বুঝিতে পারিবেন।

সর উলিয়ম জোন্‌স বঙ্গদেশে আগমন কালে আরব্য সাগরে পোত উপনীত হইলে পোত প্রেরকের টিপ্‌পনী দেখিয়া বুঝিলেন যে তাঁহার সম্মুখে ভারতবর্ষ রহিয়াছে, পূর্ব্বে পারস্য দেশ আছে ও পোতের পশ্চাৎভাগস্থ পতাকাবলী আরব্য বায়ু দ্বারা দোদুল্যমান হইতেছে। এই সকল দেখিয়া তাঁহার মনে যে হর্ষোদয় হইয়াছিল তাহা তিনি স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন যথা—"এই সময় আমার হৃদয়ে যে অসাধারণ আনন্দ উদয় হইল তাহা বাক্যে বর্ণনা করা যায় না—যে আসিয়া মনুষ্য বুদ্ধি বা বীর্য্যের প্রসবিনী, স্বভাব সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণা, বহুবিধ রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, আচার, ব্যবহার ও ভাষা দ্বারা নানালঙ্কারে ভূষিতা সেই আসিয়ার দ্বারা পরিবেষ্টিত রঙ্গভূমির মধ্যস্থলে আপনাকে উপনীত জ্ঞান করিলাম এবং বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, কীর্ত্তি ও বীর প্রসবিনী স্থান দর্শনে আত্মাকে চরিতার্থ করণার্থ উৎসুক হইলাম।"

পত্রবাহক কপোত।

আমরা বিশ্ব নিয়ন্তার সৃষ্টি কৌশলের প্রতি যতই নিরীক্ষণ করি ততই তাঁহার নৈপুণ্য দর্শনে চমৎকৃত হই, ততই তাঁহার অপূর্ব্ব শক্তি ও করুণার প্রমাণ আমাদিগের নয়ন ও মনের গোচর হয়। জগদীশ্বর জগতে যে সমস্ত তরু, লতা, গুল্ম, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি সৃজন করিয়াছেন তৎসমস্তই জগতের মঙ্গলার্থ তাহার কোন সন্দেহ নাই। যদিও আমরা অনেক বস্তু দেখি যাহার উপযোগিতা কিছুই অনুভব করা যায় না তথাপি এরূপ বিবেচনা করা অকর্ত্তব্য যে ঐ সকল বস্তু নিরর্থক সৃষ্ট হইয়াছে। মনুষ্য দ্বারা অনেক বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করা না হইবাতে বহু জ্ঞান অপ্রকাশিতাবস্থায় আছে এবং অনেক বিষয়ের দুরূহতা বশতঃ মনুষ্যে তাহার শীঘ্র মীমাংসা করিতে পারে না। অতএব যে সকল সৃষ্টির জগৎ সম্বন্ধে উপযোগিতা দেখা যায় না তৎসমুদায়কে নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা না করিয়া এই স্থির করা কর্ত্তব্য যে আমরা তাহার. উপকারিত্ব অদ্যাবধি বুঝিতে পারি নাই। উপরে যে একটী কপোতের চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে তাহার নাম পত্রবাহক কপোত। কপোত কুলের অধিকাংশের বিশেষ উপকারীত্ব যে রূপ অজ্ঞাত ইহারও উপযোগিতা সেই রূপ

অজ্ঞাত ছিল। ঘটনা ক্রমে এই কপোতের গুণ লোক সমাজে পরিচিত হইবাতেই ইহার গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। এই কপোত যে স্থানে থাকে সে স্থান এত উত্তম রূপে চিনিতে পারে যে উহাকে স্থানান্তরে লইয়া শূন্যমার্গে উড্ডীন করিলেই নিজ বাসস্থান ঠিক করিয়া তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে। এই গুণ দেখিয়া পূর্ব্বে লোক নিকটস্থ বন্ধুবান্ধব, ও প্রণয়ী দিগকে ইহার দ্বারা পত্র প্রেরণ করিতেন এবং তদ্দারা ক্রমশঃ ইহার দূর ও বেগ-গামীত্ব জ্ঞাত হইয়া লোক ইহা দ্বারা অতি দূর দেশেও পত্র প্রেরণ করিতেছে।

আমাদিগের গৃহ পালিত কপোত কুলের মধ্যে বোধ হয় পত্রবাহক কপোতই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও আমাদিগের কর্ম্মোপযোগী—(যাহা জানা আছে)। এই জাতীয় কপোত দীর্ঘে প্রায় ১৩। ১৪ ইঞ্চি উর্দ্ধে ছয় ইঞ্চি, পুচ্ছ সাত ইঞ্চি, পদ ২৷৷০ ইঞ্চি, পদের অধিক ভাগই প্রায় খালি চর্ম্মাবৃত অস্তি ও অল্পার্দ্ধ পক্ষাবৃত; পক্ষাগ্র পুচ্ছাপেক্ষা লম্বা, চঞ্চু প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি, নাশারন্ধ্র অল্প স্ফীত, চক্ষু কৃষ্ণ-সার-রক্তবর্ণ। আমরা প্রায়ই ইহাকে প্রকৃত বোগ-দাদ ও ওলানের সহিত ভ্রম করিয়া থাকি কিন্তু উক্ত জাতীর সহিত বোগদাদ বা ওলানের অ-নেক প্রভেদ আছে বোগদাদের চঞ্চু ইহা অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ লম্বা ও নাশারন্ধ্রের মাংশ এরূপ পরি-বর্দ্ধিত ও স্ফীত যে আমরা তাহাকে "ফুল" বলিয়া থাকি বাস্তবিক প্রায় একটী গোলাপ পুষ্পের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং চক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী চর্ম্মখণ্ড (বা ফেরা) ও এরূপ বর্দ্ধিত যে তাহাও ক্ষুদ্র পুষ্প মালাবৎ দৃষ্ট হয়। ওলানের চঞ্চু প্রায় ইহাদের অর্দ্ধ লম্বা হইয়া থাকে ও চক্ষের মাংশ খণ্ড প্রায়ই বোগদাদাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে কিন্তু এই জাতীর চক্ষের উপরের চর্ম্মখণ্ড এরূপ অল্প যে কোচকা মাত্রই নাই সুতরাং আমরা তাহাকে ফেরা নাই বলিলেও ক্ষতি হয় না। এই বাহক জাতী এতদ্বেশে গৃহবান ("গেরোবান") নামে বিখ্যাত এবং ইহার গুণ বলিতে গেলে প্রধান গুণ যে অতি দূরদেশ হইতেও ইহারা এরূপ পূর্ব্ব বাসস্থান নির্ণয় করে যে তাহা কখন অন্য জীব মাত্রে সম্ভবে না ও তাহার পর এত দ্রুত গমন করে যে তাহাও অন্য পক্ষীকুল দুর্লভ। ইহা অনায়াসে একদিনের পথ এক ঘণ্টায় গমন করিতে পারে এবং সামান্যরূপ শিক্ষিত হইলে দুই দিনের পথ ১ ঘণ্টায় যাইতে পারে। ইহারা এত প্রভু-বশম্বদ ও ইঙ্গিত লক্ষক যে এতদ্দেশে গৃহবান সকল প্রভুর ইঙ্গিত মাত্রে উর্দ্ধে, নীচে প্রভুর মতে উড়িতে থাকে ও ইঙ্গিত মাত্রে পক্ষ রুদ্ধ করিয়া ভূমিতে পতিতও হয়। এই জাতীর উত্তমাধম বিচারে এতদ্দেশে প্রথমে চক্ষুর চোট বড় বিচার করিয়া থাকে কিন্তু ইহার যথার্থ বিচার উড়ান—দ্রুত বাহুল্যে ভাল ও তদ-ভাবে মন্দ, আমাদিগের মতে বিচারযুক্তি হয়। এই পত্রবাহক কপোত অতি পুরাতন কালাবধি ইউরোপ ও আশিয়া খণ্ডে জানিত হইয়া আসি-তেছে এমন কি ইলিয়স সাহেব বলেন যে টরাস্থি-নিস গ্রিক রাজ্যের ওলিম্পিক গেম নামক মেলার জয় সংবাদ এই পত্রবাহক কপোত দ্বারা তাঁহার পিতৃ সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রায় এই সময়েই ইংলণ্ডেও যে এই পারাবতের ব্যবহার ছিল তাহা-রও প্রমাণ পাওয়া যায়, টাইবরণে যে সকল লোক ফাঁসি যাইত তাহার সংবাদাদি লণ্ডনে এই কপোত আনিত, এবং আলিপো নগরে যে "ইংলণ্ডীয় তুরক্ষ কোম্পানি" নামে এক দল বণিক ছিল তাহা-দের অর্ণব জানের সংবাদ সকল এই পত্রবাহক কপোত দ্বারা আলিপো নগরে প্রেরণ করিয়া ইংরাজেরা বিলক্ষণ লাভালাভ করিতেন। গত

খ্রীষ্টাব্দের ফ্রাঙ্কো প্রুশিয়ান মহাযুদ্ধের সংবাদাদি এই পত্রবাহক কপোত দ্বারা প্যারিশ মহানগরে প্রেরিত হইত।

টেলিগ্রাফের সংবাদ অতি সংক্ষেপে আইসে কিন্তু পত্রবাহক কপোত দ্বারা প্রেরিত সংবাদে সে দোষ ঘটে না যেহেতু অস্থূল কাগজে তিনশত শব্দে একখানি চিঠী লিখিলেও কপোত তাহা অনায়াসে লইয়া যায়। বাহুল্যে সংবাদ প্রেরণার্থ সংবাদটী প্রথমে বড়২ করিয়া এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া তাহার ফটগ্রাফ যন্ত্রদ্বারা ছবি লইয়া এই কপোতের পক্ষে ঝুলাইয়া ছাড়িয়া দিলে সেই কপোত এক ধ্যানে উড়িয়া নির্দ্দৃষ্ট স্থানে আসে এবং নির্দ্দৃষ্ট ব্যক্তি সেই পত্র লইয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা বর্দ্ধিত করিয়া মর্ম্মগ্রহণ করে।

এই পত্রবাহক কপোত আমাদিগের গৃহপালিত কপোতের ন্যায় দুইটী অণ্ড প্রসব করে এবং অন্যান্য গৃহপালিত কপোতাপেক্ষা ইহাদের শাবকোৎপাদিকাশক্তি কোন প্রকারেই ন্যূন নহে বরং অনেকাপেক্ষা অধিক।

পত্রবাহক কপোতের গতির বেগের যে প্রমাণ গুলি নিম্নে দিতেছি তাহা সকলেরই বিচিত্র বোধ হইবে কিন্তু এতৎ সমস্ত বাস্তবিক ঘটনা কিছু মাত্রও কল্পিত নহে এবং ইত্যাদি কারণ দর্শাইয়াই সুবিখ্যাত প্রাণীতত্ত্বজ্ঞ টেগেটমিয়ার এই কপোতের দ্রুত-বার্ত্তাহবত্ব তাড়িত বার্ত্তাবহের তুল্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ক্রীমিয়ায় যুদ্ধকালে সম্মিলিত সেনা দ্বারা সিবাষ্টপুল দুর্গগ্রহীত হইলে তৎসংবাদ গালী অন্তরীপ হইতে কলম্বোতে পত্রবাহক কপোত দ্বারা তাড়িত যন্ত্রে প্রেরিত বার্ত্তার পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছিল। সম্প্রতি কৃষ্টালপালেসে যে পরীক্ষা হয় তাহাতে ব্রসেল হইতে ৭২টী কপোত মধ্যাহ্নকালে ছাড়া হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাড়িত যন্ত্রযোগে সেই সংবাদ প্রেরিত হয়। লণ্ডনে কৃষ্টাল পালেসে প্রথম কপোতটী টেলিগ্রাফের ২ মিনিট পূর্ব্বে আসে।

স্কটলণ্ডে রাজার উকীলের যে বিশেষ ব্যবহার আছে তাহারকারণ।

অধীশ্বর প্রথম চারল্‌সের রাজ্যকালের কিয়ৎকাল সার টমাস হোপ স্কটলণ্ডের রাজউকীল ছিলেন এবং যদিও তিনি স্বয়ং বিচারপতির পদ কদাচ প্রাপ্ত হয়েন নাই, তথাপি তাঁহার বিশেষ আনন্দাভাব ছিল না, যেহেতু তাঁহার তিন পুত্র বিচারপতি হইয়াছিল ও তন্মধ্যে তন্নামীয়টী পরে প্রধান বিচারপতি হয়। সার টমাস হোপের তুল্য বয়োজ্যেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তির নিজ পুত্রগণের সমক্ষে বিচারকালে টুপি খুলিয়া বক্তৃতা করা অযোগ্য বিবেচনায় আদালত হইতে তাঁহাকে আজ্ঞা হয় যে তিনি স্বেচ্ছাক্রমে মস্তক আবৃতও করিতে পারিবেন। এই আজ্ঞা প্রচারাবধি স্কটলণ্ডের যত রাজউকীল সকলেই টুপি না খুলিয়া বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন এবং অদ্যাবধি ঐ ক্ষমতা তাঁহাদিগের বজায় আছে। এইরূপে অনেকানেক নিয়ম, যাহার কোন প্রয়োজন নাই এবং যাহা কোন বিশেষ সময়ে বিশেষ কারণ জন্য চলিত হয়, তত্তৎ কারণাভেও জীবিত থাকে।

লোভী উকীলের উপযুক্ত ব্যবহার।

অনেক আদালতে অনেক সদ্ব্যক্তা ও সুবিবেচক উকীল আছেন যাঁহারা কি অর্থাৎ শ্রমের টাকা পাইলে সন্তুষ্ট হয়েন এবং মোকদ্দমা যথার্থ কি আরোপিত তদ্বিষয়ে কোন বিবেচনা

করেন না। এতদ্ভিন্ন দুই এক জন উকীল এরূপও দেখা যায় যাঁহারা এত অর্থ প্রিয় যে কখন২ দো-তরফা ফি গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডে প্রথমোক্ত শ্রেণীর এক জন উকীলের যাহা ঘটিয়াছিল তাহা প্রথমে লিখিতেছি পরে দ্বিতীয় শ্রেণীর কথা বলিব। একদা লণ্ডনের কোন সুবিখ্যাত অর্থ পিচাশ উকীলের নিকট এক চোর যাইয়া তাঁহাকে কহিল যে তিনি তাঁহাকে রাজদণ্ড হইতে মুক্ত করিতে পারিলে পর্য্যাপ্ত পুরস্কার দিবে। উকীল ঐ চোরের মোকদ্দমা বিচার কালে অর্থলোভে প্রাণপন করিয়া তাঁহাকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিল। এই রূপে ফাঁসি হইতে রক্ষিত হইলে চোর কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ ঐ উকীলের ভবনে যাইয়া তাঁহাকে ২৫০০ টাকা দিল। উকীল সন্তুষ্ট হইয়া চোরকে অভ্যর্থনা করিয়া আহার করাইলেন এবং সে দিবস তাঁহার আলয়ে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন চোর সম্মত হইয়া তাঁহার ভবনে শয়ন করিল। মধ্য রাত্রে চোর উঠিয়া উকীলের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া ও মুখে কাপড় দিয়া রাখিয়া সর্ব্বস্ব হরণান্তে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কথা এস্থলে কহিতেছি—কোন লোভী উকীল এক মোকদ্দমায় দুই তরফায় ফি লইয়া কোন তরফেই না দাঁড়াইয়া বিচার কালে আদালত হইতে প্রস্থান করেন। ঐ দুই তরফের মধ্যে বাদী মোকদ্দমা হারিয়া উকীলের গৃহে যাইল এবং তাঁহাকে ফি ফিরোত দিতে কহিল, উকীল উত্তর করিলেন "ফি ফেরোত কেন দিব তোমার ইচ্ছা হয় আদালতে জানাও।" এই বাক্যে বাদী কহিল যে আদালতে যানাইতে হইলে তিনি আর যাঁহাকে ফি দিবেন সে ব্যক্তির নিকট আবার ফি ফেরত পাওয়া দায় হইবে অতএব তিনি আদালত সাক্ষী করিয়া আসিয়াছেন ও বিচার অবিলম্বে হইবে। এই বলিয়া ঐ ব্যক্তি নিজ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে দুইটী পিস্তল বাহির করিয়া উকীলের বক্ষে লক্ষ করিয়া কহিল "যদি ফি দেহ তো ভাল নচেৎ তোমাকে মারিব।" উকীল আস্তে ব্যস্তে তাহার টাকা ফেলিয়া দিলেন ও সে ব্যক্তি প্রস্থান কবিল।

ফিজির বিবরণ।

হম্মদ আকবর শাহ যদিও বাল্য-কালাবধি "কতলে ফিরাঙ্কাফেরান" মতানুসারে শিক্ষিত হইয়াছিলেন তথাপি তাঁহার নিজ উন্নতচিত্ত সেই মতের অনুগামী হইয়া অন্যধর্ম্মাবলম্বীগণের প্রতি অত্যাচারে প্রবর্ত্ত হয় নাই। তিনি সকল ধর্ম্মের লোককে সমান ব্যবহার করিতেন এবং তিনি নিজ ধর্ম্ম স্থির করণার্থই হউক বা জ্ঞানলাভেচ্ছাতেই হউক, যথেষ্ট যত্নের সহিত বিজাতীয় ধর্ম্ম সকলের তত্ত্বানুসন্ধান করিতেন। খ্রীষ্টধর্ম্মের জ্ঞানলাভার্থ আকবর সাহ যে পোর্তুগাল হইতে এক জন খ্রীষ্টধর্ম্ম যাজককে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য ধর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধানার্থ যে তিনি বহুব্যয় ও যত্ন করিতেন তাহার প্রমাণ পুরাবৃত্তে অনেক দেখা যায়। অন্যান্য ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার অনুসন্ধিৎসা সহজেই সফল হইয়াছিল কিন্তু প্রথমতঃ হিন্দুধর্ম্মের কিছুই করিতে পারেন নাই যেহেতু হিন্দুগণের ধর্ম্মতত্ত্ব ম্লেচ্ছাদির নিকট প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ছিল। পরে আকরর শাহ হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানলাভ করিবার জন্য যে কৌশল করিয়াছিলেন তাহা বর্ণন করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আকবরশাহ যখন ভয়, মৈত্রতা, ও প্রলোভনাদি দর্শাইয়া ব্রাহ্মণগণকে ধর্ম্ম প্রকাশে লওয়াইতে পারিলেন না তখন তিনি নিজ সুবিখ্যাত অমাত্য

আবুলফজলের সহিত মন্ত্রণা করিয়া স্থির করিলেন যে কোন সূত্রে এক জন মসলমানকে হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পাঠ করাইতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ আবুলফজলের ভ্রাতা ফিজিকে (যে তৎকালে অল্প বয়স্ক বালক ছিল) শিখাইয়া পিতৃ মাতৃ হীন বালকরূপে কাশীতে প্রেরণ করেন এবং তথায় কৌশলক্রমে ফিজির বাক্যে বিশ্বাস করিয়া এক জন সুবিজ্ঞ অধ্যাপক তাহাকে পরিবার মধ্যে রাখিয়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। যখন ফিজি ১০ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় অধিকারী হইল ও তৎকালীন কাশীতে প্রচলিত শাস্ত্র সমস্ত অধ্যয়ন করিল, তখন অধীশ্বর তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে আনয়নের আয়োজন করিলেন। ফিজির শিক্ষাগুরুর একমাত্র কন্যা ছিল ও ঐ কন্যার প্রতি তাহার আশক্তি জন্মিয়াছিল। ব্রাহ্মণ ঐ আশক্তি বুঝিয়াছিলেন ও ফিজির অসাধারণ বুদ্ধিচাতুর্য্যে সন্তুষ্ট থাকাতে তিনি তজ্জন্য দুঃখিত না হইয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছিলেন এবং ফিজিকে কন্যার পাণিগ্রহণে অনুরোধ করেন। ফিজি এই ঘটনায় উভয় সঙ্কটে পড়িলেন, প্রণয়পাশ ছিন্ন করাও সহজ নহে অথচ শিক্ষাগুরুর ধর্ম্ম নষ্ট করা অত্যন্ত অধর্ম্ম; কি করেন পরিশেষে ব্রাহ্মণের চরণাগত হইয়া বহু বিনয়ের সহিত আপন বৃত্তান্ত কহিলেন। ব্রাহ্মণ তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে নিজ কক্ষ হইতে এক ছুরিকা বাহির করিলেন এবং তদ্দ্বারা নিজ প্রাণ নষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন। ফিজি তাঁহার হস্ত ধরিয়া কাতরতার সহিত কহিল "আপনি আমাকে ক্ষমা করুন—আত্মঘাতী হইয়া আমাকে একেবারে অনন্ত পাপে মগ্ন করিবেন না এখনও যদি কোন প্রায়শ্চিত্ত থাকে বলুন আমি প্রাণ দিয়া তাহা করিব আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি।" এই বাক্য শ্রবণে ব্রাহ্মণ বাষ্পাকুল নয়নে কহিলেন "তুমি যদি আমার দুইটী বাক্য রক্ষা কর তবে আমি প্রাণত্যাগ করিব না ও তোমার অপরাধ মার্জনা করিব" ফিজি তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইবাতে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কহিলেন "তুমি কখন বেদের অনুবাদ করিয়ো না এবং হিন্দুর ধর্ম্ম মন্ত্রাদি কাহাকে বলিয়ো না।"

ফিজি তাঁহার প্রতিজ্ঞা কি রূপে রক্ষা করিয়াছিলেন ও আকবরকে কি বলিয়াছিলেন ও কি বলেন নাই তাহা বিশেষে জানিবার উপায় নাই কিন্তু এ পর্য্যন্ত স্থির বলা যাইতে পারে যে তিনি কিম্বা অপর কোন মুসলমান দ্বারা বেদ অনুবাদিত হয় নাই।

ভ্রমণকারী।

উরগো আসি আসরে, স্বর্ণময় বীণা করে,
বাক্‌দেবী কমলবাসিনী।
ডাকিছে অকৃতি দাস, পুরাহগো অভিলাষ,
আনি সাথে কল্পনা সঙ্গিনী॥
প্রবাস বর্ণন ছলে, অবচয়ি সকৌশলে,
কবিতা কুসুম অভাজন।
পূজিবেগো মা তোমার, পদকোকনদাকার,
দেহ আজ্ঞা এই আকিঞ্চন॥
দূর কলিকাতা বঙ্গে, পূত বারাণসী সঙ্গে,
পঞ্চাশত যোজন অন্তর।
ন্যূনে অর্দ্ধমাস পথ, এল লৌহবর্ত্মে রথ,
দুইদিনে বাষ্পে করিভর॥
রঞ্জনের ছটাপরি, অপ্রাচী দিকসুন্দরী,
প্রকাশিল প্রফুল্ল বদন।
ধরি অরুণ বরণ, দিলেন শতকিরণ,
শিরে তার সিন্দুর যেমন॥

শূন্যে রজোরাশি তুলি, পরে আইল গোধূলি,
স্ববাসে আসিল গবী সব।
অস্তগত দিনমণি, আনন্দ সময় গণি,
উচিঙ্গা তুলিল ঝিল্লিরব॥
গোষ্পদের ধূলাদল, পুনঃপ্রাপ্ত ধরাতল,
উঠিয়া গোগৃহ ধূমাবলী।
কাটিয়া শিশির ভার, উঠিতে না পারি আর,
পোরে মাঠ বাট কুঞ্জস্থলী॥
সমাগতা সন্ধ্যাধনী, শিরে শোভে শুক্রমণি,
তমোময় বসন পরিয়া।
উড়িল জোনাকি দলে, প্রেমবাতি নিরমলে,
তরুদল দেহ সাজাইয়া॥
হেনকালে বাষ্পযানে, রাজঘাট নাম স্থানে,
উত্তরিয়া পান্থ একজন।
অদূরে বিরাজমানা, জাহ্নবী নদী প্রধানা,
অগ্রসরি করে দরশন॥
তামসী নবমী রাত্র, দৃষ্টিগত নদীমাত্র,
আর সর্ব্ব তিমিরে আবৃত।
দীপ প্রতিবিম্বজলে, স্থানে২ মাত্রজ্বলে,
সলিল হিল্লোলে আন্দোলিত॥
তরঙ্গিণী পারহেতু, তরিদলে বদ্ধ সেতু,
দেখিয়া সম্মুখে বিদ্যমান।
বিলম্ব না করি আর, পান্থ তাহে হয়ে পার,
প্রবেশিল কাশীপুণ্য স্থান॥
পরে রাজপথ ধরি, চলে যথা গোদাবরী,
ইতিপূর্ব্বে ছিলা বিরাজিতা।
এবে যার দেহোপরে, রাজপথ শোভা করে,
শাশকগণের বিরচিতা॥
পথশ্রমে দেহ শ্রান্ত, অপ্রশস্ত পথে ভ্রান্ত,
পান্থরাত্রে ভ্রমিতে লাগিল।
গঙ্গাপুত্র একজন, নিকটে আসি তখন,
বাসবাটী দেখাইয়া দিল॥

শ্রমের হইল ভঙ্গ, অলসে অবস অঙ্গ,
বিশ্রামের বিলম্ব না সয়।
প্রস্তুত ছিল আহার, খাইয়া কিঞ্চিত তার,
পান্থ গেল শয়ন আলয়॥
পথের শ্রমের পর, বিশ্রাম যে সুখকর,
বর্ণেতে করিব কি বর্ণন।
কটুরসে কসায়িত, রসনায় সুবাসিত,
সুরসের সংযোগ যেমন॥
রোদনান্তে শ্রান্ত দেহ সন্তান যেমন।
জননীর ক্রোড় পেলে শান্ত হয় মন॥
সেইরূপ আজি পান্থ নিদ্রার অঙ্কেতে।
ভুলিল শ্রমের স্মৃতি সুসুপ্তি সুখেতে॥
অবোধে রজনী ধনী হইল নিঃশেষ।
মঙ্গল আরতি শব্দে পূরিল প্রদেশ॥
উঠিল দেবমন্দিরে দামামার ধ্বনি।
মধুর মুরলী আর ঘণ্টা ঠনঠনী॥
সচকিতে উঠি পান্থ বাহিরেতে যান।
অমনি অরুণ আভা দেখিবারে পান॥
প্রাণপতি দিননাথে পাইয়া সুখেতে।
সম্ভাসিছে প্রাচী যেন সহাস্য মুখেতে॥
তরুণ অরুণ জ্যোতিঃ পরশি আকাশ।
বিমানে করিছে নানা রঙ্গের প্রকাশ॥
প্রাতঃক্রিয়া সারি পান্থ সহসঙ্গীগণ।
হেরিতে নগর শোভা করেন গমন॥
পুলকিত হেরি শত শঙ্কর মন্দির।
পাষাণে নির্ম্মিত দেহ স্বর্ণময় শির॥
দেখিল মন্দির দেহে ভাস্করের কাজ।
চিত্রপট পারিপাট্য দেখি পায় লাজ॥
কি কবে জাহ্নবী তট শোভা এই জন।
বিশ্বকর্ম্মা দেখিলেও বিমোহিত হন॥
শত শত চারু ঘাট সোপান সহিত।
পাষাণ রচিত নানা সুসাজে সজ্জিত॥

দূরেতে তরণীময় সেতু দেখা যায়।
পরেছে তটিনী যেন কুসুমমালায়॥
ইত্যাদি বিবিধ শোভা করি দরশন।
সুখেতে করিল পান্থ দিবস যাপন॥
রজনীর আগমনে গৃহেতে আসিল।
দেবার্চ্চন সঙ্খ ঘণ্টা নিনাদ শুনিল॥
ক্রমে নাগরিকগণ স্বকার্য্য সারিয়া।
শয়ন করিল নিজ গৃহেতে আসিয়া॥
সুনিবীড় তমোময় গভীর রজনী।
লভিছে বিরাম সুখ সুশান্ত ধরণী॥
দিনের বিবাদ দুঃখ কলহ ক্রন্দন।
ভুলেছে বিশ্রাম সুখে ভবে জীবগণ॥
দুরাচার পাপমতি পাপীর হৃদয়ে।
বিগত হয়েছে পাপ স্মৃতি এসময়ে॥
শোকাকুল তাপিজন বিদগ্ধ অন্তরে।
বিরাজে বিস্মৃতি এবে নিদ্রাদেবী বরে॥
চারিদিক্ স্তব্ধ অতি শব্দ নাহি হয়।
নিজে যেন শান্তিদেবী হলেন উদয়॥
ক্রোড়েতে লইয়া যত সন্তান সন্ততি।
সুখেতে ঘুমাল যেন বসুমতী সতী॥
সকলি বিশ্রাম সুখে সুখী এসময়।
এবে কেন পান্থ আঁখি উন্মিলত হয়॥
উঠেছে বিরহানল তাহার অন্তরে।
বিরাম পাইয়া মন ছটফট করে॥
দিবসেতে ইতস্তত দেখি যোগেযাগে।
ভুলিয়াছিল প্রবাসী স্নেহ অনুরাগে॥
নিশিতে হয়েছে পান্থ এখন নির্জ্জন।
স্নেহের নিগড় তারে করেছে বন্ধন॥
দূরেতে আছেহে যত প্রাণপ্রিয়জন।
স্মৃতিভরে দেখিতেছে তাদের বদন॥
ইচ্ছিতেছে পেয়ে পক্ষ পক্ষীর সমান।
উড়িগিয়া যুড়াইতে তাপিত পরাণ॥

শিব ডেগণ পাগোডা।

মরা পূর্ব্ব পত্রে সিংহলের প্রাচীন দেবালয়ের চিত্র প্রকাশ করিয়াছি এবং পাঠকগণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম যে সাবকাশ মত অন্যান্য দেশীয় দেবালয়ের চিত্র এই পত্রে প্রচার করিব। বর্ত্তমান খণ্ডে ঐ প্রতিজ্ঞা পালনার্থ রেঙ্গুনের শিবডেগণ নাম দেব মন্দিরের (পাগোডা) চিত্ত প্রকাশ করিলাম বোধ করি পাঠকগণ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন।

যে দেশে যে দ্রব্য সুপ্রাপ্য সে দেশে সেই দ্রব্য বহু বিষয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে ইষ্টক নির্ম্মাণোপযোগী অবহুবালুকাময় মৃত্তিকা অনায়াসে লভ্য বলিয়াই এতদ্দেশের গৃহাদি নির্ম্মাণ ইষ্টক দ্বারাই হইয়া থাকে; প্রস্তর বা কাষ্টে করিতে গেলে ইষ্টকাপেক্ষা বহু ব্যয় পড়ে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মৃত্তিকা বহু-বালুকাপূর্ণ তজ্জন্য ইষ্টক নির্ম্মাণ করা তথায় সহজ ব্যাপার নহে, তথায় ইষ্টকাপেক্ষা প্রস্তর অল্প মূল্যে প্রাপ্য বলিয়া তথাকার অট্টালিকাদি প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হয়। রেঙ্গুনে কাষ্ঠ অনায়াস-লভ্য তজ্জন্য তথায় কাষ্ঠের ব্যবহার বহু পরিমাণে হইয়া থাকে। রেঙ্গুন বাসীরা কাষ্ঠের দ্বারা দুর্গ, আবাস মন্দির প্রভৃতি অনেক অনেক নির্ম্মাণ করিয়া থাকে এবং কাষ্ঠের কার্য্য এত পারিপাট্যের সহিত করে যে অপর কোন স্থানে সে রূপ হয় না। রেঙ্গুন বাসীগণের আবাস, বিপণি অতিথিসালা, দেবপুরী প্রভৃতি অধিকাংশ যদিও কাষ্ঠ নির্ম্মিত তথাপি তদ্দ্বারা নগরের এক রূপ বিশেষ শোভা সম্পাদিত হয়। তাহাদিগের হর্ম্ম্যাদির ছাদ সকল এদেশীয় ছাদের ন্যায় সমতল নহে বহুবিধ চূড়া ও অসমতল ভাবাপন্ন অলঙ্কা-

শিবডেগণ পাগোডা।

রাদি দ্বারা পরিশোভিত থাকাতে প্রাসাদ গুলি অতি মনোহর ও চিত্তাকর্ষক। রেঙ্গুনের স্থান বিশেষ কাষ্ঠময় অট্টালিকাতে এরূপ শোভিত যে আমরা তাহা দেখিলে দেব পুরীর ভাব মনে উদয় হয়।

অত্র পত্রে যে চিত্রটী প্রদত্ত হইল তাহা রেঙ্গুনের একটী পূরাতন ও উৎকৃষ্টতর দেব মন্দিরের চিত্র। এই মন্দিরকে রেঙ্গুন বাসীগণ শিবডেগন পাগোডা নামে কহে এবং ইহাকে বহু যত্নে ও ভক্তির সহিত রক্ষণাবেক্ষণ করে। অনতিকাল পূর্ব্বে এই পবিত্র মন্দিরের অগ্র চূড়া ভগ্ন হইবাতে ব্রহ্মদেশের বর্ত্তমান রাজা বহুব্যয় ও সমারোহের সহিত সেই স্বর্ণময় চূড়া যথাস্থানে পুনর্ব্বার সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশীয় প্রধান কমিস্যনর বাহাদুর ইডেন সাহেব সেই সমারোহ কালে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

নূতন গ্রন্থের সমালোচনা।

কায়স্থ নৃপ।—অর্থাৎ "যবনাধিকারের পূর্ব্বে যে কায়স্থ বংশোদ্ভব নৃপতিগণ রাজত্ব করেন এবং

যাঁহারা ইদানীন্তন রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন তৎসমুদায়ের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ” এই গ্রন্থে নূতন কিছুই নাই। রাজা রাজনারায়ণ কায়স্থ কৌস্তভে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে কায়স্থ জাতি শূদ্র নহে একপ্রকার ক্ষত্রিয়বর্ণ সেই মত পোষকের নিমিত্ত, উহার দ্বিতীয়খণ্ডে কায়স্থ নৃপতি-গণের যে নামের তালিকা আছে তাহা অবিকল এই পুস্তিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল নৃপতি-গণের নাম আইন আকবরীর মত সম্মত। পূর্ব্বে এই প্রস্তাবটী গ্রন্থকার সোমপ্রকাশে প্রকাশ করি-য়াছিলেন, এক্ষণে বন্ধুবর্গকে বিতরণের নিমিত্ত পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মরক্ষণী সভা এবং শ্রীল শ্রীযুক্ত যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্ বিষয়ক। প্রিনস্ অব ওয়েলস্ মহোদয় পীড়িত হইলে কতিপয় শ্লোকে ভারতবর্ষীয় সভার সভাপতি রাজা কালী-কৃষ্ণ বাহাদুর, দেবতাগণের নিকট যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাই ইংরাজী ও বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত প্রকাশিত হইয়াছে। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহা-দুরের এতদ্ অপেক্ষা অন্যান্য দেশহিতকর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত।

সর্ব্বামোদতরঙ্গিণী।—৺ নীলরতন হালদার প্রণীত। এই গ্রন্থখানি চিরঞ্জীব ভট্টকৃত ,বিদ্বন্মোদ-তরঙ্গিণীর আদর্শে রচিত হইয়াছে যথা গ্রন্থকার কৃত শ্লোকে লিখিত আছে।

বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী বিরচিতাপূর্ব্বং যথাপণ্ডিতৈঃ
পঞ্চোপাস্তিবিবাদভঞ্জনকৃতে গৌরেশ্বরস্যাজ্ঞয়া।
সর্ব্বামোদতরঙ্গিণী খলু তথাসম্পাদিতা সাম্প্রতং
নানাজাতি বিবাদভঞ্জনকৃতে ধর্ম্মোপদেশায়চ ॥

চিত্তরঞ্জিকা।—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। একখানি নানাবিষয়িণী কবিতাবলী। গ্রন্থকার প্রতি বিষয়ের শীর্ষদেশে একটী করিয়া ইংরাজী কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় তিনি ইং-রাজী কবিতার উত্তমরূপ রসাস্বাদন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার চিত্তরঞ্জিকা প্রকৃত চিত্তরঞ্জিকা করিতে পারেন নাই। তাঁহার কবিতা পাঠে বোধ হয় তিনি রচনা করিতে ক্রমে অভ্যাস করিলে সুলেখক হইতে পারিবেন।

কবিতাকুসুমমালা। প্রথমভাগ।—শ্রীব্রজসুন্দর রায় কর্ত্তৃক প্রণীত। ইহাতে বালকের পাঠোপ-যোগী কতিপয় কবিতা আছে। বালকের পাঠ্য গ্রন্থ নির্দ্দোষ হওয়া আবশ্যক, নতুবা নিম্নলিখিত কুকবিতা পাঠে, সুকুমার মতি বালকবৃন্দের, কোন ফল দর্শিবার সম্ভব নাই যথা—

“বিদ্যাদেন সুবিনয়, বিনয়ে-পাত্রতা;
পাত্রতায়ধনদেয়, ধনে—ধার্ম্মিকতা”

চণ্ডী। এ পর্য্যন্ত মূল সংস্কৃত হইতে মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবী মাহাত্ম্য বাঙ্গলা পদ্যে অনুবা-দিত হয় নাই, সেই অভাব পূরণার্থ এক জন বিচ-ক্ষণ পণ্ডিত এই অভিনব বাঙ্গলা চণ্ডী, অতি সুম-ধুর সরল পদ্যে অবিকল অনুবাদ করিয়াছেন।

চমৎকার চম্পূ। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র নাগ কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা পুরাণ প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১ টাকা আমরা “চমৎকার” নাম শুনিয়া এক খানি পুস্তক ক্রয় করিয়া, কএক পংক্তি মাত্র পাঠ করতঃ যথার্থ চমৎকৃত হইলাম। পাঠকগণ মনে করিতে পারেন বুঝি সুমধুর রচনা পাঠে আমাদি-গকে চমৎকৃত করিয়াছে—তাহা নহে—এই বলিয়া চমৎকৃত হইলাম যে আপন স্বভাবের ভাবান্তর না হইলে কোন ব্যক্তির স্বনামে এই পুস্তক প্রকাশ করিতে সাহসী হওয়া অসম্ভব। এখানি কাব্য কি নাটক কিছুই বুঝা গেল না। ইহার ক্ষুদ্র ইংরাজী ভূমিকায়, গ্রন্থকার আপন পরিচয় দিয়া-ছেন, তৎ পাঠে তিনি যে ইংরাজী ভাষায় কিঞ্চিৎ

জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহা বোধ হয় না, সে যাহা হউক বাঙ্গলা রচনা অপেক্ষাকৃত ভাল হইবে বোধ হইয়াছিল,—কিন্তু তাহা ও বিদ্যালয়ের অল্প বয়স্ক বালকের রচনা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট এবং মধ্যে২ দুই একটী কবিতা অন্য পুস্তক হইতে অপহরণ করা হইয়াছে যথা।

৬৫ পৃষ্ঠায়—"অতিশয় দুরদেশ বান্ধব বিহীন।
বিষাদে বিদরে বুক বদন মলিন॥"

ইহা "ট্র্যাবলারের" বাঙ্গলা অনুবাদের প্রথম দুই পংক্তি। আমরা বিনীত ভাবে অনুরোধ করিতেছি যে এতাদৃশ গ্রন্থ রচয়িতা এককালে লেখনী পরিত্যাগ করুন, নতুবা বাঙ্গালা ভাষার আর নিস্তার নাই।

লক্ষ্মণ-বিবাসন—এই গদ্য গ্রন্থখানি শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মজুমদারের প্রণীত। ইহাতে শ্রীরামচন্দ্রের জানকী পরিত্যাগের পর হইতে তাঁহার লক্ষ্মণকে বিবাসনান্তে ভ্রাতৃদ্বয় সহিত শরীর ত্যাগ পর্য্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। রচনা মন্দ নহে, পাঠকগণের দর্শনার্থ আমরা এই গ্রন্থের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

"পর দিবস রজনী প্রভাত হইমাত্র দিগবলয় অরুণ দেবের তরুণ ময়ুখ মালায় পরম রমণীয় বেশ ভূষায় বিভূষিত হইল। দিবাচর পশু পক্ষী সমুদায় প্রফুল্লান্তঃকরণে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে লাগিল। মরাল, সারস, কলহংস প্রভৃতি জলচর পক্ষীরা অব্যক্ত মধুর তান লয়-স্বরে যেন, জগৎপাতা জগদীশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। সুশীতল-মারুত-হিল্লোলে, বনস্পতি শ্রেণী অঙ্গ-দোলাইয়া যেন প্রকৃতি দেবীর পদানত হইতে লাগিল। এতদবসরে রঘুকুল শেখর রামচন্দ্র নৈমিত্তিক প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর সভামণ্ডপে উপনীত হইলেন।" গ্রন্থখানির ছাপা ও কাগজ উত্তম এবং মূল্যও অনধিক নিরূপিত হইয়াছে।

আর্য্যাশতকম্—একশত সংস্কৃত আর্য্যা ছন্দের শ্লোকে সম্পন্ন এই ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থের রচয়িতা বঙ্গীয় পাঠকগণের নিকট অপরিচিত নহেন। কুলীন কুলসর্ব্বস্ব, রত্নাবলী, শকুন্তলা, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাটকগুলি ইহাঁরই কৃত এবং তৎসমস্ত পাঠেই সকলে এই গ্রন্থের গুণাগুণের কতক অনুভব করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কবিত্ব যেরূপ তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থ যদিও সংস্কৃত ভাষার রচিত তথাপি (ভাষার গুণেই হউক বা যত্নের বলেই হউক) তাঁহার কবিত্বশক্তির পূর্ব্বাপেক্ষা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। আর্য্যাশতকের শ্লোকগুলি যদিও নানা বিষয়িনী ভাবাত্মক ও পরস্পর অসংলগ্ন তথাপি এরূপ কৌশলে পর পর সন্নিবেশিত যে তাহা এক প্রকার সংলগ্ন বলিলেও বলা যায়। শ্লোক সকলের সন্নিবেশই বিশেষ চাতুর্য্য ও পরিমার্জিত রুচির (পছন্দ) পরিচয় প্রদান করিতেছে। গ্রন্থখানির মধ্যে অনেক যমকালঙ্কার প্রযুক্ত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে অনেকগুলি সুন্দর ও সরল। আর্য্যাশতকের উৎকর্ষ পাঠকগণকে বিদিত করণার্থ নিম্নে তিনটি শ্লোক ক্রমান্বয়ে উদ্ধৃত করিয়া তাহার অনুবাদও দিলাম।

"কবিতাকমলবিকাশে সবিতাকবিরেবনাপরঃ কশ্চিৎ।
ধরণীধারণকার্য্যে শেষাৎ কোন্যসমর্থোভূৎ ॥৬॥
এষামুধৈববার্ত্তা নসুধা বসুধাতলে সুলভ্যেতি।
নবরস রসিকজনাস্যোদ্ভূতভারতী যদত্রাস্তে ॥ ৭॥
লেখনি খনিরসি লোকে কবিকর কলিতাসুবর্ণরত্নানাম্
সা ত্বং পরার্থসিদ্ধেঃ কর্ত্রী চাধোমুখীভূয় ॥ ৮॥"

অস্যার্থ।

কবিতাকমলপ্রস্ফুটনে কবিই দিনকর অপর

কেহ নহে, যথা পৃথিবী ধারণ বিষয়ে বাসুকি ভিন্ন কে পারক হইয়াছিল? অমৃত জগতে দুষ্প্রাপ্য এই কথা সত্য নহে যেহেতু নবরসরসিক কবি মুখ-নিশ্রুত বাক্য এস্থানে আছে। হে লেখনি কবি-দিগের কর দ্বারা উদ্ধৃত কবিতারূপ সুবর্ণরত্নাদির তুমিই খনি আর সেই তুমি অধোমুখী হইয়া পরা-ভিললাষ পূরণকারিণী হইয়াছ।

রাজস্থানের ইতিবৃত্ত—এই গ্রন্থখানি খণ্ডশঃ নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার প্রথম খণ্ড, যাহা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, অতি উত্তম কাগজে ও সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা সুবিখ্যাত ইংরাজি "আনালস আফরাজস্থান" নামক গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত হইতেছে এবং অনু-বাদকর্ত্তা বিশেষ যত্নে লিখিতেছেন। লেপ্টনেণ্ট করনেল টড সাহেব মূল ইংরাজি গ্রন্থখানি বহু তত্বানুসন্ধান, শ্রম ও যত্নের সহিত লিখিয়াছি-লেন। তিনি অনেককাল রাজস্থান প্রদেশে কার্য্য বশতঃ থাকাতে তত্রত্য প্রাচীন ইতিহাস, প্রশস্তি-পট্ট, অনুশাসন, রাজগণের কুলজী প্রভৃতি পুরাবৃত্ত সংগ্রহের মূল প্রমাণ সঞ্চয়ে সক্ষম হইয়াছিলেন। উইলসন, জোন্সাদি সাহেবগণ সংস্কৃতভাষায় অধি-কারী হওনার্থ যে প্রকার অনন্য মনে যত্ন করিয়া-ছিলেন টড সাহেবও রাজস্থানের ইতিহাসাহরণে একাগ্র চিত্তে শ্রম করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থখানি রচনা করেন। এক্ষণে অনেকে তাঁহার অনেক ভ্রম দেখাইয়াছেন, কিন্তু সে ভ্রমের জন্য আমরা তাঁ-হাকে দুষিনা যেহেতুক বহু কার্য্য করিতে হইলেই লোকের ভ্রম ঘটে আর কোন কর্ম্ম না করিলে তাহা ঘটে না। করনেল টড সাহেব যে গ্রন্থ লিখি-য়াছেন তাহা সামান্য লোকের দ্বারা করণীয় নহে এবং তিনি যদি তাহা না লিখিতেন তবে অদ্যাবধি ঐ গ্রন্থের সদৃশ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইত কি না সন্দেহ।

ভারতবাসীদিগের রাজস্থানের ইতিবৃত্ত পাঠ করা বিশেষ আবশ্যক তদ্দারা কেবল চিত্তবিনোদই হয় এরূপ নহে, তৎপাঠে মন বিশেষ উন্নত হয়। আত্মগৌরবই সকল উন্নতির মূল আত্মগৌরব না থাকিলে কিছুই হয় না। যে ব্যক্তি আত্মগৌরব হীন তাহার কোন হীনকার্য্য করিতেই লজ্জা বোধ হয় না, আর লজ্জার ভয়ে সে কখনই অধ্যবসায়, যত্ন ও শ্রম সহকারে আত্ম মান রক্ষা করে না, সুতরাং আত্মগৌরব না থাকা জন্য তাহার কিছু মাত্রও উন্নতি হয় না। এজিনকোর্ট, ক্রেসি, পোই-টিয়ার্স ওয়াটারলু প্রভৃতি সংগ্রাম ইংরাজগণ কি গুণে জয় করিয়াছিল? নেপোলিয়ানের সুবিখ্যাত ওলড্ গার্ডগণ কি কারণে দুর্ব্বার হইয়াছিল? রোমান লিজন দ্বারা সমস্ত ইউরোপ পরাজিত হইবার হেতু কি?—এসকলেরই মূল আত্মগৌরব! চিরকালার্জ্জিত জাতীয় আত্মগৌরবের অনুরোধেই ইংরাজগণ পূর্ব্বোক্ত সংগ্রাম সময়ে প্রাণপণে যুদ্ধ করতঃ জয়ী হয়েন; পূর্ব্বে অর্জিত বীরযশঃ (আত্ম-গৌরব) রক্ষার্থই ওল্‌ডগার্ডগণ রণে পৃষ্ঠ দেখাইতে পারিত না; পুরুষপুরুষানুক্রমে জয় দ্বারা লব্ধ যে আত্মগৌরব চ্যুত হইতে না পারিয়া রোমান সে-নারা জগৎ জয় করিয়াছিল। সেইরূপ এই পুরা-বৃত্ত পাঠে আমরা দেশীয় পূর্ব্ব সৌর্য্যাদির ভুরি ভুরি পরিচয় প্রাপ্ত হই এবং তদ্দারা আমাদিগের মনের বিশেষ উন্নতি সাধন হয়। পূর্ব্বে ভারত-বাসীগণের সৌর্য্য, বিদ্যাদির যশে যে জগৎব্যাপ্ত ছিল তাহা এতদ্‌গ্রন্থ পাঠেই বিলক্ষণ জানা যায়। ঐ সকল মহৎ মহৎ প্রমাণ দর্শনে আমাদিগের কি মনের উন্নতি হয় না? আমাদিগের কি বিদ্যা, শিল্প, বলাদির উন্নতিসাধনে যত্ন হয় না? অবশ্যই হয়—আর ইহাতে না হইলে আর কিসে হইবে? রাজস্থানের ইতিবৃত্ত পৃথুরাজের সভাসদ সুবিখ্যাত

চন্দ্র কবিকৃত "চন্দবরদেল বা পৃথুরাওরাস" গ্রন্থে অনেক প্রাপ্তব্য। এতদ্ভিন্ন রাজাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে ও অনেক পুরাবৃত্ত আছে কিন্তু তৎসমস্ত বঙ্গীয় ভাষায় না থাকাতে সাধারণের পাঠের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। আর যাঁহারা পড়িতেও পারেন তাঁহারা ঐ সকল গ্রন্থ সহজে পান না। চাঁদ কবির জীবন যথেষ্ট অনুসন্ধানীয় যেহেতু তিনি অতি সুকবি ছিলেন এবং পৃথুরাজের আদ্যোপান্ত বিবরণ তৎ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার নিজ ইতিহাস পাটলীপুত্রের ইতিহাসের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে সম্বদ্ধ আছে।

আলোচ্য অনুবাদের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে বলিয়াই আমরা বলিতেছি যে টড সাহেবের ভ্রম সমস্ত (যাহা দেখা গিয়াছে) শোধন করতঃ ইহাতে নিবদ্ধ করিলে বড়ই উত্তম হয়।

ভর্ত্তৃহরি কাব্য। বিবিধ সংস্কৃত ছন্দে বিরচিত। শ্রীবলদেব পালিত প্রণীত। এই গ্রন্থের রচনা আমাদিগের অতীব প্রীতিকর বোধ হইল। গ্রন্থকার সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালা ভাষায় গ্রহণ করাতে পূর্ণ মনোরথ হইয়াছেন, তাহা নিম্ন লিখিত পদাবলী দৃষ্টে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারেন।

মালতীচ্ছন্দ।

অবনি-মণি-অবন্তী-রাজরাজেধামে
প্রমদ-বিপিন মধ্যে, চারুসিপ্রা তটান্তে,
রতি জিনি রমণীয়া, বেষ্টিতা আলি-বৃন্দে,
ধবল উপল মঞ্চে রাজিতা রাজরাণী। ১।

উপজাতিচ্ছন্দ।

অতঃপরে ভর্ত্তৃহরি ক্ষিতীশ,
প্রীতি প্রফুল্লোজ্জ্বল পাটলাক্ষ,
তেজঃপ্রভা ব্যক্ত সহাস্য আস্যে,
ক্রীড়া-বনে আগত সেইখানে। ২৩।

ইতিপূর্ব্বে সংস্কৃতচ্ছন্দে—"ছন্দকুসুম" এবং "ললিত কবিতাবলি" নামক দুইখানি বাঙ্গালা কাব্য প্রকাশ হইয়াছে, তাহার মধ্যে "ভর্ত্তৃহরিকাব্য" উৎকৃষ্ট ইহার ছন্দগুলি সংস্কৃতের ন্যায় কোমল ও মধুর হইয়াছে। পশ্চিম প্রদেশে যে "ভর্ত্তরি" সঙ্গীত হইয়া থাকে, গ্রন্থকার তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এই অভিনব কাব্য রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার, বিক্রমাদিত্যের সহোদর ভর্ত্তৃহরি, এবং নীতি শৃঙ্গার এবং বৈরাগ্য শতক প্রণেতা ভর্ত্তৃহরি, দুই জন পৃথক ব্যক্তি স্থির করিয়াছেন, তাহা আমরাও স্বীকার করি, কেন না বৈরাগ্য শতকের পঞ্চম শ্লোকে ভর্ত্তৃহরি যখন অর্থের নিমিত্ত কাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন* তখন তাঁহাকে রাজভ্রাতা বা রাজা বলা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। অপর ভর্ত্তৃহরি, চন্দ্রগুপ্ত নামক জনৈক ব্রাহ্মণের পুত্র। এই চন্দ্রগুপ্ত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং শূদ্র এই চারি বর্ণের চারি কামিনীর পাণি পীড়ন করেন। তাহাদিগের নাম ব্রাহ্মণী, ভানুমতী, ভাগ্যবতী, এবং সিন্ধুমতী। এই চারিজনের গর্ভে বররুচি, বিক্রমার্ক (বিক্রমাদিত্য) ভট্টী, এবং ভর্ত্তৃহরি জন্ম গ্রহণ করেন।

---

*উৎখাতং নিধিশঙ্কয়াক্ষিতিতলং ধ্মাতা গিরের্ধাতবো
নিস্তীর্ণঃ সরিতাং পতি র্নৃপতয়ো যত্নেন সন্তোষিতাঃ।
মন্ত্রারাধন তৎপরেণ মনসা নীতাঃ শ্মশানেনিশাঃ।
প্রাপ্তঃ কাণবরাটকোপিন ময়া তৃষ্ণেহধুনামুঞ্চমাম্ ।৫।

রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র।

৭ পর্ব্ব]   প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। সন ১২৭৯   [৭৪ খণ্ড।

রাজা মানসিংহের বঙ্গ ও বেহার শাসন।

বঙ্গবেহারের সুবাদার ভিজিয়ার খানের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সম্রাট্ আক্‌বর তাঁহার পুত্র সলিমের শ্যালক রাজা কিনোর মানসিংহকে বঙ্গ ও বেহারের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে রাজা মানসিংহ পেসবারে আফগানদিগের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত থাকাতে পাটনার শাসক সৈয়দখাঁ তাঁহার অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত বঙ্গ ও বেহারের শাসনার্থ আজ্ঞাকৃত হয়েন ও মানসিংহকে সত্বরে বঙ্গে আগমন করিতে অনুমতি প্রেরণ করা হয়। মানসিংহ ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পাটনায় আগমন করিয়া শুনিলেন যে হাজিপুরের জমিদার পূরণমল্ল চৌধুরী দেশের বিশৃঙ্খল ভাব দেখিয়া বহু অর্থ ও সেনা সংগ্রহ করিয়াছে এবং এপ্রকার প্রভুত্ব গ্রহণ করিয়াছে যে তাহা সামান্য ভূম্যধিকারীর থাকা অসম্ভব। যে বিদ্রোহ প্রবৃত্তি বঙ্গখণ্ডকে এতাবৎ কাল বিশৃঙ্খল ভাবে রাখিয়াছিল তাহা নষ্ট করিতে মানসিংহের নিতান্ত বাসনা ছিল এবং পূরণমল্লের আচরণের কথা শুনিবামাত্র অবিলম্বে সসৈন্যে হাজিপুরে গমন করিলেন। তাঁহার আগমনে পূরণমল্ল নিজ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে সম্রাটের সেনা সংখ্যা বিস্তর সুতরাং ভীত হইয়া অবনত ভাবে প্রস্তাব করিলেন যে রাজা মানসিংহ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহার জমিদারীর অধিকার তাঁহাকে দিলে তিনি নিজ সৈন্য সকল ত্যাগ করিবেন এবং অনেক অর্থ ও সমস্ত হস্তী সম্রাট্‌কে উপঢৌকন স্বরূপ দিবেন। মানসিংহ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ধন ও হস্তী সমস্ত সম্রাট্ সমীপে প্রেরণ করায় আক্‌বর শাহ অত্যন্ত প্রীত হইয়া রাজাকে এক খানি প্রশংসা পূর্ণ পত্রের সহিত একটী খেলাত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঘোড়াঘাটের কতকগুলি মোগল কর্ম্মচারী যশোহর পর্য্যন্ত লুটদরাজ করাতে মানসিংহ তাঁহার পুত্র জগৎসিংহকে তাহাদের শাসনার্থ প্রেরণ করেন। সম্রাট্ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে না পারিয়া অত্যাচারী সেনাগণ দলভগ্ন হইয়া অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করাতে জগৎসিংহ তাহাদিগের শস্যাগার হস্তগত করেন ও ৫৫টী হস্তী গ্রহণ করিয়া সম্রাট্ সদনে প্রেরণ করিলেন।

মানসিংহ বঙ্গের জল বায়ু অস্বাস্থ্যকর বিবেচনায় বেহারেই অবস্থিতি করিতেন এবং সৈয়দখাঁকে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ টণ্ডাতে রাখিয়াছিলেন। সেই সময়েই রোটাসের সুবিখ্যাত দুর্গ

সম্পূর্ণ সংস্করণ করাইয়া মানসিংহ তৎসম্মুখে একটী উচ্চ প্রস্তরময় তোরণ নির্ম্মাণ করেন যাহার কিয়দংশ অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। উক্ত রাজা তথায় নিজ বাস জন্য একটী সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং জলাধার সকল সংস্কৃত ও একটী পারস্য প্রণালীর উত্তম উদ্যান সংস্থাপিত হইয়াছিল।

১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ আফগানগণের হস্ত হইতে উড়িশ্যা গ্রহণের সঙ্কল্প করেন ও বেহারের সৈন্যসমস্ত ভাগলপুরে সংগ্রহ করিয়া বর্দ্ধমানে উপনীত হয়েন। ভাগলপুর হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি সৈয়দখাঁকে বঙ্গীয় সেনা সমস্তের সহিত কাটোয়া হইয়া বর্দ্ধমানে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানে উপনীত হইয়া মানসিংহ সৈয়দখাঁকে অনুপস্থিত দেখিয়া হতোদ্যম হইলেন। সৈয়দখাঁ রাজাকে সংবাদ দিলেন যে সৈন্য সংগ্রহ করার বিলম্ব হইবাতে তিনি দেখিলেন যে বর্ষা সম্মুখে আগত সেনা লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করায় নানাবিধ বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা থাকাতে তিনি টণ্ডা হইতে যাত্রা করেন নাই বর্ষার শেষেই যাত্রা করিবেন। সৈয়দ রাজাকেও বর্দ্ধমানে শিবির স্থাপনা করিতে অনুরোধ করাতে মানসিংহ অগত্যা জাহানাবাদে ছাউনি করিয়া রহিলেন। বঙ্গীয় আফগানদিগের অধীশ্বর কতলু খাঁ এই সময়ে জাহানাবাদের ২৫ ক্রোশ দূরস্থ ঢেরপুরে একদল সেনা প্রেরণ করিয়া তৎপার্শ্বস্থ দেশ সকল লুট করিতে আরম্ভ করাতে জগৎসিংহ একদল সেনার সহিত তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলে তাহারা নিকটস্থ এক দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। এই অবস্থায় আফগানগণ চাতুরী করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে লাগিল, কিন্তু বাস্তবিক তাহাদিগের সে অভিপ্রায় ছিল না—নূতন বলের আগমন প্রতীক্ষা করাই তাঁহাদিগের অভীষ্ট ছিল এবং নূতন সেনার আগমনে এক দিবস রাত্রে অকস্মাৎ জগৎ সিংহের শিবিরাক্রণ করিয়া অনেকের প্রাণ নষ্ট করিল ও স্বয়ং কুমারকে বন্দী করিয়া বিস্মন্তপুরে লইয়া গেল। এই জয়লাভ করিয়া আফগানগণের সাহস অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল ও আনন্দের সীমা থাকিল না এবং রাজা মানসিংহ পুত্রের অনিষ্টাশঙ্কায় ও অপমানে বিষণ্ণভাবাপন্ন হইলেন—কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারেন না। সম্রাটের সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে কতলুখাঁর মৃত্যু হয় ও তাঁহার পুত্রগণ অপ্রাপ্ত ব্যবহার থাকাতে আফগানগণ জগৎসিংহকে ছাড়িয়া দিল ও তাঁহার দ্বারাই সন্ধিসংস্থাপনে যত্নবান্ হইল। মান সিংহ দেখিলেন তখন বর্ষা আছে ও যুদ্ধাদি উত্তম রূপে করার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং সন্ধি করিতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার সম্মতি পাইয়া কতলু খাঁর পুত্রগণ খাজিইসা নামক তাহাদিগের পিতৃ অমাত্যের সহিত মান সিংহের শিবিরে আগমন করিয়া সন্ধি দ্বারা এই স্থির করিল যে উড়িশ্যার আধিপত্য তাহাদিগের থাকিবে, মুদ্রা ও দলীল সমস্ত সম্রাটের নামে হইবে এবং জয়সিংহকে জগন্নাথের মন্দির ও তাহার দেবত্র সকল প্রদত্ত হইবে। এই সন্ধি সাক্ষরিত হইলে মানসিংহ সমাদরের সহিত কতলু খাঁর পুত্রগণকে খেলাত প্রদানান্তে বিদায় দিয়া স্বয়ং বেহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যদিও সম্রাট্ এই সন্ধিতে সন্তুষ্ট হয়েন নাই তথাপি তাহা অগ্রাহ্য করেন নাই এবং যে পর্য্যন্ত খাজিইসা জীবিত ছিলেন সে পর্য্যন্ত আফগানগণের সহিত কোন বিরোধ হয় নাই। দুই বৎসর পরে খাজির পরলোক গমনে আফগানগণ জগন্নাথের মূল্যবান্ দেবত্র সকল পুনরধিকার করিবাতে মান সিংহ কুপিত হইয়া আফগান নিঃশেষ করণে কৃত সংকল্প হইলেন ও তদ্ধেতুক অনুমতি লইয়া ১৫৯২

খ্রীষ্টাব্দে ঝাড়খণ্ড দিয়া বেহারের সেনা সমস্ত মেদনিপুরে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং উৎকৃষ্ট যোধগণের সহিত পোতারোহণে তথায় চলিলেন ও পথে বঙ্গীয় সেনার সহিত সৈয়দকে সমভিব্যাহারে লইলেন।

আফগানগণ এই সকল আয়োজনে ভীত হইয়া তাহাদিগের সমস্ত সেনা সংগ্রহ করতঃ সুবর্ণরেখা নদী পার হইয়া বিপক্ষ সেনাগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। দুইদলে কিছুকাল জন্য পরস্পরের সম্মুখে থাকিয়া অল্প২ যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং পরিশেষে আফগানগণ নদীপার হইয়া জয় সিংহের সেনাকে আক্রমণ করিল। সম্রাট্‌সৈন্য অতি কৌশলে সন্নিবেশিত ছিল এবং বিপক্ষ দল নিকটবর্ত্তী হইলে সম্মুখস্থিত তোপসকল এরূপ কৌশলে ব্যবহৃত হইল যে আফগানগণের হস্তী সকল ছিন্নভিন্ন হইয়া স্বপক্ষের দিকে ধাবমান হইল। কিন্তু আফগানগণ তাহাতেও হতোদ্দম না হইয়া সম্রাট্‌সৈন্যের উপর পড়িল এবং সমস্ত দিন সংগ্রামের পর বহুবল দ্বারা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল। মানসিংহ শত্রুগণের পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া পর দিবস জলেশ্বর অধিকার করিলেন। এই যুদ্ধে সৈয়দ খাঁ মানসিংহ লব্ধযশে ঈর্ষান্বিত হয়েন ও কিছু না বলিয়া অনুমতি ব্যতিরেকে টণ্ডায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সৈয়দের এতৎ আচরণে মানিসংহ নিরুদ্যম না হইয়া শত্রুগণের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং তাহাদিগকে কটকে (যাহা রামচাঁদ নামক তত্রত্য জমিদারের অধিকার ছিল ও যাহা পুনর্নির্ম্মিত হইয়া সারংঙ্গগড় নাম প্রাপ্ত হয়) পলায়ন করিতে বাধিত করেন এবং ঐ দুর্গ সেনা দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক তাহা হস্তগত করার অনুমতি দিয়া স্বয়ং জগন্নাথ দর্শনে গমন করিলেন। জগন্নাথ দর্শনান্তে প্রত্যাগমন করিয়া মান সিংহ দেখিলেন যে দুর্গ গ্রহণের কোন উপায়ই হয় নাই, সুতরাং রামচাঁদ ও আফগানদিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ঐ সন্ধি দ্বারা আফগানেরা সমস্ত হস্তী মানসিংহকে দেয়,সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করে, রামচাঁদস ম্রাট্‌কে কর প্রদানে সম্মত ও কটকের জমিদারীর অধিকার প্রাপ্ত হয়েন।

এই জয় লাভের পর মানসিংহ আফগানদিগের নিকট হইতে গৃহীত ১২০ হস্তী সম্রাটের নিমিত্ত প্রেরণ পূর্ব্বক স্বয়ং বেহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া* রাজ মহলে বঙ্গ বেহার ও উড়িশ্যার রাজধানী স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিলেন এবং নগরটীকে ইষ্টকময় প্রাচীরে বেষ্টন ও তথায় একটী উত্তম রাজ ভবন নির্ম্মাণ তাঁহার দ্বারাই করা হইয়াছিল। বেহারে প্রত্যাবর্ত্তন কালে রাজা নিজ পুত্র জগৎ সিংহকে যথেষ্ট সেনার সহিত উড়িশ্যার ধারে রাখিয়া আসিলেন এবং ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কটকের রাজা রামচাঁদ সন্ধির নিয়ম পালনে বিমুখ হইবাতে পুনর্ব্বার সম্রাট্ সেনা উৎকলে প্রবেশ করে। এই সময়েই আফগানগণ অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহ করে এবং হুগলির নিকটস্থ বাঙ্গলার রাজ বন্দর সপ্তগ্রাম লুট করে। জগৎ সিংহ কটকে প্রবেশ পূর্ব্বক সূভাল, খেরগড় প্রভৃতি দুর্গ রামচাঁদের হস্ত হইতে জয় করিলে রাজা মানসিংহ সসৈন্যে উপনীত হইয়া রামচাঁদের অপরাধ ক্ষমা করণান্তে পুনর্ব্বার দৃঢ় রূপে সন্ধি সম্বদ্ধ করিলেন।

১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটের অপ্রাপ্ত ব্যবহার সুলতান খুসরোনামক পৌত্র উৎকলের সুবাদার কৃত হইলে এবং কিয়দংশ রাজস্ব তাঁহাকে জাইগীর

*এই নগরের পূর্ব্ব হিন্দুনাম রাজ গৃহ ছিল, পরে রাজ মহল নাম হয়,মানসিংহ ইহার নাম রাজমহল দেন ও পরিশেষে নগরের উন্নতি ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবাতে ইহাকে আক্‌বর নগর বলা হইত।

ও তাঁহার ৫০০০ সেনার বেতন জন্য প্রদানে আজ্ঞা হইলে মানসিংহ তাঁহার অধীনে প্রতিনিধি রূপে স্বীকৃত হইলেন ও সৈয়দ বেহারের সৈন্যাধ্যক্ষত্ব পাইলেন। এই বৎসরে মানসিংহ সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবাতে আক্‌বর শাহ তাঁহাকে বিশেষ রূপে আদর ও মান প্রদান করিয়াছিলেন।

১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কুচবেহারের অধিপতি রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করণান্তে সম্রাটের প্রজাত্ব স্বীকার করিলে তাঁহার আত্মীয় পার্শ্ববর্ত্তী ভূপতিগণ ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করাতে তিনি নিজ দুর্গ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মান সিংহকে সাহায্যার্থে আহ্বান করিলেন। মানসিংহ জিহাজ খাঁকে পর্য্যাপ্ত সেনার সহিত তাঁহার অনুকূলে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করেন এবং জিহাজ খাঁ বিদ্রোহীগণকে দূর করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণকে মুক্ত ও নির্ব্বিঘ্ন করতঃ বহু জয় লব্ধ ধনের সহিত বঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল।

১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আক্‌বর শাহ দক্ষিণ দেশ জয় করণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া মান সিংহকে এই আজ্ঞা প্রদান করেন যে বঙ্গের রক্ষার্থ আবশ্যক মত সেনা তাঁহার প্রতিনিধির হস্তে রাখিয়া তিনি অবশিষ্ট সৈন্যের সহিত আগরায় গমন করেন। এই আজ্ঞানুসারে মানসিংহ বঙ্গ ছাড়িয়া গেলে বঙ্গে পুনর্ব্বার সমরানল প্রজ্বলিত হয়। উৎকলের আফগানগণ একত্রে মিলিত হইয়া মৃত কতলুখাঁর পুত্র ওসমান খাঁকে সিংহাসনাধিরূঢ় করাইয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করাতে বঙ্গ ও বেহারের মানসিংহের প্রতিনিধি মোহনসিংহ ও প্রতাপসিংহ সসৈন্যে মিলিত হইয়া বিদ্রোহীদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ করেন কিন্তু তাঁহাদিগের সম্মিলিত বলকে পরাভূত করিয়া আফগানগণ বাঙ্গালার অধিকাংশ হস্তগত করিয়াছিল। এই সময়ে মান সিংহ আজমিরে ছিলেন কিন্তু আফগানদিগের জয়লাভও বঙ্গাধিকারের বার্ত্তা পাইয়া সম্রাট্ তাঁহাকে অবিলম্বে বঙ্গে গমনার্থ আজ্ঞা প্রদান করিলেন এবং তদনুসারে (১৫৯৯ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে) সত্বর সসৈন্যে রোটাসে উপনীত হইয়া দলচ্যুত মোগলগণকে পুনর্ব্বার সম্মিলিত করণার্থ তথায় শিবির সন্নিবেশ করিলেন। সকল আয়োজন হইলে তিনি সেরপুর আতিয়া গমন করিয়া দেখিলেন যে আফগানেরা পথ রোধ করিয়া সংগ্রামের অপেক্ষায় রহিয়াছে। এই স্থলে যে সংগ্রাম হয় তাহাতেও আফগানগণ হস্তী সমস্ত সম্মুখে রাখায় কামানের শব্দে তৎসমুদয় স্বপক্ষের উপর ফিরিয়া পড়ে ও তদ্দ্বারা সেনা বিশৃঙ্খল হইলে মোগল ও রাজপুত্রগণ দ্রুত বেগে আক্রমণ করে যে আফগানেরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে ও বিপক্ষ দ্বারা অনুধাবিত হয়। এই যুদ্ধের একটী আশ্চর্য্য ঘটনায় মান সিংহ বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ নিম্নে লিখিতেছি। ইতি পূর্ব্বে যে যুদ্ধে মোহন সিংহ ও প্রতাপ সিংহ পরাভূত হয়েন সেই যুদ্ধে সম্রাট্ সৈন্যের বেতন বণ্টক মির আবদুল রেজাককে আফগানগণ বন্দী করে এবং পাছে ঐ ব্যক্তি পলায়ন করে এই আশঙ্কায় এই যুদ্ধে আফগানগণ তাঁহার হস্তাদি শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ করিয়া এক হস্তী পৃষ্ঠে বসাইয়া সেনার মধ্যস্থলে রাখে ও এক জন দুর্দ্দান্ত লোককে এই অনুমতি দিয়া ঐ হস্তী পৃষ্ঠে রাখে যে পরাভূত হইবার উপক্রম দেখিলেই তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিবে। এই অবস্থায় আবদুল রেজাক নিজ পক্ষগণেরও অস্ত্রাদির লক্ষ হইয়াছিলেন কিন্তু ভাগ্যক্রমে একটী গুলি লাগিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারী মরাতে নিজ দল কর্ত্তৃক অক্ষত শরীরে প্রাপ্ত ও বিমোচিত হয়েন।

এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ও রাজা মানসিংহের

উপস্থিতিতে আফগানগণের সকল আশা নিষ্ফল হইবাতে তাহারা সংগ্রামে বিমুখ হইয়া উৎকলে প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং সুযোগ মত হস্তান্তর্গত রাজ্য সমস্তের পুনরধিকারের অপেক্ষায় রহিল। কথিত জয়লাভান্তে মানসিংহ সম্রাট্ সদনে গমন করিলে সপ্ত সহস্র অশ্বারোহী সেনার প্রধানত্বে অভিষিক্ত হয়েন এবং কিয়ৎ কাল তথায় অবস্থান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বঙ্গে আগমন করেন। ১৬০৪ হইতে ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব অঞ্চল অতি সুবিচার ও কৌশলের সহিত শাসন করতঃ মান সিংহ নিজ ইচ্ছানুসারে কার্য্য হইতে বিরাম গ্রহণ করেন এবং আগরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সম্রাট্‌কে ৯০০ হস্তী ও অন্যান্য বস্তু উপঢৌকন প্রদান করিলে অধীশ্বর তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর করিলেন। মানসিংহের অবকাশ গ্রহণ ও আগরায় প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

যৎকালে সম্রাট্ আক্‌বরশাহ পীড়িত হইয়া রাজ কার্য্য করণে অক্ষম হইয়াছিলেন তৎকালে আজিমখাঁ নামক প্রধান মন্ত্রীর হস্তে সমস্ত শাসন ভার পড়ে। আক্‌বরের এক মাত্র পুত্র সেলিম যদিও ইতিপূর্ব্বে পিতৃ বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহাকেই সকলে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী জ্ঞান করিত, কিন্তু মন্ত্রীর কন্যা সেলিমের জ্যেষ্ঠ পুত্র খুসরোর বনিতা থাকাতে অমাত্যপ্রধান নিজ জামতাকে রাজ্য প্রদানের অভিসন্ধি ও ষড়্‌যন্ত্র করেন। ঐ ষড়্‌যন্ত্রে যে সকল প্রধান২ লোক সহকারী হয়েন তন্মধ্যে খুসরোর মাতুল রাজা মান সিংহ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। মানসিংহ অতি প্রাচীন বংশোদ্ভব ও সত্‌স্বভাব সম্পন্ন থাকাতে দেশীয় সমস্ত হিন্দুগণের বিশেষ প্রিয় ছিলেন এবং এই সময়ে তাঁহার অন্যূন বিংশতি সহস্র আজ্ঞানুবর্ত্তী রাজপুত্র সেনা রাজপাটে ও তৎ পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকলে উপস্থিত ছিল। সেলিম এই ষড়্‌যন্ত্রের সংবাদ পাইয়া পিতার মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিলে আকবরশাহ মানসিংহ ও মন্ত্রীকে সন্নিধানে আহ্বান পূর্ব্বক যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন এবং সেলিমকে প্রকাশ্যরূপে নিজ উত্তরাধিকারী নিরূপণ করিয়া প্রাগুক্ত রাজা ও সচিব প্রধানকে তাঁহার অনুগত হইয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত করাইলেন।

১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে আক্‌বরশাহ মানবলীলা সম্বরণ করিলে মন্ত্রী ও মানসিংহ পুনঃর্ব্বার খুসরোকে রাজ্য দানার্থ উদ্যোগী হয়েন, কিন্তু অভিষ্ট সিদ্ধি না হইবাতে রাজা মানসিংহ উক্ত ভাগিনেয়কে সঙ্গে লইয়া আগরা হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়েন। সেলিম জাহাঁগির নামে সিংহাসনাধিরোহণ করতঃ নিজ পুত্রের অপরাধ মার্জনা করিলেন এবং মানসিংহকে রাজধানী হইতে দূর স্থানে রাখা বিধেয় বোধে তাঁহাকে বঙ্গের সুবাদারীত্ব পদ পুনর্গ্রহণ পূর্ব্বক তত্রত্য আফগান দিগকে দমনার্থ অবিলম্বে গমনানুমতি দিলেন। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঁগির নুরজিহানকে গ্রহণার্থ রাজা মানের উপস্থিতি আবশ্যক বিবেচনায় তাঁহাকে পুনর্ব্বার রাজধানীতে প্রত্যাগমনে আজ্ঞা করেন। তৎপরে উক্ত রাজা কিছু কালের জন্য পৈতৃক বিষয়াদি ভোগ করিলে সম্রাট্ তাঁহাকে সেনাপতি করিয়া দক্ষিণে প্রেরণ করিলে তথায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে (১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে।) রাজা মানসিংহের ৬০ জন স্ত্রী সহমৃতা হয় এবং কথিত আছে যে, তাঁহার ১৫০০ স্ত্রী ছিল ও প্রত্যেক স্ত্রীর দুই তিন সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী রাজা বাহু সিংহ ব্যতিত সকল সন্তানই তাঁহার পূর্ব্বে গত হয়।

রবার্ট ব্রুসের জীবন চরিত্রের সার ভাগ।

১২৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট ব্রুসের জন্ম হয় এবং ১৩২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার জীবনের শৈশবাদি অবস্থায় এরূপ কোন অসাধারণ ঘটনা ঘটে নাই যদ্দ্বারা তাহা লোকের জ্ঞাতব্য হইতে পারে। রবার্ট ব্রুসেরই পিতামহ জন বেলিয়লের সহিত স্কটলণ্ডের সিংহাসনের নিমিত্ত বিবাদ করাতে ইংলণ্ডীয় রাজা প্রথম এডওয়ার্ড বিচারপূর্ব্বক বেলিয়লকে রাজ্য প্রদান করেম। এই ঘটনার পর হইতে রবার্টের পিতামহ ও পিতা ইংলণ্ডে আগমন করেন ও স্কটলণ্ডের কোন বিষয়ে হস্ত ক্ষেপণে নিবৃত্ত থাকেন। রবার্ট ব্রুস আরল আফ কারিক হইয়া বেলিয়লের আধিপত্য স্বীকার করেন ও তাঁহার পিতামহ ও পিতার পরলোক গমনে তাঁহাদিগের ইংলণ্ডস্থ বিষয় সমস্তের অধিকারী হয়েন। এই সময়ে কিছু দিন তাঁহার দ্বিধা ভাব ছিল; যে হেতু তিনি কখন২ স্কটলণ্ড স্বাধীন করণেচ্ছু বিদ্রোহীগণের সহায়তা ও সহকারিতা করিতেন অথচ ইংলণ্ডের রাজার অধীনতা প্রকাশ্যরূপে স্বীকারে অসম্মত হইতেন না। ১৩০৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রুস ইংলণ্ডাধিপতির বিশ্বাসভাজন হয়েন যে হেতু উক্ত রাজা তাঁহারই সাহায্যে স্কটলণ্ডকে স্বাধিকারভুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ফলকারকের যুদ্ধ ও বেলিয়লের লজ্জাস্করূপে অধীনতা স্বীকারের পর হইতেই ব্রুসের মনে স্কটলণ্ডের স্বাধীনতা সম্পাদনের ও আপনার সিংহাসনারোহণের ইচ্ছা জন্মে। এতদভিপ্রায়ে তিনি স্কটলণ্ডের প্রধান ধর্ম্মযাজক লামবারটন এবং জন কমিনের সহিত ইংলণ্ডের আধিপত্য স্বদেশ হইতে দূরকরণার্থ এক ষড়্‌যন্ত্র করেন। ঐ ষড়যন্ত্রে এই নির্দ্ধারিত হয় যে, ব্রুস ও কমিনের মধ্যে এক জন সিংহাসনারোহণ করিবেন ও অপর জন উভয়ের পৈতৃক ভূসম্পত্তি সমস্ত পাইবেন এবং পরে কমিন সিংহাসন ব্রুসকে দিতে সম্মত হইয়াছিলেন কিন্তু গোপনে এড ওয়ার্ডকে ঐ ষড়্‌যন্ত্রের সংবাদ জ্ঞাত করেন। রবার্ট সময়মত সেই সংবাদ পাইয়া লণ্ডন হইতে স্বদেশে প্রস্থান করিলেন এবং তথায় ডমফ্রির অর্চ্চনা গৃহে (চর্চ্চে) কমিনের সহিত সাক্ষাৎ কালে ব্রুস স্বহস্তে তাঁহাকে ছুরিকাঘাত করিয়াছিলেন ও তাঁহার সহচরগণ কমিনের প্রাণ সংহার করে। এক্ষণে আর পূর্ব্বাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব দেখিয়া ব্রুস স্বদল ও বন্ধু বান্ধবদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক স্কোন নগরে গমন করিলেন এবং ১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের সপ্ত বিংশতি দিবসে সিংহাসনাভিষিক্ত হইলেন।

ইংলণ্ডের রাজা এডওয়ার্ড ইতিপূর্ব্বে পীড়িত থাকায় এই সময়ে অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিলেন, কিন্তু ব্রুসের রাজ্যাভিষেক সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে সেনা সংগ্রহপূর্ব্বক স্বয়ং বিদ্রোহ নিবারণ মাত্র করিলেন। ইতমধ্যে অরেল আফ পেমব্রোক ব্রুসকে মিথোভেনের যুদ্ধে পরাজয় করতঃ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান হয়েন। রবার্টব্রুস পোপ কর্ত্তৃক দল বহির্ভূত ও শত্রু দ্বারা তাড়িত হইয়া ইতস্তত ভ্রমণান্তে আয়রলণ্ডের উত্তর পার্শ্ব নিকটাবর্ত্তী রথলিনদ্বীপে শীত কাল যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বসন্ত ঋতুর আগমনে তিনি পুনশ্চ আশা ও সাহস দ্বারা উত্তেজিত হইয়া নিজ অবশিষ্ট সহচরগণের সহিত কারিকে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক তত্রত্য ইংরাজ সেনা সকল নষ্ট করিলেন, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতাদ্বয় টমাশ ও আলেকজাণ্ডার এই সময়ে এডওয়ার্ড কর্ত্তৃক ধৃত ও বিনষ্ট হইবাতে এই জয়

বিশেষ আনন্দদায়ক হয় নাই। এ সময়েও ক্রুসের অবস্থা অত্যন্ত ভয়ানক ছিল যেহেতু তাঁহাকে অল্প মাত্র সেনার সহিত বিপক্ষ দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। পরিশেষে ১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্রুস আরল আফ পেমব্রোককে পরাজয় করাতে এডওয়ার্ড রাগান্ধ হইয়া পীড়া ও দৌর্ব্বল্য সত্বেও স্বয়ং তাঁহাকে আক্রমণার্থ যাত্রা করেন ও পথিমধ্যে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। এডওয়ার্ড মৃত্যুকালে নিজ পুত্রকে যুদ্ধ চালাইবার জন্য প্রতিশ্রুত করিয়া যান, কিন্তু ঐ নবীন ও দুর্ব্বল রাজা অনতিবিলম্বে আরল আফ পেম্ব্রোকের হস্তে যুদ্ধের সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পেমব্রোকের প্রতাপে ক্রুসকে প্রথমতঃ স্কটলণ্ডের উত্তরখণ্ডে পলায়ন করিতে হয়, কিন্তু তিনি সর জেমস ডগলস ও আরল আফ মোরের সাহায্যে ক্রমশঃ ইংরাজদিগের হস্ত হইতে সকল দুর্গই গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে দূর করেন ও দেশীয় লোক ও ধর্ম্মযাজক সকলের দ্বারাই অধীশ্বররূপে গৃহীত হয়েন। ক্রুস কএকবার ইংরাজ অধিকারস্থ স্থানাদি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া পরিশেষে বারউইক আক্রমণ করিলে ১৩১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাহার একাদশ দিবসে দ্বিতীয় এডওয়ার্ড বারউইকের রক্ষার্থ বহু সেনা সমভিব্যাহারে ষ্টারলিং হইতে যাত্রা করেন। ঐ মাসের ২৪ তারিখে সুবিখ্যাত ব্যানকবরণের যুদ্ধ হয় যাহাতে ইংরাজসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইলে এডওয়ার্ড পলায়নপূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করেন। এই যুদ্ধ জয় করাতেই রবার্ট ক্রুস স্কটলণ্ডের সিংহাসন নির্ব্বিবাদে অধিকারপূর্ব্বক শাসন করেন এবং জয় লাভে প্রমত্ত না হইয়া বন্দীগণকে সুব্যবহার ও সন্ধির প্রস্তাব করেন। কিন্তু প্রস্তাবিত সন্ধি তৎকালে ঘটে না, যেহেতু ইংরাজগণ কএকবার স্কটলণ্ড আক্রমণ করেন এবং সাফল্য লাভে অক্ষম হইবাতে পরিশেষে ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে নরদামটন নগরে এক সন্ধি সম্বন্ধ হয়। বীরবর রবার্ট ক্রুস আর এক বৎসর শাসনান্তে মানব লীলা সম্বরণ করেন এবং ডনফারম্লাইনে তাঁহার সমাধি হয়। সরওয়াল্টর স্কট নামক সুবিখ্যাত কবি ও নবন্যাস লেখক বলেন যে অষ্টাদশ শতাব্দিতে তাঁহার ধ্বংসাবশিষ্ট দেহ কবর হইতে উত্তোলিত ও বহু সমারোহের সহিত পুনর্ব্বার সমাধি প্রদত্ত হয়।

সাঁওতালদিগের সৃষ্টিপ্রকরণাদি বিষয়ক প্রবাদাবলী।

আদিতে সাঁওতালদিগের মতে, সমস্ত জগৎ জলময় ছিল ও দুইটী হংস হংসী তদুপরি উড্ডীয়মান থাকাতে মারাঙবরু (যাঁহাকে অনেকে হিন্দুদিগের শিব নির্দ্ধারণ করেন) ঐ হংসমিথুনকে জল মধ্যস্থিত যে এক পদ্ম ছিল তদুপরি স্থাপনেচ্ছু হইলেন। পরে পৃথিবীকে উত্তোলনার্থ মারাঙবরু কর্কটকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে কর্কট সম্মত হইয়া দাড়ায় করিয়া যে মৃত্তিকা তুলিল তাহা সলিলস্রোতে ভাসিয়া গেল। এতৎ দৃষ্টে মারাঙবরু কহিলেন "পৃথিবী উদ্ধার ইহার সাধ্য নহে অতএব সর্পরাজকে আহ্বান কর" এবং তদনুসারে সর্পরাজ আসিল ও মারাঙবরুর অভিপ্রায় শ্রবণান্তে কহিল যে, পৃথিবী উত্তোলন করা একক তাহার সাধ্য নহে তাহার মস্তকে পৃথিবী দিলে সে তুলিতে পারে (অর্থাৎ কুর্ম্ম তাহাকে মাথায় ধরিলে সে তুলিতে পারে) তৎশ্রবণে মারাঙবরু কুর্ম্মকে ডাকিয়া অভিপ্রায় কহিলে কুর্ম্ম কহিল "যদি পৃথিবীর চারি কোণে আমার চারি পা বাঁধিয়া দিতে পারেন তবে আমি

তাহা উত্তোলন করিতে পারি"। কূর্ম্মের পদ পৃথিবীর চতুষ্কোণে বদ্ধ হইলে অজগররাজ পৃথিবী উত্তোলন করিয়া পূর্ব্বোক্ত পদ্মদলোপরি রাখিলে পরমেশ্বর মারাঙবরুকে তাহার সম্বাদ আনিতে অনুমতি করিলেন। মারাঙবরু অবতরণ পূর্ব্বক পৃথিবীকে দেখিলেন ও পদ দ্বারা চাপিয়া বুঝিলেন যে তাহা তখন অস্থিররূপে ভাসমান রহিয়াছে এবং পরমেশ্বর মারাঙবরুর প্রমুখাৎ সংবাদ পাইয়া কহিলেন "এক্ষণে পৃথিবীতে তৃণবীজ রোপণ কর, তাহার মূল দ্বারা পৃথিবী দৃঢ় বদ্ধ হইবে।" পরমেশ্বরের এই আজ্ঞানুসারে পৃথিবীতে তৃণবীজ বপন করা হইলে তথায় বহু বেণাতৃণ উৎপন্ন হইল এবং তদুপরি কথিত হংস মিথুন অবতরণ করিয়া ডিম্ব প্রসব ও প্রস্ফোটিত করিলে ঐ ডিম্বমধ্য হইতে দুই মনুষ্যের (সহোদর ও সহোদরা) উৎপত্তি হইল।

মারাঙবরুর প্রমুখাৎ পরমেশ্বর দুই নরোৎপত্তির সংবাদ পাইয়া কহিলেন "তাহারা ঐ স্থানে থাকুক" এবং পুনর্ব্বার অনুমতিক্রমে মারাঙবরু নর দ্বয়ের সংবাদ লইয়া পরমেশ্বরকে কহিলেন "তাহারা বড় হইয়াছে কিন্তু তাহাদিগের বস্ত্র নাই।" তচ্ছ্রবণে পরমেশ্বর কহিলেন "একখান দশ হস্ত ও এক খান ১২ হস্ত পরিমাণ বস্ত্র তাহাদিগকে দেহ" মারাঙবরু তদনুসারে পুরুষকে দশ হস্ত ও স্ত্রীটীকে দ্বাদশ হস্ত বস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক তাহা পরিতে কহিলেন এবং তাহারা ঐ বস্ত্র পরিলে পুরুষটীর কৌপিন স্ত্রীটীর জানুদেশ পর্য্যন্ত আবৃত হইল। সময়ান্তরে পরমেশ্বর ঐ নরদ্বয়ের সম্বাদ আনয়নার্থ প্রেরণ করিলে মারাঙবরু তাহাদিগের নিকট গমন করিলেন এবং দর্শনাদির পর কহিলেন "তোমাদিগকে কিছু বলিলে তাহা করিবেতো" তাহারা উত্তর করিল "পিতামহ আজ্ঞা করুন আমরা তাহা করিব।" তৎশ্রবণে মারাঙবরু কহিলেন "আমি তোমাদিগকে সুরা প্রস্তুত করিবার বস্তু দিতেছি, তোমরা ইহা একটী হাঁড়িতে করিয়া রাখ এবং তাহারা তদাজ্ঞা মত একটী হাঁড়ি প্রস্তুত করণান্তে তাহাতে প্রদত্ত বস্তু রাখিল। চারিদিন পরে মারাঙবরু আসিয়া ঐ হাঁড়ি খুলিয়া দেখিলেন ও নরদ্বয়কে তাহাতে জল ঢালিতে ও পত্রের পানপাত্র করিতে বলিলেন এবং তাহারা ঐ রূপ করিলে তিনি কহিলেন "এই সুরাদ্বারা আমাকে অর্চ্চনা করিয়া তোমরা ইহা পান কর।" তাহারা তদনুসারে সুরাপান করিলে এত উন্মত্ততা জন্মিল যে তাহারা দুই জন দুই স্থানে অচৈতন্যাবস্থায় পতিত হইল এবং মারাঙবরু তাহাদিগকে একত্রে শয়ন করাইয়া গেলেন। এইরূপে স্বামী ও স্ত্রী ভাবাপন্ন হইয়া তাহাদিগের ক্রমশঃ সাত পুত্র ও সাত কন্যা হইল। কিছুকাল পরে তাহারা মারজাতভুখোয় দূরীকৃত হইল। তৎপরে তাহারা তথায় থাকিতে না পারিয়া চিচাম্পার তলে গমন করিল। এবং তথায় পৌত্র প্রপৌত্রাদি হইবাতে গোষ্ঠী বহু বর্দ্ধিত হইল। পরে পিলচুহানস এবং পিলচব্রুধি (আদি সৃষ্ট নরদ্বয়ের নাম) আপনাদিগের ৭ পুত্রের বংশকে ক্রমান্বয়ে নিজাশদাহাদ, নিজ মরমুহাদ, নিজ সারেনহাদ; নিজ টাটিঝাড়িহাসদাহাদ, নিজ মারন্দিহাদ, নিজ কেশকুহাদ এবং নিজ টুডুহাদ নামক সপ্ত জাতিতে বিভক্ত করিলে ঐ জাতিসকল চিচাম্প ত্যাগ করিয়া দগ্ধারহাদে ব্যাপৃত হইয়া পড়িল। তথা হইতে কতকে সিংহভূমে, কতক শিকার ভূমে, কতক টণ্ডিতে এবং কতক কাটরায় গমন করিল এইরূপে ক্রমশঃ সাঁওতাল দ্বারা সর্ব্ব দেশ ব্যাপ্ত। মারাঙবরুই সাঁওতালগণের পর্ব্বত প্রধানাখ্য দেবতা এবং তাঁহাকে তাহারা বিশেষ মান্যের সহিত পূজা করে ও তাঁহার তুষ্টির জন্য মেষ, ছাগ, মহিষাদি বলি দেওয়া হয়। পূর্ব্বে

পর্ব্বত প্রধান দেবের নিকট নরবলি প্রদত্ত হইত কিন্তু এক্ষণে ইংরাজগণের শাসনে তাহা নিবারিত হইয়াছে। আদিপিতা ও আদিমাতাকেও সাঁওতালেরা বিশেষ পূজ্য বোধে অর্চ্চনা করে এবং বিষয়, সময় ও অবস্থাদি ভেদে অন্যান্য অনেক কুল-দেবতার পূজা করিয়া থাকে।

নাগপক্ষী।

এই নাগপক্ষীর নাম ডারটার এবং সলিলে সন্তরণ কালে ইহার দীর্ঘ গ্রীবা সর্পের ন্যায় দেখায় বলিয়া লোকে ইহাকে নাগপক্ষী কহে। এই অসামান্য দীর্ঘগ্রাবাবিশিষ্ট পক্ষী জলচর সন্তরণ কালে ইহারা দেহ জলের নিম্নে রাখিয়া এরূপ বক্রভাবে গলদেশ পর্য্যন্ত জলের উপরে রাখে যে তদ্দর্শনে বোধ হয় যেন একটী সর্প মস্তকোন্নত করিয়া আছে। বিশেষতঃ অনেকগুলি পক্ষী একত্রে ভাসমান হইলে উক্ত ভ্রম অধিকতর হয় এবং অনেক ভ্রমণকারী এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমেরিকা ও আফরিকা খণ্ডে এই পক্ষী অনেক দেখা যায়। নাগপক্ষিগণ ছোট২ দলবদ্ধ হইয়া হ্রদ ও তড়াগতীরবর্ত্তী সলিলোপরি লম্বমান শুষ্কতরু স্কন্ধে নিরবে বসিয়া থাকে এবং পুচ্ছ ও পক্ষদ্বয় বিস্তৃত করিয়া বায়ু ও রৌদ্র সেবন করে ও জলে নিপতিত আপনাদিগের প্রতিবিম্ব দেখে। এই সময়ে কেহ ইহাদিগের নিকটে গমন করিলে ইহারা অবিলম্বে বৃক্ষ স্কন্ধ হইতে এরূপে জলে পড়ে যে তাহা দেখিলে বোধ হয় যেন মৃত হইয়া পড়িল; কিন্তু জলে পড়িয়াই ডুবিয়া যায় ও কিছুক্ষণ অদৃষ্ট হয়। পরে অকস্মাৎ তৎস্থান হইতে অনেক দূরে তাহাদিগের গ্রীবা সকল উত্তোলিত শির সর্পের ন্যায় একেবারে দৃষ্ট হয়। দিনের উষ্ণতা বৃদ্ধি হইলে ইহাদিগকে হ্রদ ও নদীর উপরস্থ শূন্যমার্গে অধিক উচ্চে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়

শোকস্রোত।

মুদিল কুমদি মুখ বারি ভরা নয়নে।
শশধর শ্বেতভাস, ক্রমেতে হইল হ্রাস,
বিষণ্ন বদনে বিধু গেল নিজ ভবনে।
তবু কেন ধরা ধরে সুমলিন বদনে॥

চুম্বিয়া কুসুম কুল গন্ধময় কেশরে।
বসন্তের গন্ধবহ, মন্দ শৈত্য গুণ সহ,
নাহি তোষে পান্থে কেন আতিথেয় আদরে?
পুন কি তারক পুরে বদ্ধ হলো অমরে?

নিরব নিকুঞ্জ পুঞ্জ জীবরব বিহীনে।
বৃক্ষডালে শত শত, পাখি বসি জড়বত,
না পুরে প্রভাতী গানে কেন আজি বিপিনে?
নিরবে দাঁড়ায়ে কাঁদে ঊর্দ্ধমুখে হরিণে।

শীতল সমীর যোগে ফুলদলে কাননে।
আনন্দে প্রকাশি মুখ, পথিকের হরে দুখ,
আজি কেন আছে তারা ম্রিয়মান বদনে।
রসাল মুকুল কেন খসি পড়ে সঘনে?

মধু লোভী অলিকুল মধুমক্ষি সাদরে।
নাহি করে মঞ্জুগান, নাহি করে মধু পান,
সুমধুর ফুল কুল মধুময় অধরে!
মধুপের চিরধন আজি নিল কে হরে?

নিশির শিশির নিত্য ফল পত্রে মুকুলে,
প্রফুল্লিত প্রস্ফুটিত, করি তোষে নরচিত,
আজি তাহা ঝরে কেন ধরাতলে অতুলে।
কাদে যেন তরুলতা ফুল কুল আকুলে॥

তরুণ অরুণ বর্ণ পূর্ব্বদিকে গগণে,
উঠিয়া প্রকাশে শোভা, জগজন মনোলোভা,
আজি তাহা দেখি কেন ভয়ঙ্কর নয়নে?
দাবানলে দেখে যথা মৃগ দল কাননে।

দেখি বিপরীত ভাব আজি সর্ব্ব স্বভাবে।
বীরদল জন্ম স্থান, কীর্ত্তিমতী রাজস্থান,
নিষ্প্রভ হইল এত কি কুগ্রহ প্রভাবে।
শ্রীহীন শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজপতি অভাবে।

বিদেশী পথিক মনে এই রূপে ভাবিছে,
হেনকালে রাজপুরে, আর্ত্তনাদ শুনি দূরে,
দেখে পান্থ বামা এক বাহিরিয়া আসিছে।
আয়ত নয়ন যুগ সলিলেতে ভাসিছে॥

কামিনী নিকটে পান্থ কহে গিয়া বিনয়ে,
কি দুখেতে দুনয়নে, বারিধারা বহে ঘনে,
আলু থালু কেশ পাশ, উর্দ্ধশ্বাসে কি ভয়ে
গৃহ ত্যজি বন মুখে যাও রাজ তনয়ে॥

পথিকের বাক্যে বালা উত্তরিলা কাতরে।
আগত যবন দলে, সংহারিবে রণস্থলে,
রাজচূড়া পৃথুরাজে রাজ ঋষি সমরে,
রাজলক্ষ্মী আমি মোর দুখে বুক বিদরে।

সহসা হেরিয়া পথে উর্দ্ধ ফনা ফনীরে।
যথা ভ্রামুকের মন, ক্ষণে হয় উচ্চাটন,
রাজ লক্ষ্মী মুখে দুখ বার্ত্তা শুনি অচিরে।
কাঁপিল পথিক মন আবেগেতে অধিরে॥

কিন্তু সে হৃদয় কম্প না হইল সভয়ে।
জন্মি রাজপুত্রকুলে, পান্থকার ভয়ে ভুলে?
বীরকুলে বীরের উদয় সর্ব্ব সময়ে।
জন্মে কোথা কাঁচমণি পদ্মরাগ আলয়ে॥

রাজশ্রীর কথা শুনি পথিকের অন্তরে।
স্বদেশের অনুরাগ, বৃদ্ধি পেয়ে দশভাগ,
কোপে অভিমানে তাঁরে জ্বালাইল সত্বরে।
বায়ুযোগে দাবানল উঠে যথা অম্বরে॥

কহিল সরোষে পান্থ "ধিক্ তার জীবনে।
জন্ম লয়ে বীর অংশে, পূতরাজ পুত্রবংশে,
বাঁচিতে যে জন চাহে স্বাধিনতা বিহনে।
মণিহারা ফণিদুখে ত্যজে প্রাণ বিজনে॥

যে পূত বাপ্পার দেবদত্ত অসিনিতলে।
পড়িল যবনচয়, বাতাহত তরুপ্রায়,
তার বংশ্য রাজঋষি সমরে রে সদলে।
যবনের হস্তে হত দেখিবে কে ভূতলে॥

চতুরঙ্গ সস্ত্রপাণি বশিষ্ঠের যজনে।
ক্ষত্রধর্ম্ম মূর্ত্তিমান, উঠিলেন যে চৌহান,
তাঁর বংশ্য পৃথুরাজে কে দেখিবে শয়নে।
নির্বীর করিতে ধরা কেবা দিবে যবনে?"

এতবলি পান্থবর রণবেশ ধরিয়ে।
মিলি স্বজাতির সনে, সংহারিয়া শত্রুগণে,
পড়িল সমরস্থলে অকাতরে যুঝিয়ে।
কেনা চাহে হেন মৃত্যু মনু জন্ম লইয়ে?

কাফরি জাতির বিবরণ।

আফরিকার দক্ষিণ সীমাস্থ উত্তম আশা অন্তরীপ বহুদিবসাবধি ব্রিটেন নিবাসিগণ কর্ত্তৃক কৃত বসতি হইয়াছে। তথাকার আদিম নিবাসী হটেণ্টট এবং কাফরি নামক দুই বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত এবং প্রত্যেক জাতিতে অন্যূন দশ বার করিয়া গোষ্ঠী আছে। কাফরি জাতিয়েরা দীর্ঘতা, সর্ব্বাঙ্গিক সম্মতি এবং উন্নত কপাল দ্বারা পরিচেয় হয়। তাহাদিগের চর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণ হইতে তাম্রবর্ণ পর্য্যন্ত হয় এবং কেশ সকল নিগ্রোদিগের ন্যায় কুঞ্চিত,কিন্তু উহা মস্তকের স্থানে২ এক২ গুচ্ছে বর্দ্ধিত। কাফরিরা দেহ আচ্ছাদনের নিমিত্ত চর্ম্ম এবং কম্বল ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা পশুদন্ত নির্ম্মিত অথবা গুটিকাময় হার এবং বাজু ব্যবহার করে এবং পিতলের বলয় পরিধান করিতে অত্যন্ত ভাল বাসে। তাহাদিগের রণপরিচ্ছদ অধিক শ্রমের সহিত নির্ম্মিত হয়। তাহারা চর্ম্ম নির্ম্মিত পাজামা এবং নানাবিধ পক্ষ বিশিষ্ট শিরাভরণ পরিধান করে। ভল্ল, স্থূল যষ্টি এবং চর্ম্মনির্ম্মিত ঢাল তাহাদিগের প্রধান যুদ্ধাস্ত্র। অতি অল্প দিবস হইল কাফরিরা অগ্নি যন্ত্র ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে, কিন্তু তাহারা ইহা যথেষ্ট কৌশলের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকে। অত্র স্থলে প্রদত্ত চিত্রটি একটী রণ সজ্জায় সজ্জিত কাফরির প্রতিমূর্ত্তি। কাফরি জাতি এবং ইউরোপীয় বসতিকারিগণের মধ্যে অনেকবার সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল।

কাফরিদিগের আরণ্য অবস্থায় অতি অল্প ধর্ম্ম জ্ঞান থাকে। তাহাদের বিশ্বাস আছে যে এই পৃথিবী কোন জীব কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ঐ জীব যদি ধ্বংস প্রাপ্ত না হইয়া থাকে তাহা হইলে এক্ষণে ইহার শাসন কার্য্যে যত্ন লয় না। কাফরিদিগের এই জ্ঞান আছে যে তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের আত্মা সকল তাহাদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করে এবং জাদু বিদ্যায় তাহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থাতে রোজাদিগের প্রভুত্ব অতিশয় প্রচলিত। তাহাদিগের দলপতি কোন প্রজা হইতে ভীত অথবা তাহার সম্পত্তি হরণেচ্ছুক হইলে রোজাদিগকে তৎপ্রজার উপর যাদুকরাপবাদ প্রদান করিতে নিযুক্ত করে এবং রোজা ঐ রূপ বলিলে তাহার প্রাণ বধ করিয়া তৎসম্পত্তি আত্মসাৎ করে। কাফরিদিগের মধ্যে খতনা করা প্রথা প্রচলিত আছে এবং তাহারা শূকরের মাংস ভক্ষণ করে। তাহাদিগের অনেক আচার ব্যবহার জুদিগের সদৃশ হওয়াতে কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে তৎসমস্ত জুদিগের নিকট হইতে গৃহীত বস্তুতঃ এক প্রকার জল বায়ু এবং বাহ্যিক ঘটনাদি মনুষ্যদিগকে এক প্রকার আচার ব্যবহারের অনুবর্ত্তী করে। কাফরিরা মৎস্য পক্ষী কিম্বা ডিম্ব ভক্ষণ করে না। তাহারা জনার লাউ এবং জবের চাষ করিয়া থাকে। উপরি উক্ত দ্রব্য সকল এবং দুগ্ধই

তাহাদিগের জীবন ধারণের প্রধান উপায়। তাহারা যুদ্ধকাল ব্যতিরেকে অন্য সময়ে প্রায়ই মাংস ভক্ষণ করে না। তাহাদিগের ভাষা অতিশয় কোমল এবং সুশ্রাব্য।

বীরাঙ্গণা।

সঙ্গরাণা যিনি হিন্দুস্থানের আধিপত্যের নিমিত্ত বাবার শাহের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পরলোক গত হইলে তৎপুত্র বিক্রমজিৎ চিটোরের সিংহাসনারোহণ করেন অল্প কাল পরেই রাজ্যস্থ প্রধান পুরুষগণ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সুবিখ্যাত রাজপুত্র যোধ পৃথুরাজের বিবাহ পূর্ব্বজাত সন্তান বনবীরকে রাজা করিল। বনবীর ঐ সকল লোকের সাহায্যে বিক্রমজিতের প্রাণ নষ্ট করিয়া তদীয় শিশু সন্তান উদয়ের প্রাণ বধ করিতে গমন করেন। উদয়ের ধাত্রী বিক্রমজিতের মৃত্যু সংবাদ নাপিতের মুখে শ্রবণেই বুঝিয়াছিলেন যে শিশুটীও বিনষ্ট হইবে এবং নিজ পুত্রকে ঐ সন্তানের পরিবর্ত্তে শয্যায় রাখিয়া একটী ফলের ঝুড়িতে ঢাকিয়া উদয়কে দুর্গ মধ্যে পাঠান এবং বনবীর আসিয়া তাঁহাকে উদয় কোথা জিজ্ঞাসা করিলে ধাত্রী নিজ পুত্রকে দেখাইয়া দেন ও বনবীর ঐ সন্তানের প্রাণ বধ করেন। ধাত্রীর স্নেহ যাঁহারা বিশেষ না জানেন তাঁহারা ইহা অপূর্ব্ব জ্ঞান করিতে পারেন, কিন্তু আমরা পারি না কারণ ধাত্রীর অকৃত্রিম স্নেহের ঋণ হইতে আমরা অদ্যাবধি মুক্ত হইতে পারি নাই।

এবম্প্রকার ধাত্রী দ্বারা রক্ষিত উদয় সিংহের দাসিপত্নী স্বয়ং কবচাবৃতা হইয়া আক্রমণকারী আকবর শাহের সেনাগণকে ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে চিটোর প্রাচীর পার্শ্ব হইতে দূর করেন। কিন্তু উদয় সিংহ নিজ দলের প্রধানগণের সমক্ষে উক্ত রাজ্ঞী দ্বারা নগর রক্ষা হইয়াছে বলাতে তাহারা এরূপ ক্ষুব্ধ হইয়াছিল যে, রাজা তাহাদিগের সন্তোষার্থ অঙ্গণার প্রাণ দিতেও বাদ্ধ হইয়াছিলেন। রাজপুত্রগণের বীর যশ অত্যন্ত অধিক ছিল, কিন্তু কখন২ তাঁহারা যে কাপুরুষের কার্য্য করিতেন তাহাতে সকলকেই ক্ষুব্ধ হইতে হয়। উক্ত রাজ্ঞীর নিধনের পর বেডনরের জয়মল্ল (জিমাল) ও খেলওয়ার পলতা বিটোর রক্ষার্থ বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করেন এবং জয়মল্ল সমরশায়ী হইলে যখন জয়াশা আর রহিল না তখন পলতার মাতা তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন "পুত্র এক্ষণে পাতবেশ পরিধান কর ও সমরশায়ী হইয়া তোমার পিতার সহিত স্বর্গে সাক্ষাৎ করিবে চল" এই বলিয়া তিনি পুত্রবধূ ও পুত্র সকলে হরিদ্রাবর্ণ বেশ পরিয়া বিপক্ষ পক্ষকে আক্রমণ করিলেন এবং অসামান্য শৌর্য্য প্রকাশান্তে রণস্থলে দেহ ত্যাগ করিলেন। রোমান জননিগণের পুত্রদিগকে "রণস্থল হইতে জয়ী হইয়া আইস অথবা চর্ম্মোপরিবাহিত হইও" ইত্যাদি প্রকার বাক্য বলাতে সকলে তাঁহাদিগের প্রশংসা করেন আমাদিগের বীরপ্রসবিনী রাজপুত্র জননিগণও সেইরূপ প্রশংসার যোগ্যা।

নূতনগ্রন্থের সমালোচনা।

মাধব মোহিনী।—ইত্যাখ্য যে একখানি ঐতিহাসিক নবন্যাস আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা আমাদিগকে বিশেষ আনন্দিত করিয়াছে। এই গ্রন্থখানি পাঠকালে ভারতীয় ভাব ভিন্ন বিজাতীয় ভাব পাঠকের মনে উদয় হয় না। ইহাতে যে সমস্ত লোক বর্ণিত হইয়াছে তন্মধ্যে সকলেই দেশীয় স্বভাব-সম্পন্ন দেশীয় লোক বোধ হয়। যদিও গ্রন্থ

খানির রচনা বিশুদ্ধ সাধুভাষার আদর্শস্বরূপ নহে, তথাপি ইহার রচনা অতি সুন্দর বলিতে হয়; রচনা কালে গ্রন্থকার যে বহু কষ্টে শব্দ সংগ্রহ করেন নাই তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে এবং সর্ব্বত্রেই লেখকের স্বচ্ছন্দতা পরিদৃষ্ট হয়। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে পৃথুরাজের মহম্মদ ঘোরীর সহিত যুদ্ধ কালে যে কর্ণদেব মগধের রাজা ছিলেন ও সম্রাট্ জয়চন্দ্রের সহিত যিনি মুসলমানদিগের বিপক্ষে যুদ্ধার্থ যাত্রা করেন সেই দেহারীয় কর্ণদেবের সময়ে মগধের করপ্রদ রাজগণের পরস্পর বিবাদ এবং নাগাদিগের ক্রমশোন্নতি ও ছোটনাগপুর রাজত্বের স্থাপনাদিই এই গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল। ইহার উপাখ্যান ভাগটী অতি সুন্দর ও কৌতুহলোদ্দীপক রূপে গ্রথিত হইয়াছে; পাঠ আরম্ভ করিলে পরভাগ পাঠের লালসা জন্মে এবং প্রত্যেক অধ্যায় পাঠ করিয়া অপর অধ্যায়ে কি লিখিত হইয়াছে জানিবার জন্য মন উৎসুক হয়। এই গ্রন্থ খানির বিশেষ প্রশংসা করার কারণ এই যে ইহাতে বর্ণিত প্রত্যেক লোকের প্রকৃতি ভিন্নরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে এমন কি নাম না দিয়া বাক্যগুলি দিলেও ভিন্ন২ লোকের বাক্য বলিয়া জানা যায়। ইহার কামিনীসকল হিন্দু পরিচ্ছদ ধারিণী বিজাতীয়া কামিনী বোধ হয় না; ইহার পুরুষগুলির ব্যবহার যথা লিখিত দেশের ব্যবহার বহির্ভূত নহে এবং পরিচ্ছদাদিও দেশবিরোধী নহে। এ গ্রন্থের ভিতর সাটীপরা বিবী নাই ও ইংরাজদিগের পরিচ্ছদধারী পুরুষ দেখা যায় না। আলোচ্য গ্রন্থখানির অধিকাংশ উদ্ধৃত না করিলে রচনা প্রাণালী, আখ্যায়িকার গুণাগুণ ও চিত্রচাতুর্য্যের বিশেষ পারিপাট্য বুঝা যায় না। তথাপি অল্পাংশ উদ্ধৃত করিলে যে কথঞ্চিৎ জানা যায় তাহা দেখাইবার জন্য আমরা দুইটী স্থান উদ্ধৃত করিতেছি।

সময়-বসন্তকাল, প্রত্যুষে ছোট ছোট ছেলেরা বস্ত্রাবৃত হইয়া হাঁ করিয়া খেলানা দেখিতেছে—প্রাতঃস্নান সমাধা করিয়া পুরাঙ্গনাগণ স্বস্ব গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতেছে তাহারাও ঘোমটার ভিতর হইতে দেখিতে দেখিতে যাইতেছে—কেহবা দুএকটী ক্রয় করিতেছে, মনোহর সহাস্য মুখে সুমিষ্ট বচনে ক্রেতাগণকে তুষ্ট করিতেছে, অক্রেতাগণকেও লওয়াইতেছে, এমত সময় তিনটী স্ত্রীলোক তাহার নয়নপথে পড়িল, অগ্র পশ্চাৎ অষ্ট জন রক্ষক চলিতেছে অলঙ্কার বস্ত্রাদিতে বোধ হইল তাঁহারা কোন বিশিষ্ট লোকের কুলাঙ্গনা হইবে। মনোহর দণ্ডায়মান্ হইয়া করযোড়ে উচ্চৈঃস্বরে কহিল "এদিকে মায়ী" ইতমধ্যে স্ত্রীগণ নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মনোহর দোকান হইতে নামিয়া নমস্কার করিয়া দণ্ডায়মান হইল, "মায়ী এ দাসকে আজ ভুলিয়া যাচ্ছেন, আপনার জন্য একটী নূতন খেলানা আনিয়াছি একবার দেখে যান।" যাঁহারা কদাচ পশ্চিমাঞ্চলের কাশী, পাটনা প্রভৃতি নগরের মণিহারির দোকান দেখিয়াছেন তাঁহারা উপরোদ্ধৃত বর্ণনা কিরূপ অবিকল তাহা বুঝিতে পারিবেন এবং যাঁহারা কখন দেখেন নাই তাঁহারা মনোহরের দোকান ও আচরণ হইতে পশ্চিমের দোকানদারির নিয়ম জ্ঞাত হইবেন।

"মোহিনী এক হস্ত দিয়া মুখ হইতে হস্ত সরাইলেন, অন্য হস্ত মাধবের গলদেশে দিয়া মস্তক পরিনত করাইয়া স্বস্কন্ধে রাখিলেন, কপোল স্পর্শে, যে প্রকার জ্বলিত ক্ষত তৈলদানে শীতল হয়, মাধবের দগ্ধহৃদয় শীতল হইল, বাহুপ্রসারি আলিঙ্গন করিয়া বক্ষে টানিয়া লইলেন, যাহা অদ্যাবধি করেন নাই, মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "মোহিনী আমার বোধ হইয়াছিল যে সকলেই আমাকে ত্যাগ করিয়াছে।"

মোহিনী দুই হস্ত দিয়া গলা জড়াইয়া স্কন্ধে মস্তক রাখিয়াছিলেন, কর্ণে২ কহিলেন "স্বামীকে কখন স্ত্রী কি ত্যাগ করে?" এমন সময় সুমতী শীঘ্র আসিয়া কহিল "দাদা ওদিগে কে আশ্চে" মাধবপ্রসাদ পুনর্ব্বার মুখচুম্বন করিয়া মোহিনীকে বক্ষ হইতে সরাইয়া প্রস্থান করিলেন।

যে নবন্যাসে স্বভাবসৌন্দর্য্য, আচার ব্যবহার, দেশীয় পরিচ্ছদ ও নানামত নরচরিত্র যথার্থরূপে বর্ণিত থাকে তাহাকে উত্তম বলা যায়। যে সময়ের ও যে দেশের বিষয় লেখা হয় সেই সময়েরও সেই দেশের আচার ব্যবহার প্রভৃতির অবিকল ছবি দান করাই নবন্যাসের বিশেষ গুণ। যে নবন্যাস পাঠে পাঠকগণের মনে বর্ণিত দেশ কাল পাত্রাদির প্রতিবিম্ব পড়ে না তাহাকে উত্তম বলা যায় না। এপ্রকার গ্রন্থে মনুষ্য স্বভাবকে সম্ভব মত অলঙ্কারে ভূষিত করা হইয়া থাকে, কিন্তু যদি সেই অলঙ্কার অসঙ্গতরূপে ব্যবহৃত হয় তবে তাহা দুষ্য হইয়া উঠে আর তৎসমস্ত সঙ্গতরূপে বিন্যস্ত হইলেই লোক মনোহারী ও প্রশংসার যোগ্য হয়। অনেক লেখক নায়ক নায়িকার চরিত্র উৎকৃষ্ট করণার্থ তাঁহাদিগের স্বভাবে এত গুণাদি সন্নিবিষ্ট করেন যে তাঁহাদিগের লিখিত গ্রন্থের নায়কাদির মনুষ্যত্ব যাইয়া দেবত্ব হয় ও কার্য্য সকলের অনেক অসম্ভব হইয়া উঠে; এই দোষই রচনার প্রধান দোষ কিন্তু আধুনিক লেখকেরা তাহা বুঝেন না, বসন্তে শীতকালের ফুল প্রস্ফুটিত, শীতে মলয়মারুত প্রবাহিত, হিন্দুর দেহে মুসলমানের পরিচ্ছদ প্রয়োগাদি ঘটনা অনায়াসে ঘটান ও তজ্জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হয়েন না। যাঁহারা রচনার বিশুদ্ধতা সাধনেই কেবল যত্ন করেন তাঁহাদিগের জ্ঞাপনার্থ আমরা লিখিতেছি যে মৃত বুনিন সাহেবের কৃত "পিলগ্রিমস্ প্রগেরেশ" গ্রন্থের রচনা অতি সামান্য তথাপি তাহা সর্ব্বসাধারণের অতীব প্রিয় হইয়াছে; টেকচাঁদ ঠাকুরের কৃত আলালের ঘরের দুলালের ভাষার বিশুদ্ধতা কিছুই নাই তথাপি তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের পুরোবর্ত্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।"

আমাদিগের আলোচ্য গ্রন্থখানি সরল প্রচলিত ভাষায় লিখিত এবং বর্ণনাগুলি স্বভাবসঙ্গত ও চিত্তাকর্ষক এই নিমিত্তই ইহা পাঠে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি এবং বোধ করি বঙ্গভাষাপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই ইহা পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। গ্রন্থের কায়া তিনশত পত্রের অধিক, সুতরাং এক টাকা মূল্য সুলভ বলিতে হইবে।

মূলসংগীতাদর্শ—

নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।
কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্রসুদুর্লভা॥

এই শ্লোকের ভাবে পণ্ডিতগণের মধ্যেই স্বভাবসিদ্ধ কবিত্বশক্তি প্রাপ্য বোধ হয়। বাস্তবিক তাহা সর্ব্বত্র সঙ্গত বোধ হয় না কারণ এরূপ অনেক উৎকৃষ্টকবি হইয়াছেন, যাঁহাদিগের পাণ্ডিত্য ছিল না বলিলেও বলা যায় মৃত গীত লেখক নিধুবাবুর বিদ্যা বিষয়ে অধিকার কিছু মাত্র ছিল না, কিন্তু তাঁহার গীতাবলীর ভাব মাধুর্য্যে সকলকেই মোহিত হইতে হয়। এ বিষয়ের এই রূপ ভূরি২ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে এজন্য তৎসমস্ত উল্লেখে বিরত হইলাম। বিজ্ঞগণ কহেন যে কবিত্ব একটী ঈশ্বর দত্ত স্বভাবসিদ্ধ শক্তি এবং বিদ্যা সেই শক্তিকে পরিমার্জ্জিত ও উজ্জ্বল করে। পাণ্ডিত্যাভাবেও কবিত্বশক্তি থাকা সম্ভব এবং পাণ্ডিত্য সত্বেও কবিত্বশক্তির অসম্ভাব ঘটে আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতাকে স্বভাবসিদ্ধ কবিত্বশক্তি সম্পন্ন বলিতে আমাদিগের মনে কিছু

মাত্র সন্দেহ হয় না। যেহেতু ইহাঁর রচিত গীতাবলীতে যে পরিমাণ কবিত্ব পরিদৃষ্ট হয় তদনুরূপ পাণ্ডিত্য দেখা যায় না। মুল সংগীতাদর্শ—ইত্যাখ্য গ্রন্থখানি শ্রীরমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। যদিও গ্রন্থকারের সংস্কৃতাদি ভাষাতে বিশেষ পাণ্ডিত্য নাই তথাপি আমরা তাঁহার রচনাপ্রণালি এবং শব্দ প্রয়োগের পটুতা দেখিয়া অতীব প্রীতিলাভ করিয়াছি। মূলসঙ্গীতাদর্শের গীত সকল অতিশয় মধুর এবং সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। পাঠকগণের রঞ্জনার্থে আমরা নিম্নে ইহার কএকটী গীত উদ্ধৃত করিলাম।

ধুর মল্লার—তাল কাওয়ালী।

মেহারে বন ঘন ডারে ডারে আওর মোরেলা
বোলে হাঁ হাঁ হাঁ বওছারন বরষে।
কারি ঘটাঘন উমড়ি ঘুমড়ি আঞি পপিহা পা-
পীহা বোলনে লাগি সদা রঙ্গ কোন গরজে॥

ঐ স্বরের অবিকল গান।

আনন্দে স্বরঙ্গ ঝোলনে রঙ্গে যমুনা পুলিনে,
প্যারী নবঘন শ্যাম বিরাজে।
সহচরী নাচে গায় যত সারি সারি,
বদনে হরি, নয়নেতে বারি, পুলকিত প্রেমানন্দে।
কিবা তরুলতা শোভিতা যমুনাতীরে,
স্পর্শয়তি নীর মন্দ সমীরে;
গায়ন্তি পিক-কুল প্রমত্তে, ধাবতি মধুকর চঞ্চলচিত্তে,
রমাপতি ব্রজবাস বসতি মতি, অন্তে স্থান দিও ব্রজপতি,
যুগল পদারবিন্দে॥

বেহাগ—তাল আড়া।

কোথায় কর গমন, ওহে মৌনব্রত জন।
বল দেখি নাহি দেহ সাধিলে উত্তর কেন॥
হতেছে এই অনুভূত, তব বশীভূত ভুত, করি
তোমার অভিভূত, হরিল শ্রীধন॥ ১
কোথায় তুরঙ্গপদ, তব গমন আস্পদ, করীকর
বিহীনেতে, স্বজন বাহন।
কারে দিলে রাজকর্ম্ম, কে লইল অসি চর্ম্ম,
অমাত্যাদি তেয়াগিয়ে কেন হে নির্জ্জন॥২
ছিলে যবে সিংহাসনে, গণ্য ছিলে সিংহাসনে,
এখন অগত্যা সার হলো তৃণাসন।
যাত্রাতে মঙ্গলাচার, ছিল পূর্ণঘট যার, এ শূন্য
ঘটেতে তার, ঘটে কি তেমন॥ ৩
চলিয়াছ মাভৈরবে, ত্যজি অতুল বৈভবে,
করেছ যার কৈতবে, বহু পর্য্যটন।
কহে রমাপতি দীন, এ নিধন তাঁর অধীন,
আছে যাঁর ইচ্ছাধীন, সৃজন পালন॥ ৪

বেহাগ—তাল আড়া।

কোথা হতে এলে তুমি, কেবা কোথাকার হে।
বল কোন খানে হবে গমন তোমার হে॥
কাহারো কর্ম্মসাধনে, কিম্বা স্বীয় প্রয়োজনে,
এলে এ নব ভুবনে, হোয়ে স্বেচ্ছাচার হে॥ ১
কেন বা এ কর্ম্মক্ষেত্রে, তুমি পদার্পণ মাত্রে,
রোদন সলিল নেত্রে, করিলে সঞ্চার হে।
হেন অনুমানি মনে, ছিলে যার অবলম্বনে,
অকস্মাৎ সেই ধনে, হেরে শূন্যাকার হে॥ ২
হও কোন ধর্ম্মাসীন, সংসারী কি উদাসীন,
কহ হে মমতাধীন, সঙ্গী আপনার হে।
তোমার কে আছে বিভু, কিম্বা তুমি কারো প্রভু,
হেরিয়াছ এ ভূ কভু, অথবা সংসার হে॥ ৩
কি জাতি কি ধর নাম, কোথা পরিণাম ধাম,
কি ভাবিছ অবিশ্রাম, কহ তথ্য তার হে।
লহ করুণার মর্ম্ম, না করিহ হেন কর্ম্ম, যাতে
ইহ পরধর্ম্ম, যায় আপনার হে॥ ৪

ঝিঁঝিট—তাল ঠেকা।

যার সুখে সুখী জগত জগতচিত, তার
শয্যাগতে গত কেন না হয় অনুগত।

যার জীবনে জীবন, আর সুখী আজীবন,
তদধীনে যে নিধন, ধন্য তার কলৌগত ॥
প্রকৃত প্রকৃতি যার, অলৌকিক সুখাধার, জীবন
বিচ্ছেদে তার, হয় মহা নিদ্রাগত।
দীন রমাপতির মন, মুদিত কুমুদী যেন, চন্দ্র
অদর্শনে প্রাণ রাখা প্রাণ ওষ্ঠাগত ॥

খাম্বাজ—তাল ধিমাতেতাল।

অন্তঃপুরে করিব প্রস্থান, চল মন আমার;
গমনে সুগম অতি মুহুর্ত্তেক ব্যবধান।
কেন মজি হলাহলে, কলহাদি কোলাহলে,
যাত্রা কৈলে অবহেলে, পাইব নির্জ্জন স্থান ॥ ১
সিংহাসনে প্রয়োজন, কি আছে হে প্রিয়জন,
কর শয্যা তৃণাসন, কাষ্ঠাদির উপাধান।
ইতে করো না সন্দেহ, আত্ম যাগেতে মন দেহ,
পঞ্চ রত্নাব্রত দেহ, মৃত্যুঞ্জয়ে কর দান ॥ ২
হোতা চার্য্যে রাখ বলে, সমাংস আহুতি হলে,
কর্ম্মকুম্ভ শান্তিজলে, মৃডাগ্নি করে নির্ব্বাণ।
দীন রমাপতি কয়, দিন গত পাপক্ষয়, করুণা-
ময়িরে ডেকে, ক্রিয়া কর সমাধান ॥ ৩

কালেংড়া—তাল জলদতেতালা।

এই যে যাব সে যাব, আসিব সে কথার কথা।
মন তুমি জাননাক জগদম্বার ক্ষমতা ॥
এসেছ যেমন না জান, জানিবে হবে নির্ব্বাণ,
চিন্তা কর চিন্তা কথা ॥ ১
ক্ষতি নাই কও তারা তারা, রমনারে করে ত্বরা,
এ কেবল কর্ম্ম ধরা, জিজ্ঞাস যথা তথা।
সুন্দরে সুতে এই কয়, ভাবিলে ভাবনাময়,
দূর কর মন ব্যাথা ॥ ২

কালেংড়া—তাল মূল।

যাওয়া হবেনা কেন রে ও মন ভবনদী
পারে।
নিস্তারকারিণী শ্যামা ভাব রে অন্তরে ॥
ভবনীরে তনুতরি, ভাসাও রে মন ত্বরা করি,
বসে থাক তদুপরি, জ্ঞানহালি ধরে ॥ ১
শ্রদ্ধা ভক্তি সুবাতাসে তরণী ধর, কুমতি কুটিল
কুবাতাস পরিহরি; ছজন দাঁড়ি কি কায বল,
দুর্গা নামে বাদাম তোল, হলো সুগম চল,
ভক্তিপবনভরে ॥ ২
এখন হতে তোমার রে মন বলে রাখি শুন,
কাল চড়া আছে তরী না ঠেকে তায় যেন।
জ্ঞানহালি ধর জোরে, দুর্গানাম পালি ভরে,
লোয়ে চল এ সুন্দরে, চিন্তামণি পুরে ॥ ৩

কাফি-সিন্ধু—তাল পোস্তা।

আমার মন হলো সন্ন্যাসী।
এবার পঞ্চ ভূতে তেজ্য করে্য হব কাশিবাসী ॥
নির্ম্মায়িক মাতা যার, পিতা করেন সংহার,
অন্য বন্ধু নাই তার, সহজে উদাসী।
শুনে মহাজন ঠাঁই, সাহস করেছি ভাই, যার
অন্য গতি নাই, তার গতি বারানসী ॥
রিপুচয় কাম আদি, যদি হয় প্রতিবাদী, সকলের
মহৌষধী, আছেন কাশিবাসী।
সুন্দর সুতের সুত, শ্রীদুর্গাচরণাশ্রিত, সে দুর্গা-
নামের অসি ধরে, কাটাবে কর্ম্ম ফাঁসী ॥

জঙ্গলা—তাল ত্রিওট।

কেন ডুবালে মায়াময় কূপে মা, কোপে কি
আক্ষেপে নিক্ষেপিলে গো জননি।
আরো কি হয় ভাবী, সদা মনে ভাবি, পুন
অনুভাবি জননী ভব ঘরণী ॥
পতিত দুর্দীনে, নিবার সুদিনে, রমাপতি
দীনে দিয়া চরণ তরণী ॥

// রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র।

৭ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। সন ১২৭৯ [৭৫ খণ্ড।

পুরাবৃত্ত পাঠের ফল।

রহস্য-সন্দর্ভের প্রতিখণ্ডেই এক একটী ঐতিহাসিক প্রস্তাব থাকে তজ্জন্য অনেকে ইহাকে ইতিহাস সমালোচক পত্র বলেন। এক্ষণের লোকের মন গল্প ও রসভাবাত্মক গ্রন্থাদি পাঠেই রত এবং ইতিহাসাদিকে নিরস ও কঠিন জ্ঞান করে। পাছে কোন পাঠক প্রতি খণ্ডে ইতিহাস দেখিয়া অসন্তুষ্ট হয়েন এই ভয়ে ও অন্যান্য কারণ বশতঃ এই পত্রে প্রদত্ত পুরাবৃত্ত বিষয়ক প্রস্তাবগুলিন সুললিত, সরল ও সুরসযুক্ত করণের চেষ্টা করিতেছি। আর ইতিহাস পাঠের ফলাদি জ্ঞাপনার্থই অদ্য যত্ন করিতেছি, কিন্তু সম্পূর্ণ সাফল্য লাভের সম্ভাবনা নাই যেহেতু প্রস্তাব বাহুল্যে লিখিবার স্থানাভাব।

"পুরাবৃত্ত" এই শব্দটীতে পূর্ব্বকালের ঘটনা বুঝায় এবং পুরা অব্যয়ের সহ বৃতধাতু হইতে ইহার উৎপত্তি। অতএব পুরাবৃত্তে যে কেবল সংগ্রাম ও রাজগণের বৃত্তান্ত লিখিত থাকে এরূপ নহে, পূর্ব্বকালের সকল বিষয় সম্বন্ধীয় বিবরণ ও ঘটনা বর্ণন করাই যথার্থ ইতিহাস লেখকের কার্য্য। পুরাবৃত্ত পাঠ দ্বারা যাঁহারা নিজ নিজ স্মরণশক্তিকে কেবল বৎসর সংখ্যা ও যুদ্ধাদির স্মৃতিভারে অবনত করিয়া রাখেন তাঁহাদিগের কোন ফলই হয় না, যেহেতু ইতিবৃত্তান্তর্গত উপদেশ সকলের অনুধাবন ও তাহা অন্তরে ধারণ করাই ইতিহাস পাঠের ফল। পূর্ব্বকালের ঘটনাদি সমালোচনরূপ বহুদর্শন দ্বারা এরূপ আত্ম চরিত্রের বিশুদ্ধি সাধন করা কর্ত্তব্য যদ্দারা নিজ ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল হয় এবং সমাজের সহযোগিতা ও উন্নতি করা হয়।

দর্শনশাস্ত্রের গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে তাহার প্রত্যেক লোকও সমস্ত সমাজসম্বন্ধে উপকারীত্ব নিরূপণ করিতে হয় এবং যে দর্শনে সেই উপকারিত্ব গুণ অধিকতর থাকে তাহাকেই উৎকৃষ্ট বলা যায়। গাঢ় চিন্তাদি দ্বারা পরিক্রান্ত চিত্তকে প্রফুল্ল ও বিশ্রাম দানে পুনর্ব্বার কার্য্যক্ষম করা হেতুক অনেক বিষয়ের পরোক্ষত হিতাহিতকারিত্ব স্বীকার করিতে হয়। যে সকল দর্শনের আলোচনা তদনুসন্ধায়িগণের নিজ২ মনকে উন্নত ও সামাজিক মঙ্গলোৎপাদন করে, অথচ যাহা সময় মত মনকে বিরামদান করতঃ তাহার ক্লান্তিদূর ও আনন্দ সম্পাদন করে, সেই দর্শন সমস্তকেই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত বলা যায়। পণ্ডিতগণ পুরাবৃত্তকে এই প্রকার দর্শন মধ্যে পরিগণিত করেন। পুরাবৃত্তকে উদাহরণ দ্বারা দর্শিত বিজ্ঞান বলা যায় এবং সকল উপদেশ

অপেক্ষা উদাহরণের উপকারিতা সর্ব্ববাদী সম্মত। নীতিধর্ম্ম ও জ্ঞান বিষয়ক নীতি সমস্তই উদাহরণ দ্বারা সপ্রমাণিত করিবার পরীক্ষাই একমাত্র উপায় প্রশস্ত আছে। পুরাবৃত্ত পাঠ দ্বারা লোকে নীতি ও জ্ঞানসম্বন্ধীয় উপদেশাদি বিষয়ক নিজ নিজ পরীক্ষা ব্যতীত বহুকালের বহু লোকের পরীক্ষা সংগ্রহ করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত পুরাবৃত্তের একটী এই বিশেষ গুণ আছে যে ইহা সর্ব্বসাধারণের উপযোগী যেহেতু সকল অবস্থার সকল সমাজের ও সকল ব্যবসার লোকই ইহার পাঠে নিজ নিজ অবস্থা, সমাজ ও ব্যবসার উন্নতিসাধন করিতে পারে। যে সকল লোক ভদ্রবংশে জন্ম গ্রহণ করেন ও সাংসারিক সচ্ছন্দতা থাকে এবং যে সমস্ত ব্যক্তি সংবাদপত্রের সম্পাদকতা প্রভৃতি দেশহিতকর বিষয়ে সংলিপ্ত হয়েন তৎসমস্তেরই লোকযাত্রা বিধান শাস্ত্রানুশীলন করিতে হয়, সুতরাং তৎশাস্ত্রের অতুল্য চতুষ্পাঠী স্বরূপ পুরাবৃত্ত তাঁহাদিগের একমাত্র শিক্ষাস্থল, ইতিহাস দ্বারা মানব কার্য্য সকলের মূল কারণ অবগত হওয়া যায় এবং রাজ্য ও দেশ সমস্তের উন্নতি, সৌভাগ্য, পরিবর্ত্তন, পতনাদির কারণ জ্ঞাত হইবার ইহাই পথস্বরূপ। ইতিহাসই শাসনপ্রণালী ও দেশাচারের পরস্পর সম্বন্ধ প্রকাশ করে, ইহাতেই লোকের হৃদয় হইতে পক্ষপাত ভাব দূর করে, ইহাই মাতৃভূমির প্রতি স্নেহ বর্দ্ধিত করিবার মূল এবং ইহা হইতেই দেশহিত সাধনের ও উন্নতির সরলতম উপায় উদ্ভাবিত হয়। জাতীয় ঐক্যতার অসাধারণ উপকারিত্ব এবং দেশের আন্তরিক বিরোধের অপকর্শতা ইতিহাস দ্বারাই বহুমতে সপ্রমাণিত হয়। অপরিমিত স্বাধীনতা যে বিপদ ও অনিষ্টজনক এবং অত্যাচার শাসনের যে অবনতিকারিণী শক্তি তাহা পুরাবৃত্ত পাঠ ব্যতীত জানা যায় না। ইতিহাসের সর্ব্বোপযোগীতার কিছু ব্যাখ্যা নিম্নে করিতেছি। যাঁহারা পশু তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন পুরাবৃত্ত পাঠে তাঁহাদিগের সে বিষয়ের যে কিছুমাত্রও জ্ঞান জন্মায় না এ কথা বলা যায় না, কারণ গৃহপালিত ও আরণ্য জীবগণের কোন্‌টী কোন্ সময়ে কোথায় প্রচলিত ছিল ও কি কার্য্যে ব্যবহৃত হইত তত্তাবৎ নিরূপণ করিতে গেলে পুরাবৃত্তের সাহায্য ব্যতিরেকে সাফল্যলাভ অসম্ভব। যে সকল মহাত্মা ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত আছেন তাঁহারা ইতিহাস চর্চ্চা ব্যতিরেকে ঔৎকর্ষ্য লাভ করিতে পারেন না, যেহেতু কোন্ সময়ে কি ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল এবং সেই ধর্ম্মাবলম্বিদিগের তদ্দ্বারা কি প্রকার উন্নতি বা অবনতি হইয়াছিল তত্তাবৎ জ্ঞাত হইবার অন্য কোন উপায় নাই। শিল্পশাস্ত্র ব্যবসায়িগণেরও ইতিহাস পাঠ করায় ফল আছে কারণ তদালোচন দ্বারা লোকের যে রূপে রুচি পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহা অনুভূত হয়। আর এরূপ অনেক শিল্পও আছে যাহাতে ঐতিহাসিক জ্ঞান বিলক্ষণ প্রয়োজন হয় যথা—চিত্রবিদ্যা। চিত্রকারগণ চিত্র লিখিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, সুতরাং লোক মনোরঞ্জনকারী চিত্র না হইলে আয়াসানুরূপ মূল্য প্রাপ্ত হয়েন না; কিন্তু পরচিত্তাকর্ষক চিত্র লিখিতে হইলে যে সময়ের চিত্রটী লেখা হয় তৎকালোচিত পরিচ্ছদ, অলঙ্কার প্রভৃতি উহাতে সন্নিবেশিত করা নিতান্ত প্রয়োজন হয়—যীশুখ্রীষ্টের ক্রস হইতে অবতরণের চিত্রে কতকগুলি আধুনিক খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীর ন্যায় কোট্ পেন্‌টুলেন ধারী ব্যক্তির মূর্ত্তি লিখিত হইলে সে চিত্র কি কাহারও নয়নানন্দপ্রদ হয়?

যে সকল পণ্ডিত নীতিবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানানুশীলনে একাগ্র চিত্তে নিযুক্ত আছেন ইতিহাস তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, নরচরিত্র

সমালোচনা ও দেশকাল পাত্রভেদে নীত্যাদির সুপ্রযুক্তি অবহিতান্তরে ইতিবৃত্ত পাঠ ব্যতিরেকে কখনই হইতে পারে না; কারণ যে সকল কার্য্য আমাদিগের পক্ষে কলুষকর, তাহা দেশকাল পাত্র-ভেদে অদূষণীয় ও আবশ্যক হইতে পারে, যথা— পরদারাভিগমন সমাজ বিশৃঙ্খলতাজনক বলিয়া আমাদিগের পক্ষে পাতককর, কিন্তু যদি কোন অগম্য স্থানে ঘটনাক্রমে দশজন পুরুষ ও শতাধিক কামিনী নিক্ষিপ্ত হয় তাহা হইলে নীতিশাস্ত্রকার-গণ সেস্থানে পরদার গমনে বিধি দান করেন কি না। সমুদ্রে পোতমগ্ন হইলে এবং অপরাপর স্থলে অনেক এরূপ প্রমাণ দেওয়া যায় যে, আহারাভাবে লোক নরমাংস ভক্ষণ করিয়াছিল কিন্তু ঐ নরমাংস ভক্ষণকারিদিগকে কেহই পাতকী জ্ঞান করেন নাই।

সঙ্গীতবেত্তাগণের পক্ষেও ইতিহাস কিয়ৎ পরি-মাণে প্রয়োজনীয় যেহেতু তৎশাস্ত্রের ক্রমশঃ পরি-বর্ত্তনাদি ইতিবৃত্ত হইতে অনেক জানা যায় এবং দেশকাল পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন রাগাদির প্রয়োগ-পটুতা জন্মে তাহার উদাহরণ যথা—রণবাদ্য আ-বহমান কাল পর্য্যন্ত সংগ্রাম কালে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই রণবাদ্যের পরিবর্ত্তে নিদ্রাকর্ষক কোমলভাবাপন্ন রাগিণী যদি বাদিত হয় তাহা হইলে সেনাগণের মনে বীররসোদ্দীপন না করাতে বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে। যন্ত্রবিজ্ঞানের রসায়ণ প্র-ভৃতি শাস্ত্রের আলোচনায় যে মহোদয়গণ ব্যাপৃত আছেন ইতিহাস পাঠ তাঁহাদিগেরও পক্ষে কতক আবশ্যক। স্বাভাবিক নিয়মাদির আবিষ্ক্রিয়া সময়ে২ যে রূপে হইয়াছে ও সেই সকল আবিষ্ক্রিয়াকে মূল স্বরূপ ধরিয়া যে সমস্ত তদ্বিষয়ক উন্নতি সম্পাদিত হইয়াছে তৎসমস্ত অনুসন্ধান করাতে লোকের বুদ্ধিবৃত্তি পরিষ্কৃত ও মার্জ্জিত হয় এবং অপরাপর উন্নতি সকল সহজে করা যায়।

রাজ্যশাসন, লোক যাত্রা বিধান, সমাজ সংস্করণ, দেশ হিতসাধনাদি ব্যাপারে যাঁহারা লিপ্ত থাকেন ইতিহাস তাঁহাদিগের যে পরিমাণে সহোযোগী তাহা ইতিপূর্ব্বে বিশেষে কথিত হইয়াছে সুতরাং এস্থলে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে পুরাবৃত্তের সাহায্য ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের এক মুহূর্ত্তও কার্য্য চলে না। পুরাবৃত্তের সর্ব্বসাধারণ সম্বন্ধি উপকারিত্ব যথা কথঞ্চিৎরূপে কথিত হইল এক্ষণে তাহার অপরাপর গুণ ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সর্ব্ব ব্যবসায়ী লোকের যে নিজ২ ব্যবসায়ের উন্নতি জন্য ইতিবৃত্ত পাঠ করা কর্ত্তব্য তাহা উক্ত হই-য়াছে এতদ্ভিন্ন ইতিহাস সকলেরই পক্ষে চিত্তের বিশ্রাম জনক। অঙ্ক শাস্ত্র বেত্তারা গুরুতর গণনার পরিশ্রমে যখন শ্রান্ত হয়েন তখন অঙ্কশাস্ত্র ক্রমে ক্রমে যে রূপে উন্নতি ও পরিপুষ্টতা প্রাপ্ত হই-য়াছে তদালোচনা তাঁহাদিগের পক্ষে বিশ্রাম বোধ হয় আর সেই আলোচনা ইতিহাস দ্বারা সিদ্ধ হওয়াতে ইহা অঙ্কবিৎগণের বিশ্রাম স্থল স্বরূপ হইয়াছে। এই রূপে সকল দুরূহ শাস্ত্রালোচক-দিগের প্রতি পুরাবৃত্ত গাঢ় চিন্তা নিবন্ধন শ্রান্তিনা-শক ও আনন্দ উৎপাদক। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা বি-ষয় কর্ম্মে সর্ব্বদা ব্যাপৃত তাঁহাদিগের পক্ষেও ইতিহাস অতি আবশ্যক। বিষয় কার্য্য হইতে অবকাশ পাইয়া বিশ্রামার্থ যে সকল উপন্যাসাদি বিষয়ী বা কর্ম্মিগণ পাঠ করেন তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের মন আনন্দিত হয় ও পরিশ্রান্ত দেহ ও মন শ্রান্তি লাভ করে। কিন্তু ঐ পাঠ দ্বারা তাঁহাদিগের কোন বিশেষ লাভ হয় না। যদি তাঁহারা ইতিহাস পাঠ করেন তাহা হইলে এক কালে উভয় ফলই লাভ করিতে পারেন—বিশ্রাম লাভও হয় অথচ বহু বিষয়ক জ্ঞান ও বহু দর্শিতা জন্মে, কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ইতিহাস হইতে সকলেই নিজ

নিজ ব্যবসা বিষয়ক জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারে। আর কাব্য, উপন্যাসাদি পাঠে পরিশ্রান্ত মনের যেরূপ বিশ্রাম ও আনন্দ সম্পাদিত হয় ইতিবৃত্ত দ্বারাও সেই রূপ হইয়া থাকে। মুরজিহানের জীবন চরিত্র, শিবজীর আদ্যোপান্ত বিবরণ, পৃথুরাজের যুদ্ধ বৃত্তান্ত, আলাউদ্দিনের চিতোর জয় বার্ত্তাদি পাঠ করিয়া কোন্ কাব্য বা নবন্যাস পাঠের প্রীতি না জন্মে ?

বৈজুনাথ সবম্বন্ধীয় সাঁওতালী প্রবাদ।
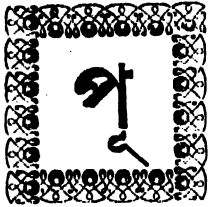
পূর্ব্বকালে এক দল আর্য্য বংশীয় ব্রাহ্মণ আসিয়া বর্ত্তমান বৈজুনাথের মন্দির সন্নিকটস্থ স্থানে বাস করে এবং তত্রত্য সুন্দর স্বাভাবিক-পার্ব্বত্য-হ্রদের কুলে এক শিব লিঙ্গ স্থাপন করিয়া বলি প্রদান করিত। ঐ পার্ব্বত্য হ্রদের সন্নিকটে আর কিছুই ছিল না এবং যে বন ও পর্ব্বত ঐ স্থান বেষ্টিত ছিল তাহাতে কৃষ্ণকায় সাঁওতালগণই বাস করিত, কিন্তু তাহারা ঐ রুদ্র মন্দিরে অর্চ্চনা বা বলিদানাদি না করিয়া তত্রত্য যে তিন বৃহৎ পাষাণ খণ্ডের পূজা করিত ঐ পাষাণত্রয় অদ্যাবধি বৈদ্যনাথ নগরের পশ্চিম পার্শ্বে বর্ত্তমান আছে ও তাহাই সাঁওতালগণের পূর্ব্বপুরুষেরা মানিত। কথিত ব্রাহ্মণ দল চাষ করিয়া তাহাতে হ্রদ হইতে জল সেচন করিত এবং সাঁওতালগণ তাহাদিগের পরম্পরাগত প্রথানুসারে মৃগয়া ও পশুপালনেই দিনপাত করিত ও তাহাদিগের স্ত্রীলোকেরা অল্প২ জনার চাস করিত। ভূমির উৎপাদিকা শক্তিতে বহু ফলোৎপন্ন হওয়াতে ব্রাহ্মণগণ ক্রমে অলস হইয়া আমোদ আহ্লাদেই কাল হরণ করিতে লাগিল ও তাহাদিগের দেব সেবায় অমনোযোগিতা হইল। তাহাদিগের আচরণে প্রস্তরত্রয় পূজার্থ আগত সাঁওতালগণ চমৎকৃত হইত এবং তাহাদিগের মধ্যে বৈজুনাথ নামক এক জন বহু বলবিশিষ্ট সাঁওতাল তদ্দর্শনে রাগত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, সে প্রতি দিন ব্রাহ্মণগণের দেবতাকে দণ্ডাঘাত না করিয়া জল গ্রহণ করিবে না। এই প্রতিজ্ঞানুসারে বৈজু প্রত্যহ আহারের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের স্থাপিত শিব লিঙ্গে দণ্ডাঘাত করিত এবং একদা তাহার গোধন হারাইবাতে তদন্বেষণে সমস্ত দিন বনে বনে ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার সময় আহার লইয়া খাইতে বসিল ও আহারার্থ হস্ত প্রসারণ করিলেই মনে হইল যে, ব্রাহ্মণগণের দেবতাকে দণ্ডাঘাত করে নাই। বৈজু অবিলম্বে উঠিয়া দণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক মারিতে প্রবর্ত্ত হইলে সম্মুখস্থ হ্রদ হইতে এক নানা-রত্ন-ভূষিত দিব্য মূর্ত্তি উঠিয়া কহিল "দেখ এই ব্যক্তি আমাকে মারিবার জন্য ক্ষুদা তৃষ্ণাকে অবজ্ঞা করিয়াছে, কিন্তু আমার পাণ্ডাগণ আমোদ আহ্লাদ ও বারবণিতায় মত্ত হইয়া গৃহে রহিয়াছে আমাকে আহারাদি কিছুই দেয় না, বৈজু তোমার যাহা অভিলাষ তাহা যাচ্ঞা কর আমি তোমাকে বর দিব" তৎ শ্রবণে বৈজু উত্তর করিল "আমার বল ও গোধনের অভাব নাই এবং আমি এক দলপতি অতএব আমার কি অভাব তোমাদ্বারা পূর্ণ হইতে পারে ? তোমাকে নাথ বলে আমাকেও নাথ বলিলেই আমি সন্তুষ্ট হইব।" দেবমূর্ত্তি তথাস্ত বলিয়া অন্তর্দ্ধ্যান হইল এবং সেই অবধি বৈজুনাথ হইল ও তাহার নামেই তত্রত্য শিবমন্দির ও দেবতা প্রসিদ্ধ হইল। এই বৈজুনাথের সম্বন্ধে আর কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে—জগন্নাথ ভিন্ন কোন স্থানের পাণ্ডা উড়ে নাই, কিন্তু বজুনাথের উৎকলীয় ব্রাহ্মণগণ

পাণ্ডা কি রূপে ঘটিল তাহা স্থির করা যায় না— উৎকলের এক দল ব্রাহ্মণ আসিয়াই বোধ হয় বৈদ্যনাথের সেবা করিয়াছিল, যেহেতু বর্ত্তমান পাণ্ডাগণের আকার, আচার ও ব্যবহারাদি দেখিলে বোধ হয় যে তাহাদিগের আদিপুরুষ উড়ে ছিল এবং অদ্যাবধি মূলের লক্ষণ দেখা যায়। আর বৈদ্যনাথের ভক্তগণের প্রমত্তাবস্থার ভাব দেখিয়া আমাদিগের মনে জগন্নাথ ক্ষেত্রের রথযাত্রা কালে প্রমত্ত ও নৃত্যশীল পাণ্ডা ও গুণ্টুগণ উদয় হইয়াছিল। কিন্তু জগন্নাথের মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে শিবলিঙ্গ স্থাপনের কারণ দেখা যায় না।

রাজপুত্রগণের বংশমর্য্যাদা ও স্বদেশ প্রিয়তার আশ্চর্য্য উদাহরণ।

আকবর সাহ চিতোর লুট করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করার কিছুকাল পরে প্রতাপরাণা, (যিনি তাঁহার পিতার স্বর্গারোহণে চিতোরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন) মোগল হস্তগত চিতোরের পার্শ্ববর্ত্তীস্থান সকল পুনরধিকার করণার্থ নিজ প্রধান পুরুষগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা সভায় সম্মিলিত হইয়া ওন্তলা দুর্গ আক্রমণ বিষয়ক মন্ত্রণাদি সমস্ত নির্দ্ধারিত করিলেন, কিন্তু চন্দ্রাবৎ ও সত্যবৎ বংশীয় প্রধানদ্বয়ের মধ্যে আক্রমণ কালে অগ্রস্থান পাইবার জন্য মহাবিবাদ উপস্থিত হইল। প্রতাপ রাণা কাহাকেও অসন্তুষ্ট না করিয়া এই ব্যবস্থা করিলেন যে যে বংশীয়েরা ওন্তলায় অগ্রে প্রবেশ করিবেন তাঁহারাই অগ্রস্থান পাইবেন। ওন্তলা দুর্গ একটী উচ্চভূমির উপরে নির্ম্মিত ও একমাত্র তোরণ বিশিষ্ট প্রস্তরময় প্রাচীরে বেষ্টিত ও উহার তলভাগ দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত ছিল। প্রতাপরাণার সেনাসকল রাত্রিশেষে ওন্তলা আক্রমণ করে এবং সত্যবৎদিগের প্রধান গজারোহণ করত নিজ দলের সহিত তোরণাভিমুখে চলিলেন ও চন্দ্রাবৎ প্রধান দুর্গের একাংশের প্রাচীর লঙ্ঘনার্থ চলিলেন। সত্যবৎ প্রধান বিবেচনা করিয়াছিলেন যে গজের দেহভার দ্বারা দ্বারভগ্ন করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিবেন” কিন্তু তোরণ সম্মুখে যাইয়া দেখিলেন যে সুতীক্ষ্ণ লৌহ ফলা দ্বারা দ্বার এরূপে রক্ষিত হইয়াছে যে, হস্তীর দেহভার তদুপরি দিবার উপায় নাই। এমৎ সময়ে চন্দ্রাবৎ প্রধান দুর্গ প্রাচীরে উঠিবা মাত্র নিহত হইবাতে যে কোলাহল হইয়াছিল সত্যবৎ প্রধান তাহা চন্দ্রাবৎদিগের দুর্গ প্রবেশ-সূচক জয়ধ্বনি জ্ঞান করিলেন এবং নিজ দেহ তোরণের ফলার অগ্রে রাখিয়া হস্তিচালককে তদুপরি বেগে গজ চালাইতে কহিলেন। হস্তিচালক মস্তকচ্ছেদ ভয়ে অসম্মতি প্রকাশে অক্ষম হইয়া সেইরূপ করিল এবং দ্বার ভগ্ন হইবাতে মৃত সত্যবৎ প্রধানের দেহের উপর দিয়া সত্যবৎ বংশীয়েরা দুর্গ প্রবেশ করিল। পরন্তু সত্যবৎ প্রধান এপ্রকারে আত্মজীবন দান করিলেও তদ্বংশীয়েরা সেনার অগ্রপদ প্রাপ্ত হয়েন নাই কারণ চন্দ্রাবৎ প্রধান দুর্গ প্রাচীরোপরি উঠিলে আহত হয়েন ও তাঁহার মৃতদেহ পড়িতে দেখিয়া তাঁহার এক জন আত্মীয় (যাঁহাকে লোকে দেবগড়ের উন্মত্ত প্রধান বলিত) ঐ শব উত্তরীয় দ্বারা পূর্ব্বে বদ্ধ করত প্রাচীরে উঠেন ও তথা হইতে শত্রুগণকে দূর করিয়া চন্দ্রাবৎ প্রধানের দেহ দুর্গে নিক্ষেপানন্তর উচ্চৈঃস্বরে কহিয়াছিলেন “চন্দ্রাবৎদিগের পূর্ব্বস্থান আমরা অগ্রে প্রবেশ করিয়াছি।”

চিতামৃগয়া।

অতি প্রাচীন কালাবধি রাজা ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকগণের মধ্যে মৃগয়াকার্য্য প্রচলিত আছে এবং ঐ মৃগয়া নানা ব্যক্তি দ্বারা নানা প্রকারে নিষ্পন্ন হয়। ভূউ মৃগয়া, বরাহ মৃগয়া, ব্যাঘ্র মৃগয়া প্রভৃতি বিবিধার্থ সংগ্রহ ও রহস্য-সন্দর্ভের পূর্ব্ব খণ্ড সকলে বিবৃত হইয়াছে। অতএব মৃগয়া বর্ণন এই পত্রের বিষয় বহির্ভূত নহে বিবেচনায় আমরা অত্র পত্রে চিতামৃগয়া বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মৃগয়া করণার্থ কুক্কুর ভিন্ন অন্য পশুর ব্যবহার ইউরোপ খণ্ডে প্রায়ই প্রচলিত নাই। ভারতবর্ষে অনেক চিতা ব্যাঘ্রকে শিক্ষিত ও মৃগয়ার্থ ব্যবহৃত দেখা যায়। মৃগয়ার বস্তুকে দেখাইয়া দিলেই কুক্কুর যেরূপ তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাকে নষ্ট করে চিতাব্যাঘ্রের দ্বারা ও তদ্রূপ হয়। যেরূপ এক জন সম্ভ্রান্ত লোকের ভবনে অপর এক সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত হইলে গৃহস্বামী তাঁহার আহারাদির নিমিত্ত যত্নে উত্তম২ দ্রব্যাদি অনায়ন করেন ও তাঁহার দার্শনিক আনন্দ সম্পাদনার্থ কুক্কুট, মেষাদির যুদ্ধ করান সেই রূপ ভারতবর্ষীয় রাজগণের দ্বারা অভ্যাগত রাজাদির প্রীতি সম্পাদনের নিমিত্ত চিতা মৃগয়া প্রদর্শিত হয়। চিতা ব্যাঘ্রের দ্বারা মৃগয়া প্রায়ই প্রত্যুষে হইয়া থাকে। চিতাকে একখানি বৃষভ-বাহিত শকটে একটী চালার মধ্যে করিয়া মৃগদিগের সর্ব্বদা বিচরণের স্থলে লইয়া যাওয়া হয়। এই শকটে তাহার রক্ষক ও শকটবান্ থাকে এবং দর্শকেরা পদব্রজে, অশ্বারোহণে অথবা অত্রস্থলে প্রদত্ত-চিত্রে দর্শিত রূপে হস্তীর পৃষ্ঠে উহার পশ্চাতে গমন করে। লইয়া যাইবার সময় চিতা ব্যাঘ্রের চক্ষুদ্বয় উত্তমরূপে রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তাহার গলদেশে গলাছি এবং কোটিদেশে রজ্জুনির্ম্মিত কোটিবন্ধ থাকে এবং ইহার মধ্য দিয়া এক গাছি রজ্জু চালান হয়, এই রজ্জুর শেষ ভাগ রক্ষক এবম্প্রকারে ধরিয়া থাকে যাহাতে অনায়াসেই উপযুক্ত সময়ে চিতাকে ছাড়িয়া দিতে পারে। মৃগের পাল দেখিতে পাইলে শকটবান্ দূর দিয়া ঘুরিয়া অতি সাবধানে ক্রমে২ তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে এবং দর্শকেরা শকটের সন্নিকটে অথবা এ প্রকারে অন্যদিকে গমন করে যাহাতে মৃগেরা তাহাদিগের প্রতি অতিশয় মনোযোগী হয়। শকট পালের চারি শত হস্তের মধ্যবর্ত্তী হইলে রক্ষক চিতার চক্ষুর বন্ধন মোচন করে এবং উহা শিকার দেখিতে পাইলে ছাড়িয়া দেয়। চিতা মুক্তি পাইবামাত্র শকট হইতে লম্ফ দিয়া

ভূমিতে পড়ে এবং প্রায়ই একটী পুংমৃগকে লক্ষ্য করিয়া মন্দ২ লম্ফে পালেরদিকে অগ্রসর হয়। এই সময়ে মৃগেরা ত্রাসিত হইয়া যথাসাধ্য বেগে পলায়ন করিতে থাকে ও চিতা ক্রমে২ তাহার লক্ষ্যটীর ১০০ বা ১২০ হস্ত দুরবর্ত্তী হইলেই প্রাণপণে দৌড়িতে আরম্ভ করে এবং অতি অল্প কাল মধ্যে ঐ লক্ষিত মৃগের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া তাহার জঙ্ঘাদেশে একটী থাবা মারে। মৃগটী এই প্রকারে আহত হইবা মাত্র কম্পবান ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয় এবং পূর্ব্ব সুস্থির ভাব পাইবার পূর্ব্বেই চিতা তাহার গলদেশ কামড়াইয়া ধরে এবং যে পর্য্যন্ত রক্ষকেরা আসিয়া তাহার গলদেশ কর্ত্তন না করে তদবধি ধরিয়া থাকে। রক্ষকেরা নিকটে যাইয়াই চিতার চক্ষু রুদ্ধ করে এবং শকটোপরি আনীত একটী বড় কাষ্ঠ নির্ম্মিত হাতায় করিয়া কিঞ্চিৎ রক্ত ও নাড়ি ভুঁড়ি তাহার নাসিকার নিকট ধরিলে সে তাহা খাইবার নিমিত্ত মৃগকে ছাড়িয়া দেয়। ঐ রক্তাদি আহার করিলে পর চিতাকে শকটোপরি লইয়া যাওয়া হয় এবং যথেষ্ট বিশ্রাম না দিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার শিকার করিতে নিযুক্ত করা হয় না। এই প্রকারে একটী চিতা ব্যাঘ্র ক্রমান্বয়ে চারি পাঁচটী মৃগ শিকার করিতে পারে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রায়ই চিতারা মৃগ শিকার করিয়া থাকে, কিন্তু স্থান ভেদে তাহারা শিকার করিবার ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করে। ক্ষুদ্র ঝোপ অথবা দীর্ঘ তৃণ বিশিষ্ট ভূমিতে তাহারা অল্প অল্প লম্ফে লুকায়িত ভাবে মৃগদিগের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া হঠাৎ তাহাদিগের দিকে দৌড়িতে থাকে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দররূপে শিকার দেখিতে হইলে, তাহা এরূপ মাঠের মধ্যে করান উচিত, যথায় মৃগেরা সর্ব্বদা বিচরণ করে এবং যথায় এরূপ কিছুই নাই যাহার অন্তরালে থাকি[illegible]তা পালের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে। এরূপ করিলে মৃগদিগের প্রসিদ্ধ দ্রুত গমনের সহিত তুলনায় চিতার দ্রুত গমনে আশ্চর্য্য পরিপকতা দেখা যায়।

ফুল-মালা।

(শোক-সঙ্গীত)

১

গাঁথিলাম মালা করি সযতন।
প্রফুল্ল কুসুম করিয়া চয়ন—
মল্লিকা মালতী, হেমাঙ্গ-সেবতি
মুচকুন্দ, কুন্দ, ফুল রতন।
পরিমল ভরা এই সব ফুলে।
গাঁথিয়াছি মালা ঋষি মনভুলে।

২

কার গলে এবে দোলাইব হার!
কোথা সেই জন রয়েছে আমার!
নগরে নগরে, পর্ব্বত শিখরে,
কোথায় সন্ধান পাইব তার।
বলনা বলনা প্রতিধ্বনি সতি।
কোথায় সে জন করিয়াছে গতি॥

৩

মন্দ সমীরণে শৈবলিনী জল
ধীরে ধীরে যায় করি কল কল।
প্রিয় বঁধু তরে, বুঝি শোকভরে
মৃদুস্বরে কাঁদে হয়ে বিহ্বল।
হেরিয়া আমারে বিরহিণী জন।
নিস্তব্ধ স্বভাব, শোকেতে মগন॥

৪

অদূরে নির্ঝর, মুকুতার ফল
ঝর ঝর শব্দে ঝরে অবিরল॥
প্লাবিত ধরণি—করি কলধ্বনি,—
নদী-রূপে পরে ধাইছে জল।

ছিন্নভিন্ন বেশ—উন্মাদিনী প্রায়।
হেরিয়া আমারে কাঁদে বুঝি হায়।

৫

অসুখ সংসারে, সুখ কোথা নাই।
এখানে সেখানে যথা তথা যাই॥
সুখের সংসার, হইবে আমার
যদি সে জনের সন্ধান পাই।
জীবন সর্ব্বস্ব হৃদয়ের ধন।
বিনা সেই বঁধু আছে কোন জন?

৬

কার বা করিতে মানস রঞ্জন
করিলাম আমি এমালা গ্রন্থন?
আনি যত ফুল, শোভায় অতুল—
প্রেমিকের যাহে—ভুলায় মন।
হলো এই মালা কালসর্পী সম
কোমল হৃদয় দংশিবারে মম॥

৭

নিবিড় কানন অতীব গম্ভীর।
আছে যত বৃক্ষ করি দীর্ঘ শির॥
দেবদারু তাল, হিন্তাল পিয়াল,—
সুশোভিত বন—রয়েছে স্থির।
কিন্তু কোথা সখা এখানেতে নাই।
এখন কোথায় তার দেখা পাই॥

৮

বন দেবীগণ সুমধুর স্বরে।
বল প্রাণসখা কোথায় বিহরে।
পুষ্পিত কাননে, কিম্বা ঘোর বনে—
যথায় মানব না পশে ডরে॥
যক্ষ রক্ষ আর কিন্নরী কিন্নর।
বল দয়া করি কোথা প্রাণেশ্বর?

৯

কেহ না উত্তরে আমার কথায়।
প্রাণেশ বিরহে—বুঝি প্রাণ যায়।
কি ফল জীবনে, দুঃখ প্রতিক্ষণে,
বিরহ দহনে পুড়িব হায়।
বৃথা করি আর তার অন্বেষণ—।
এধরা মাঝারে নাহি সেই জন॥

১০

এই উচ্চ শৈলে করি আরোহণ।
সমস্ত স্বভাবে মনের বেদন—
করি উচ্চৈস্বর, বলি নিরন্তর—
বলনা কোথায় সে প্রিয়-জন?
আকাশ প্রান্তর স্তম্ভিত সকল।
কল কল করে নির্ঝর কেবল॥

১১

ছিন্ন ভিন্ন করি ফুল রত্ন হার।
এই ফেলে দিনু—কি করিব আর!
এখন পরাণ, করি তুচ্ছ জ্ঞান—
বিসর্জ্জন দিয়া, ত্যজিব সংসার॥
করি এই তুঙ্গ শৃঙ্গ আরোহণ।—
বঁধুরে স্মরিয়া ত্যজি এজীবন।

অশ্বধারণের আশ্চর্য্য কৌশল।

আমেরিকা খণ্ডের দক্ষিণান্তভাগ অন্তরীপে পরিণত হইয়াছে ও তাহা পাটেগোণিয়া দেশ নামে কথিত আছে। উক্ত দেশের পশ্চিম সীমা আণ্ডিজ পর্ব্বতমালা দ্বারা ব্যাপ্ত এবং ঐ দেশ অধিকাংশ শস্য শূন্য প্রান্তরময় ও ঐ সকল মরুভূমি ক্রমশঃ আত্‌লাণ্টিক মহাসাগর তীরাভিমুখে নত হইয়াছে। পাটেগোণিয়া দেশে কয়েক

অসভ্য জাতি বাস করে মৃগয়া দ্বারা তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। পাটেগোণিয়া অন্তরীপের পূর্ব্বে যে ফাকলণ্ড দ্বীপাবলী আছে তাহাতে দ্রুম মাত্রই নাই; কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপ ও দীর্ঘ তৃণ স্থানে স্থানে আছে। ঐ সকল দ্বীপে বহু সংখ্যক গোরু ও ক্ষুদ্রকায় অশ্ব আছে এবং দেশীয় লোকগণ যে প্রকারে উক্ত ঘোটক ধরে তাহাই অত্র স্থলে বর্ণনীয়।

আমাদিগের প্রদত্ত চিত্রখানির কায়া অল্প হইবাতে যদিও মূর্ত্তি গুলিন ক্ষুদ্র২ লিখিত হইয়াছে তথাপি দর্শকগণ মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে ইহাতে কএকটী পতিত ও কএকটী ধাবমান অশ্ব এবং একজন অশ্বারোহী অঙ্কিত হইয়াছে। এক্ষণে যে রূপে অশ্ব সকল ধৃত হয় তাহা লিখিয়া পাঠকগণকে চিত্রখানির মর্ম্ম বুঝাইতেছি।

অশ্বধারকগণ এক দ্রুতগামী অশ্ব আরোহণ পূর্ব্বক এরূপ কতক গুলিন অস্থূল অথচ সার বিশিষ্ট রজ্জু সঙ্গে লয় যাহার প্রত্যেক গাছির দুইটী মুখে অল্প ভারী প্রস্তর বা অন্য কিছু বান্ধা থাকে। পরে অশ্ব সকলের বিচরণ স্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখে যে কোথায় অশ্বের পাল আছে এবং উচ্চ ভূমি, দীর্ঘ তৃণ ও পর্ব্বতাদির অন্তরাল দিয়া মন্দে২ ঐ পালের নিকটে গমন করিতে থাকে। যখন ঈহিতানুরূপ নিকটস্থ হয় তখন গৃহীত রজ্জুর একটীর মধ্যভাগে অঙ্গুলী দিয়া ঘুরাইতে২ অকস্মাৎ নিজ অশ্বকে বেগে ঐ পালের দিকে ধাবমান করে। ধাবমান অশ্বের পদ শব্দে চমকিত হইয়া পালের অশ্ব সকল পলাইতে যত্ন করে, কিন্তু শিকারী শীঘ্র অগ্রসর হইয়া যে অশ্বটীকে নিকটে পায় তাহারই পশ্চাৎ পদদ্বয়ের উপর ঐ ঘূর্ণায়মান রজ্জু এপ্রকার কৌশলের সহিত নিক্ষেপ করে যে উহা পদদ্বয়ে গাঢ়রূপে জড়াইয়া অশ্বটীর গতি রোধ করে। পরে অশ্বের অপর দুই পদও উক্তরূপে আবদ্ধ করণান্তে তাহার নিকটে গমন করত রীতিমত বন্ধনাদি দ্বারা তাহাকে অভিলাষিত স্থানে আনা হয়। এই চিত্রে শিকারীর হস্ত হইতে যে একটী চিমটার আকার পশ্চাৎ ভাগে রেখা লেখা হইয়াছে তাহা উক্ত দুই মুখে প্রস্তর বিশিষ্ট রজ্জু এবং উহার নিক্ষেপে অশ্বের পশ্চাৎ পদ যে রূপে বদ্ধ হয় তাহা চিত্রের পতিত অশ্বটীর পশ্চাৎ পদ দৃষ্টেই বুঝা যাইবে। এই রূপে পশ্চাৎ পদদ্বয় আবদ্ধ হইলে অশ্বটী পলাইবার জন্য ছট ফট করিলেই পতিত হয় ও অপর রজ্জুর দ্বারা পূর্ব্ব পদদ্বয়ও বদ্ধ হয়।

প্রথম নেপোলিয়ানের সংক্ষেপ বিবরণ।

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আজেসিও নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি এক ভদ্র করসিকান বংশোদ্ভব ছিলেন। কথিত আছে যে নেপোলিয়ানের শৈশবাবস্থায় একটী পিতলের কামান প্রিয় ক্রিড়া দ্রব্য ছিল। তাঁহার পিতা চারল্‌স বোনাপার্টের পাঁচ পুত্র হয় তন্মধ্যে নেপোলিয়ান মধ্যম ছিলেন। বাল্যকালেই তাঁহার ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের নানা লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। তাঁহার বুদ্ধিমতী মাতার তৎকাল-প্রদত্ত

উপদেশ সকলকেই সেই ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের মূল স্বরূপ বলিতে হইবে। নেপোলিয়ানের আত্মীয় লুসিএনা বোনেপার্ট (যিনি আজেসিওর প্রধান ধর্ম্ম যাজক ছিলেন) মৃত্যুকালে নেপোলিয়ানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোসেফকে কহেন "যোসেফ তুমি সকলের বড় কিন্তু নেপোলিয়ান তাহার বংশের চূড়া"। নেপোলিয়ান ব্রিমেনে যুদ্ধ বিষয়ক শিক্ষা পাইয়া সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হয়েন এবং ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের রাজ বিপ্লবে পেওলির অধীনে কর্সিকার প্রজাতান্ত্রিক দলের সহিত যোগ দেন। পরে ঘটনাক্রমে তিনি পেওলির বিপক্ষতাচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক কর্সিকা হইতে বহিষ্কৃত হইবাতে মারসেলিস নগরে গমন করেন। নেপোলিয়ান পুনর্ব্বার স্বীয় সৈন্যদলে মিলিত হইলে তাহাকে জিরণডিষ্ট দিগকে জয় করিতে নিযুক্ত করা হইল ও তিনি তোপ দ্বারা মারসেলিস আক্রমণ করেন। টুলন দুর্গ বেষ্টনের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং এরূপ প্রণালীতে তাহা আক্রমণ করেন যদ্দারা তিনি ইংরাজদিগকে ঐ নগর হইতে দূরীকরণে সক্ষম হয়েন। এই কৃতকার্য্যতা তৎকালে তাঁহাকে বিশেষ প্রাধান্য প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু তিনি কোন গোপনীয় কার্য্যের নিমিত্ত জেনোয়াতে যাওয়াতে তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করা হয়। এই রূপ করাতে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ান টর্কীর সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইতে মানস করেন, কিন্তু এই সময়ে ১৩ সংখ্যক ভিণ্ডিমিয়ার নামক সেনাদল রাজ্যতন্ত্রের বিপক্ষে বিদ্রোহ করাতে তিনি সে অভিলাষ পরিবর্ত্তন করেন। সৈন্যাধ্যক্ষ ব্যারাস কর্ত্তৃক দ্বিতীয় সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইয়া নেপোলিয়ান প্রজাতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের বিপক্ষে সেণ্টরোচিতে যুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং অন্যূন ১২০০ শত্রু বিনাশ করিয়া বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ করেন। যুদ্ধের পরেই রাজ্যতান্ত্রিক সভা তাঁহাকে এক ভাগ সৈন্যের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন এবং পর বৎসরের আরম্ভেই তাঁহাকে ইটালীস্থ সৈন্যসকলের সেনাপতি করা হয়। তিনি এই সৈন্যগণকে এরূপ যুদ্ধ নিপুণ করিয়াছিলেন যে, এক বৎসরের মধ্যে তিনি তাঁহার সৈন্যাপেক্ষা বৃহত্তর চারটী অষ্ট্রিয়ান এবং একটী পিডমনটিস্ সৈন্যদলকে জয় করেন।

তিনি অষ্ট্রিয়ায় যাইয়া আর্কডিউক চারল্‌সকে পরাজয়ান্তে লিওবেনের সন্ধিদ্বারা কিছুকালের জন্য যুদ্ধ স্থগিত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক ভিনিসের প্রধানগণকে নষ্ট এবং উত্তর এবং মধ্য ইটালীতে প্রজাপ্রভুত্ব স্থাপন করেন। তিনি মিসর আক্রমণ যাত্রায় সৈন্যাধ্যক্ষের পদ গ্রহণপূর্ব্বক গমন কালে পথে মাল্টা দ্বীপ জয় করত ইজিপ্টে পৌঁছিয়া অতি অল্প দিন মধ্যে এলেকজেন্দ্রিয়া দখল করেন এবং পিরামিডের যুদ্ধে জয়ী হইয়া কেরো নগর অধিকার করিয়াছিলেন। এই নগরে তিনি একটী বিজ্ঞান বিষয়ক সভা স্থাপন করেন। ব্রিটিস্ সৈন্যাধ্যক্ষ নেলসন নূতন সৈন্য আনয়নে প্রতিবন্ধক স্বরূপ সত্ত্বেও নেপোলিয়ান পেলেষ্টাইনের সীমাস্থ অনেক গুলি নগর অধিকার করেন, কিন্তু তিনি একারের যুদ্ধে পরাস্ত হইবাতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়েন। আবুকারের যুদ্ধের পর তিনি ইজিপ্টে পুনরাগমন করেন এবং ইংরাজদিগের যুদ্ধজাহাজ সকলের মধ্য দিয়া ফ্রান্সে পৌঁছিয়া হঠাৎ প্যারিসে উপস্থিত হন, এবং ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ডারেক্টরি নামক শাসক সভা নষ্ট করিয়া দশ বৎসরের নিমিত্ত প্রধান শাসকত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পুরাতন ইটালীস্থ সৈন্যের সহিত মেরেঙ্গোর জয় লাভ করেন এবং এই সময়ে তাহার অধীনস্থ সেনাপতি মোরিউ হোহেন লিন্‌ডেনের যুদ্ধে জয়ী হয়।

এই সকল ঘটনার পর তিনি ১৮০১ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার সহিত লুনিভিলির এবং ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সহিত আমিন্সের সন্ধি স্থাপন করেন। তিনি এই সন্ধিতে যুদ্ধহইতে অবকাশ পাইয়া ফ্রান্সের আভ্যন্তরিক বন্দোবস্তে মনোযোগী হয়েন এবং অনেক সামাজিক অবস্থা সংশোধন ও উত্তম আইন করিয়াছিলেন। অনেকবার অনেকে তাঁহার প্রাণ বধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তদ্দারা তাঁহার ক্ষমতা এবং লোকপ্রিয়তা বরং বর্দ্ধিত হয় এবং ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে শাসকসভা তাঁহাকে সম্রাটের পদে অভিষিক্ত করে। এই উপলক্ষে কৌশলক্রমে সপ্তম পায়াসাক্ষ পোপ প্যারিস নগরে নেপোলিয়ানের অভিষেকার্থ আনীত হয়েন এবং পর বৎসর ইটালীর আধিপত্য নেপোলিয়ান স্বকরে গ্রহণ করেন।

তিনি রাজা হইলে পর প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় রাজাগণ তাঁহার বিপক্ষে মিলিত হন এবং নেলসন তাঁহার যুদ্ধ জাহাজ সকল নষ্ট করেন। তিনি অষ্ট্রিয়ান ও রুসীয়দিগকে পরাস্ত করণান্তে অষ্টরলিট্জের যুদ্ধে জয়ী হইয়া প্রেস্বর্গের সন্ধি স্থাপন করেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতা যোসেফ্ ও লুইস্কে নেপল্স ও হলণ্ডের রাজত্ব প্রদান করেন এবং ওয়ার্টেমবর্গ ও ব্যাভেরিয়া রাজ্য তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে রাইনের ষড়যন্ত্র করা হয় এবং অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনত্ব লোপ পায়। প্রুসিয়া নেপোলিয়ানের বিপক্ষে ইংলণ্ড এবং রুসীয়ার সহিত ষড়যন্ত্র করে কিন্তু তাহা ফলদ হয় নাই।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে জেনার এবং ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ইলার যুদ্ধের পর নেপোলিয়ান নিমিয়ান নদীতে একখানি কাষ্ঠের ভেলার উপরে রুসীয় সম্রাটের সহিত টিলজিটের সন্ধিস্থাপন করেন এবং তাঁহার ভ্রাতা জেয়ান বোনাপার্টিকে ওএষ্টফেলিয়া প্রদেশ প্রদান করিতে প্রুসিয়াকে বাধ্য করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি সসৈন্যে স্পেন ও পর্টুগ্যাল আক্রমণ করত তাঁহার ভ্রাতা জোসেফ্কে নেপল্স হইতে আনাইয়া স্পেনের রাজা করেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিপক্ষে পঞ্চমবার ষড়যন্ত্র করা হয় এবং তিনি তাহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত স্পেন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ভায়েনা আক্রমণ ও অধিকার করেন এবং ওয়াগ্রামের যুদ্ধে জয়লাভ করাতে অষ্ট্রিয়ার অনেক প্রদেশ ফরাসিস সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এই সময়ে তিনি যে সন্ধি করিয়াছিলেন তাহা দৃঢ়বদ্ধ করিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার পূর্ব্বস্ত্রী যোসেফাইনকে ত্যাগ করিয়া অষ্ট্রিয়ার আর্কডচেস্ মেরিয়া লুইসার পাণি গ্রহণ করেন। এই ঘটনাতে বার্নাডোটি ও অন্যান্য অনেকে তাঁহার বিপক্ষ হন এবং পোপ তাঁহাকে সমাজচ্যুত করেন। এই জন্য রুসীয়ার সহিত অসম্প্রীত ঘটাতে নেপোলিয়ান রুসিয়ান্ সম্রাট্ জারকে শাস্তি দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ড্রেসডেনে বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করত রুসিয়ার বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং তাঁহার দলস্থ অনেক সৈন্যের প্রাণ দিয়াও স্মোলেঙ্ক ও বরোডিনোর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান মস্কো দখল করেন, কিন্তু উহাতে অগ্নি প্রদত্ত হইলে তিনি ঐ নগর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রত্যাগমন কালে তাঁহার বহুসংখ্যক সৈন্যের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছিল। তিনি প্রত্যাগমন করিয়া লুজেনে জয়ী হন কিন্তু সমস্ত ইউরোপ এই সময়ে তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করে এবং ১৮১০ খৃষ্টাব্দে তিনি লিপ্জিকে সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত হন। ফ্রান্স দেশ বিপক্ষের সৈন্যদ্বারা বেষ্টিত হয় এবং প্যারিস্ সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রেলমাসে তিনি আধিপত্য

ত্যাগ করিয়া এল্বাতে গমন করেন। কিছু দিন পরে তিনি অল্প সংখ্যক সৈন্যের সহিত পুনর্ব্বার ফ্রান্সে উপস্থিত হইয়া প্যারিসে যাত্রা করেন। পথে বহু সংখ্যক সেনাপতি এবং সৈন্য আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হয় এবং তিনি প্যারিসে প্রবেশ করিয়া পুনরায় তাঁহার অধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যে সকল ইউরোপীয় সম্রাট্ একত্রিত হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন, তাঁহারা পুনর্ব্বার তাঁহার বিপক্ষে মিলিত হয়েন। সম্মিলিত রাজাগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে তিনি ইংরাজ এবং প্রুসিয়ান গণের (যাহারা তৎকালে সসৈন্যে বেল্‌জিয়মে ছিল) বিপক্ষে যাত্রা করেন এবং লিগ্নিতে প্রুসিয়ানদিগকে পরাস্ত করেন, কিন্তু ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে জুন মাসের অষ্টাদশ দিবসে ইংরাজসৈন্য কর্ত্তৃক চিরস্মরণীয় ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাস্ত হওয়াতে তিনি তাহাদিগের হস্তে আত্ম সমর্পণ করেন এবং সেণ্ট হেলেনায় দ্বীপান্তরিত হয়েন। তথায় পাঁচ বৎসর বাস করিলে পর ১৮২১ খৃষ্টাব্দে পাকস্থলীতে নালী ঘা হওয়াতে তাঁহার প্রাণ ত্যাগ হয়।

"কস্যৈকান্তং সুখ মুপনতং দুঃখমেকান্ততোবা।
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশাচক্রনেমি ক্রমেণ॥"

এই শ্লোকের দৃষ্টান্ত নেপোলিয়ানের জীবন চরিতেই বিশেষ প্রতীয়মান হয়। করসিকা নামক সামান্য দ্বীপ-বাসী এক জন ভদ্রসন্তান যে ফরাসিস সাম্রাজ্যের রাজদণ্ড প্রাপ্ত হইবেন ও সমস্ত ইউরোপকে নিজ প্রতাপে পরাজয় করিবেন এ কাহার মনে ছিল? সময়েং যেরূপ তেজোময় ধূমকেতু উদিত হইয়া কিছু কালের জন্য জগতবাসিগণের মনে নানা মত ভাবের সঞ্চার করত পুনর্ব্বার দৃষ্টি পথাতীত হয়, নেপোলিয়ানের উদয়ও সেই রূপ হইয়াছিল। তাঁহার উদয়ে জাতীয় গৌরবাদি অতুল প্রশস্তি প্রাপ্ত, বৈরদল বিনীত ও শঙ্কিত এবং সমস্ত ভুবন চমৎকৃত হইয়াছিল। তাঁহার শরীরে বীরতা, সদয়তা, বুদ্ধিমত্ত্বাদি বহুগুণ সত্বেও এক মাত্র লোভেই তাঁহাকে নষ্ট করে। এক জন সামান্য লোক হইয়া ফরাসি সৈন্যাধ্যক্ষতা প্রাপ্তে তাঁহার আশা নিবৃত্ত হইল না! পরে শাসক সভার প্রধানত্বেও তাঁহার তুষ্টি ঘটিল না! পরে সম্রাট্ হইয়াও লোভের শেষ হইল না! পরে সমস্ত ইউরোপের পরোক্ষ কর্ত্তৃত্বেও তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিল না! জগদীশ্বর আর তাঁহার বৃদ্ধি অযোগ্য বোধে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া দীনতায় নিক্ষেপ করিলেন।

নেপোলিয়ান যে গুণে সেনা সকলকে বশ করিয়াছিলেন তাহার একটী প্রমাণ আমরা দিতেছি। তিনি সেনাগণকে অত্যন্ত যত্ন ও স্নেহ করিতেন—কোন সময়ে এক জন সৈন্য শিবিরের প্রহরী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া আলস্য বশত শিবির দ্বারে বসিয়া নিদ্রা যাইতে ছিল, কার্য্য বশাৎ নেপোলিয়ান তথায় গমন করিয়া সৈনিককে নিদ্রিত দেখায় তাহার হস্ত হইতে বন্দুক গ্রহণ করত স্বয়ং তাহা স্কন্ধে লইয়া তথায় বেড়াইতে লাগিলেন এবং ঐ সৈনিক জাগৃত হইলে তাহার হস্তে বন্দুক দিয়া চলিয়া গেলেন।

নেপোলিয়ানের ভয়ে সমস্ত ইউরোপ যে পরিমাণে ভীত হইয়াছিল তাহা নিম্ন-লিখিত বিবরণ পাঠেই পাঠকগণ জানিবেন, আমাদিগের স্থানাভাব বশত জীবনচরিত সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। এ দেশের স্ত্রীলোকগণ ছোট ছেলেদের ভয় দেখাইতে হইলে ছেলে ধরা, বরগি ও বাঘের নাম লইয়া যে রূপ ভয় দেখায়, ইউরোপের ছেলেদের সেই রূপ নেপোলিয়ানের নাম লইয়া ভয় দেখান হইত।

অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা পালক।
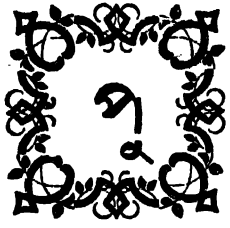
পুরাণে কথিত আছে যে দাতা কর্ণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে গমন করত আহার যাচ্ঞা করিলে কর্ণ তাঁহাকে ভোজন করাইতে বাক্-দত্ত হয়েন এবং ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ তাঁহার পুত্রের মাংসাভিলাষ প্রকাশ করাতে তিনি অকাতরে নিজ পুত্র বৃষকেতুর মাংস রন্ধন করিয়া অতিথি সৎকার করিয়াছিলেন। এ প্রকার কার্য্য এক্ষণে কেহই করিতে সম্মত হয়েন না, কারণ লোকে যদিও অতিথির পূজা করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন তথাপি অতিথি পূর্ব্বোক্ত রূপ অসঙ্গত যাচ্ঞা করিলে সে যাচ্ঞা কখনই রক্ষা করা বিধেয় জ্ঞান করেন না। অতএব দাতা কর্ণের দানশীলতা বা প্রতিজ্ঞা পালকত্বের প্রশংসা বিষয়ে যেরূপ লোকের মত ভেদ আছে আমাদিগের বর্ত্তমান প্রবন্ধোল্লিখিত ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা পালকত্ব সম্বন্ধেও সেই রূপ। আমরা নিম্নে যে প্রতিজ্ঞা পালনের অদ্ভুত উদাহরণ দুইটী প্রকাশ করিতেছি তাহার বিধেয়ত্ব ও অবিধেয়ত্ব বিষয়ক কিছুই প্রকাশের উদ্দেশ্য নহে; কেবল কলিকালেও কিরূপ প্রতিজ্ঞা পালন সম্ভাবনা তাহাই প্রকাশ করা অভিপ্রায়। উদাহরণদ্বয় দিবার পূর্ব্বে ইহা বলা কর্ত্তব্য যে আমাদিগের প্রদত্ত প্রতিজ্ঞা পালনের উদাহরণ বহুকালের নহে উহা ১৫ বৎসরের মধ্যের ঘটনা ও তৎকর্ত্তা অদ্যাবধি জীবিত এবং পশ্চিমাঞ্চলের কোন প্রধান জনপদে রাজকীয় কার্য্যে এখনো নিযুক্ত আছেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে যে বিদ্রোহানল ভারতীয় ব্রিটিষ অধিকারকে এককালে ভস্মসাৎ করণের উপক্রম করিয়াছিল তাহাতে যে রূপ ভীষণ ঘটনা সমস্ত ঘটিয়াছিল তাহার কতক কতক পাঠক বৃন্দে অবগত আছেন। অনেক কলেক্টর, কমিসনর প্রভৃতি বিদ্রোহীদিগের দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন অধিক কি অনেক নির্ব্বিরোধী বাঙ্গালীর তদ্রূপ ঘটিয়াছিল। সেই বিপত্তিকালে যে সকল ইংরাজ ও বাঙ্গালী ছদ্মবেশে পলায়ন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যেই কয়েক জন প্রাণ রক্ষা করেন। উক্ত কারণ বশতঃ ছদ্মবেশী কোন এক জন ইংরাজ এক হিন্দুস্থানী সিংহের ভবনে উপস্থিত হইয়া গৃহ স্বামীকে নিজ বৃত্তান্ত জ্ঞাত করাইয়া তাঁহার শরণাগত হয়েন। পরে ঐ ব্যাপার গুপ্তনাম সিংহের পুত্র কলত্রেরা জানিতে পারিয়া ঐ ইংরাজকে শত্রু হস্তে অর্পণ করণার্থ তাঁহাকে বারম্বার বলাতে ইংরাজ তাহা জানিতে পারিলেন এবং গৃহস্বামীকে নির্জ্জনে কহিলেন যে তিনি সকল শুনিয়াছেন ও আর থাকিতে পারেন না যেহেতু তাঁহার ছদ্মবেশের কথাবহু কর্ণে যাইয়াছে সুতরাং সত্বরে প্রচার হইবার সম্ভাবনা। তৎ শ্রবণে উক্ত সিংহ ইংরাজকে আশ্বাস ও অভয়দান করিলেন এবং এক তরবাল হস্তে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক পুত্র কলত্রাদি সকলকে নষ্ট করিয়া প্রকাশ ভয় দূর করিলেন। ইহাতে কথিত আচরণের কথা শুনিয়া কেহ কেহ তাঁহার মুখাবলোকন করা অবিধেয় বিবেচনা করেন ও অনেকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালকত্বের প্রশংসা করেন। দাতা কর্ণের কার্য্য সম্বন্ধেও এই রূপ মতামত আছে। আমরা এই হিন্দুস্থানীর আর একটী কার্য্যের বিবরণও লিখিতেছি এবং তৎপাঠে পাঠকবৃন্দ জানিতে পারিবেন যে ইনি প্রতিজ্ঞা পালন জন্য নিজ দেহ ত্যাগেও সক্ষম। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গুপ্তনাম সিংহ এখনো ইংরাজদিগের অধীনে কোন প্রকাশ্য পদে অভিষিক্ত আছেন এবং ইতি

পূর্ব্বেও একটী রাজকীয় পদে নিযুক্ত ছিলেন। গুপ্তনাম সিংহ যৎকালে পূর্ব্ব পদে ছিলেন তৎকালে এক জন দস্যু প্রজাদিগের প্রতি বহুবিধ অত্যাচার করাতে শাসকগণ তাহাকে ধৃত করণের চেষ্টা পাইয়া কোন মতে কৃত কার্য্য না হইবাতে মেজেষ্টর তাঁহাকে ঐ দস্যুর অনুসন্ধানে নিয়োগ করেন। গুপ্ত নাম সিংহ মেজেষ্টরকে কহিলেন যে দস্যু ধৃত হইলে যদি তাহার প্রাণ নষ্ট করা না হয় তবে তিনি তাঁহাকে ধরিয়া দিতে পারেন। মেজেষ্টর চৌরের প্রাণ রক্ষা করণে প্রতিশ্রুত হইলে সিংহ তাহাকে ধৃত করিয়া আনিলেন। পরে ঐ চৌরের মোকর্দ্দমা উচ্চ আদালত পর্য্যন্ত হইয়া তাহার ফাঁশির আজ্ঞা হইলে গুপ্ত নাম সিংহ মেজেষ্টরের নিকট যাইয়া চৌরের প্রাণ রক্ষার্থ কহিলে মেজেষ্টার উত্তর করিলেন যে তাঁহার হস্ত নাই যখন উচ্চ আদালতের আজ্ঞা হইয়াছে তখন তিনি কি রূপে তাহার প্রাণ রক্ষা করেন। গুপ্ত নাম তদ্দিবস হইতে আহার ত্যাগ করিলে মেজেষ্টর অনেক যত্নে চৌরের প্রাণ দণ্ডাজ্ঞার মার্জনা করাইলেন এবং সিংহকে ঐ সংবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন চৌরের ফাঁসী হইলে তিনি কি করিতেন। গুপ্ত নাম সিংহ অমনি দুই পিস্তল কক্ষদেশ হইতে বাহির করিয়া কহিলেন "আমি এই করিতাম— চৌরের ফাঁসী হইবা মাত্র আমি ইহা দ্বারা আত্ম প্রাণ নিঃশেষ করিতাম"। নবং ভাব ও নবং কথা পাঠে ও শ্রবণে অনেকে সন্তুষ্ট হয়েন এই জন্য আমরা এই নূতন কথাটি লিখিলাম, ইহা স্বকপোল কল্পিত নহে।

---

*শ্রীরাম বনবাস কাব্য।

প্রথম খণ্ড।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে শ্রীহর্ষ, শূদ্রক, ভোজ, প্রভৃতি বহুগুণমণ্ডিত হিন্দু রাজগণ বিবিধ কাব্য, নাটক রচনা করিয়া ধরামণ্ডলে অবিনশ্বর-কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, ইদানিম্ "ফতে সিংহাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী" সেই মত সাহিত্য সংসারে স্বীয় অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিবার জন্য এই ৩৫ পৃষ্ঠাধারী কাব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও ইনি গবর্ণমেণ্টের নিকট উপাধি প্রাপ্ত প্রকৃত "রাজা" নহেন, তথাপি স্বীয় উদার চরিত্র জন্য আপনাকে রাজা মনে করিয়া থাকেন। যদি কেহ আপনাকে ভারতবর্ষাধিপতি মনে করেন, তবে তাঁহার ডাক্তার পেইন সাহেবের নিকট গমন না করিলে আর উপায় কি? সে যাহা হউক, আমরা অদ্য ফতে সিংহ ও "ব্যাঘ্রডাঙ্গা রাজধানী" হইতে কেশরী ও শার্দ্দূল নিনাদে চমকিত না হইয়া সুমধুর কাকলীধ্বনি শ্রবণে প্রীত হইলাম ইহাই যথেষ্ট। অদ্য মহর্ষি বাল্মীকি জীবিত থাকিলে এই অভিনব রামায়ণ

---

*এই সমালোচনটী আমাদিগের কোন বিশেষ বন্ধু লিখিয়াছেন ও ইহা অবিকল প্রকাশের জন্য বিশেষ অনুরোধ করাতে আমরা ইহা প্রকাশ করিয়াছি। অপরিচিত ব্যক্তি হইলে আমরা ইহা প্রকাশও করিতাম না, এবং এ তদ্বিষয়ে কিছু লিখিতামও না; কিন্তু লোকে যেরূপ কথায় বলে "ঝিকে মেরে বৌকে শিকান" আমরাও সেই রূপ কার্য্য করিয়া অপরকে শিক্ষা দিতেছি। এই সমালোচনা দেখিয়া প্রথমতঃ বোধ হয় কোন বৈর ব্যক্তির দ্বারা ইহা লিখিত হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ সভ্য সমাজের ইহা উপযুক্ত নহে। পাঠকগণ গ্রন্থকার অপেক্ষা সমালোচককে অধিক অজ্ঞ জ্ঞান করিবার সম্ভাবনা। রং সং সং

পাঠে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কবিত্ব শক্তি লাভের জন্য পুনর্ব্বার তপস্যা আরম্ভ করিতেন। বোধ করি বঙ্গদর্শনে "যে নূতন প্রকার রামায়ণের অবতরণিকা মুদ্রিত হইয়াছে, এখানি তাহার প্রথম অংশ। ফলে গ্রন্থখানি অপূর্ব্ব বস্তু। গ্রন্থকার কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভাব লইয়া গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন এবং কোন২ স্থলে অবিকল "মেঘনাদের" ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল ভাষা পরিবর্ত্ত করায় অমিত্রাক্ষর গদ্য গন্ধে দূষিত হইয়া উঠিয়াছে। যথা—

সুজ্ঞানরূপ বীণা।

বীণাপাণি, একিঙ্করে (অবোধ, মা, আমি।)
অর্পউরি; সুখে যাহে বাজায়ে ও বীণা।
(কবিতাসঙ্গীত স্বর করি বরিষণ)
ভারতে, লভিব আমি মনের আনন্দে
মরি, প্রশংসা বিপুল সুধা—অনুপম।
হে পদ্ম-বাসিনী, তব কৃপায় (কেবল
এই প্রথমে) রোপিনু রচনা অঙ্কুর
কাব্যভূমে! নিরন্তর এজীবন তরি
ভাসয়ে নির্গুণরূপ অকুল পাথারে;
বড়ই সাধ, লভিতে, মাগো যশঃকুলে।—
রহুক যেন ভারত নদে সুকবিতা
সুরস স্রোতঃ পবিত্র হয়ে, মম কাব্য,—
(এই চিরসাধ, মাতঃ এ পোড়া মনেতে!
আনিয়া যতনে ভগীরথ ভাগীরথী—
ত্রিভুবন মুক্তিদায়ী সু-কীর্ত্তি রাখিল
যেমতি! তেমতি যেন থাকয়ে এ কীর্ত্তি।

পরের ভাব যে কবি গ্রহণ করেন তাঁহার বমি ভক্ষণ করা হয় "যথা কৃতপ্রবৃত্তিরন্যার্থে কবির্বান্তং সমশ্নুতে" তথাপি জানিয়া শুনিয়া এই অভিনব কাব্যকার রাজা বাহাদুর কি জন্য এই দুষ্কর্ম্ম করিলেন তাহা বলিতে পারিলাম না। তাঁহার কবিত্বশক্তি কিছুমাত্র নাই, তথাপি অহঙ্কার ভরে আপনাকে এক জন প্রকৃত কবি মনে করা বিড়ম্বনা মাত্র। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন যথা—

ভূমিকা।

আমি সদা সর্ব্বক্ষণ পীড়াগ্রস্থ হইয়া থাকি, সুতরাং স্বকার্য্যে হস্তক্ষেপ পক্ষে অক্ষম হইয়াছিলাম। কিন্তু ইদানীন্তন কৃপাময় জগদীশ্বর কৃপায়, কিঞ্চিৎ শারীরিক সুস্থতাবলম্বনে—বোধ করি, ভগবতী বাগ্দেবী (এ নরাধম প্রতি কৃপা করিয়া) চিত্তজ পঙ্কজাসনে আসীনা হইয়া, কাব্য রচয়িতা রূপ লালসা-লতা ফলবতী করিয়াছেন। যে ছন্দে এই কাব্য রচনা করা হইল, তদ্বিষয়ে আমার কিছু ব্যক্ত করাই বাহুল্য, কেন না জনসমাজে আদরনীয় ব্যতীত মনোদ্যানের আশা ফল উত্তমরূপে ফলবান হইবেক না, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে যদি পাঠকবর্গ মনোযোগী হইয়া এই অভিনব কাব্যটী সমাদৃত-রূপ আশ্রয়-বৃক্ষের বীজরোপণ ক্ষণকালের জন্য করিলেও আমি চরিতার্থ লাভ করিব, এবং উত্তম, কি নীরস পক্ষে সন্দেহ-রূপী যে দেহ দাহ আছে তাহাও শীতলিবে। আরো, ভরসা করি যে, আশার সরসে পদ্ম প্রফুল্লিত ক্রমে ক্রমে এতাদৃশ হইলে অবশ্যই আনন্দের বিষয় বটে ইতি।"

পাঠকবর্গ একবার ভাষার আড়ম্বর দেখুন! ইহার মধ্যে "মনো বজ্র সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যে বাস্তিমে গতিঃ" মনে করিয়া প্রবেশ করিতে হয়। পাঠকবর্গ একটু চমৎকার কবিতা শুনুন যথা—

"কহি তবে, শুন রাণী সেবা করি যবে
তুষ্ট করিলা (যৌবনকালে।) অতিশয়

নরাধিপে, তৎপরে চাহিলেন দিতে
মনমত বর তোমা দুটি তিনটি।—
এই বরনাও দেখি, (এই সময়েতে)
"রামকে রাজ্য না দিয়ে' (যুবরাজ পদে
বরিয়া ;) করহ রাজা, এইক্ষণে, বাছা,
ভরতে-ভারত চূড়ামণি! বুঝিছতো ?
না বোকার মত শুনছ ? চৌদ্দবৎসরার্থে
বনবাসে পাঠাইতে রামে' শেষে (এই
বলি) লবে বর এদুটি রাজার ঠেঁয়ে !
ভুঞ্জিবে হে রাজভোগ মনের আনন্দে
তারা দুটি ভাই চিরকাল জীবি, মরি,
এরাজপুরে। ওটা, চৌদ্দবৎসরান্তে
বনে হতে ফিরে পুনঃ আরকি আসিতে
পারিবে বাঁচি ?—হয় তো ব্যাঘ্রেই খাইবে ;
কিম্বা বজ্রের পতনে মরিবে নিশ্চয় !"
নিরবিল তবে কহি এতেক মন্থরা।"

জগদীশ্বর সমীপে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, রাজা মহাশয় নিরোগী হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করুন। কিন্তু বাক্‌দেবী তাঁহাকে এতাদৃশ উৎকৃষ্ট কাব্য লিখিতে যেন আর উত্তেজিত না করেন।

ঋতুলহরী—শ্রীমোহিত কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত। কালিদাস ঋতুসংহারে অসাধারণ কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ঋতুবর্ণন বিষয়ক অন্য কোন কাব্য অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা হয় না।

তথাপি ঋতুলহরী এক জন নবীন বঙ্গীয় কবি প্রণীত, এজন্য আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। মোহিত কুমার অল্প বয়স্ক এবং সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার এই প্রথম রচনা কুসুম। তিনি প্রথম উদ্যমে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই প্রসংশনীয়।

সারতত্ত্ব চিন্তামণি। শ্রীশ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী প্রণীত। এথানি দেব দেবী বিষয়ক সংগীতে পরিপূর্ণ। যিনি সংগীতশাস্ত্রে বিশেষ পটু, এবং যাঁহার কবিত্বশক্তি আছে, তিনিই উত্তম সংগীত রচনা করিতে পারেন, কিন্তু আমাদিগের ব্রহ্মচারী মহাশয় এই দুই রসেই বঞ্চিত, সুতরাং তাঁহার গীত গুলি ভাল হয় না।

জ্ঞানাঙ্কুর—আমারা ইত্যাখ্য মাসিক পত্রের কয়েক খণ্ড পাঠে বিশেষ আনন্দিত হইলাম। এতৎ পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ গুলিন নানা বিষয়াত্মক হইবাতে সকল প্রকার পাঠকেরই মনোরঞ্জন কর হইয়াছে। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রস্তাব গুলি অতি উৎকৃষ্ট এবং রচনা ও বস্তু সন্নিবেশ এরূপ সুচারু রূপে সম্পাদিত হইয়াছে যে পাঠ করিয়া সকলেই তুষ্টিলাভ করেন। রাজধানীতে উত্তম সংবাদ পত্রাদি প্রচার হওয়া সম্ভব, সুতরাং তাহার উদয়ে বিশেষ আনন্দোদ্দীপন করে না, কিন্তু মফঃসলে উৎকৃষ্ট পত্রাদির উদয় অসামান্য সন্তোষকর। যেহেতু রাজধানীতে সকল বিষয়েরই অনুশীলন অধিক ও তত্তৎ বিষয়ের উৎসাহ দাতা লোকেরও অসদ্ভাব নাই এজন্য মফঃসল হইতে রাজধানীর উন্নতি সত্বরে সম্পাদিত হয়। রাজধানীর সহিত তুলনায় রাজসাহী প্রদেশের উন্নতি বহ্বাংশে ন্যূন তথাপি রাজধানীর বহু পত্রাপেক্ষা উত্তম "জ্ঞানাঙ্কুরের" উদয় রাজসাহী অঞ্চলের বিশেষ মুখোজ্জ্বল করিয়াছে এবং বোধ হয় তত্রস্থ লোক মাত্রেই ইহার জীবন রক্ষায় যত্নবান্ হইবেন, আমরা পাঠক বৃন্দকে জ্ঞানাঙ্কুরের সাহায্য করিতে অনুরোধ করি।

রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র।

৭ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। সন ১২৭৯ [৭৬ খণ্ড।

তমোলুক ইতিহাস।

বাঙ্গলা দেশের অন্তর্গত মেদিনীপুর বিভাগের মধ্যে "তমোলুক" একটী প্রসিদ্ধ স্থান। বর্ত্তমান সময়ে ইহাতে একটী উপরিভাগ সংস্থাপিত থাকায় যে ইহা সবিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়াছে, এমন নহে। প্রাচীন পুরাণ ও ইতিহাসাদি অনুসন্ধান করিলে এই স্থানের প্রাচীনত্ব সহজেই উপলব্ধি হয়। মহাভারত ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ এই স্থানের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন পক্ষে যে অব্যর্থ সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে, তাহা কোন ক্রমেই অলীক বা অবিশ্বাস্য বোধ হয় না। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণান্তর্গত "তমোলুক মাহাত্ম্য" নামে একটী বিবরণ আছে: যদিচ উহা পৌরাণিকদিগের কল্পনা-সম্ভূত অতি বর্ণন দুষ্ট বটে, তথাপি তদ্বিবরণ হইতে সারাংশ সঙ্কলন করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে, এস্থান পূর্ব্বতন আর্য্যগণের অজ্ঞাতপূর্ব্ব বা নিতান্ত অপুণ্যপ্রদ বলিয়া হেয় ছিল না। এস্থলে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্ভূত "তমোলুক মাহাত্ম্য" অবিকল অনুবাদ করিবার আবশ্যক বিরহ। সংক্ষেপতঃ তদ্বিবরণের মর্ম্মানুবাদ করিয়া দেওয়া যাইতেছে। যথা—"নারদ মর্ত্ত্যলোকের বিবরণ প্রসঙ্গে কহিতেছেন যে, দক্ষযজ্ঞ বিনাশী মহাদেব দক্ষের ছিন্ন শীর্ষ হস্তে করিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থপর্য্যটন করিলেন, তথাপি তাঁহার হস্ত হইতে দক্ষ কপাল স্খলিত না হওয়ায়, একদা নিতান্ত বিষণ্ণভাবে কোন এক মহীধরের গভীর গহ্বরে নিরতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়া চিন্তা-স্তিমিত নেত্রে আত্মগ্লানির দুঃসহ প্রভাব অনুভব করিতেছেন, এমন সময়ে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ বিষ্ণু দেবাদিদেবের ঈদৃশ বিসদৃশ অবস্থা জ্ঞাত হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন, এবং কহিলেন "ভগবন্! আমি আপনার মানস জ্ঞাত হইয়াছি, এবং মানসিক চিন্তা নিবারণ জন্য এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আপনি দক্ষ কপাল হস্তভ্রষ্ট না হওয়ায় নিতান্ত বিষাদ-সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছেন, তজ্জন্য আমি তদুপায় নির্দ্দেশ করিতেছি। ভারতবর্ষের মধ্যে 'তাম্রলিপ্ত' নামে এক রমণীয় স্থান আছে, ঐ স্থানে জিষ্ণুহরির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং অন্যান্য দেবতারাও আছেন; আপনি ঐ স্থানে যাইয়া জিষ্ণুহরির মূর্ত্তি সন্দর্শন ও পবিত্র এক কুণ্ডে স্নান করিবেন। তাহা হইলেই দক্ষ কপাল আপনার করমুক্ত হইবেক।" মহাদেব তাহাই করিলেন। সুতরাং মুণ্ড হস্তভ্রষ্ট হওয়ায় তাম্রলিপ্তস্থিত কুণ্ডের নাম 'কপাল মোচন' তীর্থ হইল। জিষ্ণুমূর্ত্তির পরিরক্ষার্থ মহাদেব স্বীয়শক্তি বর্গভীমা নাম্নী

এক দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং তদবধি এইরূপ একটী গাথা রচিত হইল যে, 'জিষ্ণুহরি' বর্গভীমা দর্শন ও কপালমোচনে স্নান করিলে পুনর্ব্বার জন্ম হয় না।' বস্তুতঃ অদ্যাবধি পৌষ ও চৈত্র মাসের সংক্রান্তি দিবসের বারুণী মেলাতে বহুলোক পূর্ব বিশ্বাসানুসারে বর্গভীমাদি দর্শন ও রূপনারায়ণ নদগত কপালমোচন তীর্থে স্নান করিয়া থাকে। জিষ্ণুহরির মন্দিরটী বিশেষ প্রাচীন নয়, কিন্তু বর্গভীমার মন্দিরটি বিশেষ প্রাচীন, এবং নির্ম্মাণ প্রণালীও নিতান্ত পূর্ব্বতনী, সন্দেহ নাই। অধিক কি বিদ্যুদগ্নিপাত ও ভীষণ ঝটিকা এই দেবী মন্দিরের অল্প ক্ষতিই করিয়াছিল। মন্দিরটী দেখিলে পূর্ব্বকালে বৌদ্ধদিগের উপাসনা মন্দিরের বহু সাদৃশ্যযুক্ত বোধ হয়। এ স্থানের অধিবাসীরাও পরম্পরাগত কথানুসারে বলিতে পারেন না, যে কোন্ সময়ে এই দেবীগৃহ বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। আর মার্কণ্ডের চণ্ডীর একস্থানে "ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তম্মে নাম ভবিষ্যতি" এইরূপ লিখিত আছে, কিন্তু সে এই ভীমা কি পর্ব্বতাঞ্চলবাসিনী কোন ভীমা, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। অতঃপর মহাভারতের সভাপর্ব্ব মধ্যে রাজসূয় যজ্ঞপর্ব্বাধ্যায়ের অন্তর্গত দিগ্‌বিজয় প্রসঙ্গে এস্থানের বিষয় উল্লেখ আছে, অর্থাৎ বঙ্গরাজ্য মধ্যে তাম্রলিপ্তেশ্বর ও যথেষ্ট উপহার রাজসূয় যজ্ঞের নিমিত্ত সসম্মানে প্রদান করেন। অনন্তর দিগ্‌বিজয়ী পাণ্ডব এই স্থান হইতে দক্ষিণদিক্‌বর্ত্তী ম্লেচ্ছ রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া সমুদ্র-কূল-সম্ভূত দ্রব্যাদি গ্রহণ করেন। ভীষ্মপর্ব্বেও এস্থানের রাজার বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ফলতঃ উক্ত উক্তি অনুসারেই এই স্থানের নাম তাম্রলিপ্ত, বা তমালিপ্ত হইয়াছে। আর প্রাচীন ভারতবর্ষের মানচিত্রেও 'তাম্রলিপ্ত' তামলিপ্তা, নামে লিখিত আছে। বহুদিন পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের সময়ে কয়েকজন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারক এস্থানে কিছুকাল থাকিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং তৎপরে অপর কয়েক জন বৌদ্ধ, এস্থান হইতে সমুদ্র-গমনোপযুক্ত-যানাদি লইয়া সিংহলাভিমুখে যাত্রা করেন। একথা আসিয়াটিক সোসাইটীর সংগ্রহালয়ের ঐতিবৃত্তিক পুস্তকে বিশেষ বিবৃত আছে। আর এস্থানে 'খাটপুকুর' নামে একটী বিস্তীর্ণ পুষ্করিণী আছে। ঐ পুষ্করিণী মধ্যে একটী প্রস্তরময় মন্দির আছে। মন্দিরের চূড়াস্থিত কয়েকখানি প্রস্তর মাত্র দৃষ্টি হয়। ২।১ জন ডুবারু নিমগ্ন হইয়া বলিয়াছিল যে, 'ঐ প্রস্তরময় মন্দির চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রবাদ এই রাজা তাম্রধ্বজ উক্ত সরোবর মধ্যে সমাহিত হইয়াছিলেন। তাম্রধ্বজের বংশে ময়ূরধ্বজ, শিখিধ্বজ প্রভৃতি রাজারা জাত হইয়াছিলেন। সেই রাজবংশের অন্যতর বংশীয়েরা কেহই নাই।

মধ্যে কয়েকজন যবন রাজা হইয়াছিল। অদ্যাপি 'গড়মরিচা' নামক এক বিস্তীর্ণ পরিখা বেষ্টিত স্থান আছে; উহাতে অনেক যবনের বাস। হিন্দু রাজাদিগের দুর্গ এই পুষ্করিণীর পশ্চিম পার্শ্বে ছিল বোধ হয়। কারণ ঐ স্থান, প্রাচীনত্বের কিয়ৎ চিহ্ন ধারণ করে। মহাপ্রভু, জগন্নাথ, রামজী, বর্গভীমা ও জিষ্ণুহরি প্রভৃতি কয়েকটী দেবতা আছেন। ইঁহাদের সেবার্থ যথেষ্ট দেবত্র ভূমি আছে। স্বভাবের শোভা বিষয়ে এস্থান নিতান্ত নিঃসম্বল। কেবল এক রূপনারায়ণ নদ প্রবাহিত হইতেছে। এই নদটী ভীষণ বটে, এবং স্থানে২ নানারূপ বলিয়া ইহার নাম রূপনারায়ণ হইয়াছে; কুম্ভীরাদি যাদোগণ ইহাতে নিরন্তর বদ্ধ সখ্য। পৌষের ও চৈত্রের বারুণীযাত্রায় ২।১টী লোক হাঙ্গর কর্ত্তৃক প্রায়ই সাজ্ঞাতিক রূপে দষ্ট হইয়া থাকে। যখন রূপ-

নারায়ণ নদের তীর ভগ্ন আরম্ভ হয়, তখন অনেক ব্যক্তি ভগ্নতীর হইতে ক্ষুদ্রং স্বর্ণ, তাম্রখণ্ড, এমন কি এক জন একটুকু ক্ষুদ্র হীরকও পাইয়াছিল, এবং বহুসংখ্যক কূপ, সুদীর্ঘ মনুষ্য-কঙ্কাল, ক্ষুদ্রং কড়ি, ২।১টী ইষ্টক রচিত ঘাটও দৃষ্ট হইয়াছিল। নদের জলসীমা হইতে তীর প্রায় ১০ হাত উচ্চ। অত্রত্য অধিবাসীরা বলেন, "এখানে ৭৫০ ঘর বণিকের বসতি ছিল। বস্তুতঃ এই পরিচয় সম্পূর্ণ সমূলক বোধ হয়। কারণ ভগ্ন খোলাকুচী অপরিমেয় রূপে সর্ব্বত্রে ভূম্যাদি খাত হইলে দৃষ্ট হয়, এবং পুষ্করিণী আদি খনন করিলে কূপ ২।৩ বা তদধিক, এবং একপ্রকার ক্ষুদ্র কড়ি (ঘেঁটিকড়ি) পাওয়া যায়। এতদ্দারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, এই স্থান পূর্ব্বে সমৃদ্ধিশালী বণিকবৃন্দ দ্বারা অধ্যুষিত ছিল, সন্দেহ নাই। এখানে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিজ পরিজন বর্গের ব্যবহারার্থ একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী খনন করাইতে, প্রায় ১০।১২ হাত নীচে একটা পক্কছাদ দৃষ্ট হইয়াছিল। সময়ের ক্ষুরোদর কবলে সমুদায় কবলিত হইয়াছে। এখন ভগ্নচিহ্নাবলী প্রাপ্তি আয়াস-সাধ্য হইয়াছে। বাণিজ্য বিধায়িনী সুবিধা এখানে বহুল পরিমাণে ছিল, এখনও নিতান্ত ন্যূন নয়। রূপনারায়ণ নদ চিরকাল নিজ স্রোত বিস্তার করিয়া বাণিজ্যস্রোত অপ্রতিহত রাখিয়াছে, বলিতে হইবেক। এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান্যই প্রধান। অন্যান্য রবিশস্যও হইয়া থাকে। অন্তর্ব্বাণিজ্যই এ অঞ্চলে অধিক, বহির্ব্বাণিজ্যের কথাই নাই। লেখা পড়ারও তাদৃশ আলোচনা নাই। তবে অধুনা লোকমণ্ডলীর রুচি, বিদ্যাশিক্ষার দিকে ধাবিত হইতেছে, বিগত ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে সল্ট এজেণ্ট হ্যামিল্টন মহোদয় স্বীয় স্বাভাবিক মহোদার্য্য গুণের বশবর্ত্তী হইয়া একটী ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। এক্ষণে উহা উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় রূপে পরিগণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বঙ্গবিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় ও শ্রামিকদিগের নিমিত্ত নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সকল বিদ্যালয়ের ফল নিতান্ত অপ্রীতিকর নয়। একটী দাতব্য চিকিৎসালয়ও আছে, এতদ্দেশীয়েরা ইংরাজী প্রণালীতে চিকিৎসা করাইতে ইচ্ছুক নয়, তজ্জন্য চিকিৎসালয়ের প্রতি এতদ্দেশীয়দিগের তাদৃশী আস্থা নাই। এ অঞ্চলীয় লোক অতিশয় ব্যবহারপ্রিয়, বিচারালয় ইঁহাদিদিগের পক্ষে একান্ত আবশ্যক বোধ হয়। এখানে গবর্ণমেণ্টের 'লবণবাণিজ্য' যারপর নাই উন্নত ছিল। এমন কি কলিতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশীয়েরা এখানকার লবণ ব্যবসায়ের প্রধানং পদ প্রাপ্তি দ্বারা বিশেষ ধনলাভ করিয়া গিয়াছেন। এই বাণিজ্যে অনেক টাকা খাটিত, তজ্জন্য বহুলোক তদ্দারা প্রতিপালিত হইত। এতদঞ্চলবাসী কৃষক ও শ্রামিক শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ এই ব্যবসার দ্বারা অনল্প পরিমাণে উপকৃত হইত, কিন্তু লিবরপুর লবণের প্রসাদে এক্ষণে ইহাদিগের কষ্টের বৃদ্ধিবই ন্যূনতা নাই। জমীদারির প্রান্তস্থিত অনেক জমী (জালপাই) এই ব্যবসায়ের নিমিত্ত অনাকৃষ্ট অবস্থায় ছিল, ইদানী তাহা গবর্ণমেণ্ট পরিত্যাগ করায় কৃষ্ট হইয়া উর্ব্বরা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি ওয়াট্‌সন্ কোম্পানি পরিত্যক্ত লবণ ব্যবসায়ের অধ্যক্ষের (এজেণ্ট) অট্টালিকাদি ক্রয় করিয়া লইয়া রেশমের ব্যবসার আরম্ভ করিয়াছেন। এ অঞ্চলে রেশমের ব্যবসায় সুন্দররূপে হইয়া থাকে, এমন গ্রাম নাই, যাহাতে এই ব্যবসায়ী লোক দৃষ্ট না হয়। জলবায়ু পূর্ব্বে মন্দ ছিল, এখন অপেক্ষাকৃত উত্তম হইয়াছে। বোধ হয় লবণ ব্যবসায়ের দ্বারা বায়ু ও জল বিদূষিত হইত। সেই ব্যবসায় তিরোহিত হওয়ায় জল বায়ুর হীনাবস্থা অবস্থান্তরিত

হইয়াছে। অনুমান হয়, এইরূপে দেশবিশেষের অবস্থা প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন দ্বারা উত্তম হইয়া থাকে। এই স্থানের দশ ক্রোশ দক্ষিণে ভীষণ অকূল পার বঙ্গীয় উপসাগরের মুখ। মধ্যে২ সামুদ্রিক প্লাবন এ অঞ্চলবাসীদিগকে বিলক্ষণ কষ্ট প্রদান করিয়া থাকে। এমন কি বিগত ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বহুলোককে একবারে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল।

চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মই এ অঞ্চলে অনেক লোক গ্রহণ করিয়া থাকে, সাকল্যে চৈতন্যভক্তই এ অঞ্চলে অধিক। এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে বর্গভীমার অধিকারীরা, চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষেরা ও রক্ষিতেরাই বিশেষ সম্ভ্রান্ত। রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহারাদি মধ্যবিধ। এতদঞ্চলীয়েরা কৃষিকার্য্য দ্বারাই বাহুল্যরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ভূমির রাজস্বও অধিক নয়; বোধ হয় সময়ে অধিক হইবে। কারণ ভৌমিক উর্ব্বরত্ব ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছে। সামুদ্রিক প্লাবননিবন্ধন যে পলি ভূমির উপরি পতিত হয়, তাহাই উর্ব্বরত্বের নিদান বলিতে হইবেক! ঈশ্বরেচ্ছায় মন্দ হইতেও শুভফল সাধিত হয়। যে প্লাবন হইতে মনুষ্যের অধিক পরিমাণে অনিষ্ট সাধিত হয়, তাহাতেই আবার তাহাদিগের ভাবী উন্নতি বীজ সংরোপিত থাকে। প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ লিখিত হইল, তাহা বাহুল্যরূপে এই নগরের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। অন্য একটী বিবরণ এস্থানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে না;—অত্রত্য রজকেরা উৎকৃষ্ট রূপে বস্ত্র ধৌত করে, এই উৎকৃষ্টতার এই কারণ নির্দ্দেশ করে যে, "নিতাই ধোপানী" নাম্নী এক বিখ্যাত রজকী এস্থানে পূর্ব্বে বস্ত্রাদি ধৌত করিত। তাহার একটী প্রস্তরময় 'পাট' আছে। অদ্যাপিও ঐ পাট রাজার রক্ষিত স্বতন্ত্র গৃহমধ্যে রক্ষিত হইয়া থাকে, এবং সময়ে২ ঐ পাটের পূজাদি হইয়া থাকে। ঐ প্রস্তরময় পাটটী অনুত্তম প্রস্তর নির্ম্মিত নয়, বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান নগরস্থ বিপনি সমূহ একটী প্রশস্ত রাজপথের উত্তর পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধরূপে সজ্জিত আছে। কিন্তু নগরীটী পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ছিল। ইহার উত্তর সীমা পায়রা টুঙ্গীর খাল, পূর্ব্বসীমা রূপনারায়ণ নদ, দক্ষিণ সীমা শঙ্কর আড়ার খাল ও পশ্চিমসীমা পদুমরিচা। এই চতুঃসীমার মধ্যে কোন দেবী প্রতিমা স্বতন্ত্র রূপে পূজিত হইবে না। যাঁহার কোন দেবী পূজা দিতে ইচ্ছা হয়, তিনি বর্গভীমার নিকটেই দিয়া থাকেন। এই স্থানটীর বসতি মধ্যে বিরল ও মধ্যে ঘন। অত্রস্থ আধুনিক রাজবংশ মধ্যে মৃত রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায় বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তৎপরে তদ্বংশের উন্নতি ভ্রষ্টরাজলক্ষ্মীর সহিত বিচলিত হইয়াছে। এই নগরের ৬ ক্রোশ দূরস্থ অগ্নিকোণে প্রসিদ্ধ মহিষাদলের রাজা বাহাদুরের দুর্গ। এই নৃপেশ্বর বহুদিনাবধি অনেক স্থানে প্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ মহিষাদলাধিপের সুবিস্তীর্ণ রথ অনেক স্থানে শ্লাঘনীয় রূপে বিদিত আছে, সন্দেহ নাই। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই রাজসংসার হইতে প্রতিপালনোপযুক্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হইত। বর্ত্তমান নরপতি স্বরাজ্যের উন্নতিসাধন কল্পে একটী উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্বব্যয়ে সংস্থাপিত করিয়াছেন। ইহাতে এ অঞ্চলের শিক্ষাকার্য্যের ও প্রজাসকলের রোগ নিবারণের বিশেষ সদুপায় করা হইয়াছে।

তমোলুক নগর মেদিনীপুর নগর হইতে প্রায় অষ্টাদশ ক্রোশ দূরস্থিত। এস্থান হইতে মেদিনীপুর ক্রমশঃই উচ্চ, আবার এই নগরের দক্ষিণদিক্‌বর্ত্তী স্থান সকল হইতে এই স্থান অনেক উচ্চ। মধ্যে রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম পার্শ্বে (অর্থাৎ যে

পার্শ্বে এই নগর সংস্থাপিত সেই পার্শ্বে) ভয়ানক ভাঙ্গন আরম্ভ হয়, এমন কি ২।১টী স্থায়ী অট্টালিকা ঐ ভাঙ্গনে নদের বেগশালী প্রবাহের উদরসাৎ হয়। কিন্তু বর্গভীমার মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে ভাঙ্গন বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই। এই জন্য লোকে অনেক অলৌকিক কথা ব্যক্ত করে। বস্তুতঃ তৎ-সমুদায় সুশিক্ষিত তত্ত্বান্বেষীর নিকট অবশ্যই হেয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু অশিক্ষিত ব্যক্তিরা অলৌকিক প্রাকৃতিক ঘটনার মূল তাৎপর্য্য বোধে অসমর্থ হইয়াই নানাবিধ জল্পনা মাত্র করিয়া থাকে। অনুমিত হয়, বর্গভীমার মন্দির যে সুদৃঢ় উচ্চবেদি তুল্য স্থানের উপরি নির্ম্মিত, উহা নিতান্ত দৃঢ়তাযুক্ত হওয়ায় প্রবাহ কিছু করিতে পারে নাই। প্রাচীন বহু বৃক্ষাদিও ছিল ; কিন্তু বিগত ভয়াবহ ঝটিকার হস্ত হইতে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। অন্য প্রধান উল্লেখ্য বিষয় প্রায় দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বে একটী সংস্কৃত চতুষ্পাটী ছিল ; তাহাতে ভূরি পরিমাণে নানাবিধ সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা হইত। অনেক ব্যক্তি তাহা হইতে উপকৃত হইয়াছেন। ইহার স্থাপয়িতা বিখ্যাতনামা মৃত পণ্ডিত গুরুপ্রসাদ বিদ্যারত্ন মহাশয়। ইনি বিবিধ শাস্ত্রে বিশারদ ও মহাত্মা ব্যক্তি ছিলেন। অধুনা চতুষ্পাটী নানা কারণে অবনতি প্রাপ্ত হইয়া সাধারণের অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যথিত করিয়াছে। ফলতঃ তমোলুক যে একটী বহু প্রাচীন নগর, তাহার সন্দেহ নাই। মহাভারতান্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বে এই স্থানের নামোল্লেখানুসারে বোধ হয়, তাম্রলিপ্তে-শ্বর কুরুপাণ্ডবদিগের মধ্যে অন্যতরের সমর সাহায্য করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে সামান্যাবস্থ রাজা ছিলেন, এমন বোধ হয় না। তাঁহার বলাদি যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল, এবং তদানীন্তন রাজকুল মধ্যে সংখ্যেয় নৃপতি ছিলেন, সন্দেহাভাব। নতুবা কুরুক্ষেত্রাহবের সহায়তা করা সামান্য ব্যক্তির কার্য্য নহে। আর এই স্থান নগর বলিয়া গণ্য ছিল, ইহাও সপ্রমাণ বোধ হয়। কারণ বাণিজ্যের বি-শেষ সুবিধার উপায় সমূহও সহজ ছিল, তাহাতে কোন পরাক্রান্ত রাজার রাজধানী থাকিলে বণিক-বৃত্তির পক্ষে কত দূর অনুকূল হইতে পারে, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। বঙ্গদেশের মধ্যে মহাভারতে কেবল তাম্রলিপ্তের নামোল্লেখ আছে। অন্য কোন রাজার বা রাজধানীর নামোল্লেখ নাই, ইহাতে সমস্ত বঙ্গদেশের তুলনায় এই স্থান যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা কেবল মহাভারতের দ্বারাই সম্যক্‌রূপে দৃঢ়ীভূত হইতেছে। সুতরাং ইহার প্রাচীনত্ব বিষয়ে অন্য কোন সন্দেহ করিবার আবশ্যক বিরহ। একমাত্র মহাভারতের উক্তিতে ইহা সপ্রমাণ হইল। আর সংস্কৃত 'তাম্রলিপ্ত' শব্দের অপভ্রংশেই 'তমোলুক' হইয়াছে বলিতে হইবেক। বঙ্গরাজ্য মধ্যে অন্য কোন স্থানের নাম 'তাম্রলিপ্ত' বা 'তমোলুক' নাই স্পষ্ট বোধ হইতেছে।

প্রাচীন কীর্ত্তি সকলই স্থান বিষয়ের পূর্ব্ব প্রসিদ্ধির যতদূর অনুকূল প্রমাণ, এমন আর কিছুই নয়। তবে অনন্তকাল মধ্যে নানাবিধ নৈসর্গিক ঘটনা দ্বারা কীর্ত্তি প্রভৃতি বিলুপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বহর কালও সুদক্ষ শিল্পীদিগের শিল্প-কার্য্যের অল্পই ব্যাঘাত করিয়া থাকে। যেমন ইজিপ্টের পিরামিড্ সকল। উপসংহার কালে বক্তব্য এই, ইতিহাস লেখা অতিশয় দুরূহ ব্যা-পার। অনেক ইতিহাস পাঠ করিয়া সুন্দররূপে তাৎপর্য্য হৃদগত করিতে হয়। অনেক প্রধান২ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়। বোধ হয় আমার তুল্য অল্পজ্ঞান ব্যক্তি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সুতরাং প্রক্রান্ত বিষয়ে কতদূর সাধীয়সী সিদ্ধি হইয়াছে, তাহা পাঠকগণই বিচার করিবেন ইতি।

এই প্রবন্ধটী শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিতের প্রবর্ত্তনায় শ্রীযুক্ত তারকনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন। আমরা প্রণেতার অভিপ্রায়ানুসারে প্রকাশ করিলাম।

হর কোপানলে কাম ভস্ম হইলে রতির বিলাপ।

ওহে শম্ভো শিবপ্রদ শশাঙ্ক শেখর!
শুভঙ্কর, এ পবিত্র নাম কি মানসে
এখন ধরিতে চাহ? আদিত্য ভৈরব!
বিনম্র বদনা ব্রীড়া দেবী কি তোমার
নিকটে না আসে ত্রাসে? হায় দেবেশ্বর!
বিমলা বিরহে হয়ে চৈতন্য বিহীন,
যে কর্ম্ম করিলে, তাহা দেবে, কি মানবে,
শুনিলে সভয়ে কর্ণ করে অবরোধে!
হায় যোগী কুলারাধ্য! কলুষ সাগরে
পড়িলে আপন দোষে, কুরঙ্গ যে মতি,
জড়িত হইয়া পড়ে মৃগায়ুর পাশে।
ওরে বৈশ্বানর তোর পাষাণ হৃদয়ে,
নাহি কি দয়ার ছায়া? বল কি প্রকারে
নাশিলি সে জগজন মোহন মুরতি,
হেরে যার কমনীয় কান্তি চমৎকার,
ভুলিত কিন্নরী কন্যা প্রেমে মুগ্ধ হয়ে,
সুধাকর দেখি ক্ষিপ্ত চকোরিণী যথা!
হায় সর্ব্বভুক! তুই পোড়ালি সে ভুজ,
যাহে বদ্ধ হয়ে রতি, সতত সরসে,
পরিতৃপ্ত হত ওরে প্রেম মধু পানে,
সুধা পানে তোষে ক্ষুধা অমরে যেমতি!
কোথা সে প্রণয় পতি পুষ্প ধনুধর
সম্মোহন! কুসুম মালায় পূর্ণ তনু—
যে জনার খরতর পঞ্চ শরাঘাতে,
দেবদলে কম্পবান ক্ষণ মাত্র করে,
যথা পবনের বেগ, ঘূর্ণমান গতি,
চালয়ে পল্লব দলে নিদাঘ সময়ে!
হায় রে যোগীশ যোগে সাধনের ধন,
হর কোপানলে ভস্ম—বিধির বিপাকে!
কোথা সে কমল কলি? ভৃঙ্গ প্রয়াশিত,
অতুল্য লাবণ্য ময়, প্রাণ সখা যার,
প্রণয় পীযুষ পানে অজেয় অমর,
পেয়েছে পরম স্থান দেবের দুর্লভ;
আর যারে মন সুখে আধার করিয়া,
অনাদি অনন্ত রূপে আছেন বিধাতা।
হায় অক্ষিজ অনল! দেখাইয়া দেহ
আমি যাইয়া তথায় দুষিব বিধিরে,
দোষ দেখাইয়া আজি বিধিমতে;
জিজ্ঞাসিব তাঁরে, এ বা কেমন পদ্ধতি
মগ্ন করা দুখার্ণবে অবলা রমণী
পরম প্রণয়াস্পদ প্রাণনাথ বধি?
ভীষণ-শমন রাহু! বল কোন দোষে
গ্রাসিলি প্রণয় সুধাকর সখাশশী?
হায়! না ছিল এ মনে, নাথ হারা হয়ে
কাঁদিবে এ ভাবে রতি, পক্ষিণী যে মতি
দাবানল মধ্যে পড়ি ধড় ফড় করে,
বিচ্ছেদ অনল তাপে তাপিত হইয়া!
হায় রে যে মধুময় রতি কাম নাম,
এক বৃন্তে প্রস্ফুটিত পুষ্প যুগসম,
বিরাজিত জগমাঝে, যুগল রূপেতে,
আজি তাহা বিয়োজিত শঙ্করের কোপে!
অশনি প্রহারে নাশি ফুল্ল কোকনদে
কি পৌরষ পেলে দেব দেবের মণ্ডলে?

জাহ্নবী।

ক্ষম অপরাধ ওলো সুভগে জাহ্নবী!
গাইব গরিমা তব আমি হিন কবি॥
জানেনা জাহ্নবী তব প্রকৃতি তাহারা,
সামান্যা বলিয়া তোমা ভাবে লো যাহারা।
ভাবে তারা গঙ্গে তব সলিল নির্ব্বল,
মৃদু মন্দ স্রোতে পার হয়ে নানাস্থল,
চতুর্দ্দিকে উৎপাদিকা শক্তি দান করি
পড়ে মাত্র সাগরে সামান্য ভাব ধরি।
ভাবে তারা তব অঙ্গে স্বভাবের শোভা,
না হয় কখন কবিকুল মনোলোভা।
কিন্তু হেন ভাব তার ভাবেনাক মন
কিছু মাত্র তোমার যে করে দরশন।
প্রশস্ত সাগর সম তব স্রোত বহে,
ভুতলে কাহার সাধ্য তব বেগ সহে।
হিমালয় শিরস্থ তুষার নিরচয়,
তোমার সলিলে আসি সম্মিলিত হয়।
বরষার বারিচয় প্রবল তরঙ্গে,
নানা স্থান হতে আসি মিলে তব অঙ্গে।
তরঙ্গিনী তবতীর দেখিতে আশ্চর্য্য,
পদে পদে নব নব স্বভাব সৌন্দর্য্য।
শস্য পূর্ণতল ভূমি দেখিতে সুন্দর,
মরু ভূমি শস্য হীন সুক্ষ্ম উচ্চতর,
মহাভয়ঙ্কর তুঙ্গগিরী শৃঙ্গচয়,
অপ্রশস্ত উপত্যকা অন্ধকারময়,
মরু সৈকতিনী স্থান ধবল আকার,
লতা গুল্মে পূর্ণ ঢিপি অতি চমৎকার,
কুসুম পাদপে সুসজ্জিত চারুস্থল,
মনোহর উপবন পরম বিরল,
দীর্ঘতরু রাজীযুক্ত ভীষণ দর্শন,
হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ সুনিবিড় বন,
ইত্যাদি করিয়া প্রকৃতির শোভা যত,
আছে গঙ্গে তব পৃষ্ঠে কে বর্ণিবে কত?
দেবাত্মা যে হিমালয় রত্নের প্রভব,
তাহাতে তটিনী তব হইল উদ্ভব।
গোমতী ঘর্ঘরা যোণ কৌশিকী যমুনা,
প্রধানা সঙ্গিণী গঙ্গে তব পঞ্চ জনা!
তাহাদের লয়ে সঙ্গে নবঘনাগমে,
যে তরঙ্গে রঙ্গে যাও সাগর সঙ্গমে;
আছে কি কোথাও হেন কবি এক জন,
যে পারে করিতে তার স্বরূপ বর্ণন?

জটেবুড়ী।
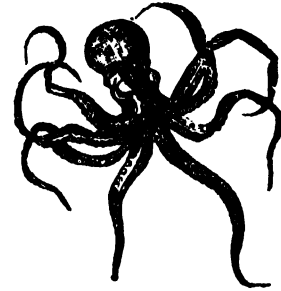
এ স্থলে যে জলচর প্রাণীটীর মূর্ত্তি অঙ্কিত হইল তাহাকে ইংরাজীতে কটল্ মৎস বলে, কিন্তু তাহার আকার ও লক্ষণাদি পাঠে পিতামহীর প্রমুখাৎ শ্রুত জটেবুড়ির গল্প স্মরণ হইবাতে আমরা তাহার নাম জটেবুড়ি লিখিলাম। এই মৎসের দেহের নিম্নভাগ একটী মাংসময় গোল থলিয়ার ন্যায়,এবং তাহার উপরে বা ভিতরে কোন রূপ কঠিন খোলা বা হাড় নাই। ঐ দেহ-নিম্নভাগের সহিত ইহার হস্ত সকল যেরূপে সংলগ্ন তাহা চিত্রদর্শনেই পাঠকগণের অনুভব হইবে। এই মৎসের দেহ-নিম্নভাগ এবং হস্ত সকলের সংযোগ স্থলের দুই পার্শ্বে দুইটী উজ্জল চক্ষু আছে

এবং হস্ত সমস্তের মধ্যস্থলে যে একটী মুখ থাকে তাহা শুক চঞ্চুর ন্যায় চঞ্চুবিশিষ্ট। আর দেহের সহিত হস্ত সংযোগ স্থলের মধ্যভাগে একটী ছিদ্র আছে যদ্দারা মলমূত্রাদি পরিত্যক্ত হয় .এবং ঐ ছিদ্রের দ্বারা কটল্ মৎস ইচ্ছামত দেহাভ্যন্তর হইতে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণের জলীয় পদার্থ বাহির করিয়া নিজ দেহকে শত্রু বা আহারীয় জীবাদির দৃষ্টি হইতে কালিমায় লুক্কাইত করে। ইহার আটটী সূক্ষ্মাগ্রে পরিণত হস্ত হয় ও ঐ হস্ত সকলে দুই সার করিয়া শোশক ছিদ্র থাকে। ইহা আহারীয় জীবাদির দেহে এরূপ সবলে ও দৃঢ়তার সহিত হস্ত দ্বারা জড়াইয়া ধরে যে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়। ইহার দেহের পরিমাণের সীমা সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত, কেহ২ বলেন যে ইহারা এত বৃহদ্‌কায় হয় যে অর্ণবপোতকে হস্ত দ্বারা উৎ-ত্তোলনপূর্ব্বক অনায়াসে জলমগ্ন করিতে পারে, কিন্তু অপরে এবম্প্রকার বাক্যকে অমূলক জ্ঞান করেন এবং এই মাত্র স্বীকার করেন যে ইহাদের বড়গুলি মনুষ্যকে ধরিয়া জলমধ্যে টানিয়া ডুবাইতে পারে। এ দেশে যে জটেবুড়ির কথা প্রচলিত আছে তাহা এই কটল্ মৎসের সম্বন্ধীয় তাহার কোন সন্দেহ নাই, কেন না ভারতীয় সমুদ্রাদিতে এই মৎস সর্ব্বদা প্রাপ্য। যে স্থলে জটেবুড়ির গল্প সেই স্থলেই পাঠকগণ শুনিবেন যে কোন ব্যক্তি স্নানাদির জন্য জলে নামিলে তাহার পদে জটে-বুড়ী সূক্ষ্ম শৃঙ্খল লাগাইয়া টানিতে আরম্ভ করিবে ও কেহ ধৃত ব্যক্তির সাহায্যে উপস্থিত না হইলে তাহাকে জলমধ্যে টানিয়া লইবে, আর যদি দশ জন ঐ ব্যক্তির সাহায্যার্থ আসিয়া পড়ে তবে তাহারা ধরিয়া টানাটানি করিয়া ক্রমশ যত স্থলের উপর তাহাকে তুলিবে ততই জটেবুড়ির শৃঙ্খল বাড়িবে ও স্থূল হইবে এবং কুড়ুল বা অন্য অস্ত্রের দ্বারা সেই শৃঙ্খল কর্ত্তন না করিলে ধৃতব্যক্তি নিষ্কৃতি পাইবে না। কটল্ মৎসের সূক্ষ্মাগ্রে পরিণত সুদীর্ঘ হস্ত সকলের একটীর অগ্রভাগ পায়ে জড়ায়, উপরে টানাতে স্থূলভাগ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হওয়া ও তাহার কর্ত্তনে মুক্তি লাভ, জটেবুড়ির কথার সহিত কত ঐক্য হয় ও ঐ মৎসকে জটেবুড়ি বলা হইতে পারে কি না তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করুন। এই মৎস যে কৃষ্ণবর্ণ জলীয় পদার্থ বাহির করিয়া আত্মদেহ লুক্কায়িত করে সেই কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ ইহার দেহের ভিতর একটী আধার মধ্যে থাকে এবং ইচ্ছামত তথা হইতে বাহির করিতে পারে। ঐ কাল পদার্থ লইয়া সিসির ভিতর রাখিলে জমিয়া যায় ও তাহা জলে গুলিলে উত্তম মষী জন্মায়। চীন দেশীয় যে কাল রঙ্গ, চিত্রকারেরা অতি আদরে ক্রয় করেন তাহাতে কটল্ মৎসের উক্ত কালি অনেকাংশে থাকে। এই জলচর জীবের সন্তরণ শক্তি প্রখরতরা নহে, কিন্তু আত্মদেহ আবশ্যক মত স্ফীত ও কুঞ্চিত করিবার ক্ষমতা থাকাতে কৌশল ক্রমে ইহারা জলে সন্তরণ দিয়া আহারাদি সংগ্রহ ও শত্রু হইতে পলায়ন করিতে পারে। এই মৎস ধরিয়া সামান্যাবস্থার অনেক লোকে খায় এবং ইহার মাংসের কাঠিন্য ন্যূন করণার্থ মুদ্গর দ্বারা পিটিয়া, অথবা কাতান দ্বারা খুরিয়া রন্ধন করা হয়, তথাচ সেই মাংসের স্বাদুতা বিশেষ অধিক হয় না। এই জাতী মৎস বহু প্রকারের হয় তন্মধ্যে দুই এক জাতীয়ের পৃষ্ঠভাগে শৃঙ্গের ন্যায় অথবা কঠিন উপাস্থির ন্যায় পদার্থের পঞ্জরাদি থাকে এবং ঐ পদার্থ কটল্ মৎসের হাড় নামে লোক সমাজে কথিত হয়। পূর্ব্বে তাহা চিকিৎসকদিগের দ্বারা ঔষধে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু বর্ত্তমানে ইউ-রোপিয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের দ্বারা গ্রন্থাদি হইতে কালীর দাগ তুলিবার জন্যই ব্যবহার করা হয়।

উলকী।

উলকী সময় বিশেষে সকল দেশেই প্রচলিত ছিল ও অদ্যাবধি অনেক দেশে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে সকল দেশে সভ্যতা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে তৎসমস্তের প্রধান নগরাদিতে উলকীর প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু ঐ সকল দেশেও গ্রাম্য পরিশ্রমজীবী লোক সকলের মধ্যে এখনও তাহা চলিত আছে। এই উলকীর উৎপত্তির কারণ সম্ভবিত কি হইতে পারে তাহা আমরা নিম্নে লিখিতেছি।

মনুষ্য যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল তৎকালে শিল্পবিদ্যা বর্ত্তমান কালের মত পরিপুষ্টতা প্রাপ্ত হয় নাই। তখন লোক ফলমূল আহার করিত; লতা, পত্র, শাখাদি দ্বারা নির্ম্মিত কুটিরে বাস করিত, বল্কল পশুচর্ম্ম প্রভৃতিতেই বসনের কার্য্য সম্পন্ন করিত এবং তাহাদিগের অন্যান্য প্রয়োজন সমস্তও ইত্যাদি প্রকারে লব্ধ দ্রব্যেই পূরণ হইত। এই অবস্থায় লোক যতক্ষণ আহারাদির দ্রব্য সংগ্রহে নিযুক্ত থাকিত ততক্ষণ তাহাদিগের মনও তৎকার্য্যে লিপ্ত থাকিত ও তৎকালে সময় অতিবাহিত করাও তাহাদিগের পক্ষে ক্লেশকর হইত না। কিন্তু অশন বসনাদির অভাব পূরণ হইলে পর অবশিষ্ট সময় তাহাদিগের স্কন্ধে ভার স্বরূপ হইত সুতরাং সেই সময়ে কোনরূপ না কোনরূপ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার জন্য লোক ইতস্ততঃ ভ্রমণ, নানা বস্তু দর্শন ও ক্রীড়াদি করিতে বাধ্য হইত। ক্রীড়াকালে নানা লোক নানা কার্য্যের দ্বারা চিত্তবিনোদন ও সময়াতিপাত করিত এবং সেই ক্রীড়া হইতেই শিল্পবিদ্যার উদ্ভব হয়। অবকাশ কালে চিত্তরঞ্জনার্থ কেহ২ পুষ্পচয়ন করিয়া তদ্দ্বারা অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিত এবং তদ্দর্শনে অপরেও ঐরূপ ভূষণাদি নির্ম্মাণ ও পরিধান করিলে ক্রমশঃ সকলেই তাহা শোভা সম্পাদক বোধে ব্যবহারারম্ভ করিয়াছিল। এইরূপে যে পুষ্প, ফল, মঞ্জরী, পক্ষীর পালক প্রভৃতি দ্রব্যের ভূষণাদির নির্ম্মাণ ও চন্দন ও গৈরিক পত্র-রচনাদির আরম্ভ হয় তাহার সন্দেহ নাই। অদ্যাবধি আরণ্য ও অসভ্য জাতীয়েরা উক্তরূপ ভূষণাদি বহু আদরে পরে ও তাহারই শোভায় মোহিত হয়। পরে পুষ্পমণ্ডনাদি অল্প কালে নষ্ট হয় দেখিয়াই অন্যরূপ মণ্ডন নির্ম্মাণের উপায় উদ্ভাবনে লোকের যত্ন হইল এবং সেই যত্নেই উলকীর সৃষ্টি হইয়াছিল। সভ্যতার উন্নতির সহিত উলকীর ক্রমশঃ লোপ ও তাহার স্থানে মণিরত্নাদি নির্ম্মিত অলঙ্কারাদির ব্যবহার বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তদনুসারে অসভ্য দেশ সকলেই উহার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

আমাদিগের দেশে উলকী প্রচলিত এবং

যদিও এক্ষণে রাজপাট কলিকাতার নব্যা কামিনীগণের দেহে তাহা দেখা যায় না তথাপি পল্লিগ্রামের অনেকে উলকী পরেন। এইরূপ ইংলণ্ড ফ্রান্স ইটালী প্রভৃতি সকল দেশেই প্রধান নগরাদিতে ইহার ব্যবহার নাই কিন্তু এখনও গ্রাম্য লোকেরা সর্ব্বদা ও যথেষ্ট পরিমাণে পরেন। কোন ইউরোপীয় পোতবাহক বা সামান্য সৈনিকের হস্তাদি দেখিলেই একথার যথার্থতা বুঝা যায়। আমাদিগের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় লোকেদের (বিশেষতঃ সামান্যাবস্থার) কামিনীগণের বাহু, বক্ষস্থল, ললাট, চিবুকাদি স্থলে নানারূপ উলকীর পত্র-লেখা দেখা যায়। ঐ সকল পত্র-লেখ করণার্থ বাল্যকালে দেহের ইচ্ছিত স্থানে ও ইচ্ছিতরূপে কেস্থরপত্রের রসের সহিত অন্যান্য বস্তু মিলাইয়া এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ রস প্রস্তুত করিয়া তাহা সূচিকা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া প্রবেশ করান হয়। প্রথমত কিছু বেদনা ও যন্ত্রণা হয় পরে যখন দেহ পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হয় তখন ঐ সকল বিদ্ধ স্থানে কৃষ্ণবর্ণের পত্র-লেখা সকল উত্তমরূপে প্রষ্ফুটিত দেখা যায়। দক্ষিণ সাগরস্থ দ্বীপাবলীতে উলকীর প্রথা বহু প্রচলিত ও তথায় অস্থি নির্ম্মিত সূচিকা দ্বারা দেহে ছিদ্র করিয়া এক প্রকার বাদামনির্জ্যাসের মষি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করা হয়। পূর্ব্বোক্ত দ্বীপ সকলে উলকী এত অধিক প্রচলিত যে তথায় উলকী পরান একটী ব্যবসায় হইয়াছে। যাহাদিগের উলকী পরিতে ইচ্ছা হয় তাহারা তৎকার্য্যের ব্যবসায়ীকে ডাকাইয়া অভিপ্রায় মত তাহা পরে। কিন্তু অধিক পত্রলেখা করা সকলের ঘটে না, যেহেতু উলকীদাতাগণ শ্রমানুযাইক পুরস্কার লয় সুতরাং যথেষ্ট বৈভব না থাকিলে সর্ব্বাঙ্গে পত্রলেখা করা অসাধ্য। এই জন্য প্রধান বা দলপতিগণ সর্ব্বশরীরে উলকী করিয়া তৎকারককে উত্তম মাদুর ও অন্যান্য দ্রব্য পুরস্কার দেন। আমরা পাঠকগণের দর্শনার্থ এস্থলে যে উলকীদ্বারা পরিশোভিত সর্ব্বাঙ্গ-পুরুষের চিত্রটী দিলাম তাহা দক্ষিণ সাগরস্থ কোন দ্বীপবাসী দলপতির প্রতিমূর্ত্তি। ইহা দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিবেন যে প্রাগুক্ত দ্বীপাবলীতে উলকী কি পরিমাণে প্রচলিত।

মনুষ্য নেকড়িয়া।

পুরাবৃত্তে লিখিত আছে যে সুবিখ্যাত রোমান প্রজা-প্রভুত্বের স্থাপয়িতা রমুলস ও রিমস নামক দুই ভ্রাতাকে নেকড়িয়া ব্যাঘ্রে স্তন্যদুগ্ধ দানে কিছুদিন পালন করিয়াছিল। আরো দুইএকটী মনুষ্য সন্তানের ব্যাঘ্রের দ্বারা পালিত হওনের কথা জানা আছে কিন্তু তৎসমস্তকে অনেকে গল্প জ্ঞান করেন। সম্প্রতি একটী ব্যাপার যাহা আমাদিগের অনুসন্ধিৎসা উদ্দীপন করিয়াছে তাহা লিখিতেছি। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের "ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউসের" উদ্ধৃত ইউরোপীয় সংবাদাবলীর মধ্যে সেফিণ্ডের "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নামক সংবাদপত্রে প্রকাশিত রেভরণ্ড জোসেফ বইড সাহেবের মনুষ্য নেকড়িয়ার বিষয়ক যে পত্রখানি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এস্থলে অনুবাদিত হইল।

"দুই একদিন হইল কলিকাতার লণ্ডন মিসনরী সভার অন্তর্গত রেভরণ্ড জন্‌সন সাহেবের বন্ধুগণ তাঁহার নিকট হইতে এক পত্র প্রাপ্ত হয়েন তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্ন লিখিত অদ্ভুত ঘটনার কথাটি লিখিত ছিল। জন্‌সন সাহেবের বাটী মেরামত (পুনঃসংস্কার) আরম্ভ হইবাতে তিনি তথা হইতে পল্লিগ্রামের কোন দূরস্থানে ভ্রমণে যান এবং তথায় নেকড়িয়া মৃগয়ার্থ সজ্জিত কয়েকজন ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হই-

বাতে তিনিও তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে চলিলেন। নেকড়িয়াগণের গর্ত্তের সমীপে উপনীত হইয়া একটী অগ্নি জ্বালিবাতে ব্যাঘ্রসকল আবাস হইতে বহির্গত হইল এবং তাহাদিগের মধ্যে একটী এরূপ অদ্ভুত পশু বহির্গত হইয়াছিল যে তদ্দর্শনে মৃগয়াকারীগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ব্যাঘ্রসকল অতি সত্বরে পলায়ন করিল কিন্তু ঐ অদৃশ্যপূর্ব্ব পশুটী তাহাদিগের সহিত দৌড়নে অসমর্থ হইয়া যদিও কিঞ্চিৎ পশ্চাতে পড়িল তথাপি এত দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিল যে অতি সত্বরগামী পদাতিকেরও তাহার সহিত দ্রুতগমনে সমকক্ষ হওয়া দুসাধ্য ছিল। পরে ঐ পশুটীর আকৃতি সন্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া শীকারিরা উহাকে যত্নপূর্ব্বক সজীব ধরিয়া যখন দেখিল যে উহা একটী মনুষ্য তখন সকলেই অত্যন্ত চমৎকৃত হইল। ঐ পশু-দশাগ্রস্থ মনুষ্যের সরলভাবে পদে ভরদিয়া দাড়াইবার, হস্তের ব্যবহার করিবার অথবা কথা কহিবার শক্তি ছিল না। যাঁহারা উহাকে ধরিয়াছিলেন তাঁহারা বিবেচনা করেন যে অতি শৈশবাবস্থায় ব্যাঘ্রালয়ে নীত ও তথায় বৎস্যবৎ প্রতিপালিত হইবাতে উহা পশুত্ব পাইয়াছিল। শীকারিরা উহাকে লইয়া এক অনাথ নিবাসে রাখেন, এবং যৎকালে জন্সন সাহেব স্বদেশে তৎসম্বন্ধে পত্র লিখেন, তৎকালে উহা হস্ত ব্যবহার করিতে ও সরলভাবে দাঁড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল কিন্তু অন্য আহার অপেক্ষা অপক্ক মাংসাহার ভাল বাসিত।”

এই পত্র যদবধি প্রকাশিত হইয়াছে তদবধি আমরা ঐ নরপশুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত আছি এবং উহাকে দেখিলে তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য সমস্ত বিবরণ পাঠকগণের গোচরার্থ প্রকাশ করিতে বিলম্ব করিব না।

জিয়র্জ ওয়াসিংটনের সংক্ষেপ জীবন বৃত্তান্ত।

আমেরিকার স্বাধীনতা সংস্থাপক সুবিখ্যাত জিয়র্জ ওয়াসিংটন ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে ভার্জিনিয়া দেশের ফেয়ারফাক্সাখ্য অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং ফেয়ারফাক্স অঞ্চলে তাঁহার বহুপরিমাণে ভূমি সম্পত্তি ছিল। ওয়াসিংটন এক জন শিক্ষক দ্বারা স্বালয়েই শিক্ষিত হয়েন এবং অঙ্ক ও যন্ত্রবিজ্ঞানালোচনায় তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সেনাধ্যক্ষ ডিন উইডি তাঁহাকে প্রথম প্রকাশ্য পদে নিযুক্ত করিয়া ফরাসির আমেরিকার সহিত নিবদ্ধ সন্ধির বিপরীতে কার্য্য করা জন্য অনুযোগ করিতে ওহিয়োস্থ ফরাসিস সেনাপতির নিকট প্রেরণ করেন। তৎপরে তিনি আদিম প্রতিবাসীগণের সহিত মৈত্রতার সন্ধি সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইলে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। যে বিপদাকর যুদ্ধযাত্রায় সেনাপতি ব্রাডক ওহিয়োনদে ফরাসিসদিগের বিপক্ষে সংগ্রামে প্রবর্ত্ত হয়েন তাহাতে ওয়াসিংটন সহকারী ছিলেন এবং সেনাপতি আহত হইবাতে তিনিই অবশিষ্ট সৈন্যের সহিত যথেষ্ট যুদ্ধকৌশলে পশ্চাদ্ধাবমান শত্রু হইতে নিষ্কৃতি লাভান্তে কর্নেল ডনবারের সেনার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই কার্য্য দ্বারা তাঁহার সংগ্রাম-নৈপুণ্য লোক সমাজে বিশেষ জানিত হইল কিন্তু অনতিবিলম্বে তিনি কর্নেল উপাধি পাইলে সৈন্যসম্বন্ধীয় পদ ত্যাগ করিয়া নিজ প্রিয় বসতি স্থান মাউণ্ট ভারননে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক কৃষীকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। এই অবস্থায় কিছু দিন অবস্থানের পর তিনি

জাতীয় শাসক সভায় ফ্রেডারিক অঞ্চলের সভ্যরূপে গ্রহীত হয়েন এবং তৎপরে ফেয়ারফাক্স অঞ্চলের সভ্যতা তাঁহাকে প্রদত্ত হয়। রাজবিপ্লব উপস্থিত হইলে, অর্থাৎ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে মুক্ত হওনার্থ আমেরিকানগণ যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, ওয়াসিংটনকে সকলে যোগ্যতম বোধে গ্রাম্য সেনা সকলের সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এই রূপে সেনাপতি হইয়া তিনি তাঁহার মানসিক মহা শক্তি সমস্তই তাঁহার চিরপ্রিয় অভিলাষ সাধনার্থ সম্যক রূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, সাহস ও উৎপন্ন মতীত্ব বলে তিনি দেশীয় লোকের বিশ্বাস ও স্নেহভাজন হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে সকল প্রতিবন্ধক উত্তীর্ণ হইয়া নিজ অভিষ্ট সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ওয়াসিংটনের কার্য্য বিবরণ লিখিতে হইলে ঐ বিপ্লবের ঘটনা সমস্তই লিখিতে হয় এ জন্য আমরা সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র উল্লেখ করিব। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথমে কেমব্রিজে সৈন্যের সহিত মিলিত হয়েন এবং ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বোষ্টন ছাড়িয়া নবইর্কে গমন করতঃ ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে লঙ্গদ্বীপের ও অক্টোবর মাসে স্বেত প্রস্তরের যুদ্ধ করেন। ডিসেম্বর মাসে তিনি ডিলবার নদী পার হইয়া ট্রেনটন ও প্রিন্সটনের যুদ্ধে জয়ী হয়েন এবং ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রাণ্ডিবাইনের, অক্টোবর মাসে জারমান নগরের ও ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে মনমাউথের নামে প্রসিদ্ধ যুদ্ধত্রয়ে যুঝিয়াছিলেন! ১৭৭৯ এবং ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নবইর্কের সন্নিকটেই থাকেন এবং ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইর্ক নগরের নিকটে করর্ণওয়ালিসকে বন্দী করিয়া একরূপ সমর শেষ করেন। পরে যখন সন্ধি দ্বারা স্বদেশে স্বাধিনতা সংস্থাপিত হইল তখন ওয়াসিংটন কনগ্রেসাক্ষ জাতীয় মহা সভার হস্তে নিজ ক্ষমতা সমস্ত অর্পণ করণান্তে স্বয়ং প্রকাশ্য উচ্চপদ হইতে অবসর গ্রহণ ও পূর্ব্ব মত স্বাবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমস্ত লোকের প্রশংসা ও মান্যলাভ করেন। ওয়াসিংটনের দেশীয়গণ তাঁহার উচ্চ স্বভাব এবং ঐকান্তিক দেশহিতৈষিতার পুরস্কার প্রদানার্থ তাঁহাকেপুনর্ব্বার আহ্বান পূর্ব্বক সম্মিলিত প্রজাপ্রভুত্বের শাসক সভার প্রধান সভাপতি পদে অভিষিক্ত করিয়াছিল। এই পদ ওয়াসিংটনের পক্ষে প্রথমেই কঠিন ও বিপদাকার বোধ হইয়াছিল যেহেতু তাঁহার সভাপতি হইবার অনতিকাল পরে ফরাসিস দেশে রাজবিপ্লব ঘটে এবং নবলব্ধ স্বাধীনতা মদে মত্ত হইয়া আমেরিকানগণ ফরাসিস আমেরিকার প্রজাগণকে স্বাধীন করণে উদ্যত হয়। আমেরিকাস্থ ফরাসিস রাজপ্রতিনিধি জেনেটের উত্তেজনাতে অনেক লোক বিদ্রোহ করণের মনস্থ করিয়াছিল কিন্তু যখন ওয়াসিংটন তাহাদিগের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া সেই বিদ্রোহাভিলাষ দমন ও প্রজা সমস্তের অসন্তোষ দুর করিলেন তখন সকলেই তাহাদিগের ইচ্ছার অবৈধতা ও সভাপতির সদ্বিবেচনা বুঝিতে পারিল। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াসিংটন গ্রেট ব্রীটেনের সহিত একটী বাণিজ্য বিষয়ক সন্ধি সম্বদ্ধ করিয়া সভাপতিত্বের সম্পূর্ণতা সাধন করিয়াছিলেন। এই সন্ধির অনতিকাল বিলম্বে ওয়াসিংটন যে একটী কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা কাহাকেই করিতে দেখা যায় না এবং তাহাতে তাঁহার বিশেষ মহত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল। গ্রেটব্রিটনের সহিত বাণিজ্য বিষয়ক সন্ধি সংঘটনের পরেই আমেরিকানগণ ঐক্যমতে তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করণে মনস্থ করে কিন্তু তিনি তদ্‌গ্রহণে ইচ্ছুক না হইয়া সভাপতিত্ব হইতে স্বয়ং স্বেচ্ছাক্রমে অবসর

লইয়া তাঁহার ভারনন মাউণ্ট নামক বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত হয়েন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরপি সৈন্যাধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন কিন্তু তাহা কিবল দেশীয় সমস্ত লোককে সাধারণ হিতসাধনে সম্মিলিত করণোদ্দেশে। অল্পকাল পীড়াভোগের পর ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর দিবসে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। যে লোভে প্রথম নেপোলিয়ান ফরাসিসদিগের শাসক সভার এক মাত্র কর্ত্তা ও পরিশেষে সম্রাট্ হইয়াও সন্তুষ্ট না হইয়া ফ্রান্স রাজ্য যুবাপুরুষ শূন্য করিয়াছিলেন। যে লোভ জুলিয়স সিজরকে স্বজাতীর চিরবহুমানিত স্বাধীনতা রূপ অমূল্য রত্ন হরণে উদ্যত করিয়াছিল সেই লোভ ওয়াসিংটনের সুদৃঢ় অন্তরকে ক্ষণমাত্রের জন্যও বিচলিত করিতে পারে নাই। পূর্ব্বোক্তদ্বয়ে যাহা পাইবার জন্য শতসহস্র কৌশল করিয়াছিলেন তাহা প্রজাগণ স্বেচ্ছাক্রমে প্রদানে ব্যগ্র হইলে এই মহাত্মা গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের ওলিভার ক্রমোয়েল রাজবিপ্লব কালে ওয়াসিংটনের ন্যায় কৃষিকার্য্য ত্যাগ করিয়া সৈন্যাধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন এবং যদিও অসাধারণ বিচক্ষণতা ও কার্য্য চাতুর্য্যের সহিত রাজ্যতান্ত্রিক বিষয় সমস্ত সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে কৃতকার্য্য হয়েন তথাপি তাঁহাকে ওয়াসিংটনের সমতুল্য মহৎ চরিত্রের লোক বলা যায় না। যেহেতু তিনি আপনাভিলাষ পূরণার্থ তাঁহার জাতীয় পারলমেণ্টাখ্য মহাসভাকে অবমানিত ও অধিকার চ্যুত করিতে ক্রুটি করেন নাই এবং কর্ত্তৃত্ব লাভেচ্ছায় সেই দেশপূজ্য ও বহুসমাদৃত সভার সভ্যগণের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন ইচ্ছিত বিষয়ে পারলমেণ্টের মত বিপরীত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, সভাগৃহমধ্যে সশস্ত্র সেনা রাখিয়া সভ্যগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক সম্মতি লইতেন। আর রিজেণ্ট উপাধি গ্রহণ দ্বারা যদিও ফলত অধিপতি হইয়াছিলেন তথাপি রাজোপাধির সম্যক লোলুপ ছিলেন ও তাহা পাইতে ঐকান্তিক যত্নেরও ক্রুটি করেন নাই। কিন্তু ওয়াসিংটন শাসক সভাকে নিজ ক্ষমতাধীনে আনিবার উপায় সত্বেও তাহা না করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে সেই সভার অধীন রাখিয়াছিলেন এবং প্রজাবর্গের ঐক্যমতে প্রদত্ত রাজপদ গ্রহণে বিরত হইয়াছিলেন। এরূপ দেশহিতকারী ও যথার্থ স্বাধীনতা প্রিয় ব্যক্তির নাম পুরাবৃত্তের অনন্ত কোষে আর প্রাপ্তব্য নহে। যদি জগতে সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ কিছুকে নির্দ্দেশ করিতে হয় তবে তাহা ওয়াসিংটনের চরিত্র এবং যদি কোন মনুষ্য নামের স্মরণে লোকের মঙ্গল ঘটে তবে ওয়াসিংটনের নাম স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

সুযোগ্য লোক অযোগ্য কি রূপে হয়।

আমাদিগের দেশীয় লোক পুত্রের শিক্ষাদি প্রদানে বিশেষ যত্ন করেন এবং কন্যার শিক্ষা বিষয়ে কিছু মাত্রও দৃষ্টি রাখেন না। আশু উপকারই পুত্রের শিক্ষা জন্য যত্নের মূল কারণ বলিতে হইবে ও পরোক্ষ উপকারের প্রতি দৃষ্টি না থাকাতেই কন্যার শিক্ষা সম্বন্ধে যত্ন নাই। আমাদিগের এস্থলের শিক্ষা শব্দে কিবল গ্রন্থাধ্যয়ন বুঝায় না; যদ্দ্বারা লোকে যথার্থ কার্য্যক্ষম ও সংসার যাত্রা নির্ব্বাহে পটু হয় তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষাভাবে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান না থাকাতে যে সকল প্রমাদ ঘটে তাহার অনেকই কার্য্যক্রমে জানা যায়। আমরা

অদ্য যে একটী উদাহরণ দিতেছি তদ্দ্বারা স্ত্রীলোকের অজ্ঞানতার ফল যথেষ্ট দর্শিত হইবে। সংসর্গ ও সহবাস দোষের প্রতি লক্ষ্য রাখা যে নিতান্ত প্রয়োজন এবং সুসভ্য ও সমুন্নত সমাজে না থাকিলে যে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতে পারে তাহারও প্রমাণ এতদ্দ্বারা প্রদর্শিত হইবে। আমরা যে ঘটনাটী নিম্নে লিখিতেছি তাহা যথার্থ ও কিবল ব্যক্তির নাম প্রকাশ না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে একটী কল্পিত নাম ব্যবহৃত হইল।

কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ ধনী ও পুরাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর বংশীয় হরিদাস নামক একটী সন্তান হিন্দুকালেজে (পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সিকালেজ ও হিন্দু ইস্কুল ছিল না, হিন্দুকালেজে উভয়ের কার্য্য করিত) বিদ্যারম্ভ করিয়া শ্রমও অধ্যবসায় সহকারে ক্রমশ উহার কালেজ বিভাগের উচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করেন ও কয়েক বৎসর ছাত্র বৃত্তি পাইয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। এই রূপে সুশিক্ষিত হইবাতে হরিদাস বাবু আত্ম উন্নতি সাধনার্থ বাটীতে একটী পারিবারিক বিদ্যানুশীলন সভা করেন ও অনেক গুলিন প্রকাশ্য সভায় সভ্য হয়েন। কালেজ উত্তীর্ণ হইলে যেরূপ অনেকে বিদ্যানুশীলনে শ্লথ সঙ্কল্প হইয়া নিজ২ অর্জিত বিদ্যা সমস্ত হেলায় বিস্মৃত হয়েন, হরিদাস বাবু তাহা না করিয়া বরং কালেজ ত্যাগের পর দ্বিগুণ শ্রম ও যত্নের সহিত লাটিন, ফ্রেঞ্চ, সংস্কৃত, উর্দ্দু, ফারসি ও আরবী ভাষা শিক্ষা করিলেন এবং বহু যত্ন ও শ্রমের সহিত প্রবন্ধাদি রচনা ও তাহা প্রকাশ্য সভাদিতে পাঠ ও সময়ে২ বক্তৃতাদি করিয়া জনসমাজে প্রসংশা লাভ করিতে লাগিলেন। এই রূপে হরিদাস বাবু প্রকাশ্য সভাদিতে সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতাদি করিতে লাগিলে তাঁহার বাটীর সমস্ত লোক (যাঁহারা গোঁড়া হিন্দু ছিলেন) তাঁহাকে হরি খ্রীষ্টান বলিতে আরম্ভ করিল। যখন নিজ ভবনের সমবয়স্ক সখাগণ (অর্থাৎ যাঁহাদিগের সহিত বাল্যকাল হইতে একত্রে বসিতেন, একত্রে খেলিতেন ও একত্রে পড়িতেন ও আমোদ প্রমোদ সুখ দুঃখাদি যাহাদিগের সহিত একত্রে ভোগ করিতেন) তাঁহাকে উৎসাহ না দিয়া বরং খ্রীষ্টান ও সাহেব বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিল তখন তাঁহার মন ভগ্নোদ্যম হইল এবং বিদ্যানুশীলন হইতে তিনি ক্রমশঃ বিরত হইতে লাগিলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে প্রকাশ্য সভাদিতে প্রসংশা লাভ করিয়াও তিনি অনভিজ্ঞগণের বাক্যে কেন নিরুৎসাহিত হইলেন। এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দেওয়া ও লোকের তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ ব্যাপার নহে অনেক স্থান ও শ্রমসাধ্য এই জন্য আমরা সংক্ষেপে ও প্রকারান্তরে তাহার উত্তর দিতেছি। আমাদিগের দেশে অনেক লোক রিতীমত বিদ্যা শিখিতেছেন কিন্তু তন্মধ্যে এক জনও কোন বিষয়ে বিশিষ্টরূপে পারদর্শি হইয়া নূতন কিছুই আবেস্ক্রিয়া করিতে পারেন না কেন? ইরোপিয় পণ্ডিতগণের ন্যায় অনন্য কর্ম্মা হইয়া কেহ কোন বিষয়ের অনুশীলনে প্রবর্ত্ত হয়েন না কেন? পরম পণ্ডিত হইয়াও লোক আহার আহরণার্থ ব্যস্ত হয়েন কেন? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে কেবল এই মাত্র বলা যায় যে উৎসাহ পুরস্কার ও সাহায্যাভাবই সকলের কারণ। এই রূপ হরিদাস বাবুর বিদ্যানুশীলনে বিরত হইবার কারণ উৎসাহ, পুরস্কার ও সাহায্যাভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রকাশ্য সভায় প্রসংশিত হইবাতে হরিদাস বাবুর উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়াছিল কিন্তু আত্মীয় ও বন্ধুগণের অনুৎসাহকর আচরণে

তিনি মনক্ষুণ্ন হইতেন এবং স্নেহ নিগড় ছিন্ন করিতে না পারাতেই ক্রমশঃ তাঁহার অপ্রবৃত্তি ঘটে। তাঁহার স্ত্রীবিদ্যাবতী ছিলেন না সুতরাং নিজ পতির গুণ রসপানে অসক্তা ছিলেন। সহস্র প্রসংশাপেক্ষা আত্মীয় ও স্নেহাস্পদ ব্যক্তিগণের অল্প মাত্র প্রশংসা হৃদয়ানন্দকর ও প্রর্ব্বৃত্তিপ্রদ কিন্তু ভাগ্যক্রমে হরিদাস বাবু তাহাতে বঞ্চিত হইবাতে তাঁহার বিশেষ উন্নতির ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। কিছু দিন পরে স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে হরিদাস বাবু নিতান্ত কাতর হইলেন ও তাঁহার বিদ্যানুশীলনের প্রযত্ন আর শ্লথ হইয়া উঠিল কিন্তু তখনও চর্চ্চা একবারে ত্যাগ করিলেন না। পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করাতে কয়েকটী সন্তান হইল, যমযন্ত্রণা বারবার ভোগ করায় কিছু বিচলিত চিত্তও স্ত্রীপ্রিয় হইলেন তথাপি বিদ্যার আলোচনায় সম্পুর্ণ রূপে বিমুখ হইলেন না। পরে হরিদাস বাবুর পত্নী বিলক্ষণ শুদ্ধাচার প্রিয় হইয়া ক্রমে শুচি বায়ুগ্রস্থা হইলেন এবং স্নেহানুগত পতিকে নিজ মতানুসারে শুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লোকের হরিদাস বাবুকে স্ত্রৈণ্য ও কাপুরুষ বলা উচিত নহে যেহেতু তিনি কিছুই অন্যায় কার্য্য করেন নাই, তিনি মনুষ্য ও মনুষ্য-স্বভাব ঘটনা ক্রমে যেরূপে পরিবর্ত্তিত ও পরিচালিত হয় তাহাই তাঁহার ঘটিয়াছিল, নূতন কিছুই নহে। এক ব্যক্তির যদি দশ জন স্নেহের লোক থাকে তাহা হইলেই স্নেহাস্পদ গুলির মধ্যে যে কয়েকটী নষ্ট হয় তৎ সমস্তের প্রতি যে স্নেহ থাকে তাহা অবশিষ্ট গুলির উপরে যায় ইহা মনুষ্য প্রকৃতীর নিয়ম অতএব যমযন্ত্রণায় কাতর হরিদাস বাবুর স্নেহ সমস্ত স্ত্রীগত হওয়ায় তাঁহাকে দোষা যায় না। সুতরাং তিনি স্ত্রীকে অসন্তুষ্ট করিতে না পারিয়া নিজ পত্নীর অসম্ভব শুদ্ধাচারের বশবর্ত্তী হইতে বাধ্য হইলেন কিন্তু তজ্জন্য দৈহিক ও মানসিক বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার পত্নী বিদ্যাবতী ও জ্ঞান বিশিষ্টা হইলে প্রাগুক্ত রূপে তাঁহার ক্লেশ ও অবনতির কারণ না হইয়া বরং তাঁহাকে বিদ্যানুশীলনে ও সৎকার্য্যানুষ্ঠানে উৎসাহিত করিতেন এবং তাহা হইলেই হরিদাস বাবুর বহু যত্নে ও শ্রমে অর্জ্জিত জ্ঞান সমস্ত নিরর্থক হইত না। কিন্তু ঘটনাক্রমে তদ্বীপরীত হইবাতে অনিচ্ছা সত্বেও অনেক কার্য্য করিতে বাধ্য ও তজ্জন্য দৈহিক ও আন্তরিক ক্লেশে বিরক্ত হইয়া হরিদাস বাবু ক্রমশঃ সকল শুভকর ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া এক প্রকার অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেন।

যে সকল লোক কন্যার শিক্ষায় দৃষ্টি করেন না তাঁহাদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে যদিও বিদ্যা শিখিয়া তাঁহাদিগের কন্যাগণ অর্থোপার্জ্জন করিতে ও যশস্বিনী হইতে না পারেন তথাপি নিজ নিজ পতীকে সুখী, সুপথগামী, বিদ্যামোদী ও যশস্বী করিতে পারেন। আর যখন কন্যাগণের জ্ঞানাভাবে অপরের পুত্রেরা (ঐ কন্যাগণের স্বামীগণ) নিরুৎসাহিত ও অকর্ম্মণ্য-কৃত হইতে পারে তখন পুত্রবানগণের পক্ষে কন্যার শিক্ষায় যত্ন করা নিতান্ত প্রয়োজন। যে ব্যক্তি অপরের উপকার করে সে প্রত্যুপকারের আশা করিতে পারে, আর যে পরানিষ্টকর তাহার অপর হস্তে অনিষ্ট লাভেরই সম্ভাবনা। হরিদাস বাবু সবল সক্ষম দেহ, পণ্ডিত বিবেচক, দৃঢ়ব্রত ও পরিশ্রমী হইয়াও স্ত্রীরও সঙ্গীগণের ভ্রমাত্মক নিরুৎসাহকর ব্যবহারে উন্নতাবস্থা হইতে নিতান্ত নিষ্কর্ম্মী হইয়াছেন দেখিয়া লোকের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, অবস্থা লোককে কি করিতে পারে।

নূতন গ্রন্থের সমালোচনা।

সেরপুর বিবরণ।

প্রথম ভাগ।

সেরপুর পরগণার ভু বৃত্তান্ত।এ খানি ময়মন সিংহ জিলার অন্তর্গত সেরপুর নিবাসী, বিদ্যোৎসাহী প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। হরচন্দ্র বাবু বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহা সঙ্কলন করিয়াছেন, আমরা আদ্যোপান্ত পাঠে কি রূপ সুখী হইলাম তাহা বাক্যে বর্ণনা করা যায় না। প্রথমত এতদ্দেশে স্বকীয় শ্রম ও অনুসন্ধান সঙ্কলিত গ্রন্থ অতি দুষ্প্রাপ্য বলিয়া যে আক্ষেপ আমরা সর্ব্বদা করিয়া থাকি আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠে সে আক্ষেপ কাল ক্রমে শান্ত হইবার আশা জন্মায়; যেহেতু গ্রন্থকার এতদ্‌গ্রন্থ রচনা জন্য যে অনেক শ্রম, যত্ন ও অনুসন্ধান এবং নিজ বুদ্ধি বৃত্তির চালনা দ্বারা বহু সিদ্ধান্তে স্বমত প্রকাশ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা পূর্ব্বে বারম্বার লিখিয়াছি ও এক্ষণেও লিখিতেছি যে সহস্র উৎকৃষ্টতম অনুবাদ অপেক্ষা এই স্বশ্রম সংগ্রহিত গ্রন্থখানিকে প্রফুল্ল মনে বঙ্গ বিদ্যা বহ্বাদরে ক্রোড়ে গ্রহণ করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ বঙ্গীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ আমোদ প্রমোদে রত না থাকিয়া এবম্প্রকার সৎকার্য্যানুশীলনে সংলিপ্ত হইলে দেশের কত মঙ্গল হইতে পারে তাহা সহৃদয় মাত্রেই অবগত আছেন, তদ্ব্যাখ্যার প্রয়োজনঅনাবশ্যক।

তৃতীয়তঃ আলোচ্য গ্রন্থের পরিচ্ছদ দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। এ প্রকার উত্তম পরিচ্ছদে প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রায় দেখা যায় না। রচয়িতা ইহার প্রকাশ জন্য যে বহু ব্যয় বহন করিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। অক্ষর গুলির অপরিচ্ছন্নতা ও অস্পষ্টতা দেখিয়া আমাদিগের ক্লেশ হইয়াছে। সুরূপার সুন্দরায়ত-নয়নে বহু কজ্জ্বল লেপিত দেখিলে সকলেরই ক্লেশ হয়। এই গ্রন্থ খানিতে সেরপুরের ভু বৃত্তান্তিক সমস্ত বিষয় সুন্দর ও সুশৃঙ্খল রূপে লিখিত হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবে ও তাহাতে সেরপুরের ঐতিহাসিক বিবরণ লিখিত হইবে জানিয়া আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। এরূপ গ্রন্থের উদয় কাহার না হৃদয়ানন্দকর?

বিজ্ঞাপন।

সম্পাদক ইতিপূর্ব্বে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাইবাতে রহস্য-সন্দর্ভ যথা সময়ে প্রকাশিত হয় নাই। এখনও তৎসম্বন্ধে অভাব রহিয়াছে, যে হেতু চৈত্র মাসের মধ্যে আর দুই খণ্ড প্রকাশ না করিলে সময়ের মধ্যে পর্ব্ব শেষ হইবে না। এই হেতু যে সকল গ্রন্থকার নিজ২ গ্রন্থ উপহার প্রদান করিয়াছেন তৎসমুদায়ের সমালোচনা করিবার অবকাশাভাব ঘটিয়াছে। বোধ করি তজ্জন্য গ্রন্থকর্ত্তাগণ ক্ষুব্ধ হইবেন না। গ্রন্থ পাঠ না করিয়া আমাদিগের সমালোচনা করা প্রথা নহে, তজ্জন্য প্রাপ্ত গ্রন্থ সমস্তের সম্বন্ধে আমাদিগের যাহা বক্তব্য তাহা অবসর মত, যত ত্বরায় পারা যায় প্রকাশ করিব। পাঠকগণের নিকট আমরা, সময় মত পত্র প্রকাশ না হইবাতে, অপরাধী হইয়াছি, এবং তাঁহাদিগের ক্ষমাগুণের উপর নির্ভর করিয়া মার্জ্জনা প্রার্থনায় সাহসী হইয়াছি।

রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র।

৭ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৹ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। সন ১২৭৯ [৭৭ খণ্ড।

আমরা রহস্য-সন্দর্ভ প্রকাশের ভার লইয়া ৬৭ সংখ্যায় বিশেষে বর্ণন করিয়াছি যে পূর্ব্বে যেরূপ অনুবাদক সমাজের সাহায্যে ইহার ব্যয় সমস্ত সুচারু রূপে চলিত এক্ষণে সেরূপ আর নাই। আমরাই ইহার সকল ব্যয় বহন করিতেছি অপর কেহ অর্থ বিষয়ক সাহায্য করেন না এবং আমরা তাহা লইতেও সম্মত নহি। এই হেতু গ্রাহকগণের প্রদত্ত মূল্যই ইহার এক মাত্র জীবনোপায় হইয়াছে এবং তৎ সংখ্যা বৃদ্ধি না হইলে ইহার চিরস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। অনেক মহোদয় আমাদিগকে এই পত্রের মূল্য বৃদ্ধি করণার্থ অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে সম্মত হইতে পারি নাই। যেহেতু অল্প মূল্যে সচিত্র ও নানা বিষয়ক রহস্য-পূর্ণ পত্র প্রকাশ করাই আমাদিগের অভিপ্রায় সুতরাং তদভিসন্ধি পূর্ণ না হইলে ইহা প্রকাশ করায় ফল নাই। যাঁহারা রহস্য-সন্দর্ভের জীবন রক্ষার্থ যত্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহাদিগের নিকট আমরা প্রকাশ্যরূপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছি ও চিরকাল করিব। আমরা এক্ষণে সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে অদ্যাবধি যাঁহারা ইহার মূল্য প্রেরণ করেন নাই তাঁহারা তৎ প্রদানে আর বিলম্ব করিবেন না। প্রথম ভার লইয়া দুই এক খণ্ড প্রকাশ করিলে অনেকে আমাদিগকে অগ্রিম মূল্য পাঠাইতে সাহস করেন নাই কারণ পর্ব্ব সমাপ্ত করিতে পারি কি না তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের সন্দেহ ছিল। এরূপ সন্দেহ করা সম্ভব ও তজ্জন্য দোষা যায় না, কিন্তু এক্ষণে যখন আমরা ১১ খণ্ড প্রকাশ করিয়াছি এবং বৈশাখের পূর্ব্বে আর এক খণ্ড প্রকাশের আয়োজন সমস্ত হইয়াছে তখন গ্রাহকগণের আর সন্দেহ করা বিধেয় নহে। তাঁহারা এক্ষণে মূল্য প্রেরণ করিলে আমরা পরম উপকৃত হইব কারণ এ পর্য্যন্ত গ্রাহক সংখ্যা নিরূপিত হয় নাই এবং তদ্ধেতুক পত্রের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। যদি আমরা জানিতে পারি যে যথেষ্ট লোকে এই পত্র পাঠ করেন তবে আনন্দের সীমা থাকিবে না এবং মনও বদ্ধকটী হইয়া যৎপরোনাস্তি শ্রমের সহিত পাঠকগণকে তুষ্ট করিতে যত্নবান হইবে। আর যদবধি সকল গ্রাহককে যথার্থ গ্রাহক রূপে পরিগণিত করিতে না পারিতেছি তদবধি এই পত্র স্থায়ী হইবে কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ বিশিষ্ট হইয়া চিত্ত শ্রম করণে বিমুখ হইতেছে। যদি অধিক ব্যক্তি না পড়েন ও সজ্জন সমাজে সমাদৃত না হয় তবে ইহার প্রকাশে নিরর্থক শ্রম ও অর্থ ব্যয় করায় কাহার মনে যত্ন হয়? অতএব আমরা পুনর্ব্বার গ্রাহকগণকে অনুরোধ

করিতেছি যে তাঁহারা আপন আপন দেয় মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে সাহস দান করুণ। ভরসা করি যে গ্রাহক সংখ্যা নিরূপিত করিয়া আমরা বৈশাখ মাস হইতে স্থির মনে এতৎ পত্রের উন্নতিসাধনে প্রবর্ত্ত হইতে পারিব এবং যাহাতে এই আশা সফল হয় পাঠক মহোদয়েরা তাহা করিতে ত্রুটি করিবেন না। অনিশ্চিতাবস্থায় গ্রাহক নামাবলী রাখিলে আর চলে না; প্রথমতঃ টিকিট দিয়া অস্থিরীকৃত গ্রাহকের নিকট পত্র পাঠান আর অকর্ত্তব্য; দ্বিতীয়তঃ পত্র খানিকে উন্নত ভাবাপন্ন করা আমাদিগের নিতান্ত ইচ্ছা ও সেই অভিলাষ পুরণ বিষয়ে গ্রাহকের গোলোযোগই প্রধান প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়াছে। এই জন্য আমরা স্থির করিয়াছি যে বৈশাখ হইতে যে নূতন পর্ব্বের প্রকাশারম্ভ হইবে তাহা কিরল নিশ্চিত গ্রাহকদিগকে প্রেরিত হইবে।

দাউদ খাঁ।

সলিমান কেরানীর মৃত্যু হইলে, তদীয় প্রথম পুত্র বেজিদ খাঁ বঙ্গের সিংহাসনাধিরোহন করেন কিন্তু আফগান প্রধানগণ তাঁহার শাসনে অসন্তুষ্ট হইয়া কয়েক মাস পরেই তাঁহাকে নষ্ট ও সলিমানের দ্বিতীয় পুত্র দাউদ খাঁকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে।

দাউদ খাঁ অত্যন্ত পানাসক্ত ও কুসঙ্গী প্রিয় ছিলেন এবং সিংহাসনাধিরোহণ পূর্ব্বক নিজ পিতার ধীর নিয়মাদি অতিক্রম করিয়া সম্রাটের অধিনতা অস্বীকার ও স্বয়ং আধিপত্য গ্রহণ করিয়া ছিলেন, বঙ্গবেহারের নগর সমস্তে নিজ নামে খোতবা পাঠের ও তাঁহার নাম দেশীয় মুদ্রাদিতে লিখনের অনুমতি প্রদান করাতে সম্রাট আকবরের প্রভুত্ব প্রকাশ্য রূপে অবজ্ঞা করা হইল। যেহেতু প্রভুত্ব জ্ঞাপনার্থ মুসলমানগণের মসিদ প্রভৃতিতে খোতবা নামক ঈশ্বরারাধনা সম্রাটের নামেই পঠনের ও মুদ্রাদিতে তাঁহারই নাম লিখনের প্রথা আবহমান কাল প্রচলিত ছিল, সুতরাং তদ্বীপরীত করাতে সম্রাটের অধিনতা অস্বীকার ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য প্রাপ্তির অল্পকাল পরেই দাউদ খাঁ রাজ কোষানুসন্ধান ও দর্শন করিয়া বুঝিলেন যে তাহাতে বহুধন সঞ্চিত রহিয়াছে এবং সেনা সমস্ত একত্র করাইয়া দেখিলেন যে প্রায় ৪০০০০ অশ্বারোহী ১৪০০০০ পদাতিক, ২০০০০ কামান, ৩৬০০ সংগ্রাম হস্তি ও কয়েক শত যুদ্ধতরী আছে। এতদ্দর্শনে তাঁহার মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে তাঁহার ধন ও সেনা যে পরিমাণে আছে তদ্দারা তিনি সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন। এই রূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী এরং যশ ও রাজ্য লোভে প্রণোদিত হইয়া দাউদ খাঁ অনতিবিলম্বে কোন সামান্য ছলাবলম্বন পূর্ব্বক মোগল সম্রাট আকবরের অধিকারাক্রমণ করিয়া গাজিপুরের কিঞ্চিৎ উত্তরস্থ গঙ্গার দক্ষিণ কুলবর্ত্তী জমানিয়ার (কিছু দিন পূর্ব্বে সম্রাট সেনাপতি খাঁন জিমান স্থাপিত) দুর্গাধিকার করিলেন। সম্রাট আকবর, যিনি তৎকালে গুজ্জর প্রদেশে ছিলেন, এই সংবাদ পাইয়া বঙ্গদেশ স্বরাজ্যান্তর্গত করণে কৃত সংকল্প হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার জোয়ান পুরস্থ সেনাপতি মোনেম খাঁকে সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক বঙ্গদেশ আক্রমণে অজ্ঞা প্রেরণ করিলেন। অজ্ঞা প্রাপ্তে মোনেম খাঁ অবিলম্বে এক মহাবল মোগল সেনাদল লইয়া পাটনার সন্নিকটে উপনীত হইলে দাউদ খাঁর সেনাপতি ও প্রধান সচিব লোডি খাঁ তাঁহার পথ রোধ করিলেন ও কএক

সামান্যতর আংশিক যুদ্ধের পর লোডিখাঁ এক সন্ধি করিলেন। ঐ সন্ধি পত্রে লিখিত হয় যে মোগল সেনা সকল বেহার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে দাউদ খাঁ দুই লক্ষ টাকা নগদ ও এক লক্ষ টাকার মূল্যের মলমল, রেশম প্রভৃতি বঙ্গের উৎপন্ন দ্রব্য সম্রাটকে উপহার দিবেন। কিন্তু দাউদ খাঁ যদিও এবম্প্রকারে আক্রমণকারী শত্রু হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে আন্তরিক ইচ্ছুক ছিলেন তথাপি তদ্বিপরীত ব্যবহার দেখাইলেন। তিনি এই সন্ধি বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ ও লোডি খাঁর প্রত্যাবর্ত্তনে তাহাকে কারারুদ্ধ ও সর্ব্বস্বান্ত করিয়া বিনষ্ট করেন। সম্রাট আকবর ও তাঁহার সেনাপতি মোনেম খাঁ এই রূপ সন্ধি করাতে বিরক্ত হইয়া টোডর মল্লকে তাঁহার পরিবর্ত্তে বঙ্গ জয়ার্থ সম্মিলিত সেনার কর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন। কিন্তু দাউদ খাঁর আচরণ ও নিজ প্রভুর অসন্তোষের কথা শ্রবণ করিয়া মোনেম খাঁ টোডর মল্লের আগমনের পূর্ব্বেই সসৈন্যে দ্রুতপদে পুনর্ব্বার পাটনার নিকটে আগমন পূর্ব্বক ঐ নগর সেনা দ্বারা বেষ্টন করিলেন ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। দাউদ খাঁ বিপক্ষদিগকে দূরীকরণে যথাসাধ্য যত্ন করিয়া যখন দেখিলেন যে আর উপায় নাই তখন নগরের দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বহু শ্রমে সেনাগণকে দুর্গ রক্ষণে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। মোনেম খাঁ কিছু দিন দুর্গ বেষ্টন করিয়া থাকিলে পর সম্রাট স্বয়ং আগরা হইতে সসৈন্যে জল পথে পাটনার নিকট আসিলেন এবং পাঁচ-পাহাড়ী নামক উচ্চস্থান হইতে দুর্গের সমস্ত পথাপথ অবেক্ষণ করণান্তে উত্তম রূপে বেষ্টন ও তাহা হস্তগত করণের উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আকবরসাহ সংবাদ পাইলেন যে গঙ্গার অপর পারস্থ হাজিপুর নগর হইতে দুর্গে রসদাদি প্রেরিত হয় ও তন্নিবারণার্থ ৩০০০ সহস্র উৎকৃষ্ট যোধের সহিত খাঁ আলমকে তত্রত্য দুর্গ গ্রহণে প্রেরণ করিলেন। হাজিপুরের রাজা গুজেটী নামক যে এক জন ভূস্বামী কতক গুলিন ভল্লী পদাতিক ও কতক গুলিন অশ্বারোহীর সহিত সম্রাটের সৈন্য ভুক্ত হইয়াছিলেন তিনিও খাঁ আলমের সহকারীতাকরণে আদিষ্ট হয়েন। খাঁ আলম যথেষ্ট সাহসের সহিত হাজিপুরের দুর্গ আক্রমণ করিলেন কিন্তু তথাকার দুর্গাধ্যক্ষ ফতে খাঁ এরূপ বল ও সাহসের সহিত তাঁহার সহিত দৃঢ়তর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে মোগল সেনা প্রাণপণ যুঝিয়া ক্লান্ত হইল কিন্তু তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিল না, বরং পরাভূত হইবার উপক্রম হইল। আকবর সাহ এই যুদ্ধ অপর কূলের কোন উচ্চ কামান স্থাপনার উপর হইতে দূরবীক্ষণ যন্ত্রযোগে দেখিতেছিলেন, এবং যখন দেখিলেন যে মোগল সেনা নূতন সাহায্য ব্যতিরেকে স্থির হইতেছেনা; তখন তিনখান পোত পূর্ণ সেনা তথায় পুনঃ প্রেরণ করিলেন। নূতন সেনার সম্মিলনে মোগলগণ পুনর্ব্বার সাহস প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেগে দুর্গ আক্রমণ করিল এবং ফতে খাঁকে ও তাঁহার অধিকাংশ সেনা নষ্ট করিয়া দুর্গ গ্রহণ করিল। সংগ্রাম জয়ী হইয়া ফতে খাঁ বিনষ্ট শত্রুগণের ছিন্ন মস্তক এক পোতোপরি সম্রাট্‌সদনে প্রেরণ করাতে আকবর তৎসমস্ত দাউদ খাঁর নিকট এই সন্দেশের সহিত পাঠাইলেন যে তিনি অধিনতা স্বীকার না করিলে তাঁহারও ঐ দশা হইবে। দাউদ খাঁ স্বভাবত ভীরু স্বভাব ছিলেন সুতরাং নিজ পরিপক্ক যোধগণের ঐ ছিন্ন মস্তক দৃষ্টে অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন মধ্যরাত্রে ধনরত্ন ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি সকল কয়েক খান বহুবাহক বিশিষ্ট পোত পূর্ণ করতঃ পাত্র মিত্র সমভিব্যাহারে পাটনা হইতে জলপথে

বঙ্গাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এপ্রকারে প্রভুকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবাতে পাটনা নগরের দুর্গান্তর্গত সেনা সমস্ত চতুর্দ্দিক দিয়া এরূপ বেগে পলায়ন করিতে লাগিল যে বহুসংখ্যক সামান্য লোক তাহাদিগের দ্বারা মর্দ্দিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। কিন্তু পুনপুনানদীর সেতু লোকভরে ভগ্ন হইবাতে অনেকে জলমগ্ন হইল এবং মোগলগণ সময় পাইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক বহু সেনার প্রাণ বধ করিল। মোগলেরা অবশিষ্ট সেনাগণের পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া পাটনা হইতে ২৫ ক্রোশ অন্তরস্থ দরিয়াপুর পর্য্যন্ত গমন করে এবং ৪০০ হস্তীও অন্যান্য মূল্যবান বস্তু কাড়িয়া লয়। সম্রাট্ দরিয়াপুরে ছয় দিবস অবস্থিতি করণান্তে মোনেম খাঁকে খাঁন খাঁ নাম উপাধি প্রদান পূর্ব্বক বঙ্গ ও বেহারের সুবাদার করিলেন এবং রাজা টোডার মল্লকে ১০০০০ উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সেনার সহিত মোনেম খাঁর সহকারীতা করণার্থ রাখেন। আগমন কালে যে সকল যুদ্ধপোত ও রসদাদি আগরা হইতে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন তৎসমস্ত মোনেম খাঁকে প্রদান পূর্ব্বক দাউদ খাঁকে বঙ্গ ও বেহার হইতে সদলে উচ্ছিন্ন করণানুমতি দিয়া স্বয়ং রাজপাটে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এদিকে দাউদ খাঁ পাটনা হইতে পলায়নান্তে তেরিয়াগরি নামক পার্ব্বত্য পথে উপনীত হইয়া তত্রত্য দুর্গের অবস্থা সন্দর্শন পূর্ব্বক এত প্রীত হইয়াছিলেন যে দুর্গরক্ষী সেনাগণকে কহেন যে তাহাদিগের দ্বারা বিপক্ষ মোগলগণের গতিরোধ অনায়াসে একবৎসর পর্য্যন্ত হইতে পারে, অতএব তাহারা যে কোন রূপে হউক প্রাণপণে শেষপর্য্যন্ত দুর্গাধিকার রাখে। এইরূপ বলিয়া ও দুর্গের দৃঢ়তায় স্থিরচিত্ত হইয়া দাউদ খাঁ তাঁহার রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু বঙ্গেশ্বরের আশা সমস্তই নিরর্থক হইয়াছিল যেহেতু সম্রাট্ সেনাপতির আগমনে তেরিয়াগরির দুর্গস্থিত আফগানগণ হাজিপুরের পরাজিত সৈন্যের ন্যায় ব্যবহৃত হইবার ভয়ে যুদ্ধ করণে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিল এবং মোনেম খাঁ বিনা শোণিতপাতে বঙ্গের দ্বার স্বরূপ সেই পার্ব্বত্য পথের অধিকার পাইলেন। এই অসম্ভাবিতপূর্ব্ব ঘটনার সংবাদ দাউদ খাঁর নিকট যাইবাতে তিনি হতাশ হইয়া ধনসম্পত্তি সকল হস্তীপৃষ্ঠে গ্রহণ পূর্ব্বক উৎকলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মোনেম খাঁ বঙ্গেশ্বরের আচরণের বিষয় না জানিয়া অধিক সতর্কভাবে টণ্ডা আক্রমণার্থ চলিলেন এবং যখন তাঁহার চর সকল দাঁউদ খাঁর প্রস্থান বার্ত্তা আনিল তখন অশ্বারোহী সেনার সহিত দ্রুতপদে যাইয়া বঙ্গীয় রাজধানী অবাধে অধিকার করিলেন। এই ঘটনার কএকদিন পরেই মোনেম খাঁ রাজা টোডরমল্লকে এক দল সেনার সহিত পলায়নপর বঙ্গেশ্বরের পশ্চাদ্ধাবমান হওনের জন্য প্রেরণ করিয়া মুজিনন খাঁ কাকিসেলানকে সলিমান মুঙ্গলি নামক জনেক সমৃদ্ধিশালী আফগান প্রধানের অধিকারভুক্ত ঘোড়াঘাট স্থান গ্রহণে নিযুক্ত করিলেন। ঘোড়াঘাটে মোগলগণ উপনীত হইলে তথাকার আফগানেরা বিনা যুদ্ধে স্থানাধিকার প্রদানে অস্বীকার করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিল এবং বহুশক্রনিপাতের পর প্রায় সকলেই সমরস্থলে প্রাণত্যাগ করিল। কেবল বহুসংখ্যাতেই আফগানেরা পরাভব পাইয়াছিল ও তাহাদিগের পুত্রকলত্রাদিকে বিপক্ষগণ বন্দী করে। মুজিনন খাঁ এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া আফগানদিগের অধিকার সকল নিজ দলস্থ কাকিসেলান বংশীয় অনুগত লোকসকলকে বণ্টন করিয়া দিলেন এবং মোগল সমস্তকে আফগান কামিনীগণের পাণিগ্রহণে উৎসাহিত করণাভিলাষে মৃত সলিমান

মুঙ্গেলীর কন্যার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করেন।

রাজা টোডরমল মেদিনীপুর প্রদেশে উপনীত হইয়া সংবাদ পাইলেন যে দাউদ খাঁ রিণকেসারীতে ছাউনি করিয়াছেন এবং পলায়নে বিরত হইয়া যুদ্ধ দ্রানার্থ সেনা সংগ্রহ করিতে নিযুক্ত আছেন। রাজা টোডরমল আর অগ্রসর হওয়া অবিধেয় বোধে টণ্ডায় দূত প্রেরণ করিলেন এবং মোনেম খাঁ বার্ত্তাহরের প্রমুখাৎ ঐ সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে মহম্মদ কুলি খাঁকে একদল সেনার সহিত পূর্ব্বোক্ত রাজার সাহায্যে প্রেরণ করিলেন। টোডরমল এই সেনার সম্মিলনে পুনরপি অগ্রসর হইয়া রিণকেসারীর ১০ ক্রোশ অন্তরস্থ গোবালিয়রের নিকটে গমনপূর্ব্বক শুনিলেন যে বঙ্গেশ্বরের এক ভ্রাতা জনিদ, যিনি সাহসিকতা ও অকুতোভয়তার জন্য বিখ্যাত ছিলেন, ঐ স্থানে অল্প সেনার সহিত আসিয়াছেন। জনিদকে আক্রমণার্থ রাজা অল্পসংখ্যক সেনার সহিত আবুলকাশিমকে প্রেরণ করাতে আফগানগণ সেই মোগলদিগকে পরাভব করিল এবং টোডরমল স্বয়ং সমস্ত দলবলে যাইয়া জনিদের দল ছিন্নভিন্ন করিলেন কিন্তু পরদিবস জনিদ দল সংগ্রহ করিয়া বঙ্গেশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। এই ঘটনার পরেই অব্যবস্থিত চিত্ত দাউদ খাঁ পুনর্ব্বার পলায়নপর হইলেন এবং মোগল সেনাপতি মেদনীপুর নগরে শিবিরসন্নিবেশ করিয়া তথায় কয়েক দিবস অবস্থিতি করিলেন। এই স্থানে মহম্মদ কুলি খাঁর মৃত্যু হইবাতে মোগল শিবিরে প্রধানগণের মধ্যে আন্তরিক অসম্প্রীত ঘটিল। রাজা টোডরমল বিজাতীয় ও বৈধর্ম্মী বলিয়া তাঁহার প্রভুত্ব সম্যক্ প্রবল না থাকাতে তিনি এই বিবাদ মিটাইতে না পারিয়া প্রধান সমস্তকে সমবেত করিয়া এই ধার্য্য করিলেন যে বর্দ্ধমানে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তথায় টণ্ডাস্থ উচ্চ সেনাপতির আজ্ঞা অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য। এই অপ্রসন্নতাসূচক সংবাদ প্রাপ্ত মাত্র মোনেম খাঁ কয়েক জন সুদক্ষ সেনাপতির সহিত যথেষ্ট সৈন্য প্রাগুক্ত রাজার সাহায্যে প্রেরণ করিলেন এবং নবাধিকৃত স্থান সকলের অধিকারে যথা সম্ভব লোক রাখিয়া অবশিষ্ট সেনার সহিত স্বয়ং সংগ্রাম স্থলে গমনের উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। রাজা টোডরমল নূতন সেনার সহযোগে বলে বর্দ্ধিত হইয়া পুনশ্চ মেদিনীপুরে ও তথা হইতে ভকটোরে গমন করিয়া শ্রবণ করিলেন যে বঙ্গেশ্বর সমস্ত দল বলের সহিত কটকে গিয়াছেন ও যুদ্ধদানে দৃঢ় সংকল্প হইয়া তথায় সেনাদি সংগ্রহ ও অন্যান্য যুদ্ধায়োজন করিতেছেন। এই সংবাদ প্রাপ্তে রাজা আর অগ্রসর না হইয়া সেনাপতির আগমনাপেক্ষায় রহিলেন ও টণ্ডা হইতে মোনেম খাঁ অনতিবিলম্বে আসিয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া কটকাভিমুখে চলিলেন। মোনেম খাঁ মোগল সেনার সহিত আফগান শিবির সন্নিকটে উপনীত হইলে বঙ্গেশ্বর নিজ পরিখা বেষ্টিত শিবির সম্মুখে সেনা নিবেশ করিয়া শত্রুর আক্রমণ প্রতিক্ষা করিতে লাগিলেন। সেনা সংখ্যা দুই দলেই প্রায় সমান ছিল কিন্তু আফগানগণের সেনার পুরোভাগে যে দুই শত হস্তীর শ্রেণী ছিল, আফগানেরা তাহারই বলে ও পদ মর্দ্দনে শত্রু দলকে ভগ্ন করিয়া সুযোগে অশ্বারোহী সেনা সঞ্চালনের আশা করিয়াছিল। ফলতঃ তাহা ঘটেনাই, যেহেতু মোনেম খাঁ যে কতক গুলি শকট পৃষ্ঠে স্থাপিত তোপ আনিয়াছিলেন তাহা ঐ মত্ত হস্তীর শ্রেণী অপেক্ষাও ভয়ানক হইয়াছিল। এই সময়ে কামান ভয়ে হস্তী সমস্ত ক্ষিপ্ত হইয়া স্বদলের মধ্য দিয়া বেগে পলায়ন করাতে যদিও আফগান সেনা ভগ্ন

ব্যূহ হইয়াছিল তথাপি তাঁহাদিগের অশ্বারোহীগণ এত বেগেও দৃঢ়তার সহিত আক্রমণ করে যে মোগল সেনা সে বেগ ধারণে অক্ষম হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হয় ও তাহাদিগের সেনাপতি আহত হয়েন ও ভাগ্যক্রমে শত্রু হস্তে পতন হইতে নিষ্কৃতি পান। পরিশেষে আফগান দলের গুজার খাঁ ও অন্যান্য প্রধানগণ সংগ্রামশায়ী হইবাতে দাউদ খাঁ ভীত হইয়া কটকের দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও তাঁহার শিবির বিপক্ষ কর্ত্তৃক বিলুণ্ঠিত হইল। মোগলগণ যদিও এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল তথাপি তাহাদিগের এত গুরুতর ক্ষতি হইয়াছিল যে তাহারা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে বিরত হইয়া মৃতদিগের সমাধি ও আহতদিগকে স্থানান্তর করণার্থ পাঁচ দিবস সংগ্রাম স্থলে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। পরে অল্পে অল্পে কটক হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরস্থ মহানদীর তীরে উপনীত হইয়া তথায় শিবির স্থাপন পূর্ব্বক দুর্গ বেষ্টনের আয়োজন করিতে লাগিল।

দাউদ খাঁ এক্ষণে তাঁহার অধিকারের শেষতম ভাগে শত্রু কর্ত্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে কটক তাঁহার শেষ আশ্রয় স্থান, সুতরাং যুদ্ধের পরিণাম কি রূপে হইবে তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। তাঁহার মন্ত্রীগণ বিজয়ী মোগলদিগের দয়ার উপর নির্ভর করতঃ শরণাগত হইবার জন্য পরামর্শ দিল। তদনুসারে দাউদ খাঁ সম্রাটের সেনাপতির শিবিরে এক জন দূত প্রেরণ পূর্ব্বক এই বলিয়া পাঠাইলেন যে মহম্মদীয়গণের পক্ষে স্বধর্ম্মাবলম্বীগণকে বিনষ্ট করা শাস্ত্র সংগত নহে অতএব সম্রাটের দাউদ খাঁকে নিজ ভৃত্য মধ্যে পরিগণিত করিয়া কিঞ্চিৎ মাত্র স্থানের কর্তৃত্ব দিলে অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই অথচ দুর্দশাগ্রস্থ বঙ্গেশ্বরও তাহাতে নিজ আত্মীয়গণের সহিত এক প্রকারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।

দূতের বাক্পটুতা ও তাহার বাক্যের যথার্থতায় মোনেম খাঁ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং স্বয়ং যুদ্ধ নিঃশেষ করণাভিলাষী থাকাতে দূতের প্রস্তাবে এই উত্তর দিলেন যে দাউদ খাঁ স্বয়ং আসিয়া যদি এরূপ অনুরোধ করেন তবে তিনি সম্মতি দিবেন এবং তদ্বিষয়ে সম্রাটের সম্মতি লওনেও যত্ন করিবেন। বার্ত্তাহরের প্রমুখাৎ সমস্ত অবগত হইয়া দাউদ খাঁ পরদিবস কএক জন স্বদলীয় প্রধানের সমভিব্যাহারে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া মোগল শিবিরে আসিলে মোনেম খাঁ তাঁহাকে যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য সেনা সকল শ্রেণী-বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং তাঁহার আগমন অপেক্ষায় প্রধানগণ শিবিরের সভাগৃহে যথা যোগ্য স্থানে বসিয়াছিলেন। দাউদ খাঁ শিবির সম্মুখে উপনীত হইলে অনেক জন প্রধান অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন ও সভাস্থলে প্রবেশ মাত্র মোনেম খাঁ কতক দূর উঠিয়া যাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন। দাউদ খাঁ এই ব্যবহারে পরম পরিতুষ্ট হইয়া নিজ তরবার কটিবন্ধ হইতে মুক্ত করণান্তে সম্রাট সেনাপতির হস্তে দিয়া কহিলেন "আমার যুদ্ধে যখন এতাদৃশ বন্ধু ব্যক্তি আহত হইয়াছেন তখন আমি এই পর্য্যন্ত বীর ব্রতে নিবৃত্ত হইলাম।" মোনেম খাঁ তাঁহার হস্ত ধরিয়া সিংহাসনে বসাইলেন এবং কিয়ৎকাল কথোপকথনের পর আহারাদি হইলে সন্ধির কথা উত্থাপিত হইল। দাউদ খাঁ সকল পবিত্র বস্তুর উল্লেখ করতঃ শপথ করিলেন যে সম্রাট্ তাঁহার ভরণপোষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে তিনি যাবজ্জীবন এক জন প্রভুভক্ত প্রজা হইয়া থাকিবেন এবং পরক্ষে বা প্রত্যক্ষে কোন

প্রকারেই রাজচক্রবর্ত্তীর শত্রুগণের সহায়তা করিবেন না। এই বাক্য রীতিমত সন্ধিপত্রে লিপিবদ্ধ ও স্বাক্ষরিত হইলে মোনেম খাঁ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বঙ্গেশ্বরকে একখান উৎকৃষ্ট ও বহু মূল্য তরবার প্রদান করিয়া কহিলেন "আপনি এক্ষণে হিন্দুস্থানের প্রবল প্রতাপ সম্রাটের কর্ম্মচারীর মধ্যে পরিগণিত হইলেন তজ্জন্য আমি সম্রাটের নামে এই তরবার আপনাকে অর্পণ করিলাম এবং অনুরোধ করি যে আপনি ইহা সম্রাটের কার্য্যে ও সাহায্যে ব্যবহার করিবেন! আর এই তরবার ধারণের উপযুক্ত মান ও ক্ষমতা বিশিষ্ট করণার্থ সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপ আমি আপনাকে উৎকল প্রদেশ নিস্কর ভোগ করিতে দিলাম এবং সাহস করি যে অতঃপর আপনি কার্য্য দ্বারা নিজ রাজ মান্যের সহিত সম্রাটের আধিপত্য স্বীকার ও রক্ষা করিবেন।" এতদনন্তর বহুবিধ মূল্যবান বস্তু উপহারার্থ তথায় আনিত হইলে দাউদ খাঁ রীতিমত তদ্গ্রহণ স্বীকার করতঃ বিদায় লইয়া শিবির হইতে যাত্রা করিলেন ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ।

মোনেম খা, যিনি রাজধানীতে প্রত্যাগমনার্থ উৎসুক ছিলেন, পর দিবস শিবির উত্তোলন করিয়া বঙ্গ ও বেহারের রাজপাট টণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অনুপস্থিত কালে ঘোড়া ঘাটের আফগানগণ পুনর্ব্বার বিদ্রোহ করতঃ তাহাদিগের নব শাসক মজিনন খাঁকে দূর করিয়া গৌড় পর্য্যন্ত অত্যাচার বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে সম্রাট সেনার পুনরাগমনে তাহারা দল ভগ্ন ও ছিন্ন ভিন্ন ভাবে অরণ্যাদি বিজন স্থানের আশ্রয় লইল। প্রাচীন গৌড়নগরের বহু যশাদি শ্রবণে মোনেম খাঁ তদ্দর্শনে গমন করিলেন এবং তাহার সংস্থাপন স্থান ও বহু রাজযোগ্য অট্টালিকা সন্দর্শনে এরূপ আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হইলেন যে পুনর্ব্বার তাহাকে রাজধানী করণে দৃঢ় সংকল্প করিলেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি সম্মুখ বর্ষা সত্ত্বেও অবিলম্বে সেনা সমস্তকে ও প্রধান কর্ম্মচারীগণকে টণ্ডা ত্যাগ করিয়া গৌড়ে আসিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ভূমির আর্দ্রতা, জলের জঘন্যতা অথবা বায়ুর দুষ্টতা হেতুক একটী মহামারী উদয় হইয়া প্রত্যহ সেনা ও বাসকারীগণের সহস্র২ ব্যক্তিকে নষ্ট করিতে লাগিল এবং জীবিতগণ মৃত আত্মীয়াদির অন্তেষ্টি ক্রিয়া করণে অসমর্থ হইয়া শব সকলকে নদীতে ভাসাইয়া দিতে আরম্ভ করিল। মোনেম খাঁ তাঁহার কার্য্যের অবৈধতা বুঝিতে পারিলেন কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না যেহেতু তিনি স্বয়ং সেই মহামারী দ্বারা নষ্ট হয়েন।

মোনেম খাঁ এক জন উচ্চ মান্যবান ব্যক্তি ছিলেন এবং সম্রাট তাঁহাকে আমিরলওমরা (প্রধানের প্রধান) প্রভৃতি উপাধি প্রদান করেন। তিনি যৎকালে জোয়ানপুরের শাসক ছিলেন তৎকালে প্রকাশ্য ভবনাদি নির্ম্মাণে বহু অর্থ ব্যয় করেন এবং ঐ নগরের নিকট যে একটী সেতু নির্ম্মাণ করান তাহা অদ্যাবধি তাঁহার কীর্ত্তি-স্তম্ভ-স্বরূপ বর্ত্তমান আছে। মোনেম খাঁর সন্তান সন্ততি না থাকাতে তাঁহার সঞ্চিত অসীম সম্পত্তি সমস্ত সম্রাটের রাজকোষে গ্রহিত হয়। তাঁহার মরণই উৎকল ও বঙ্গ হইতে আফগানদিগের আধিপত্য উত্তোলিত হইবার কারণ; যেহেতু তাঁহার পরলোক গমনের সংবাদ পাইয়া বঙ্গ বেহার এবং উৎকলের আফগানগণ সম্মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার বিদ্রোহ করে। দাউদ খাঁও সন্ধির সমস্ত শপথাদি বিস্মৃত হইয়া সেই আফগানগণের প্রধানত্ব গ্রহণ করেন এবং মোগলগণকে বঙ্গ হইতে পলাইয়া পাটনা ও হাজিপুরে প্রস্থান করিতে বাধ্য করেন। কিন্তু দাউদ খাঁর এই জয় অল্পকাল মাত্র স্থায়ী হইয়া ক্রা

ছিল কারণ অনতিকাল পরেই সম্রাট প্রেরিত নব সেনাপতি ও শাসক হোসেন কুলি খাঁ সসৈন্যে আগমন করতঃ তেরিয়াগরির পার্ব্বত্য পথ সম্মুখে উপনীত হইলেন (১৫৭৬) এবং তত্রত্য দুর্গ রক্ষাকারী ৩০০০ আফগান সেনা জয় করণান্তে দুর্গাধিকার করিলেন। বঙ্গেশ্বর দাউদ খাঁ রাজমহলে যুদ্ধদানার্থে ছাউনি করিলেন এবং সেই ছাউনি স্থানের এক পার্শ্বে পর্ব্বত ও অপর পার্শ্বে গঙ্গা থাকাতে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। বঙ্গেশ্বর কএক মাস এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক মোগলগণের জয়ার্থ যত্ন সমস্ত নিষ্ফল করেন। পরিশেষে মোগল সেনাপতি পাটনা, ত্রিহুত ও অন্যান্য স্থানস্থ সেনা সমস্তের ও আগরা হইতে জল পথে প্রেরিত তোপ সকলের সহযোগে আফগান দলকে আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে দাউদ খাঁর ভ্রাতা জনিদ (যাঁহার সাহসিকতার উপর আফগানগণ অনেক ভরসা করিত) ও অপরাপর প্রধান যোদ্ধা নিহত ও আহত হইবাতে বঙ্গেশ্বরের সেনা সমস্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া প্রস্থান করিল ও তাহাদিগের অধিপতি শত্রু হস্তে বন্দী হইলেন। মোগল সেনাপতির নিকট দাউদ খাঁকে বন্দী করিয়া আনিলে তিনি তাঁহাকে সম্রাটের প্রতি অকৃতজ্ঞতা জন্য ভর্ৎসনা করিলেন ও বিদ্রোহাপরাধ হেতুক তাঁহার মস্তক ছেদন করাইয়া তাহা দূত দ্বারা আগরায় প্রেরণ করিলেন। অবিচ্ছিন্নরূপে বঙ্গদেশের আধিপত্য যে রাজকুলের হস্তে দুই শত ষটত্রিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত ছিল তাহা দাউদ খাঁর মরণেই পর্য্যবসিত হয়। এই স্থানে আফগানদিগের বঙ্গাধিকারের বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ লেখা আবশ্যক। ইউরোপে গথ এবং ভাণ্ডালগণ শাসিত ও বিজিত দেশ সমস্ত যে রূপ স্বদলীয় প্রধান যোধগণকে বণ্টন করিয়া দিয়াছিল বঙ্গের আফগানগণও প্রায় সেই রীতি অবলম্বন করে। বকতিয়ার খিলিজি ও তাঁহার পরের অন্যান্য বঙ্গ জয়কারীরা বঙ্গদেশ অধিকার করতঃ এক একটী প্রদেশ আপন২ অধিকার স্বরূপ বাছিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত দেশ তাঁহাদিগের অধীনস্থ প্রধানগণকে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন এবং সেই প্রধানগণ পুনশ্চ নিজ২ অধিকার অধীনস্থ সেনানীগণকে বিভাগ করিয়া দেন। সেনানীগণকে ভূমির অধিকার জন্য কতক গুলিন সেনা রাখিতে হইত ও সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সেই সকল সেনা লইয়া তাহার নিজ২ প্রধানের সহিত অধিশ্বরের সহায়ে যুদ্ধ করিত। প্রাগুক্ত সেনানীগণ ভূমি কর্ষণাদি না করিয়া স্বাধিকারস্থ ক্ষেত্রাদির চাষ করাইবার জন্য ভূমি সমস্তে হিন্দু প্রজা বসাইতেন এবং তাহারাই বর্ত্তমানের জমিদারীর প্রজার ন্যায় ভূমিকর্ষণাদি করিয়া চাষ করিত ও ভূস্বামীকে নিয়মিত কর যথাসময়ে প্রদান করতঃ উৎপন্ন শস্যের লাভ ভোগ করিত। প্রজাগণ উত্তম না থাকিলে কর প্রাপ্তির ব্যাঘাত হয় সুতরাং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ভূস্বামীগণ কৃষী প্রজাগণের উপর অত্যাচার করিতেন না।

বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিনের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত।

১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে বেনজামিন ফ্রাঙ্ক্‌লিন আমেরিকার অন্তর্গত বোষ্টন নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা (যিনি ইংলণ্ড হইতে আসিয়া আমেরিকায় বাস করিয়াছিলেন) রসায় নির্ম্মিত বাতির ব্যবসা করিতেন। ফ্রাঙ্কলিন তাঁহার মাতার সপ্তদশ পুত্রের মধ্যে পঞ্চদশ গর্ব্ভের পুত্র ছিলেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার (যিনি বোষ্টন নগরের এক খানি সংবাদ পত্রের মুদ্রাকার এবং প্রকাশক

ছিলেন) নিকট শিক্ষানবিস থাকেন। এই সুযোগে তাঁহার বাল্যকালের পড়িবার দৃঢ় ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল অধিকন্তু তিনি তাঁহার রচনা শক্তির পরীক্ষা করিতে সক্ষম হয়েন। কোন রাজ্য তান্ত্রীক প্রবন্ধের অবৈধতা বশতঃ এই পত্রিকার প্রকাশককে কারারুদ্ধ এবং পত্র বন্ধ করিতে আজ্ঞা করা হয়। এই অনুমতি প্রকারান্তরে এড়াইবার নিমিত্ত পত্র খানি ফ্রাঙ্কলিনের নামে প্রকাশ করাতে তিনি শিক্ষার্থ প্রবেশ কালে যে সকল নিয়মে বদ্ধ হইয়াছিলেন তৎ সমস্ত ফলতঃ অকর্ম্মণ্য হয়। আত্মীয় বলিয়া যেরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহা না করিয়া তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে অত্যন্ত কঠিন ব্যবহার করিতেন। ফ্রাঙ্কলিন তাঁহার ভ্রাতার কারা মুক্তির পর অধীনতা অস্বীকার করিয়া অর্থ অথবা কোন পারিচয় পত্র ব্যতিরেকে গোপনে নিউইয়র্কে যাত্রা করেন এবং তথায় কোন প্রকার কর্ম্ম না পাওয়াতে ফিলেডেলফিয়ায় গমন করিয়াছিলেন। যৎকালে তিনি তীরে অবতরণ করেন তৎকালে এক খানি তিন পয়সার রুটি ও একটা ডলার মাত্র তাঁহার সম্বল ছিল। তথায় তিনি একটী মুদ্রা যন্ত্রের অক্ষর সন্নিবেশকের কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। তিনি পেন্সিলভিনিয়ার গবর্ণর সর উইলিয়ম কিথ্ কর্ত্তৃক ছাপিবার অক্ষর এবং অন্যান্য বস্তু ক্রয় করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ড গমনে ও কোন প্রকার ব্যবসা অবলম্বন করিতে অনুমোদিত হয়েন। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া ফ্রাঙ্কলিন দেখিলেন যে গবর্ণর কিথ্ জামিনী চিঠি অথবা পরিচয় পত্র প্রেরণ বিষয়ে তাঁহাকে সম্পূর্ণ প্রতারণা করিয়াছেন এবং তন্নিমিত্ত পুনর্ব্বার বর্ণ সংযোজকের ব্যবসা অবলম্বন করেন। তিনি লণ্ডনে অবস্থান কালে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন এবং স্বাধীনতা, আবশ্যকতা, আনন্দ এবং দুঃখ সম্বন্ধে এক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে পাপ এবং পুণ্যের অবিভিন্নতা প্রমাণ করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কলিন ফিলেডেল ফিয়ায় প্রত্যাগমন করিয়া মুদ্রাঙ্কন ও কাগজাদির ব্যবসা অবলম্বন করেন এবং ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে এক খানি সংবাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৭৩২ খ্রীষ্টব্দে তাঁহার "পুওর রিচার্ডস আলম্যানাক্" আখ্য যে গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাহাতে পরিমিত ব্যয় ও রিতীমত পরিশ্রমের নিয়মমূলক মতাদি সংক্ষেপে ও সুস্পষ্ট রূপে লিখিত থাকাতে লোক সমাজে বহু আদৃত হইয়াছিল।

১৭৩৬ খ্রীষ্টব্দে পেনসিলভিনিয়ার সাধারণ সমাজের মুহুরির কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয় এবং পর বৎসর তিনি ফিলাডেলফিয়ার ডাক্ গৃহের অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসিসদিগের সহিত যে যুদ্ধ হয় তাহাতে আত্মরক্ষার্থ আমেরিকানগণকে সম্মিলিত করণে বেঞ্জামিন বিশেষ যত্ন করেন এবং সেই যত্ন সফল হইবাতে তিনি যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেন ও তাহাতেই আমিরিকানেরা তাঁহাদিগের আত্মবল অবগত হয়। এই সময়ে তিনি বিদ্যুতীয় পরীক্ষা

আরম্ভ করেন এবং ঐ বিষয়ক যে সকল আবিক্রিয়া করিয়াছিলেন তাহার সার মর্ম্ম এই যে তাড়িতাগ্নি ও বিদ্যুৎ এক পদার্থ।

বেঞ্জামিনের মতে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা মাত্রেরই পরিশেষ উদ্দেশ্য জনসমাজের কার্য্য সৌকর্য্য সাধন সুতরাং তিনি নিজ আবিষ্কৃত বিদ্যুতীয় জ্ঞানকে কার্য্যও উপকারে পরিণত করণের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েন এবং হর্ম্মাদিকে বজ্রাগ্নি হইতে রক্ষার্থ তৎপার্শ্বে লৌহময় বিদ্যুৎ পরিচালক দণ্ড স্থাপনের বিধি দেন ও তাহার হিতকারিত্ব প্রচার করেন।

১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সাধারণ সমাজে সভ্যরূপে পরিগ্রহিত হয়েন এবং তদবস্থায় সাধারণের কার্য্যগুলি করাতে বিশেষ যশোলাভ করেন। তাঁহারই যত্নে সেনা সংস্থাপনার্থ একটী বিধি সভা দ্বারা নিবদ্ধ ও নিরূপিত হয় এবং তিনি ফিলেডেলফিয়ার সৈন্যাধ্যক্ষ্যের পদে নিযুক্ত হয়েন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে পেনসিলভিনিয়ার প্রতিনিধি স্বরূপ ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হয়। এই সময়ে তাঁহাকে "রয়াল সোসাইটীর" সভ্য রূপে গ্রহণ করা হয় এবং সেণ্ট অনড্রুস, এডিনবর্গ ও অক্স ফোর্ড বিশ্ব বিদ্যালয় ত্রয় হইতে তাঁহাকে রাজনৈতিক ডাক্তার (পারদর্শী) উপাধি প্রদান করা হইয়াছিল। ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে বেঞ্জামিন আমরিকায় প্রত্যাগমন করেন এবং দুই বৎসর পরে পুনর্ব্বার পূর্ব্বপদে নিযুক্ত হইয়া ইংলণ্ডে উপস্থিত হয়েন। এই সময়ে তাঁহাকে ইংলণ্ডীয় নিম্ন শাসক সভায় আমরিকার ষ্ট্যাম্প আইন সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করা হয়। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বেঞ্জামিন স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া আমরিকার সম্মিলিত রাজ্য সকলের [illegible] সমাজের সভ্যরূপে পরিগৃহীত হয়েন। ইংলণ্ডের সহিত আমরিকানগণের স্বাধীনতা জন্য যে বিবাদ আরম্ভ হয় তাহাতে তিনি বিশিষ্ট রূপে সংলিপ্ত ছিলেন এবং ফ্রান্সে গমন করিয়া ফরাসিসদিগের সহিত পরস্পরের সাহায্যের নিমিত্ত যে সন্ধি স্থাপন করেন তজ্জন্য ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের মধ্যে একটী বিষম সংগ্রাম উপস্থিত হয়। বেঞ্জামিন ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে নিরূপিত সন্ধ্যাবের সন্ধি সম্বন্ধ করেন এবং ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় প্রত্যাগমন করিয়া প্রধান নিয়ামক সমাজের সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চতুরশীতি বর্ষ বয়ক্রম কালে মানবলীলা সম্বরণ করেন। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন এক জন যথার্থ স্বগুণোন্নত ও স্বনাম খ্যাত পুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার বিচক্ষণতা কেবল এক পথরোহী ছিল না। রাজনৈতিক, বিধি বিষয়ক ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি রচনা করিয়াও তিনি অনেক রাজ্য তান্ত্রিক কার্য্য সম্বন্ধীয় রচনা করিয়াছিলেন এবং এতদ্ভিন্ন দুই খণ্ড নানা বিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রচার করেন। বেন্‌জামিনের ন্যায় লোকমঙ্গল সাধনের শক্তি বা সুযোগ অত্যাল্প লোকেরই থাকে এবং যাহাদিগের থাকে তাহাদিগের মধ্যে অত্যাল্পেই সেই শক্তি বা সুযোগকে তদপেক্ষা উত্তম রূপে ব্যবহার করেন। ফ্রাঙ্কলিন নিজ রচনা দিতেই প্রকাশ করিয়াছেন যে তৎকৃত লোক হিতকর কার্য্যাদি করণার্থ তাঁহার আপনার কোন রূপ ক্ষতি বা ক্লেশ হয় নাই। নিজ সংসার যাত্রা সম্বন্ধে ও প্রকাশ্য কার্য্যাদি বিষয়ে তিনি যে অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা কেবল তাঁহার ঈশ্বরদত্ত কার্য্য ক্ষম শক্তির জন্য বলা যায় না, আর যদি হয় তবে ঐ শক্তির প্রশস্তি বৃদ্ধি করার প্রয়োজন। বেঞ্জামিনের সাধারণ বুদ্ধি এত প্রচুর ছিল ও তিনি মনুষ্য স্বভাব এরূপে উত্তম বুঝিতেন যে অনুভব ও দূরদর্শিতার বলে তিনি

যে বিষয়ে যাহা বলিতেন তাহা ফলতঃ অলঙ্ঘ্য বেদ বাক্যের ন্যায় হইত; অধিক কি তাঁহার বাক্য আত্মীয় বন্ধুগণের দ্বারা দৈবজ্ঞের বাক্যের ন্যায় ভাবি ঘটনার জ্ঞাপক বোধ করা হইত। কার্য্য কালে তাঁহার চিত্ত কদাচ অব্যবস্থিত প্রতিহত বা ক্ষুণ্ণতা প্রাপ্ত হইত না এবং তাঁহার একাগ্র ভাব দর্শনে বিপক্ষগণ ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাকে অসভ্য ও অহঙ্কারী বলিত কিন্তু অপরাপর লোকের প্রমাণ দ্বারা সেই অপবাদ সমস্ত অমূলক নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বেঞ্জামিন প্রতারণা জানিতেন না ও কদাচ কাল্পনিকাচারে লোককে প্রতারিত করেন নাই। তাঁহার ব্যবহারাদির অসামান্য সরলতাগুণে বিপক্ষ হৃদয়কেও বিরোধে বিরত ও সমস্ত লোকের মনোহরণ করিত। ফ্রাঙ্কলিনের জীবনের অপ্রকাশ্য ভাগও অতি সুন্দর ও দোষশূন্য ছিল এবং সকলেই তাহা প্রিয় জ্ঞান করিত। যেহেতু তাঁহার নিম্ন লিখিত গুণদ্বয়ে সর্ব্বজন সন্তোষ সাধন করিত। প্রথমতঃ তিনি আত্মোন্নতি সম্পাদনে নিতান্ত বিমুখ ছিলেন; দ্বিতীয়ত বন্ধুসমাজে অসঙ্কুচিত চিত্তে সর্ব্বরূপ নির্দ্দোষ আমোদে সহকারী হইতেন এবং তদ্দ্বারা যে স্থানেই থাকিতেন তত্রত্য সভ্য সৎ ও সুবিজ্ঞ সকলেরই সম্যক্ স্নেহাস্পদ বন্ধুভাব পাইতেন।

পঙ্গপাল।

প্রাণীতত্ত্বজ্ঞেরা যে সকল পতঙ্গকে গ্রীলন শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন পঙ্গপালও তদন্তর্গত। সচরাচর যে সকল ফড়িঙ্গ দেখা যায় তাহাও ঐ জাতীয় এবং তাহাদিগের সাধারণ অবয়বও পরিভ্রমণ পরায়ণ পঙ্গপালের সদৃশ। পঙ্গপালের দেহের স্থূলতার সহিত তুলনায় দৈর্ঘ্য অধিক এবং পৃষ্ঠদেশ সবুজ বা খয়রারঙ্গের এক প্রকার কঠিন চর্ম্ম দ্বারা আবৃত ইহাদিগের মস্তক বৃহৎ ও ঊর্দ্ধ অধোগামী সরল রেখার ন্যায় ভাবে দেহের সহিত সংযোজিত এবং দুইটী অনধিক এক ইঞ্চি দীর্ঘ স্পর্শ শক্তি বিশিষ্ট শৃঙ্গ দ্বারা সজ্জিত। চক্ষুর্দ্বয় কোটর বহির্গত কৃষ্ণ বর্ণের ও ঘূর্ণমান; চোয়ালদ্বয় সবল ও এরূপ তিনটী সূক্ষ্মাগ্র দন্তে পরিসমাপ্ত যে তাহার সূক্ষ্মাগ্র সকল পরস্পর সংযুক্ত হইলে এক প্রকার কাঁচির কার্য্য করে। ইহাদিগের পক্ষ চারটী তম্মধ্যে উপরের দুইটী নিম্নস্থ দুইটীকে আবৃত করিয়া রাখে ও তদপেক্ষা দীর্ঘ ও কঠিন হয়। নিম্নস্থ দুইটী পক্ষ প্রায় স্বচ্ছ কোমল, যালী বিশিষ্ট ও পাখার ন্যায় গুড়ান যায়। ইহাদিগের সম্মুখের চারটী পা মধ্যপিত পরিমাণের এবং আহার গ্রহণ ও ধারণ ও বৃক্ষাদি আরোহণের বিশেষ উপযোগী। এতদ্ভিন্ন দুইটী পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও দীর্ঘতর এবং এরূপ সবল যে তদ্দ্বারা পঙ্গপাল নিজ দেহের (যাহা প্রায় দুই হইতে তিন ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়) দুই শত গুণের ও অধিক পরিমিত স্থান লম্ফ দিয়া লঙ্ঘন করিতে পারে। পঙ্গপালের বর্ণ কপিশ কটা অথবা পাথরের মত উপরের পক্ষ ও মস্তকের চর্ম্মোপরি পেঁশে রঙ্গের বিন্দুযুক্ত মুখ ও জঙ্ঘার ভিতর পিঠের বর্ণ নীল মিশ্রিত, পক্ষ সবুজ, নীল বা কখন২ রক্ত বর্ণের হয়। পঙ্গপালের ভিতরের পক্ষদ্বয় অতি সুন্দর রূপে নির্ম্মিত ও তাহা সূক্ষ্ম শীরা দ্বারা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। অনেক মুসলমানে বলেন যে পঙ্গপালের পক্ষে শীরা দ্বারা একটী আরবী বাক্য লিখিত আছে ও তাহার অর্থ যে পঙ্গপালেরা ঈশ্বরের ধ্বংসকারী সেনা।

স্ত্রী পঙ্গপাল গুলি সচরাচর ৫০টী ভিন্ন এক

সময়ে প্রসব করে ও ঐ ডিম্ব সকল যবের ভিতরস্থ শস্যের আকার কিন্তু ক্ষুদ্রতর এবং প্রসবান্তে কদাচ এক প্রকার আটা দ্বারা তৃণের শিশে সংযুক্ত করা হয় কিন্তু অধিকাংশই ভূমিতে সংস্থাপিত হয়। এই হেতু স্ত্রী পঙ্গপালেরা বালুকা মিশ্রিত নমু মৃত্তিকা অনুসন্ধান করিয়া লয় এবং উত্তমতর স্থানান্বেষণে অক্ষম হইয়া বৃষ্টি, বায়ু বা শ্রান্তী দ্বারা নীত না হইলে কখন নিরেট (এটেল) ভিজে বা কর্ষিত ভূমিতে অণ্ড ত্যাগ করে না। ডিম্ব প্রসবান্তে স্ত্রীগুলি মরিয়া যায় এবং সমস্ত শীত কাল ডিম্ব সকল ঐ অবস্থাতেই থাকে এবং যদি অধিক বৃষ্টি বা শিশির দ্বারা তাহার আটাময় আবরণ নষ্ট না হয় তবে গ্রীষ্মের উদয়ে তৎ সমস্ত প্রস্ফুটিত হয়। যে বৎসর গ্রীষ্ম কিছু সত্বরে আরম্ভ হয় সে বৎসর ঐ অণ্ড গুলিন ফাল্গুণ মাসের প্রথমেই প্রস্ফুটিত হয় এবং গ্রীষ্ম বিলম্বে আরম্ভ হইলে বৈশাখ মাসে ফোটে। ডিম্ব হইতে নির্গত জীবগুলি ক্রমশঃ প্রজাপত্যাদির ন্যায় জরায়ু সদৃশ সুক্ষ্ম চর্ম্মকোশাবৃত দশা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় চতুর্ব্বিংশ দিন থাকিলেই সম্পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কিছু দিন আহার ত্যাগ করিয়া থাকে, পরে কোশ ভগ্ন করিয়া নির্গত হয় ও বাহির হইয়াই পশ্চাৎ পদ দ্বারা পক্ষ বিস্তারিত ও সঞ্চালিত করিয়া উড়িবার উদ্যোগ করে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তৎস্থান ত্যাগ না করিয়া যদবধি সমস্ত দল উড়িতে সক্ষম না হয় তদবধি সেই স্থান সন্নিকটে অবস্থান করে। পরিশেষে সমস্ত নবজাত পতঙ্গ একত্রে দল বদ্ধ হইয়া শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান হইয়া সে প্রদেশ ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গমন করে। যাঁহারা উড্ডীন পতঙ্গপাল দেখেন নাই তাঁহাদিগের মনে বর্ণনা দ্বারা তাহার স্বরূপ ভাবোদয় করা দুরূহ তবে যত্নের ত্রুটি করিব না। পতঙ্গপাল দূর হইতে যখন আসিতে থাকে তৎকালে বোধ হয় যেন এক খান বৃহদাকার অস্বচ্ছ মেঘ আসিতেছে এবং এত অধিক সংখ্যায় একত্রে আসে যে তাহাদিগের পরস্পরের পক্ষ ঠেকিয়া এক প্রকার খড় খড় শব্দ হইতে থাকে। তাহারা যে স্থানে অবতরণ করে সে স্থানের সর্ব্ব প্রকার উদ্ভিজ্য অল্প কাল মধ্যে তাহাদিগের দ্বারা বিনষ্ট হয়। তাহাদিগের অত্যাচারে অতি উর্ব্বরা ও বহু শস্যপূর্ণ ভূভাগও মরু স্থানের আকৃতি ধরে এবং বৃক্ষ লতাদি নিষ্পত্রাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ফল পত্র মঞ্জরী আহারের পর তাহারা তরুলতাদির ছাল খায় এবং কখন২ চালের খড়ও ত্যাগ করে না। কি বিষাক্ত গুল্মাদি কি পুষ্টিকর রসপূর্ণ বৃক্ষাদি তাহাদিগের সর্ব্ব গ্রাসী চর্ব্বণ হইতে নিষ্কৃতি পায় না। তাহাদিগের আগমনের পূর্ব্বে যে সমস্ত প্রদেশ ফল, ফুল, দল, মঞ্জরী প্রভৃতি স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে নন্দন কাননের ন্যায় লোক মনোরঞ্জন করে তৎ সমস্ত তাহাদিগের প্রস্থান কালে মরুস্থানের আকার ধারণ করে। পঙ্গপালগণের আচরণে বোধ হয় যে তাহাদিগের আশ্চর্য্য ক্ষুধা কোন মতে নিবৃত্ত হয় না এবং তাহাদিগের শক্তি, অধ্যবসায় ও সত্বর ধ্বংসকারীতা দর্শনে চমৎকৃত হইতে হয়। অনাবৃত স্থান সকলেই যে তাহাদিগের অত্যাচার হয় এরূপ নহে গৃহবাসীগণের প্রতি তাহাদিগের আগমন অল্প ক্লেশকর নহে। তাহারা প্রান্তর, উদ্যান, ক্ষেত্রাদির উৎপত্তি সমস্ত নিঃশেষ করে, শস্যাগারের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করত সঞ্চিত গোধুমাদি সমস্ত শস্য ভক্ষণ করে এবং বাস বাটীর রন্ধন, ভোজন, শয়ন, উপবেশন স্থানাসমস্তে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থগণের বিশেষ পীড়াদায়ক হয়। তাহারা লম্ফ দিয়া কখন স্কন্ধে, কখন মস্তকে ও কখন মুখমণ্ডলে পড়িবাতে গৃহস্থগণ স্থির ভাবে বসিতে পায় না;

হঠাৎ মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার ভয়ে সচ্ছন্দে কথোপকথন চলে না, আহারিয় দ্রব্যোপরি পতনে ভোজনের ব্যাঘাত জন্মে, ইত্যাদি প্রকারে সকল কার্য্যের প্রতিবন্ধক ও যৎপরোনাস্তি বিরক্তকর হয়। পরে রজনীযোগে তাহারা শূন্য মার্গ্য হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলে অনেক দূর পর্য্যন্ত স্থান তাহাদিগের দ্বারা আবৃত হয় ও কোন২ স্থানে এত অধিক পরিমাণে নামে যে তথায় উপর্য্যুপরি বসিয়া দুই চার ইঞ্চি পুরু হইয়া থাকে। এই সকল স্থান দিয়া ভ্রমণকারীগণের গমন করা দুষ্কর হয়, যেহেতু আরোহিত অশ্বাদির মর্দ্দনে তাহারা ভীত হইয়া একেবারে এদিকে সেদিকে লম্ফ দেওয়াতে পশু সকল চমকিত হয় ও আর অগ্রসর হইতে চাহে না।

পঙ্গপাল জীবদ্দশাতেই যে লোকের অপকারকর হয় এরূপ নহে তাহারা যখন মরিয়া যায় তৎকালে সেই মৃত দেহ সমস্ত পচিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয় ও তদ্দ্বারা বায়ু দুষ্ট হইয়া নানারূপ সংক্রামক রোগের উৎপত্তি করে। ভারতবর্ষে পঙ্গপালের আগমন জন্য যে অনেক স্থান মহামারী ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা জনশূন্য করা হইয়াছে তাহার ভূরি২ প্রমাণ আছে। ইত্যাদি রূপ বিপদাকর হইবাতে পঙ্গপালের উদয় লোক সমাজে কুলক্ষণরূপে গ্রহীত হয় এবং যে কোনরূপে হউক তাহাদিগের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে সকলে যত্ন করে। প্রায় সকল সামান্য লোকের এরূপ বিশ্বাস আছে যে উচ্চ শব্দে পঙ্গপালগণ ভীত হয় ও যে স্থানে বহু শব্দ হয় তথায় উহারা অবতরণ করে না। এই জন্যই লোকে পঙ্গপালের আগমনের সন্ধান পাইলে হাঁড়ি, কলসী, ঘড়া, থালা, ঢোল ঢাক ঘণ্টা প্রভৃতি লইয়া উচ্চ শব্দ করিতে থাকে ও স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা সকলেই উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকে। এতদ্দর্শনে আশু হাস্যোদয় হইতে পারে, কিন্তু যখন আমরা লোকের তদ্রূপ আচরণের কারণের প্রতি মনোনিবেশ করি তখন আর হাস্য হয় না, কারণ ধন প্রাণের নিমিত্ত মনুষ্যকে উহাপেক্ষা অধিকতর হাস্যজনক ব্যাপারে নিযুক্ত দেখা যায়। শব্দ দ্বারা ভীত হইয়া এই পতঙ্গ সেনা বাস্তবিক অবতরণে বিরত হয় কি না তাহা স্থির করা যায় নাই, কিন্তু এপর্য্যন্ত নিশ্চিত বলা যায় যে সন্ধ্যা আগত হইলে অথবা তাহারা শ্রান্ত হইলে যে স্থানে পায় সেই স্থানেই নামে ও কোন বাধার ভয় করে না। অনেক বার এরূপ ঘটিয়াছে যে শ্রান্ত পতঙ্গপাল সকল নদী ও সাগর সলিলে অবতরণ করিয়াছে। পঙ্গপাল গণ কোন প্রদেশে নামিলে পর লোকে তাহাদিগকে তাড়াইবার জন্য ঐরূপ উপায়াদি অবলম্বন ভিন্ন কিছু করিতে পারে না। আর বৃষ্টি হইলে বা শিশির পড়িলে যদবধি নিশির শিশির বা জল সমস্ত সূর্য্যতাপে পরিশুষ্ক না হয় তদবধি তাহাদিগকে দূর করণের চেষ্টা সমস্তই নিষ্ফল হয় যেহেতু জল ও শিশির লাগিয়া পক্ষগুলি জড়াইয়া যাইবাতে তাহাদিগের উড়িবার ক্ষমতা থাকে না। ঐ পতঙ্গ দল অতি বৃহৎ হইলেও সশস্য ভূমিতে নামিলে শস্যহানি না করিলে তাহাদিগকে নষ্ট করিবার কোন উপায় থাকে না, কিন্তু শস্যহীন প্রান্তরে যাইলে অথবা তথায় নামিলে তাহাদিগকে যে কৌশলে বিনষ্ট করা হয় তাহা নিম্নে লিখিতেছি। যে স্থানে ঐ পতঙ্গ সমস্ত নামে সেই প্রান্তরের এক সীমায় দুই তিন হস্ত গভীর ও তদ্রূপ প্রশস্ত একটী সুদীর্ঘ নালা কাটা হয় ও সেই নালার বহিপার্শ্বে শতমুখী, যষ্টি প্রভৃতি লইয়া কতকজন দাঁড়াইয়া থাকে। তৎপরে বহুসংখ্যক লোক ঐ নালার দুই শেস মুখ হইতে ক্রমশঃ অর্দ্ধ-

চন্দ্রাকারে পতঙ্গ দলকে ঘেরিয়া লইয়া নানা শব্দ করিতে থাকে ও তাড়া দেয়। পঙ্গপাল সকল এই রূপে ভীত হইয়া ক্রমে ক্রমে নালারদিকে যাইয়া অনেক তন্মধ্যে পড়ে। যাহারা না পড়ে তাহাদিগকেও লোকগণ ফেলিয়া দিলে বহিপার্শ্বে দণ্ডায়মান ব্যক্তিরা হস্তস্থ শতমুখী যষ্টি প্রভৃতি দ্বারা পলায়ন উৎপর পতঙ্গ সকলকে পুনর্ব্বার নালায় ফেলিয়া দেয় ও তদুপরি মৃত্তিকা নিক্ষেপ দ্বারা নালাটী পুরাইয়া ফেলে।

সংহাররূপী পঙ্গপাল দলের বহু প্রকার শত্রু আছে, শূন্যপথে উড্ডীনাবস্থায় কাক, চিল ও অন্যান্য পক্ষিতে ধরিয়া খায়; শৃগাল, কুক্কুর, শূকর, বিড়ালাদি পশুগণও তদ্ভক্ষণে রত; এতদ্ভিন্ন ভেক, সর্প, গোধা ও টিকটিকিতে আহার করে; আর জলে পড়িলে মৎস্যাদিতেও ধরিয়া উদরস্থ করিয়া থাকে। প্রবল বায়ু, শীতল বৃষ্টিধারা ও করকাঘাত উড্ডীন ও ভূমিস্থ পঙ্গপাল দলের এত হানিজনক যে সময়ে২ তদ্দ্বারা কোটি২ নষ্ট হইয়া যায়। অনেক স্থানে পঙ্গপাল আহারীয় দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত হয় এবং কোন২ দেশে তাহাকে রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ অসময়ে আহারার্থ শুঁটকী মৎস্যের ন্যায় সঞ্চিত রাখা হয় ও কখন২ গুঁড়াইয়া ময়দার ন্যায় হইলে তদ্দ্বারা রোটিকাদি নির্ম্মিত হয়। এই রূপে নির্ম্মিত রোটিকা ও শুষ্ক পঙ্গপাল দ্বারা দুর্ভিক্ষ কালে লোকদিগের বিশেষ উপকার হয় এমন কি কখন২ তাহাদ্বারা প্রাণরক্ষা পায়। তুরস্ক দেশীয় খালিফদিগের রাজধানী বোগদাদের বিপনি সকলে শুষ্ক ও জীবিত পঙ্গপাল মৎস্যাদির ন্যায় নিরন্ত বিক্রয় হয় ও তত্রত্য সূপকারগণ তাহা বহু রূপে রন্ধন করাতে লোকে সাদরে আহার করে।

নূতন গ্রন্থের সমালোচনা।

অবলা বিলাপ।

(শ্রীমতি অন্নদাসুন্দরী দাসী প্রণীত)

ইউরোপ ও আমেরিকার বিদ্যাবতী কামিনীগণের কথা আলোচনা করিলে, এতদ্দেশীয় যোষা বৃন্দকে এক প্রকার অসভ্য দেশ বাসিনী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক জনষ্টুয়ার্ট মিলের স্ত্রী "ওএষ্ট মিনিষ্টার রিভিউ" নামক ত্রৈমাসিক পুস্তকে উৎকৃষ্ট২ প্রবন্ধ লিখিতেন। পণ্ডিত চূড়ামণি ফসেটের স্ত্রীর রচিত রাজ্যতন্ত্র সম্বন্ধীয় প্রস্তাব সমূহ তথা মিসেসষ্টাউ, মিসেস্ নরটন, কুমারি ব্রাডন প্রভৃতির রচিত উপন্যাসাবলী পাঠ করিলে, তাঁহাদিগকে এতদ্দেশীয় পুরুষগণ অপেক্ষাও সুশিক্ষিতা বিবেচনা হয়।

আমাদিগের বঙ্গীয় কামিনীগণের বিদ্যালোচনা যে পূর্ব্বাপেক্ষা দিন২ বৃদ্ধি হইতেছে তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক এবং এই প্রস্তাবের শীর্ষদেশে লিখিত আলোচ্য পুস্তিকা, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। শ্রীমতী অন্নদাসুন্দরী অতি সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভবা। তিনি শৈশবাবস্থায় পতি বিয়োগ প্রভৃতি নিদারুণ কষ্ট সহ্য করিয়া, হৃদয়কে শান্ত রাখিবার নিমিত্ত বহু পরিশ্রমে বিদ্যালাভ করতঃ তাহার ফল স্বরূপ "অবলা বিলাপ" সুমধুর পদ্যে প্রণয়ন করিয়াছেন। এই শোক-সূচক পদ্য নিশ্চয় গ্রন্থ কর্ত্রীর স্বীয় অবস্থা উত্তমরূপ ব্যক্ত করিতেছে। ইহা পাঠ করিয়া আমাদিগের হৃদয় দুঃখে বিলোড়িত হইল। কবিতা গুলি অতীব সরল এবং স্বভাবব্যঞ্জক তাহা নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটী পাঠে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন।

দিবা অবসান।

দিবা অবসান প্রায়, ভানু অস্তাচলে যায়,
সরোবরে কাঁদে কমলিনী।
হইল বিরহ ত্রাস, ঘন ঘন বহে শ্বাস,
যায় কান্ত; আগত যামিনী॥
মনে পেয়েছে বেদনা, তাই মলিন-বদনা,
সরসী হিল্লোলে মৃদু দোলে।
কাঁদে কন্যা বিনা পতি, সরসী দুঃখিত অতি,
তাই বুঝি দোলাইছে কোলে॥
কমলিনী করি কোলে, সরসী কল্লোল ছলে,
সান্ত্বনা করিছে যেন কত।
মনে না মানে প্রবোধ, আঁখি দল হল রোধ,
বিরহ সন্তাপে জ্ঞান হত॥

উৎকল দর্পণ।—এতন্নামবিশিষ্ট মাসিকপত্রের প্রথম দুই সংখ্যা আমরা পাইয়া পরমাহ্লাদিত হইয়াছি। ইহা বালেশ্বরের পি এম সোনাপটীর উৎকল যন্ত্রে উৎকলীয় অক্ষরে মুদ্রিত ও বৈকুণ্ঠনাথ দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। উৎকলবাসী উড়েদিগকে অসভ্য বানর বলিয়া অনেকে উপহাস করেন, কিন্তু "উৎকল দর্পণ" পাঠে সেই উপহাস অকারণে প্রযুক্ত বোধ হয়। এই পত্রের প্রবন্ধগুলি সচরাচর কথিত উৎকলীয় ভাষায় লিখিত এবং তদ্দেশীয়গণের পক্ষে বিশেষ জ্ঞানগর্ভ হইয়াছে। উৎকলের ইতিহাস বিষয়ক অনেকগুলিন সংস্কৃত ও উৎকলীয় ভাষায় রচিত প্রাচীন গ্রন্থ আছে এবং তন্মধ্যে অনেক এ দেশে দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু তথায় অনায়াস লভ্য। অতএব এতৎপত্রের প্রকাশকগণ যদি যৎকিঞ্চিৎ যত্ন লইয়া সেই সমস্ত গ্রন্থ সঞ্চয় করতঃ ক্রমশঃ ইহাতে প্রকাশ করেন তাহা হইলে যথেষ্ট উপকার হইবার সম্ভাবনা। আমরা ইতিপূর্ব্বে "গজপতি বংশাবলী", "শঙ্কর কথা" "শঙ্কর বিজয়" প্রভৃতি কএক খান গ্রন্থ আনাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু বিদ্যামোদী ব্যক্তির সহায়তা অভাবে সে যত্ন নিষ্ফল হইয়াছিল। এক্ষণে আমরা "উৎকল দর্পণের" উদয়ে সাহস পাইয়াছি এবং বোধ করি যে তৎসম্পাদক নিজ পত্রে উক্ত গ্রন্থাদি প্রকাশে যদি বিরত হয়েন তবে আমাদিগের উপকারার্থ তৎসমস্ত সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবেন।

ব্যবহারিক জ্যামিতি, ক্ষেত্রব্যবহার, জরীপ এবং সমস্থল প্রক্রিয়া——এই গ্রন্থ হিতৈষী যন্ত্রে মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সংকলিত ইহা পূর্ব্বে একবার মুদ্রিত হইয়াছিল এবং এবার নানা স্থান পরিবর্ত্তিত করিয়া পুনশ্চ মুদ্রিত হইয়াছে। রচয়িতা পাঠকমণ্ডলীর নিকট অপরিচিত নহেন, যেহেতু তৎকৃত খগোল বিবরণ প্রভৃতি গ্রন্থের অনেকেই প্রশংসা শুনিয়াছেন। বিজ্ঞান শাস্ত্রে তাঁহার যে অধিকার আছে উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ই তাহার বিশিষ্টরূপ প্রমাণ দিতেছে। নবীন বাবু ইত্যাদি প্রকার কঠিন বিষয় যে সরল ভাষায় সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন তাহা যথেষ্ট শ্রম ও যত্ন ব্যতিরেকে হইতে পারে না। তিনি কত অনুসন্ধান ও পরিশ্রম দ্বারা গ্রন্থ সঙ্কলন করেন তাহা তৎপ্রকাশিত "সংগীত রত্নাকর" পাঠে পাঠকগণ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন আমরা তাহার সমালোচনা সময়ান্তরে সাবকাশ মতে প্রকাশ করিব। আলোচ্য গ্রন্থ পঞ্চভাগে বিভক্ত তন্মধ্যে প্রথম ভাগে ব্যবহারিক জ্যামিতি ও জ্যামিতি তত্ত্ব; দ্বিতীয় ভাগে রৈখিক পরিমাণ; তৃতীয় ভাগে ভূমি পরিমাণ ও পঞ্চম ভাগে জরীপ সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় অনেক সম্পাদ্য ও উপপাদ্যের সহিত বিবৃত হইয়াছে। পূর্ব্ব সংস্করণাপেক্ষা দ্বিতীয় সংস্করণ বহু পরিমাণে পরিবর্ত্তিত ও বর্দ্ধিত হইবাতে গ্রন্থের

তাহা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ছাত্রগণের শিক্ষায় অধিক সুবিধা ঘটিয়াছে। আর দিগদর্শন যন্ত্র, কোন বীক্ষণ-যন্ত্র, প্লেনটেবিলের দ্বারা জরীপ করণ প্রথা এবং সমস্থল প্রক্রিয়া ও মানদণ্ড ঘটিত কতকগুলি কথা নূতন সন্নিবেশ করা হইয়াছে। এবম্প্রকার গ্রন্থ লিখিতে গেলে বিজ্ঞানবিষয়ক সম্পূর্ণ জ্ঞান, মনোবৃত্তির প্রখরতা ও ভাষায় অধিকার নিতান্ত প্রয়োজন এবং তৎসমস্ত সম্বন্ধে নবীন বাবুর কিছু মাত্র অভাব পরিদৃষ্ট হয় না। তাঁহার শব্দ সন্ধান অব্যর্থ, লক্ষ স্থির এবং চিত্তবৃত্তি পরিষ্কার ও প্রখর। অনেকে বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থে এরূপ দুরূহ পারিভাষিকাদি সন্নিবেশ করেন যে তাহা শিক্ষার্থীগণের পক্ষে অতি দুরূহ ও দুর্বোধ্য হইয়া উঠে, সুতরাং তদ্গ্রন্থ পাঠে ছাত্রগণের বিশেষ ফল হয় না। যে কোন প্রকারে হউক ছাত্রেরা অভ্যাস ও স্মরণ শক্তির বলে পরীক্ষা প্রদানে কৃতকার্য্য হইতে পারে বটে, কিন্তু বাস্তবিক কার্য্য সম্বন্ধে তাহা ব্যবহার করিতে পারে না। নবীন বাবুর গ্রন্থ খানি সে রূপ নহে, ইহা পাঠ করিলে ছাত্রেরা বুঝিতে পারে। কার্য্যকালে গ্রন্থ সন্নিবেশিত নিয়মাদির সাহায্য লইতে পারে। এই গ্রন্থখানি উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের ব্যবহারার্থ রচিত হইয়াছে তজ্জন্য আমরা ইহার ভাষাকে কঠিন বলিতে পারিলাম না, কিন্তু ইচ্ছা করি যে প্রণেতা ইহার অপেক্ষাও সরল ভাষায় লিখিলে ভাল হইত। এক্ষণে গ্রন্থখানি কেবল বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই পড়িয়া থাকে, কিন্তু সরলতম ভাষায় লিখিত হইলে অপরাপর লোকেও ইহা পাঠ করিত। আমরা এস্থলে একটী কথা না বলিয়া নিবৃত্ত হইতে পারিলাম না এবং যদিও সে কথাটীর আলোচ্য গ্রন্থের সহিত দূর সম্বন্ধ তথাপি তাহা এস্থলে দিলা অযোগ্য নহে। বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা এদেশে ক্রমশঃ হইতেছে, এম এ, বি এ প্রভৃতি পরীক্ষা প্রদানার্থ ছাত্রগণকে বিজ্ঞান বিষয়ক বহুতর গ্রন্থ পাঠ করিতে হয় এবং তৎসমস্ত গ্রন্থাভ্যাস ব্যতিরেকে তাহাদিগের পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব যে সকল ছাত্র প্রাগুক্ত উপাধি প্রাপ্ত হয় তাহারা যে বিজ্ঞানবিষয়ক অনেক গ্রন্থ পাঠ করে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু ফলে তাহাদিগের বিজ্ঞানিক জ্ঞান অল্প মাত্র জন্মে গ্রন্থসম্বন্ধীয় প্রশ্নাদির উত্তরে তাহারা পটু হয়, কিন্তু কার্য্য সৌকার্য্যাদি সাধনে বিজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্য লইতে অথবা ঘটনাদির কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। আমরা নিন্দা করিতেছি না, অথবা ছাত্রগণের দোষ দিতেছি না কেবল শিক্ষা-প্রণালীর অপরিপুষ্টতাবস্থা প্রকাশই আমাদিগের উদ্দেশ্য। ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ কালে ছাত্রেরা যে বিজ্ঞানিক জ্ঞান লইয়া যায় ও ধনী ভদ্র লোকদিগের যে বিজ্ঞানিক জ্ঞান থাকে তাহা ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উপাধি প্রাপ্ত ছাত্রগণেরও থাকে না। শৈশব কাল হইতে সরলতম ভাবে বিজ্ঞানবিষয়ক শিক্ষাপ্রাপ্তিই ইহার কারণ। আমাদিগের ভাষায় সেরূপ গ্রন্থ নাই ও বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী অপর প্রকার। ইংলণ্ডাদির নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যালয় সকলে বিজ্ঞানিক সরল গ্রন্থ সমস্ত পড়ান হইবাতে অল্পবয়স্ক ছাত্রগণের মনে বৈজ্ঞানিক বিষয় সমস্তের একপ্রকার জ্ঞান জন্মে এবং তদ্দ্বারাই বিজ্ঞান বিষয়ে তাহাদিগের মনোবৃত্তি পরিচিত হয়। অধ্যাপকবর টিণ্ডল, ফারাডে প্রভৃতির দ্বারা প্রদত্ত বালক শিক্ষোপযোগী যোগ্য বক্তৃতা সকল দেখিলেই তাহার সারল্য জানা যাইবে। অনেকে বলেন যে অল্পবয়সে দুরূহ দর্শন জ্ঞানের গ্রন্থসকল বালকেরা বুঝিতে পারে না, কিন্তু তাঁহাদিগের এ ভ্রম উক্ত বক্তৃতাদি পাঠে দূর হইতে পারে। ঐ প্রকার সরল বিজ্ঞানিক গ্রন্থ না হইলে আমাদিগের শিক্ষা উত্তম হইবে না।

রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র।

৭ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। সন ১২৭৯ [৭৮ খণ্ড।

জগদীশ্বরের প্রসাদাৎ আমরা "রহস্য-সন্দর্ভের" সপ্তম পর্ব্ব সমাপ্ত করিলাম ও তজ্জন্য পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। পাঠকগণ বলিতে পারেন যে পর্ব্ব যথাসময়ে সমাপ্ত হয় নাই এবং খণ্ডগুলীও যথা নিয়মে প্রকাশিত হয় নাই। আমরা এ অপবাদ অবনত ভাবে গ্রহণ করি এবং তদুত্তরে এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে নানা কারণ বশতঃ পত্রের প্রকাশ বিষয়ে বহু ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল এবং তজ্জন্যই তাহার প্রচার যথা নিয়মে হয় নাই। যাহা হউক আমরা পাঠকবৃন্দের নিকট নানা প্রকারে অপরাধী হইয়াছি ও তাঁহাদিগের সন্তোষ সাধনে বিশেষ যত্ন করিতে পারি নাই। ব্যস্ততা হেতু শেষ কএক খণ্ডের রচনাদি উত্তম হয় নাই এবং বহু ভ্রম ও অনেক অনর্থক বাক্য ব্যয় হইয়াছে। আমরা যখন প্রাগুক্ত দোষ সমস্ত স্বীকার করিতেছি ও তজ্জন্য মার্জনা প্রার্থনা করিতেছি তখন বোধ হয় সহৃদয় পাঠকগণ ক্ষমাগুণে নিজ নিজ মন হইতে অপ্রসন্নতা ভাব দূর করিবেন। যে সকল মহোদয়গণ "রহস্য-সন্দর্ভের" বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী ও যাঁহারা তাহার জীবন রক্ষার্থ যত্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহাদিগকে আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে এই অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা এক নূতন স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী পত্র খানিকে যেন ভুলেন না। যে মহোদয়গণ মূল্যাদি প্রদান করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমরা সসম্ভ্রমে নিবেদন করিতেছি যে ৩০ বৈশাখ হইতে "রহস্য-সন্দর্ভের" যে নব পর্ব্ব প্রকাশারম্ভ হইবে তদ্দ্বারা আমরা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছা ও সাহস করিতেছি। আর যে গ্রাহকগণ অদ্যাবধি মূল্য প্রেরণ করেন নাই তাঁহাদিগকে বিনীতভাবে কহিতেছি যে তাঁহারা অবিলম্বে আমাদিগের প্রাপ্য মূল্য প্রদানে বাধিত করিবেন যেহেতু বৈশাখ হইতে নব পর্ব্ব প্রকাশারম্ভ হইবে ও তাহা আমরা মূল্য না হইলে পাঠাইতে পারিব না। এই পত্রের অগ্রিম বাৎসরীক মূল্য ২।৶০ মাত্র,কিন্তু এক বৎসর কাল পত্র লইয়াও সেই মূল্য কেন প্রেরণ করা হয় নাই তাহা বুঝা যায় না। "রহস্য-সন্দর্ভ" এক্ষণে সহায় হীন জানিয়া সকলের ইহাকে সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট আমাদিগের আর কিঞ্চিৎ ব্যক্তব্য আছে—প্রথমতঃ আমরা রহস্য-সন্দর্ভের ভার লইবার পর দুইবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাইবাতে অনেকের পত্রাদির সময়মত উত্তর দিতে পারি নাই ও কতকের পত্রের উত্তর মাত্রেই দেওয়া হয় নাই। এই জন্য আমরা পত্র প্রেরকগণের নিকট

অপরাধী আছি ও ৩০ বৈশাখের পর যে সকল পত্র আসিবে তাহার উত্তরাদি প্রদানার্থ বিশেষ ব্যবস্থা করিতেছি। দ্বিতীয়তঃ কোন২ গ্রাহক ডাকের গোলযোগে "রহস্য-সন্দর্ভ" সকল সংখ্যা পান নাই, অতএব সেই গ্রাহকদিগকে আমরা অনুরোধ করি যে ৩০ বৈশাখের পর তাঁহারা কোন্ কোন্ সংখ্যা পান নাই তাহা লিখিয়া পাঠাইবেন।

সুলতান মহম্মদ সুজা।

১৬৯৯ খীষ্টাব্দে শাজিহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়ক্রম সময়ে বঙ্গের সুবাদারীত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে সমস্ত ক্ষমতা দানে সাহস না করিয়া মন্ত্রীবর আসফঝার পুত্র সাইস্তা খাঁর হস্তে বেহারের শাসন ভারার্পণ করেন। সুজা পুনরপি রাজ মহলে রাজপাঠ স্থাপন করেন এবং তথায় যে একটী উৎকৃষ্টতর রাজ ভবন নির্ম্মাণ করান তাহার কয়েকটী গৃহ অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। তিনি মানসিংহ স্থাপিত দুর্গটীকে দৃঢ়তর করেন এবং নগরটীকে রাজ পাটের যোগ্য করণার্থ অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন কিন্তু পর বৎসর দৈব দুর্ব্বিপাকে নগরে অগ্নি লাগাতে প্রায় সমস্ত নগর ও রাজ ভবনের উত্তরাংশ ভস্মসাৎ এবং বহু অর্থ ও প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে ঐ অগ্নিদাহ হইতে রাজ পরিবার সমস্ত অনেক যত্নে ও কষ্টে রক্ষা পায়। এই ঘটনার অনতিবিলম্বে গঙ্গার পথ পরিবর্ত্তিত হইবাতে তাহার সলিল সমস্ত বেগে নগরের প্রাচীরাদির উপর দিয়া বহিয়া যায় ও তদ্দারা অনেক সুরম্য হর্ম্যাবলী সমূলে উৎপাটিত ও জল স্রোতে স্থানান্তরিত হয়। ইতিপূর্ব্বে গঙ্গার স্রোত গৌরের প্রাচির পার্শ্বভাগ ধৌত করিয়া যাইত কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে তাহা রাজমহলের পর্ব্বতাবলীতে স্রোতসলিল ঘাত দ্বারা নানাদহ ও ঘুর্ণি উৎপত্তি করিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

সুজার বহুদর্শিতাভাব ও তরুণ বয়স্কতা জন্য বিপৎপাতাশঙ্কায় সম্রাট শাজিহান পুত্রকে বঙ্গের শাসনার্থ প্রেরণ কালে তৎ সমভিব্যাহারে আজিম খাঁকে প্রধানামাত্য রূপে প্রেরণ করেন। আজিম খাঁ ইতিপূর্ব্বে পঞ্চ বৎসরকাল বঙ্গে সুবাদারী করিয়াছিলেন এবং অনতিপূর্ব্বে সুজা তাঁহার কন্যার পাণীগ্রহণ করেন। মহম্মদ সুজা নিজ শ্বশুরকে সহমানে রাখিবার উদ্দেশেই হউক বা আপনাকে তাঁহার সান্নিধ্য হইতে মুক্ত করিবার মানসেই হউক, আপনার প্রতিনিধি স্বরূপ ঢাকায় থাকিতে ব্যবস্থা করেন, কিন্তু আজিম খাঁ তদবস্থায় থাকা বিরক্ত জনক বোধে স্বেচ্ছাক্রমে সম্রাটের অনুমতি পাইয়া আলাহাবাদের শাসনার্থ গমন করেন।

সুলতান মহম্মদ সুজা প্রথম রাজ্য সময়ে ইংরাজগণকে যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তিনি ইংরাজদিগকে বালেশ্বর ও হুগলীতে কুঠী করণের অনুমতি প্রদান করেন, কিন্তু তাহাদিগের অর্ণবপোত সকল গঙ্গায় প্রবেশ করিতে পারিত না। যে জাতী মোগল রাজগণের সমকক্ষ হইয়াছিল, যাহা পরে তিমুর বংশীয়গণের রক্ষা করিয়াছে এবং যাহা এক্ষণে ভারতবর্ষে এক প্রকার একাধিপত্য করিতেছে সেই জাতীয়গণের প্রতি প্রাগুক্ত রূপ অনুকুলতাচরণের কারণ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য বোধে আমরা এস্থলে যৎকিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাজিহানের এক

কন্যার বস্ত্রে অগ্নি লাগিয়া দেহ গুরুতর দগ্ধ হইবাতে প্রধানামাত্য আসফ খাঁর অনুরোধে সুরট হইতে এক জন ইউরোপিয় চিকিৎসক লইবার জন্য জনৈকদূত প্রেরিত হয় এবং তত্রত্য ইংরাজ বণিক সভা ঐ কার্য্য সম্পাদনার্থ "হোপ-ওয়েল" নামক অর্ণবপোতের চিকিৎসক গেবরিয়েল বাউটনকে প্রেরণ করেন। এই সময়ে সম্রাট শিবির দক্ষিণে সংস্থাপিত থাকাতে বাউটন অবিলম্বে তথায় গমন করিয়া ভাগ্যক্রমে চিকিৎসা দ্বারা কন্যাকে আরোগ্য করেন। সম্রাট্ অতীব সন্তুষ্ট হইয়া বাউটনকে প্রসাদ প্রার্থনানুমতি দিলে তিনি নিজ স্বার্থলাভে বিমুখ হইয়া এই প্রসাদ যাচ্ঞা করিলেন যে তাঁহার জাতীয়েরা যেন শুল্কদান ব্যতিরেকে বঙ্গের সহিত বাণিজ্য করিতে ও তথায় কুঠী নির্ম্মাণ করিতে পায়। সম্রাট বাউটনের প্রার্থিত বিষয়ে অনুমতি দিয়া একখান সনন্দ পত্র তাঁহাকে প্রদান পুর্ব্বক বঙ্গদেশে যাইবার আয়োজনাদি করিয়াদেন। ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বাউটন বঙ্গে আগমন করত পিপলিতে গমন করেন এবং অনতিবিলম্বে তথায় একখান ইংরাজ বাণিজ্য পোত উপস্থিত হইবাতে পূর্ব্বোক্ত সনন্দ বলে তিনি ঐ তরীর সমস্ত দ্রব্য বিনা শুল্কদানে বিক্রয় করেন। পর বৎসর সূজা বঙ্গের শাসনার্থ নিয়োজিত হইলে বাউটন রাজ-মহলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন ও অন্তপুরস্থা কোন অঙ্গনাকে পার্শ্ব বেদনা হইতে মুক্ত করিয়া বঙ্গেশ্বরের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়েন। এই ঘটনাতেই বাউটন সম্রাট দত্ত সনন্দকে কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হয়েন। মেঃ ব্রিজমান ও কএকজন ইংরাজ এই সময়ে পিপলিতে আগমন করিলে বাউটন তাঁহাকে রাজ সন্নিধানে লইয়া যান ও বালেশ্বর ও হুগলীতে কুঠীস্থাপনের আজ্ঞা লয়েন।

সূজা আট বৎসর বঙ্গখণ্ড সুশৃঙ্খলার সহিত শাসন করিলে পর সম্রাট আহ্বান করেন ও তাঁহার অনুপস্থিতিতে নবাব এতকাদ খাঁকে বঙ্গদেশে শাসনে নিযুক্ত করেন। এই সময়ে সম্রাট লাহোরে ছিলেন ও তথায় সূজা উপস্থিত হইলে বহু সমাদর ও স্নেহের সহিত আলিঙ্গনাদি পূর্ব্বক কিছু দিন নিকটে রাখিয়া পরে কাবুলের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করেন। কাবুলে দুই বৎসর সূজা থাকেন কিন্তু নিতান্ত বিরক্ত হয়েন। পরিশেষে ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে পুনর্ব্বার বঙ্গের সুবাদারী করণার্থ প্রেরণ করা হয়। দ্বিতীয়বারে মহম্মদ সূজা নয় বৎসর নির্ব্বিঘ্নে বঙ্গ শাসন করিয়া প্রজাবর্গকে সুখি করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে কোন রূপ গুরুতর দৈব বিপাক অথবা যুদ্ধাদি না হইবাতে প্রজাবর্গ বিশেষ স্বচ্ছন্দে ছিল, কৃষী, বণিক, পণ্ডিত প্রভৃতি সকল লোকই নিরাপদে নিজ২ ব্যবসায়ের অনুশীলন করিয়া সুখে সমৃদ্ধি লাভ করাতে দেশ সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতি লাভ করে। সূজার স্বভাব অতি উত্তম ছিল তাঁহার দয়া যথেষ্ট ছিল, নৃসংসতা জানিতেন না, অত্যাচারের বিরোধী ছিলেন এবং ন্যায় পরতাগুণে বিচার কার্য্য অতি পক্ষপাতীতার সহিত নির্ব্বাহ করিতেন। সূজা অতি সুশ্রী ও সম্ভ্রান্ত পুরুষ ছিলেন এবং যদিও শুদ্ধান্ত সুখপ্রিয় ছিলেন তথাপি রাজ কার্য্যে কোন অবহেলা করিতেন না। ইত্যাদিসদ্গুণে প্রজাগণ তাঁহার নিতান্ত অনুগত হইয়াছিল ও তাঁহার নিমিত্ত প্রাণ দিতেও পরাঙ্মুখ হইত না। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের মরণাপন্ন পীড়ার কথা সূজা শ্রবণে সসৈন্যে দিল্লির অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি লোক সমাজে প্রচার করিলেন যে সম্রাটের মৃত্যু হইয়াছে এবং তাঁহার ভ্রাতা দারা ঐ ব্যাপার গো-

পন করিয়া স্বয়ং সাম্রাজ্য গ্রহণ ও ভ্রাতাগণকে বিনষ্টকরণের চেষ্টায় আছেন। সুজা বহু সেনা সমভিব্যাহারে বারাণসী নগর সন্নিকটে উপনীত হইয়া শ্রবণ করিলেন যে গুজরাট হইতে তাঁহার অপর এক ভ্রাতা মোরাদ সাম্রাজ্য জন্য যুদ্ধার্থ আসিতেছেন। এদিকে ডারা নিজ পুত্র সলিমানকে ১০০০০ অশ্বারোহীর সহিত বঙ্গেশ্বরকে আক্রমণার্থ প্রেরণ করিলেন এবং রাজা জয়সিংহ ও দিলিয়ার খাঁকে সলিমানের সহায়তা করণে সসৈন্যে পাঠাইলেন। সুজা বাহাদুরপুরে গঙ্গায় পোত-সেতু নির্ম্মাণ করিতে ছিলেন এমত সময়ে সলিমান অপর পারে উপনীত হন। পীড়িত সম্রাটের অভিপ্রায়ানুসারে জয়সিংহ সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করাতে সুজা তাহাতে সম্মত হয়েন, কিন্তু সলিমান জয়সিংহাদির অজ্ঞাতসারে অকস্মাৎ তথা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে ছাউনি করিবার ব্যাজে নিজ সেনা লইয়া কয়েক ক্রোশ উত্তরে যাইয়া রজনীযোগে গঙ্গা পার হয়েন, ও বঙ্গেশ্বরের শিবির আক্রমণ করেন। সুজা সেনাগণকে পলায়নে নিবৃত্ত করণের অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কোন মতে তাহাদিগকে স্থির করিতে না পারিয়া স্বয়ং নৌকারোহণ পূর্ব্বক পাটনায় পলায়ন করিলেন ও তাঁহার শিবিরাদি সমস্ত সম্পত্তি বিপক্ষ দ্বারা গ্রহীত হইল। সলিমান কএক দিবস কিছু করেন নাই পরে পাটনাভিমুখে ধাবমান হইলে সুজা তথা হইতে মুঙ্গেরে প্রস্থান করিলেন। সলিমান মুঙ্গেরের দুর্গ গ্রহণে অক্ষম হইয়া তৎ সন্নিধানে ছিলেন এমৎ সময়ে তাঁহার পিতার বিপক্ষে মোরাদ ও আরঙ্গজেব যুদ্ধার্থ উপস্থিত হয়েন ও ডারা তাঁহাকে অবিলম্বে প্রত্যাবর্ত্তনাদেশ করাতে তিনি আগরা যাত্রা করিয়াছিলেন। সলিমানের প্রস্থানে সুজা সাহসী হইয়া পুনর্ব্বার সেনা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু ডারার পরাভব, শাজিহানের বন্দী হওন ও আরঙ্গজেবের সিংহাসনাধিকারের সংবাদ পাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। পরে সচিবাদির পরামর্শানুসারে আরঙ্গজেবকে এই বলিয়া পাঠান যে তিনি তাঁহার অধিনে বঙ্গ রাজ্যশাসন করিতে ইচ্ছা করেন অতএব তদ্বিষয়ে অনুমতি দিলে ভাল হয়। আরঙ্গজেব সুজার আন্তরিক ভাব বুঝিয়াছিলেন সুতরাং তিনি উত্তর দেন যে অনুমতি প্রদানের ক্ষমতা সম্রাটের, তন্নিমিত্ত যদবধি সম্রাট আরোগ্য না হন ও রাজ্য তান্ত্রিক বিবাদ না মিটে তাবধি কিছুই হইতে পারে না। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সুজার সৈন্যাদি সংগ্রহ সম্পূর্ণ হইলে তিনি আরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধার্থ যাত্রা করিয়া প্রয়াগের নিকট গঙ্গাপার হইয়া কাজোবাতে উপনীত হইলেন ও তথায় সম্রাট সেনা আসিয়া তাঁহার পথরোধ করিল। সুজা মৃণ্ময় প্রাচিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়া নিজ শিবিরের বামপার্শ্ব ও সম্মুখভাগ রক্ষণের উপায় করিলেন, দক্ষিণে নদী রহিল। পর দিবস প্রাতে যুদ্ধারম্ভ হইলে উচ্চ ভুমিতে স্থাপিত সুজার তোপাগ্নিতে আরঙ্গজেবের সেনা বিমুখ হইল ও সুজা অবিবেচনা ক্রমে উচ্চ স্থান হইতে কামানগুলি নামাইয়া ও সেনা সমস্তকে ফিরাইয়া শিবির মধ্যে আনিলেন। এই দিবস রাজা যশবন্ত সিংহ (যিনি আরঙ্গজেবের রাজপুত্র সেনার অধ্যক্ষ ছিলেন) আরঙ্গজেবের দল ত্যাগ করিয়া প্রস্থান কালে তাঁহার শিবির লুট করাতে সেনা মধ্যে যথেষ্ট গোলোযোগ ঘটে। সুজা তাহার কোন সংবাদ পান নাই ও অবধানতাক্রমে যে উচ্চ স্থানটী হইতে তোপ নামাইয়া লইয়াছিলেন তাহা রজনীযোগে আরঙ্গজেব অধিকার ও তথায় তোপ

স্থাপন করাতে বঙ্গেশ্বরের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। পর দিবস প্রাতে সুজা শয্যায় শয়নাবস্থায় আছেন এমত সময়ে উক্ত উচ্চস্থানে স্থাপিত আরঙ্গজেবের কামানের গোলা তাঁহার তাম্বুমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি দেখিলেন আর উপায় নাই সুতরাং স্থানান্তরে শিবির লইলেন ও সেনা সমস্তকে সমবেত করিয়া আক্রমণকারী শত্রুদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবর্ত্ত হইলেন। আরঙ্গজেবের সেনাগণ প্রথমতঃ অতি বেগে বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু বঙ্গীয় সেনাগণের দৃঢ়তায় তাহারা প্রত্যাবর্ত্তনে বাধ্য হইল। সুজা তখন এক অতি প্রকাণ্ড হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সদলের সহিত শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলেন ও আরঙ্গজেবকে এক হস্তীপৃষ্ঠে দেখিতে পাইয়া তাঁহার দিকে গজ চালাইলেন। নিজ বৃহৎ গজের আঘাত দ্বারা আরঙ্গজেবের গজ নষ্ট করিয়া তাঁহাকে বধ করাই সুজার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অপর এক জন বিপক্ষ গজারোহী তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সম্মুখ হইবাতে সেই আঘাতে তাহার হস্তী পতিত হইল, কিন্তু সুজার হস্তীও অত্যন্ত আহত হইয়া অগ্রসরণে বিমুখ হইল। তদ্দর্শনে বঙ্গেশ্বরের দলের অপর এক গজারোহী আরঙ্গজেবের গজকে গজাঘাতে হাঁটু গাড়িয়া ফেলাতে সম্রাট্ তাহা হইতে নামিতে ছিলেন এমৎ সময় তাঁহার সেনাপতি মিরজুমলা কহিলেন "আরঙ্গজেব আপনি সিংহাসন হইতে নামিতেছেন" এই সঙ্কেত বুঝিয়া আরঙ্গজেব নিজ হস্তীকে পুনর্ব্বার উঠাইয়া তাহার পদে শৃঙ্খল বাঁধিয়া রাখিলেন ও তাঁহার সাহস দর্শনে সেনাগণও বলের সহিত যুঝিতে লাগিল। এপক্ষে সুজা আলীবর্দ্দিখাঁর (অনেকে কহেন আলীবর্দ্দি উৎকোচ লইয়া ঐ পরামর্শ দেন) পরামর্শে নিজ আহত হস্তী হইতে নামিয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক সেনাগণের উৎসাহ বর্দ্ধনে যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সন্নিকটস্থ সেনা ব্যতিরেকে অপরে তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া ও রাজগজ শূন্য দেখিয়া বিবেচনা করিল যে বঙ্গেশ্বর নিহত হইয়াছেন, এবং রণে ভঙ্গ দিল। সুজা অগত্যা ছদ্মবেশে পাটনায় প্রস্থান করিলেন, এবং আরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ তাঁহার পশ্চাৎ২ তথায় যাইলে তিনি মুঙ্গেরে প্রস্থান করিলেন ও অনেক সহচর পুনর্ব্বার মিলিত হইবাতে তিনি মুঙ্গেরের দুর্গাদি দৃঢ়তর করিলেন, এবং তেরিয়াগিরি ও শিক্লিগলির দুর্গাদি পুনঃ সংস্করণের আজ্ঞা দিলেন। এ দিকে মহম্মদ পাটনা অধিকার করতঃ তথায় মিরজুমলার অপেক্ষায় রহিলেন, এবং উক্ত সেনানীর আগমনে তাঁহাকে সহর ঘাটীর পথ দিয়া বঙ্গাভিমুখে যাইতে বলিয়া স্বয়ং মুঙ্গের বেষ্টন করিলেন। পরে যখন সুজা মিরজুমলার বিষ্ণুপুরে প্রবেশের সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি মুঙ্গেরে আর না থাকিয়া রাজ মহলে নিজ পরিবার ও ধনাদি রক্ষার্থ প্রস্থান করিলেন। মহম্মদ অবিলম্বে তেরিয়াগিরি ও শিক্লিগলির পার্ব্বত্য পথ অধিকার করতঃ রাজমহল আক্রমণ করিলেন ও মিরজুমলা পশ্চাৎ হইতে তাঁহার সহিত যোগ করিলেন। সুজা ছয় দিন রাজমহল রক্ষা করণান্তে এক তামসী মেঘাবৃত রজনীতে সপরিবারে ধন সম্পত্তির সহিত নদী পার হইয়া টণ্ডায় গমন করিলেন। ভাগ্যক্রমে ঐ রাত্রেই বহু বৃষ্টিতে নদী পরিপূর্ণ হইবাতে সম্রাট সেনা তাহা পার হইতে পারিল না এবং বর্ষা আরম্ভ হওয়ায় চারিমাস কাল রাজমহলে ছাউনি করিয়া রহিল। এই অবসরে সুজা অনেক সেনা সংগ্রহ ও বঙ্গ হইতে তোপাদি আনাইলেন, এবং তাঁহার সরল ব্যবহারে

পরিতৃপ্ত অনেক ইউরোপিয় ব্যক্তি সেনা হইল। সুজার কন্যার সহিত মহম্মদের বিবাহের কথা পূর্ব্বে হইয়াছিল, কিন্তু আরঙ্গজেবের অমতেই তাহা ঘটে নাই। এক্ষণে সুজার কন্যা এক পত্র লেখাতে মহম্মদ তৎপাঠে মুগ্ধ হইয়া টণ্ডার গমন করতঃ সুজার পক্ষ হইলেন ও তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। এদিকে মিরজুমলা সমস্ত সেনাকে বশ করিয়া তরিসেতু নির্ম্মাণ করতঃ অবিলম্বে টণ্ডার সম্মুখবর্ত্তী হইলে সুজা তাঁহার সেনা সমস্ত লইয়া এক প্রান্তরে ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন ও মহম্মদকে সম্মুখে রাখিলেন। দুই দলে যুদ্ধারম্ভ হইলে মিরজুমলার অশ্বারোহী সেনার সম্মুখে বঙ্গীয় সেনা অস্থির হইয়া ভঙ্গ দিল ও সুজা জামতার সহিত দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং রাত্র যোগে সমস্ত ধনাদি লইয়া পরিবারের সহিত ঢাকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ পুনর্ব্বার মিরজুমলার নিকট আইসেন, কিন্তু যে কারণে আইসেন তদ্বিষয়ে নানা মত এ জন্য আমরা এস্থলে তাহার কিছুই লিখিলাম না। মিরজুমলা আরঙ্গজেবের আজ্ঞানুসারে মহম্মদকে প্রহরী সেনা সমভিব্যাহারে দিল্লীতে পাঠাইয়া স্বয়ং ঢাকায় সসৈন্যে গমন করিলেন। সুজা দেখিলেন যুদ্ধ করা তাঁহার পক্ষে তৎকাল সম্ভব নহে সুতরাং তিনি ঢাকা হইতে প্রস্থান করতঃ ত্রিপুরায় গমন করিলেন ও তথা হইতে আরাকানে যাইয়া তত্রত্য রাজার আশ্রয় লইলেন। আরাকানের রাজা প্রথমতঃ তাঁহাকে সাদরে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু কিছু দিন পরে বঙ্গের সুবাদারের ভয়েই হোক্ বা অর্থ লোভেই হোক্ ছলক্রমে কৌশল করিয়া সুজাকে সপরিবারে সংহার করেন। সুজার জামতাও পিতৃরাজ্য লইয়া অধিকতর সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। যদিও তাঁহারই সাহস ও শ্রমে সাম্রাজ্য আরঙ্গজেবের হস্তগত হইয়াছিল তথাপি বিদ্রোহান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহম্মদ গোয়ালিয়রের দুর্গে সাত বৎসর কাল অবস্থানান্তে কারাবাসে প্রাণ ত্যাগ করেন।

বারণাবতের লুকোচুরি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বারণাবত নাম শ্রবণ করিলে অনেকের চিত্তে দুর্য্যোধনের ক্রূরতা পুরোচনের জতুগৃহ নির্ম্মাণ, এবং তন্মধ্যে পাণ্ডবগণের স্থিতি এই সকল উদয় হইতে পারে। কিন্তু আমাদিগের সে বারণাবৎ নয়। আমাদের বারণাবতে পঞ্চপাণ্ডবও ছিলেন না, দুর্য্যোধনও ছিলেন না, বরং বিরাটের একটী কীচক আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে অদ্যাবধি একটিও ভীম জন্মগ্রহণ করে নাই। বারণাবৎ আমাদিগের বর্ত্তমান রাজধানী কলিকাতার ছয় সাত ক্রোশ উত্তর, পল্লীগ্রাম, পূর্ব্বে এখানে জেলা ছিল, এখন চব্বিশ পরগণার একটী বিভাগ বলিয়া ভুগোলে উল্লেখিত আছে। পূর্ব্বে এই পল্লিগ্রামটী স্বাস্থ্যজনকতার নিমিত্ত বিখ্যাত ছিল, সুতরাং অনেক শ্বেত মনুষ্যেরা বায়ুসেবন করিতে আসিতেন। তৎকাল-নির্ম্মিত বায়ুসেবন গৃহটী আজও প্রবল ঝটিকাক্রমণ পরাজয় করিয়া, একটী পুরাতন সরোবর তীরে শোভা পাইতেছে। তন্নিকটে আর একটী পুরাতন সরোবর আছে। তৎতীরস্থ তেতুঁল বৃক্ষটী অদ্যাবধি আমাদিগের পীরের অশ্ববন্ধন চিহ্নটি ধারণ করিয়া আছে। স্বভাবসৌন্দর্য্য প্রায় সমভাবে আছে, কিন্তু উনিশ শতাব্দির সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত প্রতিবাসিদিগের আচার ব্যবহারের কিছু

পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যে সব স্থান ধুপ ধুনার গন্ধে ব্যাপিত থাকিত, শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি এবং শাস্ত্রীয় আলোচনার দ্বারা আত্মার গভীর ভাব উদ্দীপন করিত, সেই সব স্থানে গলা টিপ্লে দুধ-বেরোয় এমন সব ছোঁড়ারা হয়তো বাইবেল, নয়তো ব্রহ্ম-ধর্ম্ম পড়িতেছে। দলাদলির আক্রোশের বৃদ্ধি দিন দিন হইতেছে, সকলেই সকলকে স্বদলস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সকলেই জোয়ারের জলের ন্যায় এক দল হইতে অন্য দলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নব্য বাবুরা যাঁদের "ঘরের ভিতর ছুঁচোর কীর্ত্তন" তাঁরা ইংরাজী রকমে পোশাক পরেন, এবং ইংরাজী চালে চলেন, প্রাচীন টিকিওয়ালা ভট্টাচার্য্য দেখিলে প্রায় "ড্যাম বেঙ্গালী" বলিয়া তাড়াইয়াদেন।

এই বারণাবতে জগত, কিশোর, হলধর প্রতাপ, হিরন্ময়, বসন্ত প্রভৃতি কএকটী ভদ্রসন্তান বাস করেন। শৈশবাবধি ইহাঁদিগের পরস্পরের সহিত অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ ছিল; অদ্যাবধিও সেই প্রণয় সমভাবে আছে। একদা সকলে জগতরূপ উদ্যান স্থিত লতামণ্ডপ দর্শনে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সেই উদ্যান মধ্যে বেড়াতে গেলেন। লতামণ্ডপে যাইবার পাঁচটি পথ ছিল। পাঁচটি পথের নাম জিতেন্দ্রিয়তা, শীর্ণতা, মোহ, মূর্চ্ছা এবং অরতি। হিরন্ময় এবং বসন্ত জিতেন্দ্রিয়তা পথটি অবলম্বন করিলেন, জগত মোহ, কিশোর অরতি, প্রতাপ মূর্চ্ছা, এবং হলধর শীর্ণতা। জিতেন্দ্রিয়তা পথ অবলম্বন করিয়া লতামণ্ডপে যাওয়া বড় সহজ নহে। কাম নামক রাক্ষসি সেই পথমধ্যে বাস করিত। মায়াবিনী নিশাচরী ভয়ঙ্কর মুখব্যাদান করিয়া হিরন্ময় এবং বসন্তের পথ অবরোধ করিল। হিরন্ময় ভয়ে জড়সড় হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন, কিন্তু বসন্ত স্বীয় বান্ধবের দশা দেখিয়া ধৈর্য্যাস্ত্র লইয়া রিপুদমন শরাসনে টঙ্কার দিলেন। নিশাচরী বাণাঘাতে বাতাহত কদলি-বৃক্ষের ন্যায় পড়ে গেল। বলতে-ভুলে গিয়াছি বসন্তও একবার পড়ে গিছলেন !!

হলধর, প্রতাপ, কিশোর এবং জগতের তাদৃশ কোন প্রতিরোধ ঘটে নাই, তাঁরা হন্ হন্ করে চলে যেতে লাগ্‌লেন। লতামণ্ডপ দেখিতে পাইলেন, বোধ হইল যেন একটি কামিনী নীলাম্বর পরিধান করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কেশ সদৃশ লতা সকল ফণিসম দুল্‌তেছে। কামিনী প্রথম বোধ হইল যেন অবগুণ্ঠনবতী, কিন্তু হটাৎ পবন হিল্লোলে বসন উড়ে যাওয়াতে বোধ হইল কামিনীর নাসিকাটী বড় টিকলো নহে, কিন্তু ভ্রূদ্বয় কন্দর্প চাপময়; চক্ষু দেখে বুঝি হরিণী বনমধ্যে আশ্রয় লয়েছে; কটিদেশ দেখে পশুরাজ বনমধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে। কিন্তু নিতম্ব দেশ বড় অপ্রশস্ত সুতরাং চন্দ্রহারের বড় অপমানের স্থান। লতামণ্ডপ এইরূপ কামিনীর ন্যায় সজ্জা করে যেন তাঁদের আহ্বান করিতে লাগ্‌লো, তাঁরা ছুট্‌তে লাগ্‌লেন, কিন্তু এক্ষণে এক প্রতিবন্ধক উপস্থিত। লতামণ্ডপ একটী নদীর পরপারে ছিল। নদীটির নাম আমরা বিশেষ জানি না। কিন্তু সেই প্রদেশটীর নাম আপান ভুমি। অতএব আমরা সেই নদীটিকে আপানভুমিস্থ নদী বলে উল্লেখ করিব। নদীটি আমাদের এই গঙ্গা যমুনার ন্যায় নয়। তার জল ঈষৎ লালবর্ণ, কিন্তু গঙ্গার ন্যায় নদীটির একটি ইতিহাস আছে। কথিত আছে ভগিরথ পিতৃগণ উদ্ধার নিমিত্ত কঠোর তপস্যাবলে স্বর্গ হইতে এই গঙ্গাকে আনয়ন করেন। আমাদের এই আপানভুমিস্থ

নদীটিও বোধ হয় সেই রূপ ভারতবাসীর "উদ্ধারের নিমিত্ত" শ্বেতগণেরা এই ভারতবর্ষে আনয়ন করিয়াছেন। লোহিত সাগরের উপর দিয়া আনয়ন কালিন ঐ সাগরের জলের সহিত মিশ্রিত হওয়াতে বোধ হয় এই নদীটির জল ঈষৎ লাল হইয়া থাকিবে।

হলধর, কিশোর এবং জগত পার হইবার কোন উপায় না দেখিয়া ঝপাৎ করে জলে পড়্‌লেন্। প্রতাপ বাবু একবার দাঁড়ালেন, বল্লেন যাওয়া হলো না, কিন্তু সঙ্গিগণের সাঁতার দেখিয়া আর থা'কৃতে পার্‌লেন না। 'নৈবিদ্য দেখে যেন ভেড়ার মুখ চুল্‌কে উট্‌লো।' তিনিও সাঁতার দিতে লাগ্‌লেন। প্রথম অভ্যাস সুতরাং সাপের ন্যায় হেঁকে বেঁকে চল্লেন। কালিদাস প্রভৃতি কবিবরেরাও লতামণ্ডপ দর্শন করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা নদীটি আলগোচে পার হইয়াছিলেন।

অনেক কষ্টে তাঁহারা আপানভূমিস্থিত নদীটি পার হইলেন। প্রতাপের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট হইয়াছিল। নদী পার হইবার পূর্ব্বে তাঁহার এক অলৌকিক সৌন্দর্য্যতা ছিল এক্ষণে সে সৌন্দর্য্যতা সুন্দর রক্তিমাবর্ণে চিত্রিত হওয়াতে অতিশয় নয়নপ্রীতিকর হইল। অপাঙ্গদেশ ঈষৎ রক্তিমাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া বালার্কের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। জগত, কিশোর এবং হলধরের সৌন্দর্য্যতা প্রতাপের অপেক্ষা অধিক হয় নাই। বাস্তবিক্ বলতে গেলে প্রতাপের স্বভাব সৌন্দর্য্যতা অতি রমণীয় ছিল, যদিচ অঙ্গসৌষ্ঠবে বসন্ত অপেক্ষা বড় শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। নদীর পরপারে অনতিদূরে লতামণ্ডপ। জগত, কিশোর, এবং হলধর দ্রুতপদে লতামণ্ডপে পৌছিবার নিমিত্ত গমন করিতে লাগিলেন। প্রতাপ কিছু পশ্চাৎ পড়্‌লেন; খানিক গেলেন, আবার দাঁড়ালেন। কেন যে দাঁড়ালেন যদ্যপি কোন ভাবুক সেই খানে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার মুখ তৎকালিন অবলোকন করিতেন তাহা হলে তিনিই বুঝতে পারতেন। অতি শীঘ্র তিনি আবার যেতে লাগ্‌লেন। লতামণ্ডপের সমিরণ বিষাগ্রবিশিষ্ট শর সম তাঁহার শরীর বিদ্ধ করিতে লাগিল।

হটাৎ মেঘের উদয় হইয়া ভয়ঙ্কর ঝটিকা উত্থিত হইল। জগত, কিশোর এবং হলধরকে উড়াইয়া লইয়া গেল। প্রতাপ যদিও কিছু ভয় তরাসে তথাচ নিতান্ত আটাশে নহেন, তিনি লতামণ্ডপের গোড়ার শিকড় ধরিয়া রহিলেন। ঝড় থেমে গেল, প্রসন্ন সূর্য্য উদয় হইল, লতামণ্ডপ পুনরায় পূর্ব্বভাব ধারণ করিল। প্রতাপ লতামণ্ডপে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। ঝড় কালীন লতামণ্ডপের একটি ডাল ভেঙ্গে গিয়াছিল, ডালটি কঙ্কনের শব্দের ন্যায় ঝনাৎ করিয়া তাঁর মস্তকোপরি পতিত হইল। প্রতাপ একবার উহু করিয়া মস্তকে হাত দিলেন, আবার উঠিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে হিরণ্ময় এবং বসন্ত জিতেন্দ্রিয়তা পথস্থিত কাম নামক রাক্ষসিকে বিনাশ করিলেন। মায়াবিনী নিশাচরী বিনাশ হইলে পর হিরণ্ময় এবং বসন্ত লতামণ্ডপে পৌছিবার আশে দ্রুত পদচালনা করিলেন। ইহাঁরা আপান ভূমিস্থ নদীটী আল্‌গোচে পার হইলেন। হিরণ্ময়ের গুণের কতকগুলি ডালপালা বেরুলো। পাঠকগণ যদি বল হিরণ্ময় বৃক্ষটি ক্যামন? বোধ হয় শাল্মলি বৃক্ষ দেখে থাক্‌বেন; কেমন লাল বড় বড় ফুলগুলি বেশ চেকন্ চাকন্ দেখ্‌তে;

কিন্তু আমাদের হিরন্ময় বৃক্ষটি ঠিক্ শাল্মলিবৃক্ষের ন্যায় নয়, কারণ হিরন্ময় বৃক্ষের ফুলগুলির বেশ একটু২ গন্ধ ছিল। শাখাগুলির নাম অধৈর্য্যতা, আসক্তা, অতৃপ্ততা এবং মানসিক হ্রাসতা ইত্যাদি। হিরন্ময় লতামণ্ডপে প্রতাপ, জগত, হলধর এবং কিশোর অপেক্ষা অগ্রে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রিয় সুহৃদ বসন্তকে না দেখিতে পাইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ঝড়ে যেমন কাশপুষ্প উড়্‌তে থাকে, জগতাদি সেইরূপ উড়্‌তে লাগ্‌লেন, মধ্যে২ চোকে সর্‌ষের ফুল উড়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। কিন্তু সে সব কষ্ট তাঁদের কষ্টের মধ্যে গণ্য হয় নাই। লতামণ্ডপের উপর বিদ্যুৎ পড়িতেছিল, যেন নবীনা যুবতী বিদ্যুৎহাঁসি হাঁস্‌তে ছিল। তাঁরা নাকি রসিক, মনে কর্‌লেন, যেন তাঁদের প্রণয়িনী তাঁদের কষ্ট দেখ্‌তে না পেরে হাঁস্‌তেছেন!! হিরন্ময় নিতান্ত হাল্‌কা তাই ডুব মার্‌তে পারেন নাই, বসন্ত নিতান্ত বেরসিক তাই জ্ঞানরূপ কাদা খুঁচিতে ছিলেন, কাদা খুঁচে এক চিংড়ি পেয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের রসিক বাবুরা পাঁঠা পেয়েছিলেন ও মনে কর্‌লেন তাকে জবাই করে সেদিনের আহার হবে। হাড়ি কাঠে না নেযেতে নেযেতে পাঁঠাটি ঘেউ ঘেউ করে উট্‌লো। হলধর বল্লেন ভাই পাঁঠাটা যে ঘেউ ঘেউ করে। কিশোর কিছু বিজ্ঞ ছিলেন বল্লেন তবে বুঝি পাঁঠাটাকে কুকুরে কামড়েছে। জগত বল্লেন না না পাঁঠাটা বিলাতি ডাক ডাকছে। উনিশ শতাব্দীতে সকলেই সভ্য হয়েছে, বোধ হয় পাঁঠাটাও বুঝি সভ্য হয়ে থাক্‌বে। হলধর বল্লে তা হতে পারে কেন না সে দিন আমাদের ধোপার গাধাটা বেরালের মত ডাক্‌ছিলো। এই বল্‌তে২ তাঁরা পা পিছলে শুষ্ক ড্যাঙ্গায় আছাড় খেলেন। আমাদের বিলাতি পাঁঠাটিও অবসর বুঝে প্রাণের দায় এড়িয়ে গ্যাল।

পাঠকগণ! অগ্রে লিখিয়াছি যে প্রতাপ লতামণ্ডপের শিকড় ধরে বসে ছিলেন। সেই শিকড়ের নিচে একটি মুষিক বহু কালাবধি বাস করিত, আজ তার বুঝি অন্তিম কাল উপস্থিত হয়েছিলো তাই সে যেমন বার হচ্ছিল অমনি প্রতাপ ইলিশ মাছ বোলে কামড়ালেন, এবং বল্লেন রেলওয়ে কোম্পানির দৌলতে আজ কাল ঢের ইলিশ মাছ কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্চে, কিন্তু তিনি যে এ ইলিশ মাছটি গাছের গোড়ায় পেলেন, সেটি তাঁর পূর্ব্ব জন্ম উপার্জ্জিত সুকৃতির পুরস্কার।

এখন সন্ধ্যা উপস্থিত, ঝিল্লিরা সুরে তান দিতে আরম্ভ করিল। রজনী নীলাম্বরাবৃতা সুন্দরি কামিনীর ন্যায় তিমিরাবগুণ্ঠিতা হইয়া এক এক বার বিদ্যুত হাঁসি হাঁস্‌তে লাগলেন। দুরস্থিত প্রান্তরোপরি জলপতন শব্দ কঙ্কণের শব্দের ন্যায় শোনা যাইতে লাগিল। হিরন্ময় এবং বসন্ত এই স্বভাব সুন্দরি কামিনিটিকে দেখিয়া তাঁর রূপসাগরে মগ্ন হইলেন। লতামণ্ডপের বিষয় আর মনে রইল না। ক্রমে নিশি অবসান হইল, পবন মৃদু মৃদু বায়ু বিজন করতে লাগলো; দ্বিজগণেরা মধুর স্বরে গান আরম্ভ করিল; প্রতাপ উঠলেন আজ তাঁর চিত প্রফুল্ল নাই; কেমন এক রকম মনমরা। বাটীর বিষয় মনে পড়্‌লো, বল্লেন "লতামণ্ডপ শীঘ্র ফিরিয়া আনিব এই বলিয়া আসিয়া ছিলাম, ঝটিকা কর্ত্তৃক নীত হইয়া এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। জগত কিশোর এবং হলধর কোথায় গ্যাল তারা বুঝি বাটী গিয়াছে।" এই বলিয়া লতামণ্ডপের পানে একবার চাইলেন অমনি দাঁড়ালেন। মনোমধ্যে দুর্জ্জয় ভাবের

উদয় হলো, বল্লেন যদি এলুম তবে একবার লতা মণ্ডপ ক্যান দেখে যাই না। এই বলিয়া লতা মণ্ডপের চতুষ্পার্শ্বে ব্যাভাতে লাগলেন। দৈবের গেরো, কখন কি হয় বলা যায় না, লতামণ্ডপের একটি ডালে এক মনোহর পুষ্প দেখিতে পাইলেন। পুষ্পটির সৌন্দর্য্যতার কথা অধিক বলা বাহুল্য। অরবিন্দ, অশোক, নবচুত, নবমল্লিকা এবং নীলোৎপল এই কয়েকটী কন্দর্পের অস্ত্র! কিন্তু এ ফুলটি তাঁর "অনাসবাখ্যং পুষ্পব্যতিরিক্ত মস্ত্রং।" প্রতাপ এই ফুলটি তুলতে ইচ্ছা করলেন; কিন্তু লতামণ্ডপের নিকট যাবা মাত্র পবন কর্ত্তৃক উত্থিত হইয়া উপরিস্থ শাখায় জড়িয়ে গেল। আর নাগাল পাওয়া যায় না। অন্য কোন উপায়ও নিকটে নাই, তিনি নিতান্ত বেরসিক ও ছিলেন না; দেখ্‌তে পেলেন, যে শাখাতে পুষ্পটি প্রস্ফুটিত ছিল সেই শাখাটি শিকড় হইতে উদ্ভব হইয়াছে। তিনি ভাবলেন যে তবে শিকড় ধরে টানি। এই বলিয়া প্রতাপ যখন শিকড়ের নিকট বসিলেন ঠিক্ বোধ হলো যেন কৃষ্ণচন্দ্র রাধিকার পায় ধরছেন!!! শেকড়ে হাত দিবা মাত্র ফুলটি নিচেয় এলো, তিনি ফুলটি তুলিয়া নিলেন ও পুষ্পটি লইয়া যেমন আঘ্রাণ করিলেন অমনি বিষাক্ত ক্ষুদ্র কীট সকল তাঁর নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। অচেতন হইয়া অমনি ভূমিতলে পতিত হইলেন।

এদিকে জগত বাটী আসিয়া প্রতাপকে দেখ্‌তে না পেয়ে তাঁর অন্বেষণে পুনর্ব্বার লতামণ্ডপের নিকট গেলেন, হিমেরের সহিত বসন্তের যেমন প্রণয় জগতের সহিত ও প্রতাপের তাদৃশ ছিলো। জগত আসিয়া দেখলেন যে প্রতাপ ধরণী বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে রয়েছেন, দেখে অতিশয় দুঃখান্বিত হলেন। তাঁর একটুং ডাক্তারি আসতো দেখলেন যে তাঁর মৃত্যু হয় নাই জীবন সঞ্চারের উপায় আছে। অনেক যত্ন করাতে প্রতাপের চেতন হইল। পাঠকগণ মনে করিতে পারেন প্রতাপ আর কখন লতামণ্ডপে গমন করবেন না, কিন্তু এতাদৃশ অনুমান অমূলক। "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনি।" প্রতাপও তাই কর্‌লেন। জগৎ অনেক বোঝাইলেন কিন্তু সে সমস্ত অনর্থক হলো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এক দিন, দুদিন, এই প্রকার তিন মাস অতীত হইল প্রতাপের কোন খবর নাই। যদিচ প্রতাপ এবং জগৎ একদেশবাসী এবং যখন তিনি ফির্‌লেন তখন খবর পাবার আশ্চর্য্য কি? জগৎ ফিরলেন না, প্রতাপের সহিত লতামণ্ডপেও রইলেন না। তিনি কোথা গেলেন, নিরুদ্দেশ। বৃদ্ধা জননী অনাহারে প্রাণত্যাগের গোচ্ হয়ে উট্‌লেন কিন্তু বাষ্পাকুললোচনা সাবিত্রীসমা সাধ্বীর সেবায় সেটী ঘটে নাই, স্ত্রীর নাম বিলাস।

বিলাসের নিদ্রা নাই, অবিরত তিনি প্রায় বাটীর ছাদের উপর বসিয়া থাকিতেন। এক দিবস বসিয়া আছেন এমন সময় প্রভাত হইল, কমলিনীকান্ত সহস্ররশ্মি রথে আরোহণ করে পূর্ব্ব দিগ্‌ভাগে উদয় হলেন। নিকটস্থ সরোবরোপরে পতিত ছায়া মৃদু বায়ুভরে দোলায়মান হওয়াতে বোধ হোলো যেন রবি প্রিয়ার নিকট কেমন করে মুখ দেখাবেন সেই ভয়ে কাঁপছেন। দ্বিজগণ চতুর্দ্দিকে কিচ্ কিচ্ করাতে বোধ হতে লাগলো যেন সখিগণেরা সূর্য্যকে কমলিনীকুঞ্জে যেতে বারণ কর্‌ছে। বিলাস এই সব দেখে পুরুষের নিষ্ঠুরতার বিষয় ভাবতে লাগলেন। কমলিনী কিন্তু অবিলম্বে পাপড়ি সদৃশ ঘোমটা খুলি-

লেন, সূর্য্যের হাঁসির ছটা বেরুলো, দ্বিজগণেরা মিলনসূচক গান গাইতে আরম্ভ করিল।" বিলাস দেখলেন যে দুঃখের শেষ আছে, কিন্তু নিজ দুঃখের বুঝি আর পার নাই, এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(উমাচরণ এবং প্রমথনাথ।)

পাঠকগণ! লতামণ্ডপে আজ এক নতুন দৃশ্য উপস্থিত। ঐ দেখুন দুই যুবা আপানভুমিস্থ কদম্ব তরুতলে বসে আছেন। এঁরা কে? ইহাঁরা বারণাবতবাসী উমাচরণ এবং প্রমথনাথ। উমাচরণের রং চাঁপাফুলের ন্যায়, জাতি ক্ষত্রিয়,এখন-পরমহংস হয়েছেন, দাড়ি রেখেছেন। প্রমথনাথ ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, স্থূলাকার কিন্তু অঙ্গসৌষ্ঠবে উমাচরণ অপেক্ষা বড় ন্যূন নন্। কদম্বতরুতলে বসাতে বোধ হচ্চে যেন কৃষ্ণ এবং বলরাম গোচারণ করিয়া ক্লান্ত হইয়া যমুনাতীরস্থ কদম্বতরুতলে বিশ্রাম কর্ছেন। বাস্তবিক্ এই উপমাটী ঠিক খাটে। বলরাম কৃষ্ণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ফরসা। যদি বলেন যমুনা কৈ? লতামণ্ডপ নিকটস্থ আপানভুমির নদীটি ঠিক্ যমুনার ন্যায়, প্রভেদ এই যে যমুনার জল কাল কিন্তু আমাদের এ নদীটির জল লাল।

অনতিদূরে দেখুন এক সন্যাসী 'হর হর' করে গালবাজায়ে আস্ছেন। উমাচরণ এবং প্রমথনাথ একদৃষ্টে তাঁরদিকে চেয়ে রইলেন। সন্যাসী ক্রমেং তাঁদের নিকটে এলেন, তাঁরা প্রণাম করলেন, সন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিলেন। আশীর্ব্বাদ সময় সন্যাসী যেন কিছু সঙ্কুচিত হলেন। পাঠকগণ, সন্যাসিটি কে? ইনি সন্যাসী বেশধারী সাধ্বী বিলাস স্বামির অন্বেষণ নিমিত্ত গমন করছেন, সুতরাং পুরুষের সহিত কথা কহিতে লজ্জা পেলেন। আহা যে কেশ বেণী সাপিনীর তাপের কারণ ছিল, আজ তৈলাভাবে জটা হয়েছে। অগ্রে যে হার বক্ষঃস্থিত চন্দন দ্বারা মনোহর শোভা ধারণ করিত, আজ তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া কঠিন কুচোপরে প্রাতঃকালের সূর্য্যের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ উত্তরীয় বন্ধন করেছেন। যে হস্তাগ্রে লাক্ষারসকর্ত্তৃক ওষ্ঠ রঞ্জিত করিত, আজ সেই হস্তের অক্ষমালা সহচর হইয়াছে। যিনি কখন সূর্য্যমুখ অবলোকন করেন নাই, আজ তিনি কঠোর কিরণতাপে অনায়াসে গমন কর্ছেন। তিনি এপ্রকার ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন যে উমাচরণ এবং প্রমথনাথ তাঁকে স্ত্রীলোক বলে সন্দেহ করেন নাই। সন্যাসী গমন করুন দেখা যাক উমাচরণ এবং প্রমথনাথ কি করলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উমাচরণ এবং প্রমথনাথ কিছু মাতাপাগলা ছিলেন। 'ডনকুইকৃষট' যেমন কল্পিত বস্তুকে প্রকৃত মনে করে অদ্ভুৎ কাজ করেছিলেন, এঁরাও তেম্নি আরব্য উপন্যাস পড়িয়া স্ত্রীলোকের প্রতি তাঁদের একপ্রকার বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। স্ত্রীলোক কখন সাধ্বীনহে তাঁদের এই এক দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। প্রমথনাথ এবং উমাচরণ সেই কদম্ব তরুতলে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া লতামণ্ডপাভিমুখে গমন করলেন। প্রমথনাথ এবং উমাচরণ আপানভুমির নদীটি জগৎ এবং প্রতাপের ন্যায় পার হলেন। নদীপার হইবা মাত্র লতামণ্ডপ তাঁদের নয়নপথে পতিত হইল। এখন রজনী উপস্থিত। কমলিনীকান্ত আস্তচলে গমন করেন। কমলিনী পতিবিরহে কাতরা বামার ন্যায় পাপড়ি সদৃশ ঘোমটা দিলেন। চক্রবাক প্রিয়াকে ত্যাগ করিয়া

নদীর পরপারে গমন করিল। পেচক ঘুৎ ঘুৎ করে শব্দ করতে লাগলো। কাকেরা পেচকের ভয়ে বাঁশঝাড়ে লুকাইয়া রহিল। দূরস্থিত কবিমন উন্মাদিনী প্রস্রবণ শব্দ তিমিরাবগুণ্ঠিত পুরমার্গে মেঘগর্জ্জনভীতা নারিকাদিগের পদমঞ্জুরের শব্দের ন্যায় শোনা যাইতে লাগিল। প্রমথনাথ এবং উষাচরণ রজনী আগত দেখিয়া সেখানে বিশ্রাম করিবার আরম্ভ করলেন। প্রমথনাথ গান গাইতে লাগলেন।

হোলো দিবা অবসান ;
অস্তাচলে দিনমণি করিল প্রস্থান ;
নাথেরে লইয়ে সতী, প্রফুল্লিত মায়াবী,
মনোদুঃখে কমলিনী ঢাকিল বয়ান।
দিনমণির গমনে, চক্রবাক খেদমনে,
প্রাণের প্রিয়সী ছাড়ি করিল পয়ান।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।—(মিলন)

আমাদের সন্যাসী একে পথ চিনতেন না তাতে রজনী আগত হিংস্রক পশু সকল গর্জ্জন করতে লাগলো। একমাত্র নিরাশ্রয়ের আশ্রয় সেই অনাথনাথকে ডাকতে২ তিনি গমন করতে লাগলেন। তিনি ক্রমেং লতামণ্ডপের নিকট উপস্থিত হলেন। প্রতাপ সেই লতামণ্ডপ নিকটস্থ পর্ণশালার দ্বারে মণিহারা ফণির ন্যায় বসেছিলেন। সন্যাসিকে আসিতে দেখিয়া উঠে দাঁড়ালেন। আমাদের সন্যাসী ক্রমে তাঁহার নিকটে এলেন। প্রতাপ প্রণাম করলেন। তিনি সেই ছদ্মবেশধারী সন্যাসিকে নিজ বণিতা বলে চিনতে পারলেন না। সন্যাসীও তাঁহাকে স্বামী বলিয়া জানতে পারেন নাই। বাস্তবিক্ প্রতাপের শ্রী পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিভিন্ন হইয়াছিল। সন্যাসী সেখানে থাকিবার অভিলাষ প্রকাশ করলেন, প্রতাপ তাতে অস্বীকার করলেন না। প্রতাপ যদিচ সন্যাসিটিকে চিন্তে পারেন নাই তথাচ তাঁকে দেখিয়া মনোমধ্যে একপ্রকার দুর্জ্জেয় ভাবের উদয় হয়েছিল। স্বরশ্রবণে আরো সে ভাবের বৃদ্ধি হতে লাগলো তিনি মনে বল্‌লেন।

আহা কি সুমিষ্ট স্বর, মধুর নিনাদে
প্রবেশ করিল মম কর্ণ কুহরেতে।
কারকণ্ঠ হতে উহা! প্রবেশিয়ে কেন,
এ শ্রুতি যুগলে ক্ষণে, উথলিল মম,
প্রশান্ত মনঃসাগরে অবেগ তরঙ্গ!
যথা পবনের বেগ বলে অকস্মাৎ,
উঠে ঊর্ম্মিদলস্থির সাগরের দেহ,
ব্যাপি বহু দেশ। করিল শোক পাবক
দগ্ধ এ হৃদয়, করে যথা হুতাশন
নিকটস্থ ক্রমে। পরিচিত স্বর বটে,
জেনেছি এখন, সেই ললনার স্বর!
তবে কেন উথলিল মনের আবেগ?
নহে এ তাহার স্বর, তার স্বর ন্যায়,
সাক্ষাৎ যাহার সহ হবেনাকো আর।
সেই সে কারণে করেছে উদ্ভূত উহা,
তীব্রতর অতি, আজি মম মনঃক্ষোভ!

সন্যাসী খানিক প্রতাপের প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। অবিলম্বে উত্তরীয় পরিত্যাগ করলেন এবং প্রতাপের পদতলে পতিত হয়ে বললেন।

ক্ষম নাথ হই আমি তোমার বনিতা
কেমনে বল হে নাথ কাটালে মমতা ;
প্রাণ সম প্রিয়তম বলিতে যাহারে
ত্যজিয়ে তাহায় তুমি এলে দেশান্তরে।

তখন প্রতাপ দেখলেন যে নিজ প্রণয়নী তাঁর অন্বেষণে ছদ্মবেশ ধরে আসিয়াছেন। তখন

তাঁর চেতন হলো; বল্লেন "হায় কি কুক্ষণে এই লতামণ্ডপ দেখতে এসেছিলাম। প্রিয়ে আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর আমি অতি নরাধম।"

আমি গো চণ্ডাল মম পাষাণ হৃদয়
মম গাত্র স্পর্শ করা উচিত না হয়।
অতিশুষ্ক শিষদ্রুমে চন্দন ভ্রমেতে
লয়েছ আশ্রয় প্রিয়ে তুমি ক্লেশপেতে।

এই বলে প্রতাপ অচেতন হয়ে ধরাতলে পতিত হলেন। সাধ্বীবিলাস স্বামির মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইয়া বল্লেন

ছিল এই সব মম কপালে লিখন
বিধির লিখন বল কেকরে খণ্ডন।
কপালে লিখন ছিলো জনক সুতার
রাজরাণি হয়ে হলো বনবাস তাঁর।
প্রাণেশ নাহিক কিছু দোষ আপনার
এ সকল লেখা ছিল ললাটে আমার।

প্রতাপ বণিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বল্লেন "প্রিয়ে! চল আমরা বাড়ী যাই। যা হবার তা হয়ে গেছে, গত সূচনায় আর প্রয়োজন নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ভ্রমসংশোধন।

পাঠকগণ পূর্ব্বে লেখা হয়েছে প্রমথনাথ এবং উমাচরণ আপানভুমির নদীটি পার হয়ে লতামণ্ডপাভিমুখে গমন করতে লাগলেন। রজনী আগত দেখিয়া পথমধ্যে এক তরুতলে যামিনি যাপন করিলেন। পরে কি হোলো তাহা লিখিবার পূর্ব্বে উমাচরণ এবং প্রমথনাথের কিছু বিবরণ লিখিতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বে বলিয়াছি তাঁরা একরকম আড়পাগলাটে ছিলেন; আবার ভণ্ডের একশেষও ছিলেন। বারণাবতমধ্যে এঁরাই বড় লোক ছিলেন, সুতরাং সকলে ভয় করে চলতো। মোকদ্দমার বিষয় তাঁদের মিমাংসা করতে হতো কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে সকল মোকদ্দমার তাঁরা দণ্ডবিধি করতেন সে সকলের অনেকগুলিতে তাঁরাই রত ছিলেন। সংক্ষেপে যাকে বলে "যাঁরা রক্ষক তাঁরা ভক্ষক" এঁরা তাই। দুরাচার মনে কখনই সন্তোষ বিরাজ করে না। সুতরাং সংসারের প্রতি একপ্রকার বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। সেই জন্যই তাঁরা লতামণ্ডপে প্রবাসির ন্যায় বেড়াতে গেছিলেন।

এখন প্রভাত হইল নিশানাথ উদয়াচলে আরোহণ করলেন। নলিনী যেন কমলিনির সুখ দর্শনে অসক্তা হইয়া ঘোমটা দিলেন, চক্রবাক নিজ প্রণয়িণীকে আদর করতে লাগলেন। দিবাভীত পেচক বৃক্ষ গহ্বরে লুকায়িত হয়ে রইলেন। প্রমথনাথ এবং উমাচরণ গাত্রোত্থান করলেন এবং লতামণ্ডপের স্পর্শাক্রামক বায়ু সেবন করতে২ লতামণ্ডপাভিমুখে গমন করতে লাগলেন।

প্রতাপ নিজসাধ্বী প্রণয়নির সহিত সেই পথ দিয়া বাটি ফিরিয়া যাইতেছিলেন। উমাচরণ এবং প্রমথনাথ প্রতাপকে চিনতেন। বিলাসের সহিত সন্যাসির আকৃতির সাদৃশ্যতা দেখে সেই কামিনীর বিষয় জানতে ইচ্ছুক হলেন। প্রতাপ আদ্যোপান্ত সমুদায় বিবরণ তাঁদের বল্লেন। প্রমথনাথ এবং উমাচরণ বিলাসের স্বামিভক্তির বিবরণ শ্রবণ করিয়া অতিশয় চমৎকৃত হলেন এবং বল্লেন স্ত্রীলোক সাধ্বী আজ আমরা জানলাম। অতএব আর প্রবাসে কাজ নাই আমরা বাটী গমন করি। এই বলিয়া তাঁহারা সকলে বাটী ফিরে এলেন।

অষ্টম অঙ্ক চরক।

পাঠকগণ কলিকাতার কাঁশারিপাড়ার সং

দেখছ। আজ এস বারণাবতের সং দেখি। বারণাবতে বাসি চড়ক হয় অর্থাৎ প্রথম দিন না হয়ে পরদিন সং বেরয়। এস আমরা রাস্তার ধারে দাঁড়াই। লোকের কি ভিড়, ঠেলে যাওয়া যায় না। আবার সকলে নিচের সং ফেলে উপরের সং দেখছে। পাঠক উপরের সংগুলি কি? দুশ্চরিত্রা কুলটা কামিনি! প্রথম সং "নতুন ফ্যাসানের বিবাহ"। দ্বিতীয় একটি 'গেট'। গেটের উপর লেখা কি "কি ভয় কি ভয় গাও আমাদের জয়"। তৃতীয়টী "নাকে চসমা দেওয়া দাড়িওয়ালা দুজন কি বক্তৃতা করছে"। পাঠক এই শেষোক্ত সংদুটি দেখে দুজন বারাঙ্গনা খিল্ খিল্ করে হেঁসে উঠলো। আর এক জন জিজ্ঞাসা করলে হলা তোরা যে হাঁসলি। ভাই সং দেখে; ঐ দেখ ভাই ওদের দুজনকে ঠীক যেন আমাদের বাবুদের মত দেখাচ্চে। পাঠকগণ বাবুদের নাম কি? উমাচরণ এবং প্রমথনাথ। চতুর্থ সং "মগের বিচার"। এস পাঠকগণ এটি বড় আশ্চর্য্য। ঐ দেখো এক জন কালো হেনো নাকে চসমা দিয়ে চেয়ারে বসে রয়েছে; ওর পাশে এক জন সুন্দর যুবা গোঁপে তা দিচ্চে। প্রথমটি মগের দেশের বিচার কর্ত্তা, দ্বিতীয় ব্যক্তি এক জন কর্ম্মচারি। মকদ্দমার নিষ্পত্তি হবে। এক জন উকিল বলিল "এই মকদ্দমার বাদি মতি সুন্দরি এবং প্রতিবাদি কুসুমকামিনি"। বিচার হচ্চে। পাঠকগণ বোধ হয় মতিসুন্দরি জিতবে। ঐ দেখ বিচার কর্ত্তা এক বার উঠলেন। কোথায় যাবেন! টিপিন্ ঘরে। পার্শ্বস্থিত সুন্দর যুবকটিও তাঁহার সঙ্গে চল্লো। পাঠক এর নাম কি জান? এঁর নাম বৃত্রশক্র ইনি ঐ বিচার কর্ত্তার ডানহাত বাঁহাত। ঘরেতে দেখ দুজনেকে কি কিছু কিচ্ করছে বোঝা যায় না মগের দেশের কথা। বিচারকর্ত্তা পুনরায় আসন গ্রহণ করলেন এবং বল্লেন এই মকদ্দমায় মতিসুন্দরির ৫০ টাকা জরীবানা। আদালতের লোকেরা বিস্ময়াপন্ন। উকীলেরা বল্লেন হুজুর এ কোন আইনেতে লেখে নাই। বিচার কর্ত্তা এক বিজাতিয় রব করে চোক্ মুখ নেড়ে বল্লেন।

"আমি টোমাডের কথা শুনতে চাই না? আমি যা বুঝিয়াছি টা করিলাম টোমরা যাও'।

পাঠক ঐ পাঁচটা বাজলো। রাস্তায় সং থাকবার আর হুকুম নাই। ঐ দেখ কজন লাল পাকড়িওয়ালা সকলকে নিবারণ করছে। এস আমরা চড়ক ডাঙ্গায় যাই। ঐ দেখ কত কি লোকে কিনছে, কেও মুড়কি রাঙ্গা হাঁড়ি নে যাচ্চে, কেউ পাকা। ঐ দেখো দুজন বারাঙ্গনা তিনটি মুকোস কিনছে। এক জন জিজ্ঞাসা করলে "কেনলো অত মুকোস কি হবে'। তারা খিল্ খিল্ করে হেসে বল্লে, ভাই এ তিনটি মুকোসের সহিত আমাদের বাবুদের মুকের সাদৃশ্যতা আছে। সে জিজ্ঞাসা করিল হাঁলো কোনটি কার'। তারা বল্লে এটি প্রমথনাথের এবং এটি বিত্রশক্রর। বিত্রশক্রর নাম শ্রবণ করিয়া সে বলিল হেঁলো কুসুমকামিনির মকদ্দমার কি হলো। তারা বল্লে সে মকর্দ্দমা আমাদের বিত্রশক্র বাবু সাহেবকে অনেক বুঝাইয়া জিতয়ে দিয়েছেন।

পাঠকগণ এস দেখা যাক আমাদের প্রকৃত উমাচরণ, উমানাথ এবং বৃত্রশক্র কি করছেন। ঐ দেখ উমাচরণ বাবু ছড়ি হাতে করো বৃত্রশক্রর সহিত মুখে রুমাল দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্চেন। প্রমথনাথ বাবু এক বিজাতিয় পোশক পরে "নাগোর দোলা উঠলেন"। অমনি বারাঙ্গনারা বল্লে ওমা হাদ্দাথ বুড়ো মিনুসের কি রকম, সিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশতে গেছেন।